এসো
নাহব
শিখি
আবু তাহের মেসবাহ

এসো নাহ্‌ব শিখি

আবু তাহের মেসবাহ
শিক্ষক, আরবী ভাষা ও সাহিত্য
মাদরাসাতুল মাদীনাহ্‌ আশরাফাবাদ
লালবাগ, ঢাকা-১৩১০

পরিবেশনায়
মোহাম্মদী লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা - ১২১১

الطريق إلى النحو

এসো নাহ্‌ব শিখি

দারুল কলম প্রকাশনা-২

প্রচ্ছদঃ বশির মেসবাহ

প্রথম প্রকাশঃ

রাবিউছ্‌ ছানী, ১৪১৫ হিজরী

সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ ইংরেজী

মুদ্রণেঃ মোহাম্মদী প্রিন্টিং প্রেস

৪৯, হরনাথ ঘোষ রোড, ঢাকা- ১২১১

কম্পিউটার কম্পোজঃ

দারুল কলম কম্পিউটার

মাদরাসাতুল মাদীনাহ্‌ আশ্‌রাফাবাদ

লালবাগ, ঢাকা-১৩১০ ফোনঃ ২৩২৩২৭

হাদিয়াঃ ১০০ টাকা মাত্র

হাযরাতুল উস্তায মাওলানা আব্দুল হাই পাহাড়পুরী
(মুঃ যি আঃ) – এর দস্ত মুবারাকে

নাযরানা

ইয়া হাযরাতাল উস্তায!

আপনার মুখে বহুবার শুনেছি, হযরত আলী (রাঃ) ইরশাদ করেছেন –

أنا عبد من علمني حرفا واحدا ، إن شاء باع و إن شاء أعتق

এ বাণী শিরোধার্য। তবে প্রাণের আকুল আর্তি এই যে, গোলামের কোন অপরাধ হলে শাস্তি হিসাবে বিক্রি বা আযাদ যেন না করা হয়। গোলামির ইজ্জত থেকে মাহরূম যেন না হই। যতদিন বেঁচে আছি আপনার গোলাম হয়েই যেন বেঁচে থাকি।

এ কিতাবটি আপনার গোলামিরই সামান্য ফসল। তাই আপনার পবিত্র হাতেই তুলে দিলাম এ তুচ্ছ নাযরানা। মেহেরবান আল্লাহ যেন কবুল করেন।

আপনার স্নেহধন্য গোলাম
আবু তাহের মেসবাহ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

محتويات الكتاب

কিছু কথা

আলহামদু লিল্লাহ! ছুম্মা আলহামদু লিল্লাহ! কাওমী মাদরাসার সংশোধিত নেছাবের জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের যে মহতি উদ্যোগ মাদরাসাতুল মাদীনাহ গ্রহণ করেছে তার দ্বিতীয় ফসল রূপে الطريق إلى النحو বা 'এসো নাহ্ব শিখি' আজ আত্মপ্রকাশ করছে। যাবতীয় সীমাবদ্ধতার মাঝেও এটা সম্ভব হতে পেরেছে শুধু আল্লাহ রাহমানুর রাহীমের অপার অনুগ্রহে। তাই এ আনন্দঘন মুহূর্তে কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর পাক দরবারে আদায় করছি সিজদায়ে শোকর।

দরসে নিজামী নামে পরিচিত আমাদের কাওমী মাদরাসার নেছাবে নাহ্ব-ছারফ বা আরবী ভাষার ব্যাকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং কোরআন হাদীছের ইলম চর্চার অন্যতম বুনিয়াদ। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আমাদের প্রিয় ছাত্র মহলে নাহ্ব-ছারফকে বর্তমানে খুব কঠিন ও কষ্টদায়ক বিষয় মনে করা হয়। দীর্ঘ কয়েক বছরের ধারাবাহিক অধ্যয়ন সত্ত্বেও বিষয়টির সাথে তারা তেমন ঘনিষ্ঠ হতে পারে না। ফলে আরবী ভাষার ব্যাকরণগত দুর্বলতা আমাদের প্রিয় তালিবে ইলমদের ইলম চর্চাকে পদে পদে ব্যাহত করছে।

কাওমী মাদরাসার বরেণ্য শিক্ষকগণ এ বাস্তবতা উপলব্ধি করছেন এবং বিভিন্নভাবে আন্তরিক ও নিরলস প্রচেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে তাঁদের চিন্তার ফসল হিসাবে কয়েকটি কিতাব প্রকাশিতও হয়েছে।

جزاهم الله عن طلبة العلم جميعا

আমরাও দীর্ঘদিন থেকে নাহ্বের প্রথম পাঠ হিসাবে এমন একটি বিজ্ঞানসম্মত পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন অনুভব করে আসছিলাম যাতে প্রিয় ছাত্ররা তাদের মাতৃভাষায় সহজ ও আকর্ষণীয়ভাবে নাহ্ব চর্চার সুযোগ লাভ করে এবং প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত অনুশীলনের মাধ্যমে বিষয়টি পূর্ণ আত্মস্থ করতে পারে।

প্রয়োজনের এ অনুভব থেকে রচিত الطريق إلى النحو কিতাবটি কাওমী মাদরাসার সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ ও প্রিয় ছাত্রদের বরাবরে বিনয়ের সাথে পেশ করছি। আল্লাহ কবুল করুন। আমীন!

বিষয়বস্তুকে সহজ, আকর্ষণীয় ও ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।

(ক) পাঠের শুরুতে সংশ্লিষ্ট নিয়মের উপর বিভিন্ন উদাহরণ।

(খ) আলোচনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট নিয়ম বা قواعد এর ব্যাখ্যা উপস্থাপন।

(গ) সংক্ষেপে মূল নিয়ম উপস্থাপন

(ঘ) تمرينات এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট قواعد এর অনুশীলন।

(ঙ) সংশ্লিষ্ট قواعد ভিত্তিক প্রশ্নমালা।

মোটামুটি এই ছকে আগাগোড়া কিতাবটি বিন্যস্ত করা হয়েছে। তাছাড়া আমাদের কাওমী নেছাবের সুপরিচিত نحومير কিতাবটিকেই মূল ভিত্তি রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। তবে কম প্রয়োজনীয় ও জটিল কিছু বিষয় যেমন বাদ দেয়া হয়েছে তেমনি বহুল প্রয়োজনীয় কিছু قواعد অন্যান্য কিতাব থেকে সংযোজনও করা হয়েছে। সুতরাং বলা চলে যে, الطريق إلى النحو কিতাবটি نحومير এরই আধুনিক রূপান্তর।

আশা করি আলোচ্য কিতাবটি আমাদের কাওমী মাদরাসার নাহ্‌ব শাস্ত্রের পঠন-পাঠনের গুরুত্বপূর্ণ কাজটিকে সহজ, আনন্দদায়ক ও ফলপ্রসূ করার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়ক হবে।

চিন্তায় ও কাজে ভুল-বিচ্যুতি ঘটাই স্বাভাবিক। তাই আমাদের বিনীত নিবেদন; ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে ভুলত্রুটিগুলো ধরিয়ে দিলে এবং প্রয়োজনীয় সুপরামর্শ দ্বারা সহযোগিতা করলে কৃতজ্ঞ হবো এবং আগামীতে সেগুলোর আলোকে সংশোধনে প্রয়াসী হবো ইনশাআল্লাহ।

কিতাবটির কম্পোজ ও বিন্যাসের ক্ষেত্রে অনুজদ্বয় মাওলানা হাসান মেছবাহ ও মাওলানা বশীর মেছবাহ এবং পরম প্রিয় ছাত্র আবু হোরায়রা অক্লান্ত পরিশ্রম ও মেহনত করেছে। শ্রদ্ধেয় মামা হাফেজ মুহাম্মদ খালেদ

ছাহেবও কৃতজ্ঞতাঋণে আবদ্ধ করেছেন। আল্লাহ তাদেরকে আপন শান মুতাবিক জাযা দান করুন। আমীন!

মাদরাসাতুল মাদীনাহকে যিনি আপনজনের মত ভালবাসেন, এর খিদমতকে যিনি আখেরাতের সঞ্চয় মনে করেন তিনি হলেন আমার পরম মুখলিছ দোস্ত ভাই হাবীবুল্লাহ। সংশোধিত নেছাবের জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন বিষয়ে বরাবর তিনি গভীর সহমর্মিতা প্রকাশ করে এসেছেন এবং বর্তমান কিতাবটির ছাপা ও পরিবেশনের দায়িত্ব গ্রহণপূর্বক সর্বোত সহায়তার হস্ত প্রসারিত করেছেন। আখেরাতে আল্লাহ যেন আমাদের উভয়কেএবং অন্য সকলকে তাঁর রহমতের ছায়ায় স্থান দান করেন। আমীন!

পরিশেষে এই কিতাবটি দ্বারা যারা বর্তমানে বা অনাগত ভবিষ্যতে উপকৃত হবেন তাদের সকলের খিদমতে বিনয় কাতর প্রার্থনা; তারা যেন এই গুনাহগারের খাতেমা বিলখায়র এবং আখেরাতের মাছায়েব থেকে হিফাযতের দু'আ করেন এবং মাদরাসাতুল মাদীনাহর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্যই যেন এ দু'আ করেন।

আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর দ্বীনের জন্য কবুল করুন। আমীন!

আবু তাহের মেসবাহ
মাদরাসাতুল মাদীনাহ

পরামর্শ

কিতাবটি দ্বারা কাঙ্ক্ষিত ফায়দা লাভের জন্য শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দের খিদমতে কয়েকটি পরামর্শ পেশ করছি।

১। কোন ভাষার ব্যাকরণ শিক্ষার সহজ ও স্বভাবসম্মত পন্থা হলো আগে উক্ত ভাষার পর্যাপ্ত ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করে নেয়া। বলাবাহুল্য যে, ভাষার ব্যবহারিক জ্ঞান যত কম হবে ব্যাকরণ ততই কঠিন ও রসকষহীন মনে হবে।

ব্যাকরণের প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া আরবী ভাষার ব্যবহারিক জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যেই الطريقُ إلى العربية বা এসো আরবী শিখি (তিন খণ্ডে) রচিত হয়েছে। সুতরাং الطريق إلى النحو শুরু করার আগে الطريق إلى العربية (তিন খণ্ড) অবশ্যই অধ্যয়ন করতে হবে।

২। দরসে বসার পূর্বে শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট অংশটুকু অবশ্যই مطالعة করে আসবে। কোন অবস্থাতেই بلا مطالعة দরসে বসবে না।

৩। প্রথমে পাঠের শুরুতে প্রদত্ত উদাহরণগুলো অর্থসহ বুঝে পড়বে তারপর একজন দাঁড়িয়ে সংশ্লিষ্ট আলোচনাটুকু পড়বে। শিক্ষক (প্রয়োজন হলে) কোন কথা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবেন।

৪। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে মূলকথা বা নিয়মগুলো মুখস্থ করে শোনাতে হবে।

৫। প্রশ্নমালায় প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর দরসে মৌখিকভাবে শিক্ষার্থীর কাছ থেকে আদায় করা হবে। পরবর্তীতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী সেগুলো খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

৬। অনুশীলনীতে প্রদত্ত বাক্যগুলোর নতুন শব্দগুলোর অর্থ শিক্ষক বলে দেবেন। শিক্ষার্থী নিজের চেষ্টায় বাক্যগুলোর অর্থোদ্ধার করবে। শিক্ষক শুধু প্রয়োজনীয় সাহায্য করবেন। তারপর যে সমাধান চাওয়া হয়েছে, শিক্ষার্থী তা পেশ করবে। ভুল হলে শিক্ষক তা শুধরে দেবেন।

৭। উদাহরণ সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে, দু'একজন শিক্ষার্থী দ্বারা সেটার মহড়া দেয়ালে খুবই ভালো হবে। অর্থাৎ শিক্ষক ব্লাকবোর্ডে অনুরূপ নতুন কিছু উদাহরণ লিখে দেবেন এবং একজন শিক্ষার্থীকে বইয়ের আলোচনার আলোকে উদাহরণগুলো বিশ্লেষণ করতে বলবেন।

এভাবে তাদের মধ্যে বোঝানোর যোগ্যতা তৈরী হবে। তবে সব শিক্ষার্থীর উপর এই বাড়তি বোঝা চাপানো উচিত নয়।

পদ্ধতিগত কারণে বইটি কিছুটা বড় হয়েছে বটে। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক অনুশীলনের পরিধি সংকুচিত করে আনতে পারেন। তবে যথাসম্ভব সেটা না করাই ভাল হবে।

উপরের পরামর্শের আলোকে বইটি পড়া হলে আশা করি نحو এর বুনিয়াদি استعداد ও যোগ্যতা পয়দা হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ। পরবর্তীতে আরবী ভাষায় লিখিত نحو এর যত কিতাব পড়বে তার ব্যাকরণ-জ্ঞানের পরিধি ততই বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এ বইটির উদ্দেশ্য শুধু ইসতি'দাদ পয়দা করা। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফিক দান করুন। আমীন!

প্রিয় ছাত্র!

ইতিপূর্বে তুমি الطريق إلى العربية বইটি পড়েছো এবং আশা করি ভালোভাবেই পড়েছো। তাই আরবী ভাষার সাথে তোমার মোটামুটি পরিচয় গড়ে উঠেছে। এখন তুমি আরবী ভাষায় লিখতে পারো, বলতে পারো এবং আরবী ভাষার ছোট ছোট বই পড়ে বুঝতে পারো। আলহামদুলিল্লাহ। এটা খুবই আনন্দের কথা।

আরবী ভাষা আরো ভালো করে জানার জন্য এবার তুমি আরবী ভাষার নিয়মাবলী পড়বে। সব ভাষারই কিছু নিয়ম কানুন আছে। সেগুলোকে ভাষার ব্যাকরণ বলা হয়।

আরবী ভাষার ব্যাকরণ বা নিয়মাবলী খুবই সহজ, সুন্দর ও মজাদার। এ বইটি পড়লেই তুমি সে কথা বুঝতে পারবে। এসো এবার বিসমিল্লাহ বলে পড়া শুরু করি। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফিক দান করুন। আমীন!

মূলকথা

ভাষার নিয়মাবলীকে ব্যাকরণ বলে।

আরবী ভাষার নিয়মাবলীকে আরবী ভাষার ব্যাকরণ বলে।

الدرس الأول

আরবী ব্যাকরণের দুই ভাগ

আরবী ভাষার ব্যাকরণ বা নিয়মাবলী দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের নাম الصَّرْفُ এবং দ্বিতীয় ভাগের নাম النَّحْوُ।

এ বইয়ে আমরা আরবী ভাষার ব্যাকরণ বা নিয়মাবলীর দ্বিতীয় ভাগ النحو সম্পর্কে আলোচনা করবো।

الصرفُ –এর পরিচয় কি? উদ্দেশ্য কি? এবং আলোচ্যবিষয় কি (অর্থাৎ কি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়)?

তদ্রূপ النحوُ –এর পরিচয় কি? উদ্দেশ্য কি? এবং আলোচ্যবিষয় কি?

প্রথমে এ ক'টি কথা জেনে নিলে বইটি পড়া তোমার জন্য বেশ সহজ হবে।

الصرفُ –এর পরিচয়, উদ্দেশ্য ও আলোচ্য বিষয়

النصر একটি مصدر এই মাছদার থেকে তুমি বিভিন্ন মাপের বহু শব্দ তৈরী করতে পারো।

যেমন, نَصَرَ-يَنْصُرُ-اُنْصُرْ-نَاصِرٌ-نَصِيْرٌ ইত্যাদি।[১] এভাবে যে কোন মাছদার থেকে তুমি বিভিন্ন মাপের বহু শব্দ তৈরী করতে পারো। কিন্তু তোমার ছোট ভাইটি হয়ত তা পারে না। বলতো, তুমি কেন পারো আর সে কেন পারে না?

তোমার কিছু নিয়ম কানুন জানা আছে; যে গুলোর সাহায্যে তুমি মাছদার থেকে বিভিন্ন মাপের শব্দ তৈরী করতে পারো। কিন্তু তোমার ভাইয়ের সে নিয়মগুলো জানা নেই। তাই সে তোমার মত কোন মাছদার থেকে বিভিন্ন মাপের শব্দ তৈরী করতে পারে না এবং সেগুলোর অর্থও বুঝেনা। তাই না!

১। শব্দগুলো যথাক্রমে فَعَلَ.يَفْعُلُ.اُفْعُلْ.فَاعِلٌ ও فَعِيلٌ এই সমস্ত মাপে তৈরী হয়েছে।

আবার দেখ; الْقَوْلُ বাবে نَصَرَ এর একটি মাছদার। তোমাকে যদি এই মাছদার থেকে ماضى. مضارع. أمر বানাতে বলি তা হলে অবশ্যই তুমি বলবে قَالَ. يَقُوْلُ. قُلْ

এই فعل গুলোর মূল রূপ ছিল قَوَلَ. يَقْوُلُ. اُقْوُلْ এই রূপ পরিবর্তন কেন হলো? সম্ভবতঃ এ প্রশ্নের উত্তর তুমি দিতে পারবে না। কেননা যে সকল নিয়ম কানুনের সাহায্যে শব্দগুলোর রূপ পরিবর্তন হয়েছে তা তোমার জানা নেই।

শব্দের গঠন ও রূপান্তরের নিয়ম কানুনকেই عِلْمُ الصَّرْفِ বলে।

আশা করি এবার তুমি সহজেই বুঝতে পারছো যে, علم الصرف এর উদ্দেশ্য হচ্ছে শব্দের গঠন ও রূপান্তরের ক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করা আর শব্দের রূপ ও কাঠামো সম্পর্কেই শুধু علم الصرف এ আলোচনা করা হয়।

মূলকথা

১। শব্দের গঠন ও রূপান্তরের নিয়মাবলীকে علم الصرف বলে।
২। শব্দের নির্ভুল গঠন ও রূপান্তর علم الصرف এর উদ্দেশ্য।
৩। শব্দের গঠন ও রূপান্তর علم الصرف এর আলোচ্যবিষয়।

اَلنَّحْوُ —এর পরিচয়, উদ্দেশ্য ও আলোচ্যবিষয়

(ক) রাশেদ আজ শহরে যাবে।
(খ) তুমি একজন মেধাবী ছাত্র।
(গ) এই ছেলেটি রাশেদকে সাহায্য করেছে।

তোমাকে যদি উপরের বাক্যগুলোর আরবী জিজ্ঞাসা করি তাহলে অবশ্যই তুমি তা বলতে পারবে। কেননা বিভিন্ন শব্দকে একত্র করে বাক্য গঠনের নিয়ম কানুন তোমার জানা আছে এবং কখন কোন শব্দের শেষ অবস্থা কি হবে সে সমস্ত নিয়মও তোমার জানা আছে।

অথচ তোমার ছোট ভাইটি উপরের বাক্যগুলোর আরবী বলতে পারবে না। কেননা বিভিন্ন শব্দকে যুক্ত ও বিন্যস্ত করার নিয়ম তার জানা নেই।

বিভিন্ন শব্দকে যুক্ত ও বিন্যস্ত করার নিয়ম কানুনই হলো عِلْمُ النحوِ

আশা করি, এবার তুমি সহজেই علم النحو এর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছো। অর্থাৎ বাক্য গঠনের ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করাই علم النحوِ এর উদ্দেশ্য।

একথাও নিশ্চয় বুঝতে পেরেছো যে, বাক্য এবং বাক্যস্থ শব্দগুলোর শেষ অবস্থা [1] علم النحو এর আলোচ্যবিষয়। অর্থাৎ বাক্যস্থ শব্দগুলোর শেষ অবস্থা কি হবে সেটাই এখানে আলোচনা করা হয়।

মূলকথা

১। বিভিন্ন শব্দকে যুক্ত ও বিন্যস্ত করার নিয়মাবলীকে علمُ النحوِ বলে।
২। নির্ভুল বাক্য গঠন علم النحو এর উদ্দেশ্য।
৩। বাক্য এবং বাক্যস্থ শব্দের শেষ অবস্থা علم النحو এর আলোচ্য বিষয়।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূর্ণ কর।

(ক) ... র গঠন ও রূপান্তরের ... কে ... ... বলে।
(খ) শব্দকে... ও ... করার নিয়মাবলীকে ... ... বলে।
(গ) নির্ভুল ... গঠন ... ... এর উদ্দেশ্য।
(ঘ) শব্দের গঠন ও ... র ক্ষেত্রে ... ... থেকে রক্ষা করা ... ... এর উদ্দেশ্য।

২। উত্তর দাও।

(ক) ব্যাকরণ কাকে বলে?
(খ) ভাষার নিয়মকানুনকে কি বলে?
(গ) আরবী ভাষার নিয়ম কানুনকে কি বলে?
(ঘ) আরবী ভাষার ব্যাকরণ কয় ভাগ ও কি কি?

৩। (ক) শব্দের গঠন ও রূপান্তরের নিয়মাবলীকে কি বলে?
(খ) যে নিয়মাবলীর সাহায্যে শব্দের গঠন ও রূপান্তর জানা যায় তাকে কি বলে?

১। অর্থাৎ কালেমাগুলোর إعراب ও بناء

(গ) علم الصرف কাকে বলে?

(ঘ) علم الصرف এর পরিচয় বল।

৪। (ক) علم النحو এর পরিচয় দাও।

(খ) علم النحو কাকে বলে?

(গ) শব্দযোগ ও শব্দবিন্যাসের নিয়মাবলীকে কি বলে?

(ঘ) যে নিয়মাবলীর সাহায্যে বিভিন্ন শব্দকে যুক্ত ও বিন্যস্ত করা যায় তাকে কি বলে?

(ঙ) যে নিয়ম কানুনের সাহায্যে বিভিন্ন শব্দকে একত্র করে বাক্য গঠন করা যায় তাকে কি বলে?

(চ) যে নিয়মাবলীর সাহায্যে বাক্যস্থ শব্দের শেষ অবস্থা জানা যায় তাকে কি বলে?

৫। (ক) علم النحو এর নিয়মাবলী দ্বারা কি জানা যায়?

(খ) علم الصرف এর নিয়মাবলী দ্বারা কি জানা যায়?

(গ) علم الصرف দ্বারা দু'টি জিনিস জানা যায়; সেগুলি কি কি?

(গ) علم النحو এর উদ্দেশ্য কী?

(ঘ) علم الصرف এর উদ্দেশ্য কী?

(ঙ) علم النحو ও علم الصرف এর উদ্দেশ্য কী?

(চ) علم النحو ও علم الصرف কাকে বলে?

الدرس الثاني

লফয ও তার প্রকার

(الف) كِتَابٌ . قَلَمٌ . خَالِدٌ . نَوْمٌ .

(ب) اللّٰهُ وَاحِدٌ . الكِتَابُ جَمِيلٌ . أنا تِلمِيذٌ . رَاشِدٌ تَاجِرٌ .

(ج) كِتَابُ خَالِدٍ . مَسْجِدُ القَرْيَةِ . صَدِيقَةُ عَائِشَةَ .

(د) كِتَابٌ جمِيلٌ . تَاجِرٌ مَشْهُورٌ . نَومٌ عَمِيْقٌ .

আলোচনা

প্রথমেই তোমাকে বলে রাখি যে(মানুষের মুখ থেকে যে ধ্বনি বের হয় এবং কোন অর্থ বুঝায় তাকে لَفْظٌ বলে)

উপরের কথাগুলো لَفْظٌ। কেননা এগুলো মানুষের মুখ থেকে উচ্চারিত অর্থপূর্ণ ধ্বনি।

প্রথমে (الف) থেকে كِتَابٌ লফযটি উচ্চারণ করো ও অর্থ বলো। এবার লফযটিকে বিভক্ত করো। যেমন (تاب ــ ك) এখন কি অংশ দু'টি কোন অর্থ প্রকাশ করছে? না করছে না।

এবার (ب) থেকে اللّٰهُ وَاحِدٌ লফযটি উচ্চারণ করো এবং অর্থ বলো। এবার লফযটিকে দুই ভাগে ভাগ করো; উভয় অংশই অর্থ প্রকাশ করছে। الله মানে আল্লাহ এবং وَاحِدٌ মানে এক। অর্থাৎ উভয় অংশ যুক্ত অবস্থায় এবং আলাদা অবস্থায় অর্থ প্রকাশ করে।

(ج) থেকে كِتَابُ خَالِدٍ এই লফযটি উচ্চারণ করো ও অর্থ বলো। এবার লফযটিকে দুই ভাগে ভাগ করো। দেখবে, উভয় অংশই অর্থ প্রকাশ করছে। خَالِدٌ এক ব্যক্তিকে বুঝাচ্ছে আর كِتَابٌ একটি বস্তুকে বুঝাচ্ছে। অর্থাৎ উভয় অংশ যুক্তভাবে এবং আলাদাভাবে অর্থ প্রকাশ করে।

(د) থেকে كِتَابٌ جَمِيلٌ লফযটি উচ্চারণ করো ও অর্থ বলো। এবার লফযটিকে বিভক্ত করো। দেখবে, এখনো অংশ দু'টি অর্থপূর্ণ আছে। অর্থাৎ এ অংশ দু'টি যুক্তভাবে এবং আলাদাভাবে অর্থপূর্ণ।

মোটকথা, أَلِف এর লফযগুলি বিভক্ত হওয়ার পর অর্থহীন হয়ে যায়। কিন্তু অন্যান্য ভাগের লফযগুলি বিভক্ত হওয়ার পরও অর্থপূর্ণ থাকে।

মনে রেখো, যে লফয একক ও বিযুক্ত অর্থ প্রকাশ করে এবং বিভক্ত হলে অর্থহীন হয়ে পড়ে তাকে كَلِمَةٌ বা مُفْرَدٌ বলে।

যে লফয যুক্ত অর্থ প্রকাশ করে এবং বিভক্ত হয়েও অর্থপূর্ণ থাকে তাকে مركب বলে।

মূলকথা

১। মানুষের মুখের অর্থপূর্ণ ধ্বনিকে لَفْظٌ বলে। লফয দুই প্রকার –

(১) مُفْرَدٌ (২) مُرَكَّبٌ

২। যে লফয বিযুক্ত অর্থ প্রকাশ করে এবং বিভক্ত হলে অর্থহীন হয়ে পড়ে তাকে مفرد বা كلمة বলে।

৩। যে লফয যুক্ত অর্থ প্রকাশ করে এবং বিভক্ত হলেও উভয়াংশ অর্থপূর্ণ থাকে তাকে مركب বলে।

অনুশীলনী

১। مُرَكَّبٌ লফযের পাশে ✓ চিহ্ন দাও।

قَلَمٌ . هٰذَا الْكِتَابُ . رَمَضَانُ . أَنْتَ . أَنَا تِلْمِيذٌ . هٰذا

২। مُفْرَدٌ লফযের পাশে ✓ চিহ্ন দাও।

اَللّٰهُ . هَلْ . لَمْ . كِتَابِي . أَخٌ . ضَرَبَ . بَيْتُكَ . جَمِيلٌ .

৩। দুটি মুফরাদকে যোগ করে مُرَكَّبٌ তৈরী করো।

(نَا + رَبٌّ) (رَاشِدٌ + مُعَلِّمٌ) (جَدِيدٌ + كِتَابٌ) (اَللّٰهُ + قَادِرٌ) (فِي + الغُرْفَةِ)

৪। নীচের مركب গুলো ক'টি مفرد দ্বারা গঠিত, বলো।

كِتَابُ خَالِدٍ . أَنْتَ تَاجِرٌ مَشْهُورٌ . ذَهَبَ صَدِيقُ مَاجِدٍ إِلَى السُّوقِ . خَادِمٌ أَمِينٌ . إِمَامُ الْمَسْجِدِ صَدِيقُهُ . هٰذا .

প্রশ্নমালা

১। লফয কাকে বলে?
২। লফয কয় প্রকার ও কি কি?
৩। মুফরাদ কাকে বলে?
৪। কালিমা কাকে বলে?
৫। قَلَمٌ লফযটি মুফরাদ না কালিমা?
৬। مُرَكَّبٌ কাকে বলে?
৭। مُفْرَدٌ লফযকে কি বিভক্ত করা যায়?
৮। مركب লফযকে কি বিভক্ত করা যায়?
৯। كَلِمَةٌ কি বিভক্ত হওয়ার পর অর্থপূর্ণ থাকে? একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝাও।
১০। مُرَكَّبٌ কি বিভক্ত হওয়ার পর অর্থপূর্ণ থাকে? একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝাও।
১১। যে লফয একক অর্থ প্রকাশ করে এবং বিভক্ত হলে অর্থহীন হয়ে পড়ে তাকে কি বলে?
১২। مُفْرَدٌ ও مُرَكَّبٌ এর মধ্যে কোনটি যুক্ত অর্থ প্রকাশ করে?
১৩। مفرد ও مركب এর মধ্যে কোনটি বিযুক্ত অর্থ প্রকাশ করে?
১৪। مفرد ও مركب এর মধ্যে কোনটি বিভক্ত হলে অর্থহীন হয়ে পড়ে?
১৫। মুফরাদ ও মুরাককাব কিসের প্রকার?

মুফরাদ বা কালিমার প্রকার

(الف) ذَهَبَ . خَرَجَ . أَطْعَمَ . قَالَ . عَلِمَ . دَعَا .

(ب) رَاشِدٌ . رجلٌ . كِتَابٌ . كُرَّاسَةٌ . نَوْمٌ . جُوعٌ .

(ج) إِلَى . مِنْ . وَ . إِن . نَعم .

আলোচনা

তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছো যে, উপরের তিন ভাগের প্রতিটি লফয মুফরাদ বা কালিমা। কেননা প্রতিটি লফয বিযুক্ত অর্থ প্রকাশ করে এবং বিভক্ত অবস্থায় অর্থহীন হয়ে পড়ে।

এবার প্রথম ভাগের ذَهَبَ কালিমাটি লক্ষ করো। এর একটি অর্থ আছে আর এ অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে সে স্ব-নির্ভর। অর্থাৎ অন্য কোন শব্দের সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন নেই এবং তাতে তিন কালের একটি কাল অর্থাৎ অতীতকাল পাওয়া যাচ্ছে।

এ ভাগের অন্যান্য কালিমা সম্পর্কেও একই কথা। এ ধরনের কালিমাকে فِعلٌ বলে।

অর্থাৎ যে কালিমা স্ব-নির্ভর রূপে নিজের অর্থ প্রকাশ করে এবং তিনকালের কোন একটি কাল ধারণ করে তাকে فِعلٌ বলে।

এবার দ্বিতীয় ভাগের কালিমাগুলো দেখ; رَاشِد অর্থ একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি। كِتَاب অর্থ একটি বিশেষ বস্তু অর্থাৎ বই। نَوْمٌ অর্থ একটি বিশেষ অবস্থা অর্থাৎ ঘুম। এ কালিমাগুলো নিজ নিজ অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর অর্থাৎ অন্য কোন শব্দের সাহায্য গ্রহণ করে না। আবার সেগুলো কোন কাল প্রকাশ করে না। এ ধরনের কালিমাকে اِسْمٌ বলে।

অর্থাৎ যে কালিমা স্ব-নির্ভর রূপে নিজের অর্থ প্রকাশ করে এবং তিন কালের কোন কাল ধারণ করে না তাকে اِسمٌ বলে।

এবার তৃতীয় ভাগের কালিমাগুলো দেখ, প্রতিটি কালিমা একটি অর্থ প্রকাশ করছে। কিন্তু সাথে অন্য শব্দ যোগ না করা পর্যন্ত তার অর্থ স্পষ্ট রূপে বুঝে আসে না। অর্থাৎ এ কালিমাগুলো নিজের অর্থ পরিষ্কার রূপে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে স্ব-নির্ভর নয়। অন্য কালিমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়। এ ধরনের কালিমাকে حَرْفٌ বলে।

মূলকথা

مفرد বা কালিমা তিন প্রকার। ১। اِسْمٌ ২। فِعْلٌ ৩। حَرْفٌ

১। যে কালেমা নিজের অর্থ প্রকাশে স্বনির্ভর[১] এবং তিনকালের কোন কাল ধারণ করে না তাকে اِسْمٌ বলে।

২। যে কালিমা নিজের অর্থ প্রকাশে স্বনির্ভর এবং তিনকালের কোন একটি কাল ধারণ করে তাকে فِعْلٌ বলে।

৩। যে কালিমা পরিষ্কার রূপে নিজের অর্থ প্রকাশে স্বনির্ভর নয় বরং পরনির্ভরশীল তাকে حَرْفٌ বলে।

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলো থেকে اِسمٌ গুলো পৃথক করো।

১। অর্থাৎ অন্য কোন শব্দের সাহায্য ছাড়াই নিজের অর্থ প্রকাশ করতে পারে।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ . فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ . يَصُومُ الْمُسْلِمُونَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ . عِشْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ مُسَافِرٌ .

২। নীচের বাক্যগুলো থেকে فعل গুলো পৃথক করো।

يُرِيدُ رَاشِدٌ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيَشْتَرِيَ كِتَابًا . أَمْطَرَتْ السَّمَاءُ فَلَجَأَ النَّاسُ إِلَى بُيُوتِهِمْ . اِبْتَعِدْ عَنْ رَفِيقِ سُوْءٍ .

৩। নীচের বাক্যগুলো থেকে حرف গুলো পৃথক করো।

سَأَلْتُ رَاشِدًا هَلْ تَذْهَبُ إِلَى السُّوقِ فَقَالَ : لَا..

৪। একটি বাক্য বল যাতে ف ও إن হরফ দুটি ব্যবহৃত হবে।

৫। একটি বাক্য বল যাতে তিনটি اسمٌ দুইটি فعلٌ ও তিনটি حرفٌ থাকবে।

প্রশ্নমালা

১। إسمٌ কাকে বলে?

২। فعلٌ কাকে বলে?

৩। حرف কাকে বলে?

৪। إسم. فعل ও حرف এর পরিচয় বলো।

৫। যে কালিমা নিজের অর্থ প্রকাশে স্বনির্ভর এবং তিনকালের কোন একটি কাল ধারণ করে তার নাম কি।

৬। যে কালিমা পরিষ্কার রূপে নিজের অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর নয় বরং পরনির্ভরশীল তার নাম কি?

৭। যে কালিমা নিজের অর্থ প্রকাশে স্বনির্ভর এবং তিনকালের কোন কাল ধারণ করে না তার নাম কি?

৮। إسمٌ কি নিজের অর্থ প্রকাশে স্বনির্ভর?

৯। فعل কি নিজের অর্থ প্রকাশে স্বনির্ভর?

১০। إسم ও فعل কি নিজের অর্থ প্রকাশে পরনির্ভরশীল?

الطريق إلى النحو

১১। حرفٌ কি স্বনির্ভর রূপে নিজের অর্থ প্রকাশ করে?
১২। فعلٌ কি তিনকালের কোন কাল ধারণ করে?
১৩। إسم কি তিনকালের কোন কাল ধারণ করে?
১৪। إسم ও فعل এর মধ্যে কোনটি কাল ধারণ করে এবং কোনটি করে না?
১৫। إسم. فعل ও حرف এই তিন প্রকার কালিমার কোনটি নিজের অর্থ প্রকাশে পরনির্ভরশীল?
১৬। اسم ও فعل এর মাঝে পার্থক্য কি?
১৭। نصر কালিমাটি اسم নয় কেন?
১৮। قَرية কালিমাটি اسم কেন?
১৯। فى কালিমাটি حرف নয় কেন?
২০। القتلُ কালিমাটি فعلٌ নয় কেন?
২১। أنْصُرْ কালিমাটি اسمٌ নয় কেন?
২২। هَلْ কালিমাটি اسم বা فعل নয় কেন?

'মুরাক্কাব' এর প্রকার

(الف) رَبُّنَا . رَسُولُ اللّٰهِ . كِتَابُ خَالِدٍ .
(ب) كِتَابٌ جَدِيدٌ . حَدِيقَةٌ صَغِيرَةٌ . تَاجِرٌ مَشْهُورٌ.

আলোচনা

তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছো যে, উপরের لفظ গুলো মুরাক্কাব; মুফরাদ নয়। কেননা প্রতিটি লফয যুক্ত অর্থ প্রকাশ করছে এবং বিভক্ত হওয়ার পরও তা অর্থপূর্ণ থাকবে। তবে লক্ষ করে দেখ, এখানে কোন লফযই একটা পূর্ণ বিষয় বুঝায় না। যদি এগুলোর সাথে আরো কোন শব্দ যোগ করো তবেই তা কোন পূর্ণ বিষয় বুঝাবে।

প্রথম ভাগের رَبُّنَا এই مُرَكَّب টির কথাই ধরা যাক। অর্থ–আমাদের প্রতিপালক। এতটুকু শুনে শ্রোতা কিন্তু তৃপ্তি পাবে না। বরং সে জানতে চাইবে, কে আমাদের প্রতিপালক? বা আমাদের প্রতিপালক কেমন? ইত্যাদি। যখন مُرَكَّب টির পূর্বে একটি শব্দ যোগ করে বলবে اللّٰهُ رَبُّنَا

আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক কিংবা পরে একটি শব্দ যোগ করে বলবে رَبُّنَا رَحِيمٌ (আমাদের প্রতিপালক দয়ালু) তখন কথাটা পূর্ণ হবে এবং শ্রোতা একটি পূর্ণ বিষয় বুঝতে পারবে।

সুতরাং رَبُّنَا এই مُرَكَّبٌ টি অপূর্ণ বা مُرَكَّبٌ نَاقِصٌ আর اَللّٰهُ رَبُّنَا ও رَبُّنَا رَحِيمٌ এই مُرَكَّبٌ টি পূর্ণ বা مركب مُفِيدٌ এই ভাগের অন্য দু'টি مركب সম্পর্কেও একই কথা। এ দুটিও مركب ناقص তবে যদি সাথে অন্য শব্দ যোগ করা হয়, যেমন, هذا كتابُ خالِدٍ অথবা كتاب خالدٍ جَمِيلٌ তদ্রূপ قال رَسُولُ اللّٰهِ (صلى الله عليه وسلم) অথবা رسول اللّٰه حق তখন তা পূর্ণ বিষয় বুঝাবে এবং مركب مفيد হবে।

দ্বিতীয় ভাগের كتابٌ جديدٌ মুরাক্কাবটি দেখ; এটাও مركبٌ ناقصٌ কেননা তা পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে না। বরং এতটুকু শোনার পর শ্রোতার মন আরো কিছু শোনার জন্য উন্মুখ থাকবে। কিন্তু তুমি যদি বল, هذا كتابٌ جديدٌ কিংবা الكتابُ جديدٌ কিংবা عندي كتابٌ جديدٌ তাহলে কথাটা পূর্ণ হবে এবং শ্রোতা একটি পূর্ণ বিষয় জেনে তৃপ্ত হবে।

তদ্রূপ حديقةٌ صغيرةٌ এটা مركب ناقص কেননা তা পূর্ণ কথা প্রকাশ করে না। তবে هذه حديقة صغيرة বা الحديقةُ صغيرةٌ অথবা امامَ البيتِ حديقةٌ صغيرةٌ এগুলো مُرَكَّبٌ تامٌّ কেননা তা পূর্ণ কথা প্রকাশ করছে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে,

মূলকথা

১। যে مُرَكَّب পূর্ণ কথা প্রকাশ করে না তাকে مركب ناقص বা مركب غير مفيد বলে।

২। যে مركب পূর্ণ কথা প্রকাশ করে (অর্থাৎ কোন খবর বা তলব বুঝায়) তাকে مركب مفيدٌ বা كَلَامٌ বা جُمْلَةٌ বলে।

৩। দুটি কালিমার সম্পর্ককে نِسْبَةٌ বলে। مركبٌ ناقصٌ এর نِسبة টি অসম্পূর্ণ। এটাকে نِسبةٌ ناقِصَةٌ বলে এবং مركب مفيد বা জুমলার نِسبة টি পূর্ণ। এটাকে نِسبةٌ تامةٌ বা إِسْنَادٌ বলে।

অনুশীলনী

১। مركب ناقص এর পাশে ✓ চিহ্ন দাও।

صَدِيْقُ مَاجِدٍ . هٰذا القلمُ . هذا قَلَمٌ . أنَا تِلْمِيذٌ . إلى المسجد . يومٌ جَمِيلٌ . خرجَ رَاشِدٌ . أمَامَ المسجدِ . هٰذا الولدُ مُؤَدَّبٌ .

২। مركب تام বা جملة এর পাশে ✓ চিহ্ন দাও।

كَتَبْتُ . كَيفَ صِحَّتُكَ ؟ مِنَ البيتِ . رَجلٌ صالحٌ . مَاتَ رَجلٌ صالحٌ . ذهَبَ مَاجِدٌ . أنَا مَرِيْضٌ . غُرفَةٌ واسِعَةٌ . بَيتُ بَشِيرٍ . بَيتُ اللّٰهِ . الكَعبَةُ بَيْتُ اللّٰهِ . هذه المَدينةُ . هذه مَدِينَةٌ .

৩। مركب ناقص গুলোকে مركب تام বা جملة তে রূপান্তরিত কর।

صَدِيقُه . مَدِينةٌ مَشهُورَةٌ . بَيتُ اللّٰهِ . ذٰلك الرَّجُلُ أخوكَ . تاجِرٌ . تَاجِرٌ أمِينٌ . مَحْمودٌ .

৪। নীচের جُمْلَةٌ গুলোকে مركب ناقص এ রূপান্তরিত করো।

أولٰئِك فَلاَّحونَ . الشَّجَرَةُ طويلَةٌ . المسجدُ الجميلُ . هٰذا مَسجِدٌ . القَلَمُ لكَ . الكِتابُ لِخالِدٍ . الزهرةُ جميلةٌ .

প্রশ্নমালা

১। মুরাক্কাব কাকে বলে?

২। মুরাক্কাব কিসের প্রকার?

৩। লফযের প্রকার কি কি?

৪। মুরাক্কাব কয় প্রকার ও কি কি?

৫। مركب ناقص কাকে বলে?

৬। مركب غير مفيد এর পরিচয় কি?

৭। مركب تام কাকে বলে?

৮। مركب مفيد এর পরিচয় বলো।

৯। العِلمُ نُورٌ এটা جُملة না كلام?

১০। مركب تام. مركب مفيد. جُملة. كلام চারটি কি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় না অভিন্ন বিষয়?

১১। صديقُ محمودٍ এ মুরাক্কাবটি مركب ناقص না جملة?

১২। هو محمودٌ. القرآنُ حقٌ এ মুরাক্কাব দু'টি مركب غير مفيد না كلام?

১৩। هذا الكتابُ এ মুরাক্কাবটি مركب مفيد বা جملة নয় কেন?

১৪। جَاءَ أخو محمودٍ এ মুরাক্কাবটি نَاقِصٌ নয় কেন?

১৫। যে মুরাক্কাব পূর্ণ কথা প্রকাশ করে (অর্থাৎ তলব বা খবর বুঝায়) তাকে কি বলে?

১৬। هل أنتَ تلميذٌ؟. أنا تِلميذٌ এখানে কোন্ جملة টি তলব এবং কোনটি খবর বুঝিয়েছে?

১৭। مركب ناقصٌ কে مركب تامٌ করার উপায় কি?

১৮। দুটি কালিমার মাঝের সম্পর্ককে কি বলে?

১৯। نِسبةٌ কাকে বলে?

২০। نِسبةٌ কয় প্রকার ও কি কি?

২১। কোন মুরাক্কাবের نِسبة টি অসম্পূর্ণ এবং কোন মুরাক্কাবের نِسبة টি সম্পূর্ণ?

২২। কোন نِسبة কে ناقصةٌ এবং কোন্ نسبة কে تامةٌ বলে?

২৩। نِسبةٌ تامةٌ এর অপর নাম কি?

২৪। هو مريضٌ এই কালিমা দুটির نسبةٌ এর নাম কি?

২৫। إسنادٌ কাকে বলে এবং إسنادٌ এর অপর নাম কি?

২৬। رَجُلٌ شريفٌ এই দুই কালিমার نسبة টি إسنادٌ নয় কেন?

২৭। الرجلُ شريفٌ এই দুই কালিমার نسبةٌ টি إسنادٌ কেন?

জুমলার দুই প্রকার

(الف) ذَهَبَ مَاجِدٌ . جَلَسَ المُعَلِّمُ . جَاءَ رَجُلٌ شَرِيفٌ . يَنَامُ هٰذا الوَلَدُ . يَقْرَأُ صَدِيقُ خَالِدٍ .

(ب) التُّفَّاحَةُ حُلْوَةٌ . رَاشِدٌ تِلمِيذٌ . هٰذا الوَلَدُ مُؤَدَّبٌ . صَدِيقُ مَحمودٍ تَاجِرٌ . هٰذا الرَّجُلُ ذَهَبَ .

আলোচনা

তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছো যে, (الف) ও (ب) উভয় ভাগের مُرَكَّبٌ গুলোই مركبٌ مفيدٌ বা جملة কেননা প্রতিটি মুরাক্কাব একটি পূর্ণকথা প্রকাশ করছে।

(الف) এর জুমলাগুলো লক্ষ কর, প্রতিটি জুমলা ফেয়েল দ্বারা শুরু হয়েছে। প্রতিটি জুমলা ফেয়েল ও ফায়েল দ্বারা গঠিত হয়েছে। এধরণের জুমলাকে الجملة الفعلية বলা হয়।

(ب) এর জুমলাগুলো দেখ, প্রতিটি জুমলা ইসম দ্বারা শুরু হয়েছে। যে জুমলা ইসম দ্বারা শুরু হয় তাকে الجملة الاسمية বলে। এবং الجملة الاسمية এর প্রথম অংশকে مُبْتَدَأٌ ও দ্বিতীয় অংশকে خَبَرٌ বলে।

সুতরাং هذا الرجُلُ . صديقُ محمُودٍ . هذا الوَلَدُ . راشِدٌ . التُّفَّاحَةُ এই অংশগুলো مُبْتَدَأٌ হয়েছে। এবং حُلْوَةٌ. تلميذ - مؤدب - تاجر. ذهب ইত্যাদি অংশগুলো خَبَرٌ হয়েছে।

তোমার নিশ্চয় মনে আছে যে, مركبٌ تامٌّ বা جُمْلَةٌ এর মাঝের সম্পর্ক ও নিসবতকে إِسْنَاد বলে। সুতরাং التفاحة حلوة শব্দদুটির মাঝে إِسناد এর সম্পর্ক রয়েছে। তদ্রূপ ذهب ماجد শব্দ দু'টির মাঝে إِسناد এর সম্পর্ক রয়েছে।

যেহেতু إسمية ও فعلية উভয় জুমলার মাঝে إِسناد বিদ্যমান সেহেতু فاعِلٌ ও مُبْتَدَأٌ কে مُسْنَدٌ إِلَيهِ এবং خَبَرٌ ও فِعْلٌ কে مُسْنَدٌ বলা হয়।

সুতরাং التفاحة حلوةٌ বাক্যের প্রথম অংশটি (التفاحة) মুবতাদা বা مُسْنَدٌ إِلَيهِ এবং দ্বিতীয় অংশটি (حلوة) খবর বা مُسْنَدٌ হয়েছে।

আর ذَهَبَ مَاجِدٌ বাক্যের প্রথম অংশটি (ذَهَبَ) ফেয়েল বা مُسْنَدٌ এবং দ্বিতীয় অংশটি (ماجد) ফায়েল বা مُسْند إليه হয়েছে।

এবার তুমি উভয় ভাগের সব ক'টি জুমলা লক্ষ করলে দেখতে পাবে যে, مسندٌ ও مُسْندإليه গুলো মুফরাদও হতে পারে আবার مركب ناقص ও হতে পারে।

ذهب ماجد ৹ التفاحة حلوة বাক্য দু'টিতে التفاحةُ ও ماجدٌ শব্দ দু'টি مسندٌإليهِ হয়েছে এবং ذَهَبَ ও حُلوةٌ শব্দ দুটি مسندٌ হয়েছে।

আবার جَاءَ رَجلٌ شَرِيفٌ এবং هذا الولدُ مُؤدبٌ এই বাক্য দু'টিতে مسندٌإليه দুটি مركب ناقص হয়েছে।

راشدٌ ذَهَبَ বাক্যটি লক্ষ করো, এখানে একটি جُمْلَةٌ খবর হয়েছে। তারপর মুবতাদা ও খবর মিলে আবার الجملة الاسمية হয়েছে। অর্থাৎ الجملة الاسمية এর খবর বা مُسْنَدٌ জুমলাও হতে পারে।

উপরের আলোচনার মূলকথা এই যে,

মূলকথা

important

১। যে জুমলার প্রথম অংশ ফেয়েল তাকে الجملة الفعلية বলা হয়।

২। যে জুমলা ইসম দিয়ে শুরু হয় তাকে الجملة الاسمية বলে।

৩। الجملةُالفعليةُ এর প্রথম অংশকে فِعْلٌ এবং দ্বিতীয় অংশকে فَاعِلٌ বলে।

৪। الجملة الاسمية এর প্রথম অংশকে مُبتدأ এবং দ্বিতীয় অংশকে خَبَرٌ বলে।

৫। জুমলার মাঝে (অর্থাৎ فِعلٌ ও فاعِلٌ এবং مبتدأ ও خَبَرٌ এর মাঝে) যে সম্পর্ক তাকে إسنادٌ বলে।

৬। فعل ও خَبَرٌ কে مسندٌ এবং فاعل ও مُبتدأ কে مسند إليه বলে।

৭। مُسْنَدٌ ও مُسْنَدٌإليه মুফরাদ হতে পারে আবার مركبٌناقصٌ ও হতে পারে।

৮। الجملة الاسمية এর خَبَرٌ বা مُسْنَدٌ জুমলাও হতে পারে।

অনুশীলনী

১। الجملة الاسمية গুলোর পাশে ✓ চিহ্ন দাও।

ذَهَبَ مَحمودٌ . بَيتُ جابِرٍ جَميلٌ . هذه المرأةُ مُسلِمَةٌ . أنَـا أقرأُ . بَشِيرٌ يَكتُبُ . يَكتُبُ بَشِيرٌ . جَاعَ الوَلَدُ الصَّغِيرُ

(খ) الجملةُ الاسميةُ গুলোকে الجملةُ الفعليةُ এবং الجملةُ الفعليةُ
গুলোকে الجملةالاسمية বানাও

أخوكَ مَرِضَ . قَرَأتُ . مَاجِدٌ يَنَامُ . المُجْتَهِدُ يَنْجَحُ . يَنْـزِلُ المَـطَرُ . التَّاجِرُ يَصْدُقُ .

২। কোন অংশটি মুবতাদা বল।

صَدِيقُكَ وَلَـدٌ مُؤدَّبٌ . أنَا تـاجِرٌ . هـذا العَالِمُ عِلمُه واسِـعٌ . ذلِكَ مَسـجِدٌ .

৩। খবর কোন অংশটি বল।

صَدِيقُكَ يَلْعَبُ . أنتَ مَرِيضٌ . هٰؤلاءِ مُسلِمُونَ . هـذه المرأةُ شَعْرُها طَوِيلٌ . أبوكَ يَعمَلُ فِي مَصْنَعٍ .

৫। পাঁচটি الجملة الفعلية বল যার فَاعِلُ মুফরাদ বা কলেমা হবে।

৬। পাঁচটি الجملةُ الفعليةُ বলো যার ফায়েল হবে مركبٌ ناقصٌ (দুইটি مُضاف ও مُضافٌ إليهِ, দুইটি مَوصُوفٌ ও صِفَةٌ এবং একটি اسم الإشارة ও مُشارٌ إليهِ)

৭। পাঁচটি الجملةالاسميّةُ বলো যেখানে مُسندٌ إليهِ ও مُسندٌ উভয় অংশ হবে مفردٌ বা কালিমা।

৮। পাঁচটি الجملةالاسميةُ বলো যেখানে مسندٌ বা খবর হবে মুফরাদ এবং مسندٌ إليهِ বা মুবতাদা হবে مركب ناقص (মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি)।

৯। পাঁচটি الجملةالاسميةُ বলো যেখানে مُبتدأ হবে মুফরাদ বা কালিমা এবং خَبَرٌ হবে مركبٌ ناقصٌ। (صِفَة ও مَوصوف)

১০। পাঁচটি الجملة الاسمية বলো যেখানে مسندٌ ও مُسندٌ إليهِ উভয়টি হবে مركبٌ ناقصٌ

১১। পাঁচটি الجملةُ الاسميةُ বল যেখানে মুবতাদা হবে মুফরাদ এবং খবর হবে বিভিন্ন রকমের مركبٌ ناقصٌ

প্রশ্নমালা

১। জুমলা কাকে বলে। তার অন্যান্য নাম কি?

২। জুমলা কয় প্রকার ও কি কি?

৩। الجملة الاسمية কাকে বলে? ৪। الجملة الفعلية এর পরিচয় কি?

৫। কোন জুমলার প্রথম অংশকে مُبتدأ বলে?

৬। الجملة الفعلية এর দ্বিতীয় অংশকে কি বলে?

৭। خَبَرٌ কাকে বলে?

৮। الجملة الاسمية এর প্রথম অংশকে কি বলে?

৯। জুমলার মাঝের সম্পর্ককে কি বলে?

১০। فِعلٌ ও فَاعِلٌ এর মাঝে যে সম্পর্ক তাকে কি বলে?

১১। মুবতাদা ও খবরের মাঝে যে সম্পর্ক তাকে কি বলে?

১২। إسنادٌ কাকে বলে?

১৩। مُسنَدٌ কাকে বলে?

১৪। مسند إليه কাকে বলে?

১৫। (أنا مَرِيضٌ . تِلميذُ المدرَسَةِ . ذَهَبَ خَالِدٌ) এখানে কোন দুইটি শব্দের মাঝে نسبة تامّة আছে?

১৬। উপরের কোন দুইটি শব্দের মাঝে ইসনাদ আছে?

১৭। নিসবত কাকে বলে?

১৮। نسبة ناقِصَةٌ কাকে বলে?

১৯। نسبة تامة কাকে বলে?

২০। تلميذ المدرسة শব্দ দুটির মাঝে যে نسبة (সম্পর্ক) তা কি ناقصة না تامة?

২১। صَلَّى الرجلُ শব্দ দু'টির মাঝে যে نِسبةٌ তা কি نسبة تامة না إسنادٌ?

২২। نسبة تامة ও اسنادٌ কি একই বিষয় না ভিন্ন বিষয়?

জুমলার অংশসমূহ

ذَهَبَ رَاشِدٌ . ذَهَبَ رَاشِدٌ إلى العَاصِمَةِ . ذَهَبَ رَاشِدٌ اليَومَ إلى العَاصِمَةِ .

نَصَرَ خالِدٌ . نَصَرَ خَالِدٌ مَاجِدًا .

أنَا تِلمِيذٌ . أنَا تِلمِيذٌ في الصَّفِّ الأوَّلِ .

আলোচনা

প্রথম জুমলাটি লক্ষ করো। একটি ফেয়েল ও একটি ফায়েল (অর্থাৎ مسندٌ ও مسند إليه) দ্বারা বাক্যটি গঠিত হয়েছে। তদ্রূপ أنا تِلميذٌ জুমলাটি একটি মুবতাদা ও একটি খবর (অর্থাৎ مسندٌ ও مسند إليه) দ্বারা গঠিত হয়েছে। সুতরাং বোঝা গেল, যে কোন জুমলার জন্য مُسندٌ ও مسند إليه এ দুটি অংশ আবশ্যক। শুধু مسندٌ (অর্থাৎ ফেয়েল বা খবর) কিংবা শুধু مسند إليه (অর্থাৎ ফায়েল বা মুবতাদা দ্বারা কোন জুমলা হতে পারে না। مُسندٌ ও مسند إليه হল জুমলার প্রধান ও অপরিহার্য অংশ।

এবার দ্বিতীয় বাক্যটি লক্ষ করো। এখানে ذَهَبَ ও راشدٌ এ দুটি কলেমা দ্বারাই মূল জুমলা তৈরী হয়ে গেছে। প্রথম অংশটি مسندٌ বা ফেয়েল এবং দ্বিতীয় অংশটি مسند إليه বা ফায়েল। إلى ও العَاصِمَةِ এ কালিমা দুটি জুমলার মূল অংশ নয়। বরং জুমলাকে ব্যাপক করার জন্য তা যোগ করা হয়েছে। এগুলোকে জুমলার অতিরিক্ত অংশ বলে। এবার তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে, তৃতীয় বাক্যে মূল অংশ مسندٌ ও مسند إليه ছাড়া অতিরিক্ত তিনটি অংশ রয়েছে।

তদ্রূপ শেষ জুমলার মূল অংশ হল أنا ও تِلميذٌ কালিমা দুটি। প্রথমটি مسندٌ إليه বা মুবতাদা এবং দ্বিতীয়টি مُسندٌ বা খবর। আর في . الصف . الأوّل এগুলো জুমলার অতিরিক্ত অংশ।

তুমি হয়ত বলতে পারো যে, إقرأ একটি জুমলা। কেননা তা পূর্ণ কথা প্রকাশ করছে। অথচ এখানে তো একটি মাত্র কালিমা দ্বারাই জুমলা হয়ে গেল।

আসলে তা নয়। কেননা এখানে أنتَ কালিমাটি উচ্চারিত না হলেও إقرأ ফেয়েলের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে এবং তা اقرأ ফেয়েলের ফায়েল হয়েছে। সুতরাং এখানেও আসলে ফেয়েল ও ফায়েল (অর্থাৎ مسندٌ ও مسندٌ إليه)এ দুটি অংশ দ্বারাই জুমলা গঠিত হয়েছে। তবে একটি উচ্চারিত এবং অন্যটি অনুচ্চারিত।

মূলকথা

১। যে কোন জুমলার মূল অংশ দুটি, مسند ও مسند إليه। এর কমে কোন জুমলা হতে পারেনা।

২। জুমলাকে ব্যাপক করার জন্য مسند ও مسند إليه এর সাথে বিভিন্ন কালেমা যুক্ত হয়। এগুলো জুমলার অতিরিক্ত অংশ।

৩। কখনো কখনো জুমলার একটি অংশ অনুচ্চারিত অবস্থায় ফেয়েলের মাঝে বিদ্যমান থাকে। যেমন, إذْهَبْ ফেয়েলটির মধ্যে أنتَ বিদ্যমান রয়েছে।

অনুশীলনী

১। নীচের ইবারত থেকে মূল জুমলাগুলো আলাদা কর এবং مسند ও مسند إليه চিহ্নিত কর।

بَعَثَ اللّٰهُ مَحَمَّداً صَلى اللّٰهُ عليه وَسَلَّمَ رَسُولاً يَهْدِي النَّاسَ إلى تَوْحِيدِ اللّٰهِ . وَ قَدْ نَزَلَ القُرآنُ الكَرِيمُ على مُحَمَّدٍ صلى اللّٰهُ عليه وَسلمَ، يَهدِي الناسَ إلى الخَيرِ . فَنحنُ نَقرأُ القرآنَ الكريمَ وَ نَتَعَلَّمُ منه الصَّلاةَ و الصَّومَ و الحَجَّ و الأَخلاقَ الحَسَنَةَ .

২। নীচের প্রতিটি জুমলার সাথে অতিরিক্ত এক বা একাধিক কালিমা যোগ করো।

أنا ناصِرٌ. هُوَ قَادِمٌ. قالَ اللّٰهُ .

৩। নীচের ইবারত থেকে সেই জুমলাগুলো বের কর যার প্রধান অংশদ্বয়ের মাঝে একটি উচ্চারিত এবং অপরটি অনুচ্চারিত। (অর্থাৎ উচ্চারিত অংশটির মাঝে লুক্কায়িত)

قَالَ اللّٰهُ لِموسٰى و هٰرُونَ اِذْهَبَا إلى فِرعَونَ ، إنَّه طَغٰى . إنَّنِي أنَا اللّٰهُ ، لَا إلٰهَ إلاَّ أنَا ، فاعْبُدْنِي وَ أقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي .

৪। তিনটি বাক্য বলো;যেখানে مسند ও مسند إليه ছাড়া অতিরিক্ত কোন অংশ থাকবে না।

৫। পাঁচটি বাক্য বলো, প্রতিটি বাক্যে مُسْنَدٌ إليه ও مُسْنَدٌ ছাড়া অতিরিক্ত এক বা একাধিক অংশ থাকবে।

প্রশ্নমালা

১। জুমলার প্রধান বা মূল অংশ কয়টি ও কি কি?
২। الجملة الاسمية এর মূল অংশ কয়টি ও কি কি?
৩। الجملة الفعلية এর মূল অংশ কয়টি ও কি কি?
৪। الجملة الاسمية এর প্রথম অংশের নাম কি?
৫। الجملة الفعلية এর দ্বিতীয় অংশের নাম কি?
৬। الجملة الفعلية এর প্রথম অংশের নাম কি?
৭। কোন জুমলার কোন অংশের কি নাম?
৮। الجملة الاسمية এর দ্বিতীয় অংশের নাম কি?
৯। দুই কালিমার কমে কি কোন জুমলা হতে পারে?
১০। اِجْلِسْ এখানে একটি মাত্র কালিমা জুমলা হলো কিভাবে?
১১। জুমলার উভয় অংশ কি উচ্চারিত হওয়া জরুরী?
১২। راشدٌ مات এ বাক্যে مُسْنَدٌ বা খবর কোনটি? খবরটি নিজেও একটি জুমলা নয় কি? জুমলা হলে তার আরেকটি অংশ কোথায়?
১৩। اِسْتَرَاحَ الْفَلَّاحُ تَحْتَ الظِّلِّ এ বাক্যের মূল অংশ কোনটি এবং অতিরিক্ত অংশ কোনটি?
১৪। اُكْتُبْ بِقَلَمِكَ এ বাক্যে অতিরিক্ত অংশ কোনটি?

জুমলায় ইসম, ফেয়েল ও হরফের অবস্থান

(الف) رَاشِدٌ تلميذٌ . البَيتُ جَمِيلٌ . الوَلَدُ يَلعَبُ

(ب) مَاتَ خَالِدٌ . يَفرَحُ المؤمِنُ . اِشْتَرى الرَّجُلُ .

আলোচনা

উপরের প্রতিটি বাক্য গভীরভাবে লক্ষ করো। (الف) এর প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্যে رَاشِدٌ ও البيت ইসম দু'টি مسند إليه বা মুবতাদা হয়েছে। তদ্রূপ তৃতীয় বাক্যের الولدُ শব্দটিও مسندٌإليه বা মুবতাদা হয়েছে। (ب) এর বাক্য তিনটিতে خالد. المؤمنُ ও الرجلُ ইসম গুলো مسند إليه বা ফায়েল হয়েছে।

আবার দেখ, (الف) এর প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্যে تلميذ ও جميل ইসম দু'টি مسند বা খবর হয়েছে। সুতরাং বোঝা গেল যে, ইসম مسند ও مسندإليه হতে পারে।

এই বাক্যগুলোতে কোন ফেয়েল مسند إليه হয়নি। বরং চারটি বাক্যে ফেয়েল শুধু مسند রূপেই এসেছে। কেননা, ফেয়েল শুধু مسند ই হতে পারে مسندإليه হতে পারে না।

তুমি নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছো যে, উপরের বাক্যগুলোতে কোন حرف কে مسند বা مسندإليه রূপে ব্যবহার করা হয়নি। কেন বলতে পারো? – হাঁ! হরফ مسند বা مسندإليه কোনটাই হতে পারে না।

তাহলে তুমি বুঝতে পারছো যে, গুণ ও যোগ্যতায় ইসমই শ্রেষ্ঠ এবং ফেয়েলের মর্যাদা দ্বিতীয় আর حرف মর্যাদার দিক থেকে তৃতীয় অর্থাৎ إسم ও فعل উভয়ের নীচে.

তুমি প্রশ্ন করতে পারো যে, حرف যদি مسند ও مسندإليه কিছুই না হতে পারে তাহলে আরবী ভাষায় হরফ এর প্রয়োজনটাই বা কি? এর জবাব এই যে, হরফ مسند ও مسندإليه হতে পারে না ঠিকই, তবে তার বিভিন্ন প্রয়োজন ও উপকারিতা রয়েছে। যেমন ধরো, هَل أنتَ مريضٌ؟ বাক্যে مريض ও أنت ইসম দুটি مسند ও مسند إليه হয়েছে। هل হরফটি مسند বা مسندإليه কোনটাই হয়নি তবে প্রশ্নের প্রয়োজন পূর্ণ করেছে। এভাবে বিভিন্ন হরফের বিভিন্ন উপকারিতা রয়েছে।

মূলকথা

১। জুমলার মূল অংশ দুটি, مسندٌ ও مسند إليه

২। ইসম مسند যেমন হতে পারে তেমনি مسنداليه ও হতে পারে। কিন্তু ফেয়েল শুধু মুসনাদ হতে পারে। মুসনাদ ইলাইহি হতে পারে না। আর হরফ مسند ও مسندإليه কোনটাই হতে পারে না।

৩। হরফগুলো আরবী ভাষায় বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়।[১]

অনুশীলনী

১। একটি বাক্য তৈরী করো যার مسند হবে اسم

২। একটি বাক্য তৈরী করো যার مسند হবে ফেয়েল।

৩। একটি বাক্য তৈরী করো যার مسند ও مسندإليه উভয়টি হবে اسم

প্রশ্নমালা

১। কোন প্রকার কালিমা মুসনাদ হতে পারে কিন্তু মুসনাদ ইলাইহি হতে পারে না?
২। কোন প্রকার কালিমা মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহি কোনটাই হতে পারে না?
৩। কোন প্রকার কালিমা মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহি দু'টোই হতে পারে?
৪। ফেয়েল কি مسند ও مسندإليه হতে পারে?
৫। ইসম কি مسند হতেপারে?
৬। من এই কালিমাটি কি মুসনাদ বা মুসনাদ ইলাইহি হতে পারে?

১। فعل ফেয়েলের অর্থে مسند إليه হতে পারে না তবে একটি কালিমা হিসাবে مسند إليه হতে পারে যেমন ضرب فعل ماضٍ (ضرب কালিমাটি ফেয়েলে মাযী) অদ্রূপ حرف ও হরফের অর্থে মুসনাদ বা মুসনাদ ইলাইহি হতে পারে না। তবে একটি কালেমা হিসাবে হতে পারে যেমন هل حرف استفهام (هل কালিমাটি প্রশ্নের হরফ)।

৭। ضرب এই কালিমাটি কি মুসনাদ হতে পারে?

৮। الرجل এই কালিমাটি কেন্ مسند إليه হতে পারে না?

৯। শ্রেষ্ঠ কে? ইসম, না ফেয়েল, না হরফ?

১০। ফেয়েল ও হরফের তুলনায় اسم শ্রেষ্ঠ কেন?

১১। حرف এর তুলনায় ফেয়েল শ্রেষ্ঠ কেন?

১২। নীচের কোন হরফ কি কাজে ব্যবহৃত হয় বল।

لاَ . فِيْ . على . إلــى . لَمْ . نَـعَـمْ . ألاَ . هَـا . ثُـمَّ . بِ . وَ .
مَا . أن . إنْ . يَا .

الدرس الثالث

মু'রাব ও মাবনী

(الف) جَلَسَ الْمُعَلِّمُ عَلَى الْكُرْسِيِّ . نَحْنُ نَحْتَرِمُ الْمُعَلِّمَ . سَلَّمْتُ عَلَى الْمُعَلِّمِ .

(ب) يَنْصُرُ اللّٰهُ الصَّالِحَ : وَلَنْ يَنْصُرَ الْفَاسِقَ . لَمْ يَنْصُرْنِى أَحَدٌ .

(ج) دَعَوْتُ هٰؤُلَاءِ إِلَى بَيْتِى . جَاءَ هٰؤُلَاءِ إِلَى بَيْتِي . سَلَّمْتُ عَلَى هٰؤُلَاءِ .

আলোচনা

(الف) এর তিনটি জুমলা লক্ষ করো। প্রতিটি জুমলায় المعلمُ ইসমটি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম জুমলায় তার অবস্থান হলো فاعل হিসাবে। দ্বিতীয় জুমলায় তার অবস্থান হল المفعولُبه হিসাবে আর তৃতীয় জুমলায় তার অবস্থান হলো حرفُ الجرِّ এর অনুগামী হিসাবে। এই বিভিন্ন অবস্থানের কারণে তার শেষের অবস্থাতেও পরিবর্তন এসেছে। প্রথম জুমলায় ইসমটির শেষ হরফ ميم এর উপর ضَمَّةٌ (ـُ) এবং দ্বিতীয় জুমলায় فَتْحَةٌ (ـَ) এবং তৃতীয় জুমলায় كَسْرَةٌ (ـِ) হয়েছে। কলেমার শেষের এই পরিবর্তনগুলো কে ঘটিয়েছে? এটা কার কাজ? কার আমল? একটু চিন্তা করলেই তুমি বুঝতে পারবে যে, المعلم এর পূর্ববর্তী جلس. نحترم ও على কালিমাগুলোই এই পরিবর্তন ঘটিয়েছে, এই পরিবর্তন তাদেরই কাজ, তাদেরই আমল। কেননা প্রথম জুমলার المعلمُ ইসমটি جَلَسَ এর فاعل এবং দ্বিতীয় জুমলায় نحترم এর مفعولبه এবং তৃতীয় জুমলায় على হরফের অনুগামী হয়েছে। এ কালিমাগুলোকে عَامِلٌ বলে।

(ب) এর جملة গুলো লক্ষ করো। এখানে ينصر ফেয়েলের শেষে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথমে ـُ পরে ـَ এবং পরে ـْ হয়েছে। لَنْ ও لَمْ এই পরিবর্তনের আমল করেছে

সুতরাং এগুলো عامل আর যে কালিমা عامل এর عمل (পরিবর্তন) গ্রহণ করেছে সেগুলো হলো معرب সুতরাং معلم ও ينصر কালিমা দু'টি مُعْرَبٌ।

(ج) ভাগের جملة গুলো দেখ। এখানে هؤلاء শব্দের শুরুতে دعوت، جاء، على ইত্যাদি বিভিন্ন আমেল এসেছে। কিন্তু তার শেষে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। অর্থাৎ শব্দটি عامل এর عمل গ্রহণ করেনি বরং একই অবস্থায় তা অবিচল আছে। এ ধরনের শব্দকে مبني বলে।

মূলকথা

শেষ অবস্থার দিক থেকে কালিমা দুই প্রকার। ১। مُعْرَبٌ ২। مَبْنِيٌّ

১। বাক্যে অবস্থান পরিবর্তনের কারণে যে কালিমার শেষে পরিবর্তন ঘটে তাকে معرب বলে।

২। বাক্যে অবস্থান পরিবর্তন সত্ত্বেও যে কালিমার শেষে পরিবর্তন ঘটে না তাকে مبني বলে।

৩। معرب এর শেষে পরিবর্তনকারীকে عامل বলে।

৪। সকল حرف ও সকল اسم আমল করে না বরং কিছু হরফ ও কিছু ইসম আমল করে। তবে সকল ফেয়েলই আমল করে।

অনুশীলনী

১। যে শব্দের শেষে তিন রকমের পরিবর্তন হয়েছে তার পাশে ✓ চিহ্ন দাও।

قَالَ اللّٰهُ فِي القرآنِ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَه ، وَ جَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ،

২। যে শব্দটির শেষ অবস্থা অপরিবর্তিত আছে তার পাশে ✓ চিহ্ন দাও।

خَلَقِنِي مَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ و الأرضَ ، اُعْبُدْ مَنْ خَلَقَكَ وَ يَرزُقُكَ ، يَغْضَبُ اللّٰهُ على مَنْ يُشْرِكُ بِه.

৩। নীচের বাক্যগুলোতে যে কালিমাগুলোর কারণে العلماء শব্দের শেষে পরিবর্তন ঘটেছে সেগুলোকে আলাদা কর।

أحْضُروا مَجَالِسَ العُلَمَاءِ . إنَّ للعلماءِ مكانةً عاليةً في الجنةِ ..

৪। اجاهد ও الجنة শব্দের শেষে আমলকারী عامل গুলো চিহ্নিত কর।

أُحِبُّ أنْ أجاهِدَ فى سَبِيلِ اللّه لأدْخُلَ الجَنَّةَ . اللهُ يَدْعُو إلى الجنةِ و الشَّيطَانُ يدعو إلى النَّارِ . تَفرَحُ الجَنَّةُ بأهْلِهَا و تَغْضَبُ النَّارُ على مَنْ يَدْخُلُهَا . لَمْ أجاهِدْ فى سَبِيلِ اللهِ إلاَّ لِيَرْضَى اللهُ .

৫। (فَاطمةُ) এই কালিমাটিকে বিভিন্ন তারকীবে ব্যবহার করে দেখ তার শেষ অবস্থার পরিবর্তন হয় কি না।

৬। (الذي) এই কালিমাটিকে বিভিন্ন তারকীবে ব্যবহার করে দেখ তার শেষ অবস্থার পরিবর্তন হয় কি না।

৭। শূন্যস্থানে বাম পাশ থেকে একটি করে শব্দ বসাও।

بَشِّرِ ... بالجنة	المؤمنون . أهلُ الحَقِّ .
جَاءَ	أولئك . الصُّلحاءُ .
رضي الله عن ...	

প্রশ্নমালা

১। শেষ অবস্থার দিক থেকে যাবতীয় কালিমা কত প্রকার ও কি কি?

২। সমস্ত কালিমা তিন প্রকার কোন হিসাবে এবং দুই প্রকার কোন হিসাবে?

৩। তারকীবের পরিবর্তনের কারণে যে কালিমার শেষ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে তাকে কি বলে?

৪। مُعْرَبٌ কাকে বলে? ৫। معرب এর পরিচয় কি?

৬। মাবনী কাকে বলে?

৭। তারকীবের পরিবর্তনের কারণে কোন প্রকার কালিমার শেষ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে?

৮। মাবনীর পরিচয় কি?

৯। তারকীবের পরিবর্তন সত্ত্বেও যে কলেমার শেষ অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে তাকে কি বলে?

১০। কোন প্রকার কালিমার শেষ অবস্থা তারকীবের পরিবর্তন সত্ত্বেও অপরিবর্তিত থাকে?

১১। خَالِدٌ এই কালিমাটি মুরাব না মাবনী?

১২। نَحْنُ এই কালিমাটি মুরাব না মাবনী?

১৩। مُسْلِمَاتٌ-رِجَالٌ কালিমা দুটি معرب কেন?

১৪। أَنتَ-أَيْنَ কালিমা দুটিকে মাবনী বলে কেন?

১৫। اسم-فعل-حرف এই তিন প্রকার কালিমা আমল করে কিন্তু তাদের মাঝে পার্থক্য কি?

১৬। কোন প্রকার কালিমার কতিপয় عامل এবং কতিপয় عامل নয়?

১৭। কোন প্রকার কালিমার সকলেই عامل ?

১৮। সমস্ত হরফ কি আমল করে?

১৯। সমস্ত ফেয়েল কি আমল করে?

২০। (وَ- ثُمَّ- مَا -لَا ، هَلْ- نَعَمْ) (إِنْ- لَمْ- لَنْ ، مِنْ- إِلَى- عَلَى)

এখানে কোন ভাগের হরফ গুলো আমল করে?

মাবনীর প্রকার সমূহ

(الف) هَلْ حَرْفُ اسْتِفْهَامٍ . يُسْأَلُ بِهَلْ و يُجَابُ بِنَعَم أو لَا .
وضَعَ العَرَبُ هَلْ لِلاسْتِفهامِ .

(ب) ضَرَبَ خَالِدٌ مَاجِداً . يَا مَاجِدُ ! إن ضَرَبَكَ خَالِدٌ فَلا تَضْرِبْهُ . إنَّ ضَرَبَ فِعلٌ ماضٍ .

(ج) اِضْرِبْ فِعلُ أمرٍ . يُطلَبُ بِاضْرِبْ ، فِعلَ الضَّرْبِ مِن المخاطَبِ . يَا مَاجِدُ! اِضْرِبْ أخاكَ .

(الف) এর বাক্যগুলো লক্ষ করো। এখানে هل হরফটি বিভিন্ন তারকীবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং তার শুরুতে বিভিন্ন আমেল এসেছে। কিন্তু তার শেষ অবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে।

প্রথম বাক্যে هل মুবতাদা হয়েছে অন্য কোন শব্দ মুবতাদা হলে তার শেষে ضمة হতো। যেমন راشدٌ عالم কিন্তু هل হরফটিতে তা হয়নি।

দ্বিতীয় বাক্যে هل হরফটি ب এর অনুগামী হয়েছে। এখানে অন্য কোন শব্দ হলে তার শেষে কাসরা হত। যেমন كتبت بالقلم কিন্তু هل হরফটি এক অবস্থাতেই আছে।

তৃতীয় বাক্যে هل হরফটি المفعول به হয়েছে। অন্য কোন শব্দ مفعول به হলে তার শেষে ফাতহা হতো। যেমন– وَضَعَ العربُ هذه الكلمةَ কিন্তু هل হরফের শেষে কোন পরিবর্তন হয়নি।

এভাবে তারকীবের পরিবর্তন সত্ত্বেও هَلْ হরফটির শেষে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। সুতরাং هل হরফটি مبني। এভাবে অন্যান্য হরফেরও শেষ অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে। সুতরাং সমস্ত হরফ মাবনী।

(ب) ভাগের বাক্যগুলো লক্ষ করো। এখানে ضَرَبَ ফেয়েলটি প্রথম বাক্যে مسند এবং দ্বিতীয় বাক্যে إنْ এর শর্ত এবং তৃতীয় বাক্যে إنَّ এর اسم হয়েছে। কিন্তু তার শেষের অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। সুতরাং ضرب এই الفعلُ الماضِي টি মাবনী। এভাবে প্রতিটি ফেয়েলে মাযী তারকীবের পরিবর্তন সত্ত্বেও অপরিবর্তিত থাকে। সুতরাং সকল الفعل الماضي মাবনী।

(ج) ভাগের বাক্য গুলো লক্ষ্য করো। এখানে اِضربْ ফেয়েলে আমরটি বিভিন্ন তারকীব সত্ত্বেও সুকূনের অবস্থায় অপরিবর্তিত আছে। সুতরাং اِضربْ ফেয়েলে আমরটি মাবনী। এভাবে তারকীবের পরিবর্তন সত্ত্বেও সমস্ত فعلُ الأمرِ এর শেষ অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে। সুতরাং যাবতীয় فعلُ الأمرِ মাবনী।

মূলকথা

১। সমস্ত হরফ এবং সমস্ত الفعلُ الماضِي এবং সমস্ত فِعلُ الأمرِ কে মাবনী রূপে তৈরী করা হয়েছে। এই তিন প্রকার মাবনীকে المبني الأصلي বা আসল মাবনী বলা হয়।

২। এ ছাড়া আরও দুই প্রকার মাবনী রয়েছে। সেগুলোকে المبني بالمشابهة বা অনুগামী মাবনী বলে।

মাবনী বিল মুশাবাহাতি

(الف) أ هؤلَاءِ البناتُ يَلْعبنَ في الحديقةِ ؟ لا . لَمْ يلْعبنَ في الحديقةِ .

(ب) أيَّتها الطالباتُ لماذا لا تَسْمَعْنَ نصيحَة المُعَلِّمَةِ ؟ أرْجُو أنْ تَسمَعنَ نَصيحتَها ، إنْ تَسمَعْنَ تَسعَدْنَ في الحياة .

(ج) لأستَمِعَنَّ النَّصِيحَةَ . ألا تفهَمَنَّ كلامِي يَا سعيدُ ! لَتَدْخُلُنَّ الجَنَّةَ إن شَاءَ اللهُ أيُّها المجاهِدُون .

আলোচনা

একটি কথা তোমাকে বলে রাখি; فِعلُ مُضَارِعْ গুলো সাধারণভাবে معرب হয়ে থাকে অর্থাৎ পূর্ববর্তী عامل এর عمل গ্রহণ করে থাকে এবং তার শেষে পরিবর্তন হয়ে থাকে। তবে দুটি ক্ষেত্রে তা মাবনী। সেদুটি ক্ষেত্রকি ?

(الف) এর جلمة গুলোতে (يلْعَبْنَ) ফেয়েলটি ব্যবহৃত হয়েছে। তা مضارع এর جمع مؤنث غائب এর ফেয়েল। দেখ; বিভিন্ন তারকীবে আসা সত্ত্বেও তার শেষ অবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে।

(ب) এর বাক্যগুলোতে تسمعن ফেয়েলটি مضارع এর جمع مؤنث حاضر এটিও বিভিন্ন তারকাবে আসা সত্ত্বেও তার শেষ অবস্থা অপারবর্তিত রয়েছে। সুতরাং বোঝা গেলো مضارع এর جمع مؤنث ফেয়েল দুটি মাবনী রূপে ব্যবহৃত হয়।

অবশিষ্ট বাক্যগুলো দেখ; এখানে مضارع এর কয়েকটি ফেয়েল রয়েছে। তবে প্রতিটি ফেয়েলই نون التاكيدْ যুক্ত। বিভিন্ন তারকীবে আসা সত্ত্বেও এ ফেয়েলগুলোর শেষ অবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে। সুতরাং বোঝা গেল مضارع এর نون التاكيد যুক্ত ফেয়েলগুলো মাবনী রূপে ব্যবহৃত হবে।

মূলকথা

১। مضارع এর দুই جمع مؤنث এবং نون التاكيد যুক্ত সকল ফেয়েল মাবনী রূপে ব্যবহৃত হয় এবং এগুলোকে المبني بالمشابهة বলে।

মাবনী ইসম সমূহ

(الف) أنتَ عالمٌ . يُخَاطَبُ بِأنْتَ المذكَّرُ. وضَعَ العَرَبُ أنْـتَ لِلمُخَاطَبِ المذكّرِ .

(ب) جاء الذيْ نصركَ . أعرِفُ الذي نَصَركَ . أسْجُدْ لِلَّذي خَلَقَكَ .

(ج) جَاءَ هٰذا قَبْلَ سَاعَةٍ . أنَا لا أُحِبُّ هٰذا . ابْتعِدْ عَن هذا

(د) سَرْعَانَ ما خَرَجَ راشدٌ . سرْعانَ اسمٌ وزنًا و فِعلٌ مَعْنًى فَهُو اسمُ فِعلٍ . استعمِلْ سَرْعَانَ مكانَ أسرَعَ . ما مَعنى سرْعَانَ ؟

(ه) صاحَ الغُرابُ غَاقَ . غَاقَ اسمُ صَوتٍ . إنَّ غَاقَ اسمُ صوتٍ

(و) كَم دِرْهَمًا أعطيتَه . بكَمْ دِرهَمًا اشتَرَيتَه . كمْ دِرْهَمًا فِي يَدِكَ .

(ز) أينَ اسمُ ظرفٍ يَدُلُّ على مَكانٍ . أينَ يذهَبونَ ؟ يُسْألُ بِأيْنَ عَن المكانِ .

(ح) جَاءَ أحدَ عَشَرَ رَجُلاً . رَأيتُ أحَدَ عَشَرَ كوكبًا . أحدَ عَشَرَ عددٌ مركّبٌ .

(الف) ভাগের বাক্যগুলোতে বিভিন্ন তারকীবে أنت যমীরটি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু তারকীবের পরিবর্তন সত্ত্বেও ضمير টির শেষ অবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে। অন্যান্য যমীরেরও একই অবস্থা, অর্থাৎ তারকীবের পরিবর্তন সত্ত্বেও কোন ضمير এর শেষ অবস্থা পরিবর্তিত হয় না। সুতরাং সমস্ত যমীর مبني এর অন্তর্ভুক্ত।

(ب) ভাগের বাক্যগুলোতে الذي ইসমে মওছূলটি বিভিন্ন তারকীবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম বাক্যে তা فاعل এবং দ্বিতীয় বাক্যে مفعول به এবং তৃতীয় বাক্যে ل হরফের অনুগামী হয়েছে। কিন্তু তারকীবের এই পরিবর্তন সত্ত্বেও الذي এর শেষ অবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে। অন্যান্য الاسم الموصول এরও একই অবস্থা, সুতরাং যাবতীয় الاسم الموصول মাবনীর অন্তর্ভুক্ত।

(ج) ভাগের বাক্যগুলোতে هذا ইসমুল ইশারাটির শুরুতে বিভিন্ন আমেল আসা সত্ত্বেও তার শেষ অবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে। সুতরাং বোঝা গেল যে, যাবতীয় أسماء الإشارة মাবনীর অন্তর্ভুক্ত।

(د) ভাগে سَرْعَانَ কালিমাটি ব্যবহৃত হয়েছে। ওজন বা মাপ–কাঠামোর দিক থেকে শব্দটি ফেয়েল নয়; ইসম। কেননা এই মাপ–কাঠামোতে ফেয়েল তৈরী করা হয় না; ইসম তৈরী করা হয়। কিন্তু অর্থের দিক থেকে এটা ফেয়েল। কেননা তা অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর। আবার তাতে অতীতকাল রয়েছে। এধরনের কালিমাকে اسمُ الفِعْلِ বলে।

سَرْعَانَ এই اسم الفعل বিভিন্ন তারকীবে আসা সত্ত্বেও তার শেষে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। অন্যান্য أسماء الفعل এর একই অবস্থা। সুতরাং যাবতীয় اسم الفعل মাবনীর অন্তর্ভুক্ত।

(ه) ভাগে غَاقِ শব্দটি লক্ষ করো। এটা কাকের স্বর প্রকাশ করছে। তদ্রূপ مَاوْ শব্দটি বিড়ালের স্বর এবং صُوْصُوْ শব্দটি মুরগী–ছানার স্বর প্রকাশ করছে। তদ্রূপ أَحْ أَحْ শব্দটি কাশীর আওয়াজ প্রকাশ করছে। এধরনের শব্দগুলোকে أسماءُ الصوتِ বলে।

غاق এই اِسم الصَّوتِ বিভিন্ন তারকীবে আসা সত্ত্বেও তার শেষে কোন পরিবর্তন হয়নি। অন্যান্য أسماء الصوت এরও একই অবস্থা। সুতরাং সমস্ত اسم الصوت মাবনীর অন্তর্ভুক্ত।

(و) ভাগের প্রতিটি বাক্যে كَمْ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। كَمْ ও كَذَا শব্দ দুটি اسمُ الكِنَايَةِ নামে পরিচিত। كم শব্দটি বিভিন্ন তারকীবে আসা সত্ত্বেও তার শেষে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। সুতরাং اسم الكناية দু'টি মাবনীর অন্তর্ভুক্ত।

(ز) أَيْنَ শব্দটি স্থানবাচক এবং مَتَى শব্দটি কালবাচক। আবার قبل শব্দটি স্থান ও কালবাচক। এধরনের স্থান বা কালবাচক শব্দকে أسماءُ الظُّروفِ বলে।

এ শব্দগুলো বিভিন্ন তারকীবে আসা সত্ত্বেও তার শেষ হরফে কোন পরিবর্তন ঘটে না। সুতরাং সমস্ত أسماء الظروف মাবনীর অন্তর্ভুক্ত।

(ح) ভাগের أَحَدَ عَشَرَ শব্দ দুটি মূলতঃ أَحَدٌ وَعَشَرٌ ছিলো। এর অর্থ হলো এগার।

حَرفُ العطفِকে ফেলে দিয়ে দুটি শব্দকে একত্র করে مركب করা হয়েছে। এধরনের مركب কে مُرَكَّبْ بِنَائِيٌّ বলে। যেমন, صَبَاحَ مَسَاءَ মূলতঃ ছিলো صباحًا ومساءً এবং لَيْلَ نَهَارَ মূলতঃ ছিলো لَيْلًا وَنَهَارًا

এখানে مركب بنائي কে বিভিন্ন তারকীবে ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু তার শেষে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। অন্যান্য مُرَكَّبَاتْ بِنَائِيَةٌ এরও একই অবস্থা। সুতরাং বোঝা গেল যে, সকল مُرَكَّبْ بِنَائِيٌّ মাবনীর অন্তর্ভুক্ত।

উপরের আলোচনার খোলাসা কথা হলো,

মূলকথা

মোট আট প্রকার ইসম মাবনীর অন্তর্ভুক্ত। এগুলোকে أسماء غير متمكنة বলে।[১] যথাঃ

ইত্যাদি

(١) الضمائرُ (نَحْنُ . أنا . ه . كَ . كُمْ)

(٢) الأسماء الموصولة (الَّذِيْ . الَّتِيْ . الَّذِيْنَ . مَنْ) "

(٣) أسْماءُ الإشَارَةِ (هٰذا . أولٰئِكَ . هٰذه . تِلْكَ) "

(٤) أسماءُ الأفعالِ (سَرْعَانَ . ها . دُونَكَ . هَلُمَّ) "

(٥) أسماءُ الأصْواتِ (آهِ . أخْ أخْ . غَاقَ) "

(٦) أسماءُ الكنايَةِ (كَمْ . كَذا) "

(٧) أسماءُ الظُّروف (قَبْلُ . بَعْدُ . تَحْتُ . أمامُ) "

(٨) المركَّباتُ البِنَائِيَةُ (أَحَدَ عَشَرَ . صَبَاحَ مَسَاءَ) "

মাবনী মোট পাঁচ প্রকারঃ

১। সমস্ত হরফ ২। সমস্ত ফেয়েলে মাযী ৩। সমস্ত فِعلُ الأمرِ

এই তিন প্রকারকে مَبْنِيٌّ أَصلِيٌّ বলে।

৪। نُونُ التوكيدِ যুক্ত مضارعْ এর সকল فعل এবং جَمْعْ مؤنثْ এর দুই ফেয়েল।

৫। أسماءُ غيرُ متمكنةٍ (এগুলি মোট আট প্রকার) শেষ দুই প্রকারকে مَبْنِيٌّ بِالمُشَابَهَةِ বলে।

১। একটিকে اسم غير متمكن বলে।

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলো থেকে মাবনীগুলো আলাদা কর এবং কোনটি কি ধরনের মাবনী বলো।

وَ اللهِ لَأضْرِبُ رَقَبَتَكَ . يَا بَنَاتِ مَاجِدٍ ! لماذا لا تَسْمَعْنَ نَصِيحَةَ المُعَلِّمَةِ . إنْ شَتَمَكَ أحدٌ فلا تَشْتِمْه . أكْرِمْ مَنْ أحسَنَ إلَيكَ . إنَّ العُلَماءَ ورَثَةُ الأنْبِيَاءِ . أ تُرِيدُ أن تَتَّبِعَ هؤلاءِ السُّفَهاءَ ؟ أيَّانَ يَومُ القِيامَةِ ؟ إذا جَاءَكَ المنافِقونَ قالوا نَشْهدُ إنَّكَ لَرسُولُ اللهِ . إشْتَرَيْتُ ثَلاثَ عَشَرَةَ مِسْطَرَةً آهِ ! لو مِتُّ كَمَا مَاتُوا . هم يَلْعَبُون صَباحَ مَسَاءَ و نحنُ نَعْمَلُ ليلَ نهارَ ، فَشَتَّانَ بَيْننا وَ بَيْنَهُمْ .

২। (أحَدَعَشَرَ) এই লফযটিকে প্রথমে ফায়েল রূপে এবং পরে مفعول بِه রূপে এবং সর্বশেষে على হরফের অনুবর্তী রূপে তিনটি বাক্যে ব্যবহার করো।

৩। (صباحَ مساءَ) এই লফজটিকে প্রথমে مفعول فيه রূপে এবং পরে مسند إليه (মুবতাদা) রূপে ব্যবহার করো।

৪। قبلُ শব্দটিকে مفعول فيه রূপে এবং مِنْ হরফের অনুবর্তীরূপে এবং إنَّ এর اسم রূপে ব্যবহার করো।

৫। (ما في يدك) এই (الاسم الموصول) কে প্রথমে ফায়েল রূপে এবং পরে مفعول به রূপে এবং সর্বশেষে ب হরফের অনুবর্তী রূপে ব্যবহার করো।

৬। نَعَمْ এই হরফকে প্রথমে مسندإليه (মুবতাদা) রূপে এবং পরবর্তীতে كَانَ এর খবর রূপে এবং সর্বশেষে ب হরফের অনুবর্তীরূপে ব্যবহার করো।

প্রশ্নমালা

১। মূল মাবনী কয়টি ও কি কি?

২। ماضي، مضارع ও أمر এই তিনের মধ্যে কোন প্রকারের সমস্ত ফেয়েল মাবনী নয়?

৩। ماضي এর সমস্ত ফেয়েল কি মাবনী?

৪। مضارع এর সমস্ত ফেয়েল কি মাবনী?

৫। مضارع এর ফেয়েল গুলো কখন মাবনী হবে?

৬। نون التوكيد যুক্ত فعل مضارع গুলো মাবনী না মু'রাব?

৭। مضارع এর جمع مؤنث এর ফেয়েল দু'টি যদি نون التوكيد যুক্ত না হয়; যেমন يلعبن ، تكتبن তাহলে কি তা মাবনী হবে?

৮। مضارع এর কোন ফেয়েলগুলো মাবনী হওয়ার জন্য نون التوكيد যুক্ত হওয়া জরুরী?

৯। مضارع এর কোন ফেয়েলগুলো মু'রাব হবে?

১০। কয় প্রকার ইসম মাবনী রূপে ব্যবহৃত হয়?

১১। কোন ধরনের ইসম মাবনী রূপে ব্যবহৃত হবে?

১২। يَنصرُ اللهُ مَن ينصرُ دينَه এখানে من শব্দটি مَبني কেন? এটা আট প্রকার মাবনী ইসমের কোন প্রকার?

১৩। هو ينام ليلَ نهارَ এখানে ليلَ نهارَ শব্দটি কোন প্রকারের মাবনী?

১৪। কয়টি মাবনী اسمُ الظرفِ বলো।

১৫। قال لي صَديقي كَذا وكذا এখানে كذا শব্দটি কোন প্রকারের মাবনী?

الدرس الرابع

মুফরাদ, মুছান্না ও জমা'

(الف) تَعِبَ العامِلُ . قَرأَتِ البِنْتُ . أَثْمَرَتِ الشَجرةُ .

(ب) تعبَ العَامِلانِ . قرأتِ البِنْتَانِ . أثمَرَتِ الشَّجَرَتَانِ .

(ج)تَعِبَ العُمَّالَ قرأتِ البَناتُ . ماتَتِ الأشجارُ

(د) يُجاهِدُ المسلمونَ . تُجاهِدُ المسلِمَاتُ . بشر الصابرين

আলোচনা

উপরের চার ভাগের বারটি উদাহরণ লক্ষ করো। প্রতিটি উদাহরণের শেষ শব্দটি ইসম। কেননা এই কালিমাগুলো স্ব-নির্ভর রূপে নিজের অর্থ প্রকাশ করে এবং কোন কাল ধারণ করে না।

এবার প্রথম ভাগের ইসমগুলো লক্ষ করো; الشجرةُ . البنتُ . العاملُ ইসমগুলো যথাক্রমে একজন শ্রমিক, একটি মেয়ে ও একটি বৃক্ষ বুঝাচ্ছে। অর্থাৎ এই ইসমগুলো একটি মাত্র জিনিস বুঝাচ্ছে। এ ধরনের ইসমকে مفرد বলে।

তদ্রূপ দ্বিতীয় ভাগের العاملان، البنتانِ ও الشجرتانِ ইসমগুলো দু'টি জিনিস বুঝাচ্ছে। এ ধরনের ইসমকে مثنى বলে।

তদ্রূপ তৃতীয় ভাগের العُمَّال. البنات ও الاشجار শব্দগুলো এবং চতুর্থ ভাগের الصابرين المسلمون. المسلمات শব্দগুলি দুইয়ের অধিক জিনিস বোঝাচ্ছে। এধরনের ইসমকে جَمْعٌ বা مَجمُوعٌ বলে।

মূলকথা

বচন ও সংখ্যা হিসাবে কালিমা তিন প্রকার। مفرد ، مثنى، جمع

১। যে ইসম এক সংখ্যার কোন জিনিস বুঝায় তাকে مُفْرَدٌ বলে।
২। যে ইসম দুই সংখ্যার কোন জিনিস বুঝায় তাকে مُثَنًّى বলে।

৩। মুফরাদের শেষে الف ও نون বা يا ও نون যোগ করে مثنى তৈরী করা হয়। مثنى এর نون সর্বদা مَكسورٌ হয়।

৪। যে ইসম দুইয়ের অধিক সংখ্যার কোন জিনিস বুঝায় তাকে جمع বা مجموع বলে।

جمع এর نون সর্বদা مفتوح হয়।

৫। বিভিন্নভাবে মুফরাদের পরিবর্তন করে কিংবা মুফরাদের শেষে শুধু দু'টি হরফ যোগ করে জম'া তৈরী করা হয়।

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলোতে مفرد، مثنى ও جمع চিহ্নিত করো।

ذَهَبتُ مرّةً لِزيارةِ صَديقٍ . المُسلمونَ يُحِبُّونَ الشهادةَ في سَبيلِ اللهِ . صَديقَاتُ فاطِمةَ مهذَّباتٌ . أشْجارُ هذه الحديقةِ جَميلةٌ . ذاكا مَدينةُ المَساجِدِ .

২। নীচের ইসমগুলোকে مُثَنّى করো এবং প্রতিটি مثنى দ্বারা একটি বাক্য তৈরী করো।

بَابٌ ، طَرِيقٌ ، عُصْفورٌ ، ذَكِيٌّ

৩। নীচের মুফরাদ গুলোকে جمع তে রূপান্তরিত করো এবং প্রতিটি জমাকে একটি করে বাক্যে ব্যবহার করো।

طَائِرةٌ ، فَلّاحَةٌ ، شَهِيدٌ ، نَجْمٌ

প্রশ্নমালা

১। সংখ্যা হিসাবে ইসম কত প্রকার?

২। مفرد، مثنى، جمع ইসমের এই তিনটি প্রকার কোন হিসাবে?

৩। মুফরাদ কাকে বলে?

৪। জমা' কাকে বলে?

৫। كتاب শব্দটিকে মুফরাদ বলে কেন?

৬। كتب ইসমটিকে جمع বলে কেন?

৭। كُتُبٌ শব্দটি কয়টি কিতাব বুঝায়?

৮। তিনটি নদীকে বা ছয়টি নদীকে কি أنهارٌ বলা যেতে পারে?

৯। مثنى এর পরিচয় কি?

১০। مثنى কিভাবে তৈরী করা হয়?

১১। مثنى এর نون কি কখনো مكسورٌ হয়?

১২। مسلمات،مسلمون،كتب এখানে তিনটি জমা আছে। কোন জমা'কে মুফরাদের মাঝে পরিবর্তন করে বানানো হয়েছে?

১৩। যে শব্দ দুই সংখ্যার কোন জিনিস বুঝায় তাকে কি বলে?

১৪। যে اسم এক সংখ্যার কোন জিনিস বুঝায় তাকে কি বলে?

১৫। যে শব্দ দুইয়ের অধিক সংখ্যার কোন জিনিস বুঝায় তাকে কি বলে?

১৬। مفرد কে مثنى বানানোর উপায় কি?

১৭। زهرة শব্দটিকে مثنى বানাতে হলে কি করতে হবে?

১৮। مثنى বানাতে হলে কোন শব্দের শেষে الف ও نون যোগ করতে হবে?

১৯। مثنى ও جمع এর মধ্যে কোনটির নূন মাফতূহ হয়?

২০। مفرد থেকে جمع বানানোর উপায় কি?

جَمْعٌ এর প্রকার

(الف) حَضَرَ هؤلاءِ الرِّجالُ . قرأتُ هذه الكُتُبَ . مشَيْتُ في الطُّرقِ .

(ب) جاهَدَ المسلِمونَ . و قاتَلُوا المشْرِكِينَ . و أَعْمَلُوا سيُوفَهُمْ في الظالِمِينَ .

(ج) تَصُومُ المسلماتُ . قرأتُ أربَعَ صَفَحاتٍ .

আলোচনা

প্রথম ভাগের প্রতিটি বাক্যের শেষ শব্দটি جمع বা বহুবচন। এই জমাগুলোর মুফরাদ

যথাক্রমে رجل . كتاب . طريق যদি তুমি প্রতিটি মুফরাদ ও তার জমাকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করো তাহলে পরিষ্কার দেখতে পাবে যে, জমার মধ্যে এসে মুফরাদগুলোর রূপ পরিবর্তন হয়ে গেছে। অর্থাৎ মুফরাদের ওজন ভাংচুর করে জমা বানানো হয়েছে। এজন্যই এধরনের জমাকে جمعُ تكسِيرٍ বলে।

তদ্রূপ দ্বিতীয় ভাগের প্রতিটি বাক্যের শেষ শব্দগুলো জমা, বহুবচন। এগুলোর মুফরাদ হচ্ছে যথাক্রমে مسلمٌ . مشركٌ . ظالمٌ এখানে মুফরাদগুলো مذكر এবং প্রতিটি মুফরাদের রূপ ও আকৃতি জমার মধ্যে এসেও অপরিবর্তিত ও অক্ষুণ্ন রয়েছে। শুধু মুফরাদের শেষে واو এবং نون কিংবা يا এবং نون যোগ করে জমা তৈরী করা হয়েছে। এর ধরণের জমাকে جمعٌ مذكرٍ سَالِمٌ বলে।

এবার শেষ ভাগের صفحات مسلمات শব্দদুটি দেখ, এগুলো জমা বা বহুবচন। এগুলোর মুফরাদ যথাক্রমে صفحة ، مسلمة সুতরাং প্রতিটি মুফরাদই مؤنث এবং জমার মধ্যে এসে এই মুফরাদ গুলোর রূপের পরিবর্তন ঘটেনি। প্রতিটি মুফরাদের শেষে শুধু الف ও ت যোগ করা হয়েছে। এধরনের জমাকে جَمعُ مؤنثٍ سالمٌ বলে।

মূলকথা

ওজন বা আকৃতি হিসাবে জমা তিন প্রকার

১। جَمعُ مكسَّرٌ ২। جمع مذكر سالم ৩। جمعُ مؤنثٍ سالمٌ

১। মুফরাদের রূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে গঠিত জমাকে جمع مكسر বলে।

২। মুফরাদের রূপ অক্ষুণ্ন রেখে তার শেষে واو . نون বা يا . نون যোগ করে গঠিত জমাকে جمع مذكر سالم বলে।

৩। মুফরাদের রূপ অক্ষুণ্ন রেখে তার শেষে الف . تا যোগ করে গঠিত জমাকে جمع مؤنث سالم বলে।

৪। জমার নূন সর্বদা مفتوحٌ হয়।

৫। عاقلٌ এর ক্ষেত্রেই শুধু جمع مذكر سالم ব্যবহার করা যায়। তবে جمعُ مؤنثٍ سالمٌ বানানো যায় عاقل ও غير عاقل উভয় ক্ষেত্রে।

প্রশ্নমালা

১। জমাকে তিন প্রকার করা হয়েছে কোন হিসাবে?
২। ওজন বা আকৃতির দিক থেকে জমা কত প্রকার ও কি কি?
৩। جَمْعُ مُكَسَّرٌ কাকে বলে?
৪। جَمْعُ سَالِمٌ কাকে বলে?
৫। جَمْعُ مُذَكَّرٍ سَالِمٌ কিভাবে তৈরী করা হয়?
৬। جمع مؤنث سالم কিভাবে তৈরী করা হয়?
৭। جمع مكسر ও جمع سالم এর মাঝে পার্থক্য কি?
৮। জমাকে কোন দিক থেকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
৯। مُدُنٌ শব্দটি জমা। এর মুফরাদ কি? এই জমার মধ্যে মুফরাদের কি কি রূপ পরিবর্তন ঘটেছে?
১০। عُلَمَاءُ শব্দটি جمع مكسر কথাটা প্রমাণ করো?
১১। فَلَاحٌ এর জমা কি? এটা جمع مكسر নয় কেন?
১২। (فلاحات) শব্দটি جمع مؤنث سالم কেন?

الدرس الخامس

মুযাক্কার ও মুআন্নাছ

(الف) خالدٌ طالبٌ ذكيٌّ . ولدُ محمودٍ مُهذّبٌ . كتابُ راشدٍ جميلٌ . المسجدُ بيتُ اللهِ .

(ب) فاطمةُ طالبةٌ ذكيّةٌ . هذه الوَرْدَةُ حمراءُ . السَّماءُ صافيةٌ زرقاءُ . الدُّنيا فانيةٌ . عائشةُ هي الكُبْرَى .

(ج) تُشرِقُ الشمسُ وَ تُنَوِّرُ العَالَمَ . أحْيَ اللهُ الأرْضَ بماءِ السماءِ .

আলোচনা

প্রথম ভাগের প্রথম বাক্যটি লক্ষ করো। প্রতিটি শব্দ পুরুষকে বুঝাচ্ছে। তদ্রূপ দ্বিতীয় বাক্যেরও প্রতিটি শব্দ পুরুষকে বুঝাচ্ছে।

যে সকল শব্দ পুরুষকে বুঝায় সেগুলোকে مذكر বলে।

আবার كتاب، مسجد، بيت ইত্যাদি শব্দগুলো পুরুষ বুঝায় না; তবে এগুলোর শেষে ة কিংবা الف مقصورة কিংবা الف ممدودة নেই। এগুলোও مذكر অর্থাৎ যে সকল শব্দের শেষে ة কিংবা الف مقصورة বা الف ممدودة নেই সেগুলোও মুযাক্কার।

এবার দ্বিতীয় ভাগের বাক্যগুলো লক্ষ করো; فاطمة بنت . أم . ذكية . طالبة ইত্যাদি শব্দগুলো স্ত্রীলোক বুঝাচ্ছে। যে সকল শব্দ স্ত্রীলোক বুঝায় সেগুলোকে مؤنث বলে।

আবার وردة . فانية . ساعة ইত্যাদি শব্দগুলো স্ত্রীলোক বুঝায় না ঠিকই। তবে সেগুলোর শেষে ة আছে। তদ্রূপ زرقاءُ. حمراءُ ইত্যাদি শব্দগুলো স্ত্রীলোক বোঝায় না ঠিকই; তবে সেগুলোর শেষে الف ممدودة আছে। তদ্রূপ دُنيا . كُبرى ইত্যাদি শব্দের শেষে الف مقصورة

আছে। যে সকল শব্দের শেষে ة . الف ممدودة বা الف مقصورة আছে সেগুলোকে مؤنث বলে।

সুতরাং ة . الف ممدودة ও الف مقصورة হচ্ছে مؤنث এর عَلَامَةٌ ।

এবার তৃতীয় ভাগের বাক্যগুলো দেখ, الشمس . الأرض শব্দ দু'টি স্ত্রীলোক বুঝায় না। আবার শেষে ة . الف ممدودة বা الف مقصورة কিছুই নেই অথচ আরবী ভাষায় এগুলোকে مؤنث রূপে ব্যবহার করা হয়। এধরনের শব্দকে مُؤَنَّثٌ مَجَازِيٌّ বলে।

মূলকথা

লিংগ হিসাবে কালিমা দুই প্রকার। مذكر ও مؤنث

১। যে শব্দ পুরুষ বুঝায় কিংবা যে শব্দ ة . الف ممدودة বা الف مقصورة থেকে মুক্ত তাকে مذكر বলে।

২। যে শব্দ স্ত্রীলোক বোঝায় কিংবা যে শব্দ ة . الف ممدودة বা الف مقصورة যুক্ত তাকে مؤنث বলে।

ة . الف ممدودة . الف مقصور এই তিনটি হলো مؤنث এর علامة বা চিহ্ন।

৩। যে শব্দের শেষে مؤنث এর কোন আলামত নেই এবং স্ত্রীলোকও বুঝায় না অথচ مؤنث রূপে ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে مؤنث مجازي বলে।

অনুশীলনী

১। مؤنث ও مذكر গুলো চিহ্নিত করো।

خَرَجَ أحْمدُ من الجامعةِ ، فَرِكبَ سَيَّارتَه و لمَّا وَصَلَ إلى البيتِ وجَدَ والِدَه و أمَّه في انتِظارِه ، فسَلَّمَ عَليْهِما ، و بَعْدَ قليلٍ وصَلَ أخُوه حاتِمٌ و أختُه خديجةُ من المدْرسةِ ، فجَلَسَ الجَميعُ حَولَ المائدةِ لِيتناولُوا طعامَ الغَداءِ ، ثُمَّ دَخَلَ أحمدُ غُرفتَه لِيَستَرِيحَ وَ جَلَسَ الوَالدُ يَقْرَأُ الصَّحِيفَةَ .

২। নীচের মুফরাদ শব্দগুলোর লিংগ নির্ধারণ করো অতঃপর প্রতিটি শব্দকে একটি করে বাক্যে ব্যবহার করো।

نَظَّارَةٌ ، عَيْنٌ ، بَخِيلٌ ، لَيْلَى ، قَمِيصٌ ، وِسَادَةٌ ، مَدِينَةٌ ، سَوْدَاءُ .

৩। তোমার ঘরে পাওয়া যায় এমন তিনটি مذكر শব্দ বল এবং সেগুলোকে তিনটি বাক্যে مسند إليه রূপে অর্থাৎ ফায়েল বা মুবতাদা রূপে ব্যবহার করো।

৪। বাজারে পাওয়া যায় এমন তিনটি مؤنث শব্দ বলো এবং সেগুলোকে مسند রূপে অর্থাৎ খবর রূপে ব্যবহার করো।

৫। এমন পাঁচটি مذكر শব্দ বলো যা পুরুষকে বুঝায়।

৬। পাঁচটি مُؤَنَّثٌ مَجَازِيٌّ বলো, এবং বিভিন্ন বাক্যে সেগুলোর দিকে যমীর رَاجِع করো।

প্রশ্নমালা

১। الإسمُ المذكرُ কাকে বলে? ২। الاسمُ المؤنثُ কাকে বলে?

৩। যে ইসম পুরুষ বুঝায় তাকে কি বলে?

৪। যে ইসমের শেষে (ة) রয়েছে তাকে কি বলে?

৫। যে ইসমের শেষে الفٌ مقصورةٌ বা الفٌ ممدودةٌ রয়েছে তাকে কি বলে?

৬। যে ইসম مؤنث এর আলামত থেকে মুক্ত তাকে কি বলে?

৭। যে ইসম স্ত্রীলোক বুঝায় তাকে কি বলে?

৮। مؤنث কাকে বলে?

৯। أُذُنٌ শব্দটিকে مؤنث مجازي কেন বলা হয়?

১০। ضَيْفٌ শব্দটিকে مذكر কেন বলা হয়?

১১। حُبْلَى শব্দটিকে مؤنث কেন বলা হয়? ১২। "ة" কিসের আলামত?

১৩। الف ممدودة" কিসের আলামত?

১৪। مؤنث এর আলামত কয়টি ও কি কি? ১৫। তিনটি مؤنث مجازي বলো।

১৬। بنت শব্দের শেষে مؤنث এর কোন আলামত নেই, তবু সেটা مؤنث কেন?

১৭। طلحة শব্দটি مؤنث এর আলামত যুক্ত; তবুও সেটা مذكر কেন?

الدرس السادس

মা'রিফা ও নাকিরা

كَانَ رجُلٌ يَعيشُ في مدينَةٍ . اشتريتُ قَلَمًا و مِسْطرةً . قَطَفَ مُحَمَّدٌ وَرْدَةً . قَرَأ الولدُ مِنْ هذا الكِتَابِ صَفْحَةً . أَنتَ تِلميذٌ و أنَا مُعلِّمٌ .

আলোচনা

প্রথম বাক্যে رجُلٌ শব্দটি লক্ষ করো। এখানে নির্দিষ্ট বা পরিচিত কোন লোকের কথা বলা হয়নি বরং অপরিচিত কোন একজন লোকের কথা বলা হয়েছে। তদ্রূপ مدينَةٌ শব্দটি দ্বারা নির্দিষ্ট ও পরিচিত কোন শহরের কথা বলা হয়নি বরং অপরিচিত কোন একটি শহরের কথা বলা হয়েছে, مسطرة،قلما، صفحة، وردة ইত্যাদি শব্দগুলো সম্পর্কেও একই কথা।

অর্থাৎ এই শব্দগুলো অনির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা বস্তু বোঝাচ্ছে। এধরনের শব্দকে نكرة বলে।

محمد শব্দটি নির্দিষ্ট ও পরিচিত একজন মানুষকে বোঝায়। তদ্রূপ الولدُ শব্দটি নির্দিষ্ট ও পরিচিত একটি ছেলেকে বুঝায় أنا ও أنتَ শব্দ দুটিও নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝায় তদ্রূপ الكِتَابُ শব্দটি নির্দিষ্ট একটি বইকে বুঝাচ্ছে।

মোটকথা, এ শব্দগুলো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝাচ্ছে। এধরনের শব্দকে مَعْرِفَة বলে।

মূলকথা

১। যে ইসম নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝায় তাকে مَعْرِفَة বলে।

২। যে ইসম অনির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝায় তাকে نَكِرَة বলে।

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলোতে نكرة চিহ্নিত করো।

فِي هذه المدينةِ مَساجِدُ . يَطِيرُ في السَّماءِ طَيرٌ كَثيرٌ . عَادَ المُسافِرُ إلى وَطَنِه بَعدَ مُدَّةٍ . يَا بنتُ اسْمَعِي نَصِيحةَ امِّكِ . نَجَحَتْ تِلميذاتٌ في الامتِحَانِ .

২। নীচের বাক্যগুলোতে معرفة চিহ্নিত করো।

هذا الوَلَد شريفٌ . هُوَ أخُو ماجِدٍ . مَكَّةُ بَلَدٌ أمِينٌ . أحِبُّ اللّٰهَ و رَسولَه . هذا كتابُ ماجِدٍ و ذٰلك كتابُ ولدٍ . يَا فاسقُ! تُبْ إلى اللّٰهِ .

৩। নীচের বাক্যে বন্ধনীযুক্ত শব্দগুলোকে ال যোগ করে معرفة তে রূপান্তরিত করো।

رَأيتُ (تاجِراً) يتَّقِي اللّٰهَ في البَيعِ . تَجَادَلَ (رجُلانِ) فِي الطريقِ

প্রশ্নমালা

১। مَعرِفة কাকে বলে;

২। (نَكِرَة ও معرفة)এই দুইয়ের কোনটি নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু বুঝায়?

৩। যে শব্দ অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু বুঝায় তাকে কি বলে?

৪। (سَافرتُ إلى دَاكا) এখানে داكا শব্দটি معرفة কেন?

৫। (غَرَسَ محمدٌ في الحديقةِ شجرةً) এখানে কোন শব্দটি معرفة বা نكرة এবং কেন?

৬। نكرة কাকে বলে?

৭। معرفة এর পরিচয় কি?

৮। هذا শব্দটি কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝায় নাকি অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝায়?

মা'রেফা সাত প্রকার

مُحَمَّدٌ (صلى الله عليه وسلمَ) رَسُولُ اللهِ . القُرآنُ كِتَابُ اللهِ
داكا مَدِينَةٌ جَمِيلَةٌ . و هِيَ عاصِمَةُ بنغلاديش . زَيْنَبُ بِنْتٌ
مهذَّبَةٌ . أُصَلِّي الجُمُعَةَ في البَيْتِ المكرَّمِ ، وَ هُو مَسْجِدٌ
مَشْهورٌ وَاقِعٌ في قَلْبِ العَاصِمَةِ .

আলোচনা

উপরের বাক্যগুলোতে محمد ، زينب ، داكا ইত্যাদি শব্দগুলো মারেফা; আশা করি তা তুমিও বুঝতে পারছো। কেননা প্রতিটি শব্দ নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু বোঝাচ্ছে।

এটাও নিশ্চয় বুঝতে পারছো যে, এ শব্দগুলো নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট একটি প্রাণী বা নির্দিষ্ট একটি স্থান বা নির্দিষ্ট একটি বস্তুর নাম। যেমন, মুহাম্মদ নির্দিষ্ট একজন মানুষের নাম। এই নাম উচ্চারণ করলে শুধু তাঁকেই আমরা বুঝি; অন্য কাউকেও নয়। তদ্রূপ যয়নব নির্দিষ্ট একটি মেয়ের নাম। এ নাম উচ্চারণ করলে তাকেই শুধু বুঝি; অন্য কাউকে নয়। তদ্রূপ ঢাকা নির্দিষ্ট একটি শহরের নাম। এ নাম উচ্চারণ করলে আমরা নির্দিষ্ট একটি শহরকেই শুধু বুঝি, অন্য কোন শহর নয়; এ ধরনের যাবতীয় ইসমকে العَلَمُ বলে।

মূলকথা

১। মানুষ, প্রাণী, স্থান, বস্তু ইত্যাদির ব্যক্তি নামকে[১] العَلَمُ বলে।

العَلَمُ হচ্ছে সাত প্রকার মারেফার প্রথম প্রকার।

১। অর্থাৎ একক নামকে

২। الضمائر (সর্বনাম)

أنَا غُلامٌ في العَاشِرَةِ مِن عُمُرِيْ . أشكُرُكَ يا صديقِي ! فأنتَ عَلَّمْتَنِى الخُلُقَ الكريمَ . دَعَا راشِدٌ صديقَه إلى الغَدَاءِ . أكرَمَكُمُ اللهُ كَمَا أكرَمتُمُونِى .

আলোচনা

উপরের বাক্যগুলোতে أنا . أنتَ . ه . كُمْ . ي ইত্যাদি শব্দগুলো লক্ষ করো। এ শব্দগুলো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু বুঝাচ্ছে। সুতরাং এগুলো মা'রিফা।

এবার দেখ, أنا . ي শব্দ দুটি مُتَكَلِّم বা বক্তাকে বুঝাচ্ছে। তদ্রূপ انتَ . كم শব্দ দুটি مُخَاطَب বা সম্বোধিত ব্যক্তিকে বুঝাচ্ছে।

আবার ه শব্দটি غَائِب বা অনুপস্থিতকে বুঝাচ্ছে। এধরনের শব্দগুলোকে ضَمِيْرٌ বলে।

মূলকথা

যে সকল শব্দ مُتَكَلِّم, مُخَاطَب বা غَائِب কে বুঝায় তাকে ضَمِير বলে।

যমীরের বিভিন্ন প্রকার

الضَّمِيرُ المَرْفُوعُ المُنفَصِلُ

أنا عَبْدُ اللهِ . نَحنُ حُمَاةُ الدِّينِ . هي بِنتٌ طيبَةٌ . ذهَبْتُ أنَا و خَالِدٌ .

الضميرُ المَنصوبُ المُنفَصِلُ

إيَّاىَ مَدَحَ المعَلِّمُ . إيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إيَّاكَ نستعِينُ . مَا نَصَرَ راشِدٌ إلاَّ إيَّاهُم . لَا نُحبُ إلاَّ إيَّا كُمْ .

আলোচনা

উপরের যমীর গুলো নিশ্চয়ই তুমি চিনতে পারছো। কেননা যমীরের পরিচয় একটু আগেই তুমি জেনেছো। এখানে আমরা নতুন একটি বিষয় আলোচনা করবো।

দেখ, এখানে প্রতিটি বাক্যের প্রতিটি যমীর আলাদাভাবে উচ্চারণ করা যায়। কেননা, প্রতিটি যমীর তার পাশের শব্দ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এ ধরনের যমীরকে الضميرُ المُنفصلُ বলে

প্রথম ভাগের যমীরগুলো মুবতাদা বা ফায়েল [১] হয়েছে এবং দ্বিতীয় ভাগের প্রতিটি যমীর مَفعولٌ بِه হয়েছে; তবে ফেয়েল থেকে বিচ্ছিন্ন রয়েছে।

প্রথম ভাগের যমীরগুলোকে الضميرُ المرفوعُ المنفصلُ এবং দ্বিতীয় ভাগের যমীরগুলোকে الضميرُ المنصوبُ المنفَصِلُ বলে।

মূলকথা

১। পৃথক ও স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত যমীরকে الضميرُ المنفصلُ বলে।

الضميرُ المنفصلُ দুই প্রকার।

(ক) الضميرُ المرفوعُ المنفصلُ (অর্থাৎ মুবতাদা বা ফায়েলের বিচ্ছিন্ন যমীর।)

(খ) الضميرالمنصوبالمنفصل (অর্থাৎ ফেয়েল থেকে বিচ্ছিন্ন مفعول به এর যমীর)।

১। الضمير المرفوع المنفصل মোট ১২টি, যথা–

أنا - نَحْنُ - أنتَ - أنتِ - أنتُمَا - أنتُمْ - أنْتُنَّ - هُوَ - هِيَ - هُمَا - هُمْ - هُنَّ.

২। الضميرُ المنصوبُ المنفصل মোট ১২টি, যথা–

إيَّايَ - إيَّانَا - إيَّاكَ - إيَّاكِ - إيَّاكُمَا - إيَّاكُمْ - إيَّاكُنَّ - إيَّاهُ - إيَّاهَا - إيَّاهُمَا - إيَّاهُمْ - إيَّاهُنَّ .

১। অর্থাৎ ফায়েলের তাকীদ।

الضمير المتصل

(الف) سَافَرتُ إلى مَكَّةَ المكرَّمةِ - أطَعْنَا اللّٰهَ وَ رَسوله . إذْهَبَا إلى فرعَونَ إنّه طَغٰى . يَا أيُّهَا الناسُ اعبُدُوا رَبَّكُمْ . الأمَّهاتُ يُهذِّبْنَ أولادَهُنَّ . يٰمَريَمُ اقنُتِي لِربِّكِ وَ اسْجُدِي و ارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِيْنَ .

(ب) نَفَعَنِيْ نُصْحُ أخِيْ . أعْطاكَ ربُّكَ عِلمًا نَافِعًا . حَسَنٌ يُحِبُّه الجمِيعُ لِحُسنِ خُلُقِه . أفادَنا اِجْتِهادُنا . أخَذَ عليٌّ مِنِّي رِسالَةً إليكَ . لَنَا أعْمالُنا وَ لَكُمْ أعْمَالُكُمْ .

আলোচনা

প্রথম ভাগের প্রতিটি উদাহরণে একটি করে যমীর রয়েছে, যা মুতাকাল্লিম বা মুখাতাব বা গাইবকে বুঝাচ্ছে। যথা, سافرتُ এর ت যমীরটি مُتَكَلِّمٌ কে বুঝাচ্ছে।

اذهَبا এর الف যমীরটি দু'জন مخاطَب কে বুঝাচ্ছে।

يُهَذِّبْنَ এর نونٌ যমীরটি তিন বা তার অধিক غائب কে বুঝাচ্ছে।

اعبدوا এর و যমীরটি তিন বা তার অধিক مخاطَب কে বুঝাচ্ছে।

اركعي - اُسجُدِی এর ي যমীরটি একজন مخاطَبة কে বুঝাচ্ছে।

তদ্রূপ দ্বিতীয় ভাগের প্রতিটি বাক্যে দু'টি যমীর রয়েছে। যথা; نفعني ও أخِی এর ي যমীর দু'টি।

أعطاكَ ও ربك এর ك যমীর দু'টি।

يحبه ও خلقه এর ه যমীর দুটি। ইত্যাদি।

এবার বলো দেখি, পূর্ববর্তী পাঠের যমীরগুলোর সাথে এই পাঠের যমীরগুলোর কোন পার্থক্য দেখতে পাচ্ছো কি না?

হাঁ, উভয়ের মাঝে পরিষ্কার পার্থক্য আছে। আগের পাঠের যমীরগুলো আলাদাভাবে উচ্চারণ

করা সম্ভব ছিলো এবং পার্শ্ববর্তী শব্দ থেকে পৃথক ছিলো। কিন্তু বর্তমান পাঠের যমীরগুলো পার্শ্ববর্তী শব্দের সাথে যুক্ত অবস্থায় আছে। ফলে সেগুলোকে আলাদাভাবে উচ্চারণ করা যায় না। এধরনের যমীরগুলোকে ضَمِيرٌ مُتَّصِلٌ বলে।

প্রথম ভাগের উদাহরণগুলো আবার লক্ষ করো। দেখবে, প্রতিটি উদাহরণে ফেয়েলের সাথে যুক্ত ضمير متصل টি فَاعِلٌ হয়েছে এবং যমীরগুলো হচ্ছে যথাক্রমে- ت-نا- ইত্যাদি।

তদ্রূপ দ্বিতীয় ভাগের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ করলে তুমি দেখতে পাবে যে, এখানের যমীরগুলো হচ্ছে - ي . كَ . ه . نا ইত্যাদি।

এ যমীরগুলো একবার ফেয়েলের সাথে যুক্ত বা متصلٌ হয়ে مفعولٌ به হয়েছে। আরেকবার اسم বা حَرفُ الجرِّ এর সাথে যুক্ত হয়েছে।

মূলকথা

যে যমীর সর্বদা পার্শ্ববর্তী শব্দের সাথে যুক্ত থাকে এবং স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত হয় না সেগুলোকে الضميرُ المتصلُ বলে।

ফেয়েলের সাথে متصل ফায়েলের যমীরগুলো নিম্নরূপ-

ذَهَبَ (هُوَ) ذَهَبَا (اَلِفٌ) ذَهَبُوا (وَ) ذَهَبَتْ (هِيَ) ذَهَبَتَا (اَلِفٌ) ذَهَبْنَ (ن) ذَهَبْتَ (تَ) ذَهَبتِ (تِ) ذَهَبْتُمَا (تُمَا) ذَهبتُمْ (تُمْ). ذهبتن (تن) ذهبت (ت) ذهبنا (نا)

ফেয়েলের সাথে মুত্তাসিল مفعولٌ به এর যমীরগুলো নিম্নরূপ-

نَصَرَنِي (نِيْ) نَصَرَنَا (نا) نَصَرَكَ (كَ) نَصَرَكِ (كِ) نَصَرَكُمَا (كُمَا) نَصَرَكُمْ (كُمْ) نَصَرَكُنَّ (كُنَّ) نَصَرَهُ (ه) نَصَرَهَا (هَا) نَصَرَهُمَا (هُمَا) نَصَرَهُمْ (هُمْ) نَصَرَهُنَّ (هُنَّ).

اسم বা حرفالجر এর সাথে متصل যমীরগুলো এই

لي . لنا . لَكَ . لَكِ . لَكُما . لَكُمْ . لَكُنَّ . لَه . لَهَا .
لَهُما . لَهُمْ . لَهُنَّ .

الضمير المستتر

اللهُ أنْزَلَ مِنَ السَّماءِ مَاءً . تفتحت الوردة و ابتسمت
و ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ . أرِيْدُ أنْ تَجْتَهِدَ.نُحِبُّ قِيامَكَ فينا . إن الله
يرزقنا بِغَيرِ حِسَابٍ . أمكَ تتعَبُ لأجلِ راحتكَ . عظِّم الكبير.

আলোচনা

ফায়েল ছাড়া কোন ফেয়েল অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না; একথা তোমরা জানো। তাহলে উপরের বাক্যগুলোতে যে ক'টি ফেয়েল আছে সেগুলোর ফায়েল কোথায়?

এখানে প্রতিটি ফেয়েলের মাঝেই একটি করে যমীর বিদ্যমান রয়েছে। যেমন أنزل তে রয়েছে هو এবং ابتسمت এ রয়েছে هي তদ্রূপ تتعب . يرزق . نحب . تجتهد . أريد এই পাঁচটি ফেয়েলে রয়েছে- أنت . أنا . هي . هو . نحن ইত্যাদি যমীরগুলো।

আর طهر . عظم ইত্যাদি ফেয়েলগুলোতে আছে أنت যমীরটি।

এই যমীরগুলোই হচ্ছে উল্লেখিত ফেয়েলগুলোর ফায়েল। এই যমীরগুলো ফেয়েলের সাথে যুক্ত হয়েছে কিন্তু উচ্চারণে আসছে না; সেহেতু এগুলোকে ضمير مستتر বা লুক্কায়িত যমীর বলে।

উপরের ফেয়েলগুলো আবার লক্ষ কর; দেখতে পাবে الفعل الماضي তে هو ও هي এই দুটি যমীরই শুধু مستتر থাকে। আর الفعل المضارع তে أنا . نحن . أنت . هو . هى এই পাঁচটি যমীর مستتر থাকে। পক্ষান্তরে فعل الأمر এ শুধু أنت যমীরটি উহ্য থাকে।

মূলকথা

১। ফেয়েলের সাথে যুক্ত ফায়েলের অনুচ্চারিত যমীরকে الضمير المستتر বলে। الفعل الماضي তে هو . هي এ দু'টি যমীর উহ্য থাকে।

২। الفعل المضارع এ أنا . نحن . هو . هي . أنت এ পাঁচটি যমীর উহ্য থাকে।

৩। فعل الأمر এ শুধু أنت যমীর উহ্য থাকে।

৩। أسماء الإشارة

هذا قَلَمٌ . ذلِكَ بَيتُ مَاجِدٍ . هؤلاء مجاهدونَ في سَبيلِ اللّهِ . أولئكَ هُمُ المُفْلِحُوْنَ . تِلْكَ أياتُ اللهِ نَتْلُوها عَلَيكَ بالحَقِّ . هذه أرْضُ اللهِ ، فلا تُفسِدُوا فيها .

আলোচনা

উপরের বাক্যগুলো লক্ষ করো; هذا শব্দটি দ্বারা একটি নির্দিষ্ট কলমের দিকে ইশারা করা হয়েছে। সুতরাং هذا শব্দটি হল اسم الإشارة এবং قلم শব্দটি হল مشار اليه।

আশা করি তুমি বুঝতে পেরেছো যে, هذا এই اسم الإشارة টি এক প্রকার মারেফা। কেননা هذا দ্বারা একটি নির্দিষ্ট ও পরিচিত বস্তুর দিকে ইশারা করা হয়েছে। উপরের প্রতিটি বাক্যেই তুমি এই বিষয়টি দেখতে পাবে। اسم الإشارة এর পরের مشار إليه গুলো লক্ষ করো; ذا শব্দটির পরে مفرد مذكر রয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল যে, ذا এই اسم الإشارة টি مفرد مذكر এর জন্য ব্যবহৃত।

তদ্রূপ ذه এর পরে সর্বদা مفرد مؤنث রয়েছে; সুতরাং ذه এই اسم الإشارة টি مفرد مؤنث এর জন্য ব্যবহৃত। এভাবেই তুমি বুঝতে পারো যে, ذان শব্দটি مثنى مذكر এর দিকে إشارة করার জন্য এবং تان শব্দটি مثنى مؤنث এর দিকে ইশারা করার জন্য আর أولاء শব্দটি جمع عاقل এর مذكر ও مؤنث উভয়ের দিকে إشارة করার জন্য ব্যবহৃত।

আরেকটি বিষয় তুমি নিশ্চয় লক্ষ করে দেখেছো যে, উপরের কয়েকটি উদাহরণে اسم الإشارة এর শুরুতে ها অব্যয়টি যোগ করা হয়েছে। এর নাম حرف التنبيه এর অর্থ

হলো শ্রোতার মনোযোগকে পরবর্তী কথার প্রতি আকৃষ্ট করা। مشار إليه নিকটবর্তী হলে اسم الإشارة এর শুরুতে ها হরফটি যোগ করা যায়। আবার ها বাদে শুধু اسم الإشارة ও ব্যবহার করা যায়, যেমন, ذا كِتاب . أولاء مسلمون

আবার দেখ, আবার দেখ,কয়েকটি اسم الإشارة-এর শেষে كَ যমীরটি যোগ করা হয়েছে। এখানে এর আলাদা কোন অর্থ নেই। مشار إليه দূরবর্তী হলে اسم الإشارة এর শেষে ك যমীর যোগ করা আবশ্যক।

মূলকথা

সাত প্রকার মারেফার তৃতীয় প্রকার হল أسماء الإشارة

১। যে সকল শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি ইশারা করা হয় সেই শব্দগুলোকে أسماء الإشارة বলে।

أسماء الإشارة নিম্নরূপ

ذا মুফরাদ মুযাক্কার এর জন্য

ذه মুফরাদ মুআন্নাছ এর জন্য

ذان মুছান্না মুযাক্কার এর জন্য

تان মুছান্না মুআন্নাছ এর জন্য

أولاء জমা আকেল মুযাক্কার ও মুআন্নাছ এর জন্য

২। مشار إليه নিকটবর্তী হলে أسماء الإشارة এর শুরুতে ها অব্যয়টি যোগ করা যায়। مشارإليه দূরবর্তী হলে أسماء الإشارة এর শেষে ك যমীরটি যোগ করা আবশ্যক।

৩। أسماء الإشارة মবনীর অন্তর্ভুক্ত, তবে تان ও ذان দুটি أسماء الإشارة মুরাব এবং مثنى এর অনুরূপ اعراب গ্রহণ করে।

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলোতে أسماء الإشارة চিহ্নিত করো এবং কোনটি নিকটবর্তী আর কোনটি দূরবর্তী مشار إليه এর জন্য বলো।

ذلكَ الكتَابُ لا رَيبَ فيه.تانكَ شجَرتَان . أُدْعُ ذينكَ الولَدَيْنِ .
هذه نَاقةُ اللهِ . أولئكَ حِزْبُ اللهِ.ألا إنَّ حِزبَ اللهِ هُمُ المفْلِحُونَ .

২। নীচের اسم الإشارة গুলোর বচন ও লিংগ নির্ধারণ করো।

هؤلاء مسلماتٌ . ذانكَ الولَدانِ يَجْرِيَانِ في الطَّريقِ . قرأتُ هذين الكتابَينِ . في تينكَ القريَتينِ مسجِدان.أولئكَ فلاحون طيِّبُونَ .

৩। هذا التلميذ نجح في امتحانه. এই বাক্যের مشار إليه কে مفرد مؤنث এ রূপান্তরিত করে বল।

অতঃপর যথাক্রমে مثنى مذكر و مؤنث এ, অতঃপর جمع مذكر و مؤنث এ রূপান্তরিত করে বলো।

৪। ذا الولد شريف এ বাক্যের مشار إليه টি নিকটবর্তী, একথা বুঝিয়ে বলো।

৫। هؤلاء المسلمات شريفات এ বাক্যের مشار إليه টি দূরবর্তী, তা বুঝিয়ে বলো।

৬। নীচের শব্দগুলোকে খবর রূপে এবং اسم الإشارة কে মুবতাদা রূপে ব্যবহার করো।

فلاحاتٌ . مسطرة . أغنياءُ . مسجدان.

৭। নীচের প্রতিটি বাক্যের শুরুতে اسم الإشارة ও مشار إليه যোগ করো।

(ক) يدرسون اللغة العربية. (খ) تلعبان في حديقة المنزل.

৮। তিনটি বাক্য বল, প্রতিটি বাক্যে اسم الإشارة টি المفعول به হবে এবং مشار إليه বিভিন্ন হবে।

৯। هؤلاء কে لعل এর ইসম রূপে ব্যবহার কর।

১০। هذان কে ليت এর ইসম রূপে ব্যবহার কর।

১১। ذانك কে على এর مجرور রূপে ব্যবহার কর।

প্রশ্নমালা

১। اسمُ الإشارةِ কাকে বলে? ২। اسمُ الإشارةِ দ্বারা কি কাজ করা হয়?

৩। اسم الإشارة কয়টি ও কি কি?

৪। اسم الإشارة এর শুরুতে কোন হরফ যোগ করা হয় এবং কেন?

৫। اسم الإشارة এর শুরুতে কখন ها অব্যয় যোগ করা হয়?

৬। مشارٌ إليهِ টি দূরবর্তী, একথা বোঝানোর জন্য কি করা হয়?

৭। مشار إليه টি নিকটবর্তী, একথা বোঝানোর জন্য কি করা হয়?

৮। اسم الإشارة এর শেষে কখন ك যোগ করা হয়?

৯। কোন দু'টি اسم الإشارة কে মু'রাব রূপে ব্যবহার করা হয় এবং তাদের কি ধরনের إعْرَاب দেয়া হয়?

৪। الأَسْمَاءُ الْمَوْصُولة

أحِبُّ الَّذِيْ يُحِبُّنِي . ماتَتِ الَّتِيْ مَرِضَتْ . عَادَ اللَّذانِ كَانَا مُسافِرَيْنِ . صامَتِ اللَّتانِ تَسْكُنانِ أمَامَنا . أحِبُّ الَّذِيْنَ عَلَّمُوْنِي . دَعَوتُ اللَّاتِيْ يَشْتَغِلْنَ فى المطبَخِ . أحسِنْ إلَى مَنْ أحسَنَ إلَيْكَ . لَا تَأْكُلْ مَا لا تَستَطِيْعُ هَضْمَه .

আলোচনা

প্রথম উদাহরণটি লক্ষ করো الذي এমন একটি ইসম যাকে পৃথক করে নিলে তার উদ্দেশ্য বুঝে আসবে না। কিন্তু পরবর্তী يُحِبُّنِي বাক্যটি الذي দ্বারা কোন্ ব্যক্তি উদ্দেশ্য তা বুঝিয়ে দিচ্ছে।

সুতরাং الذي শব্দটি পরবর্তী বাক্যের মাধ্যমে مَعْرِفَةٌ হয়েছে, কেননা ঐ বাক্যটি الذي এর উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

الَّذِيْ শব্দটি এবং তার মত অন্যান্য শব্দকে الأسماء الموصولة বলে এবং পরবর্তী জুমলাটিকে صِلَة বলে।

আলোচ্য উদাহরণের صلة কে লক্ষ করে দেখ; তাতে একটি যমীর রয়েছে যা الاسم الموصول এর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। এই যমীরটিকে عائد বলে। তাহলে এখানে তিনটি বিষয় হল. الموصولُ، الصلةُ، العَائِدُ।

অবশিষ্ট উদাহরণগুলোর مَا ও مَنْ. اللاتِي . الَّذِيْنَ. اللَّتَانِ . اللَّذَانِ . الَّتِيْ . الَّذِيْ শব্দগুলো একইভাবে লক্ষ করো। এ শব্দগুলো মা'রিফা। কেননা শব্দগুলো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝাচ্ছে। কিন্তু পরবর্তী জুমলাটি ছাড়া এ শব্দগুলোর মারেফা হওয়া সম্ভব নয়। কেননা বাক্যগুলো দ্বারাই ব্যক্তি বা বস্তুটি নির্দিষ্ট হচ্ছে। তাছাড়া প্রতিটি বাক্যেই একটি ضَمِيْر বা عَائِدْ রয়েছে; যা الاسم الموصول এর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। الاسمُ الموصولُ গুলো আরেকবার লক্ষ করলে সহজেই তুমি বুঝতে পারবে, কোনটি مذكر এর জন্য এবং কোনটি مُؤنث এর জন্য। আবার কোনটি مُفْرد এর জন্য এবং কোনটি مثنى এর জন্য এবং কোনটি جَمْع এর জন্য।

তবে مَنْ ও مَا এই দুই مَوصول ব্যতিক্রম। কেননা এগুলো উভয় লিংগে ও সকল বচনেই ব্যবহৃত হতে পারে। অবশ্য مَنْ শব্দটি عَاقِل এর জন্য এবং مَا শব্দটি غَيْرُعَاقِلٍ এর জন্য। শেষ দু'টি উদাহরণ লক্ষ্য করলেই তুমি তা বুঝতে পারবে।

মূলকথা

সাত প্রকার মারেফার চতুর্থ প্রকার হলো الاسم الموصول

১। الاسمُ الموصولُ এমন اسم معرفة যার উদ্দেশ্য পরবর্তী জুমলা দ্বারা নির্ধারিত হয়। উক্ত জুমলাকে صلة বলে।

২। صِلَة এর মধ্যে একটি যমীর থাকতে হবে যা الاسم الموصول এর দিকে ফিরবে। এই যমীরটিকে عَائِدْ বলে।

৩। الأسماء الموصولة নিম্নরূপ।

الَّذِي (لِلْمفردِ المذكَّرِ)	الَّتي (لِلْمُفرَدَةِ المؤنثةِ)
اللَّذانِ (لِلْمُثنَّى المذكَّرِ)	اللَّتانِ (لِلْمُثنَّى المؤنثِ)
الذين (لِلْجمعِ المذكَّرِ)	اللَّاتِي (لِلْجَمْعِ المؤنثِ)
مَنْ (لِلعاقِلِ)	مَا (لِغَيرِ العاقلِ)

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্য গুলোতে الاسم الموصول ও الصلة ও العائد চিহ্নিত করো।

إنَّ الَّذِيْ يُحِبُّ وَطَنَه يَبْذُلُ جُهدَه لِرَفعِ شَأنه . الَّذِيْنَ يَعْملونَ فِي المَصَانِعِ يَخدُمونَ وطنَهُمْ . الأمّهاتُ اللَّاتِي يُرَبِّينَ الأولادَ عَلَى الخُلُقِ الجَمِيلِ يَرْفَعْنَ شأنَ الوَطَنِ . الوَلَدانِ اللَّذانِ نَجَحا في الامتحان مُجتَهِدانِ و مَنْ اجتَهَدَ نَجَحَ ، أُحِبُّ مَنْ يُجاهِدُ في سَبِيلِ اللّٰهِ ، أعرِفُ ما قلتَه لِراشِدٍ .

২। নীচের বাক্যগুলোতে প্রতিটি الاسم الموصول এর পরে একটি صلة যোগ করো।

قَرأتُ الكتابَ الَّذِي .... ، قَطَعْتُ الوردَةَ التِي .... إنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِينَ .... ، البَنَاتُ اللَّاتِيْ ..... يَجْتَهِدْنَ ، اِشتَرَيْتُ السَّاعَتَينِ اللَّتَينِ ...... ، لا تُصاحِبْ مَن .... ، اسمَعْ مَا ..... ،

৩। নীচের الاسم الموصول গুলো তাদের صلة কে নিয়ে তারকীবে কি হয়েছে বল।

إنَّ الَّذِي خَلَقَكَ يَرزُقُكَ . قَد سَمِعَ اللّٰهُ قَولَ الَّذِينَ قَالُوا إنَّ اللّٰهَ فَقِيرٌ وَ نَحنُ أغنياءُ ، سَنَكْتُبُ مَا قالُوا . رَاشِدٌ فى الحديقة الَّتِى أمامَ البيتِ . سَلِّمْ على المُعَلِّمِين اللَّذَينِ يَأتِيَانِ. كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ، لا تَثِقْ بِمَنْ يَكذِبُ . العُلَماءُ مَن عَمِلُوا بِما عَلِمُوا .

৪। তিনটি বাক্য তৈরী করো যেখানে الاسمُ الموصول ফায়েল হবে।

৫। তিনটি বাক্য তৈরী করো যেখানে ইসম মাওছুল المفعول به হবে।

৬। তিনটি বাক্য তৈরী করো যেখানে الاسم الموصول মুবতাদা হবে।

৭। তিনটি বাক্য তৈরী করো যেখানে الاسم الموصول টি (كَانَ) এর ইসম হবে।
৮। তিনটি বাক্য তৈরী করো যেখানে الاسم الموصول টি مُضَافٌ إليه হবে।
৯। তিনটি বাক্য তৈরী করো যেখানে الاسم الموصول টি حَرفُ جَرٍّ এর অনুগামী হবে।
১০। তিনটি বাক্য তৈরী করো যেখানে الاسم الموصول টি إن এর ইসম হবে।

প্রশ্নমালা

১। الاسمُ الموصولُ কাকে বলে?
২। الاسم الموصول গুলো মা'রিফা না নাকিরাহ?
৩। অন্যান্য মারিফা ইসমের সাথে الاسم الموصول এর পার্থক্য কি?
৪। الاسم الموصول কি নিজে নিজেই নির্দিষ্ট অর্থ বুঝায়?
৫। কিসের দ্বারা الاسم الموصول এর অর্থে নির্দিষ্টতা আসে?
৬। অন্যান্য মারেফাগুলো কি কারো সাহায্যে নির্দিষ্টতা বুঝায় না নিজে নিজেই নির্দিষ্টতা বুঝায়?
৭। راشد . أنا . هذا . الكتاب শব্দগুলো কি কারো সাহায্যে নির্দিষ্টতা বুঝায়?
৮। الذي শব্দটি কি নিজে নিজেই নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু বুঝায়?
৯। الذي শব্দটি কখন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু বুঝায়?
১০। الاسم الموصول এর পরবর্তী জুমলাকে কি বলে?
১১। عَائِد কাকে বলে?
১২। صِلَة কাকে বলে?
১৩। যে জুমলাটি الاسم الموصول এর উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করে দেয় তাকে কি বলে?
১৪। الاسم الموصول কি কোন নাকিরার ছিফত হতে পারে?
১৫। أعرِفُ رَجُلًا الَّذي نَصَرَكَ এখানে কি ভুল আছে আলোচনা করো?
১৬। مَنْ ও ما এর মাঝে পার্থক্য কি?
১৭। مَنْ ও مَا এ দু'টি কোন লিংগের জন্য ব্যবহৃত হবে?
১৮। مَنْ ও مَا এ দু'টি কোন বচনের জন্য ব্যবহৃত হবে?

৫। اَلْمُعَرَّفُ بِالْأَلِفِ وَ اللَّامِ

خُذْ مِنْ رَاشِدٍ كِتَابًا	اِقرأ الكِتَابَ
أَعْطَانِي صديقِي كُرَةً	لَعِبتُ بِالكُرَةِ
مَاتَ رجلٌ	كَانَ الرجلُ صالِحًا

আলোচনা

ডান পাশের উদাহরণগুলো লক্ষ করো كتاب শব্দটি নির্দিষ্ট কোন বই বুঝাচ্ছে না বরং যে কোন বই হতে পারে। তদ্রূপ كرة দ্বারা নির্দিষ্ট কোন বল বুঝানো হয়নি বরং যে কোন বল হতে পারে।

শেষ উদাহরণের رَجلٌ দ্বারাও নির্দিষ্ট ও পরিচিত কোন মানুষ আমরা বুঝি না বরং যে কোন মানুষ হতে পারে। সুতরাং এ শব্দগুলো نَكِرَة

কিন্তু বামপাশের উদাহরণ গুলোতে الكرة ، الكتاب ও الرجل দ্বারা নির্দিষ্ট ও পরিচিত কিতাব, বল ও লোক বুঝানো হয়েছে। সুতরাং শব্দগুলো مَعْرِفَة

উভয় দিকের শব্দগুলোর মাঝে এ পার্থক্য কিভাবে হল? হাঁ, তুমি ঠিকই বুঝতে পেরেছ যে, نكرة শব্দগুলোর শুরুতে ال যোগ করা হয়েছে। ফলে نَكِرَة শব্দগুলো মারেফাতে পরিণত হয়েছে।

মূলকথা

اِسْمُ نَكِرَةٍ এর শুরুতে ال যোগ করলে তা مَعرفة তে রূপান্তরিত হয় এবং তাকে المعرفُ بالالفِ واللامِ বলে।

৬। المُعَرَّفُ بِالإضَافَةِ إلى مَعْرِفَةٍ

(الف) (كتابٌ) كِتابُ خَالِدٍ جَميلٌ .

(ساعةٌ) يا خالدُ ! أينَ ساعَتُكَ ؟

(صديقٌ) صديقُ هذا الوَلَدِ مُهَذَّبٌ .

(ولد) ادعُ وَلَدَ الَّذِي يعْمَلُ في المَصْنَعِ .

(إمامٌ) دعَوتُ إمامَ المَسْجِدِ .

(ب) قَرأتُ كِتَابَ رَجُلٍ . سُرِقَتْ ساعَةُ وَلَدٍ . جَاءَ صديقُ رَجُلٍ . حَصَلَ ولَدُ فلاحٍ عَلَى التَعْلِيمِ العَالِيْ . دعَوتُ إمَامَ مَسْجِدٍ .

আলোচনা

(الف) এর বন্ধনীভুক্ত শব্দ গুলো লক্ষ কর, كتاب মানে একটি বই। নির্দিষ্ট কোন বই নয়; যে কোন বই হতে পারে। সুতরাং শব্দটি নাকিরা। কিন্তু যখন তুমি كتابُ خالدٍ বললে, তখন আর যে কোন বই বুঝাবে না বরং নির্দিষ্ট লোকের অর্থাৎ শুধু খালেদের বই বুঝাবে। তাহলে كتاب শব্দটি এখানে মারিফা হয়ে গেছে কিভাবে? একটি মারিফা শব্দের দিকে إضافة এর মাধ্যমেই এই نكرة শব্দটি এখন মারেফাতে পরিণত হয়েছে।

তদ্রূপ سَاعَةٌ মানে একটি ঘড়ি। নির্দিষ্ট কোন ঘড়ি নয়, যে কোন ঘড়ি হতে পারে কিন্তু যখন বলা হলো ساعَتُكَ তখন আর যে কোন ঘড়ি বুঝাবে না; শুধু তোমার ঘড়িটিই বুঝাবে। সুতরাং দেখা গেল ساعة এই নাকেরা শব্দটিকে معرفة এর দিকে إضافة করার কারণে তা معرفة তে পরিণত হয়েছে।

অন্যান্য উদাহরণের صديق ، ولد ও إمام শব্দগুলো সম্পর্কেও একই কথা। পক্ষান্তরে (ب) এর উদাহরণগুলো লক্ষ কর كتاب শব্দটি যেমন নির্দিষ্ট কোন বই বুঝায় না তেমনি كتاب رجل দ্বারাও নির্দিষ্ট কোন লোকের বই বুঝায় না বরং যে কোন লোকের বই হতে পারে।

সুতরাং كتاب শব্দটি যেমন নাকিরা তেমনি كتاب رجل শব্দটি নাকিরা। إضافة এর মাধ্যমে كتاب শব্দটির নাকিরাত্ব দূর হয়নি এবং তা মারিফাতে রূপান্তরিত হয়নি। কেননা শব্দটিকে কোন মারিফার দিকে إضافة করা হয়নি বরং তারই মত অন্য একটি নাকিরার দিকে إضافة করা হয়েছে।

মূলকথা

মারিফার দিকে ইযাফতের মাধ্যমে নাকেরা শব্দ মারেফা হয়ে যায়।

কোন নাকিরাকে অন্য নাকেরার দিকে إضافة হলে তা পূর্বের মতই নাকিরা থাকে; মারিফা হয় না।

৭। الْمُعَرَّفُ بِالنِّدَاءِ

يَا خَالِدُ ! يَا وَلَدُ ! يَا وَلَدًا

উপরের তিনটি উদাহরণ লক্ষ করো। প্রথম উদাহরণে خالد শব্দটি يا হরফুন-নেদা যুক্ত হওয়ার পূর্বেই মারিফা ছিলো। এখনও মারিফা আছে।

পক্ষান্তরে ولد শব্দটি يا হরফুন-নেদা যুক্ত হওয়ার পূর্বে নাকিরা ছিলো। কিন্তু এখন মারিফা হয়ে গেছে। কেননা নির্দিষ্ট একটি ছেলেকে লক্ষ করেই তুমি ডেকেছো। সেই নির্দিষ্ট ছেলেটিই তোমার ডাকে সাড়া দেবে অন্য কেউ নয়।

কিন্তু তুমি যদি নির্দিষ্ট কোন ছেলেকে না ডাকো বরং যে কোন একজন ছেলেকে ডাকো তখন ولد শব্দটি আগে যেমন নাকিরা ছিলো এখন يا হরফুন-নেদা যুক্ত হওয়ার পরও নাকিরাই থেকে যাবে। তৃতীয় উদাহরণে ولد শব্দটি এজন্যই নাকিরা রয়ে গেছে।

মূলকথা

কোন নাকেরার শুরুতে হরফুন-নেদা যুক্ত হলে তা মারেফা হয়ে যায় যদি নির্দিষ্ট কাউকে ডাকা হয়।

اسمُ نكرةٍ মুনাদা হওয়ার পরও নাকিরা থেকে যায় যদি নির্দিষ্ট কাউকে ডাকা উদ্দেশ্য না হয়।

الدرس السابع

إعراب ও তার প্রকার

(الف) الكتابُ جميلٌ . راشِدٌ تاجِرٌ . فاطِمةُ مؤدَّبةٌ . القرآنُ كتابُ اللّٰهِ . إمامُ المسجدِ عالِمٌ كبيرٌ .

(ب) قرأ راشِدٌ . خَرجَتْ فاطِمةُ . ماتَتِ الشَّجرةُ .

(ج) سُرِقَ الكِتَابُ . دُعِيَ صديقُ ماجِدٍ . أُطعِمَ رَجلٌ فَقِيرٌ.

(د) كانَ الرَّجلُ مَريضًا . ليسَ ماجِدٌ بخيلاً . أصبَحَتِ الأمانةُ قَليلَةً .

(ه) إنَّ المعَلِّمَ شفيقٌ . لَعَلَّ صديقَكَ تاجِرٌ . كأنَّ ماجِداً أسدُ الغابَةِ .

(و) يَقرأ رَاشدٌ وَ يَكتُبُ في غُرفَتِه.يَنامُ الكسْلانُ و يَسْهَرُ المجتَهِدُ . يُجَاهِدُ المسلِمُ في سبيلِ اللّٰهِ .

***

(الف) قرأتُ الكتابَ.نَصرَ اللّٰهُ رسُولَه . أُقَاتِلُ الكُفَّارَ .

(ب) نَامَ الوَلَدُ نَومًا عَمِيقًا . اِضْرِبْه ضربًا شديدًا . صَلِّ صلاةَ الخاشِعِ .

(ج) مَكَثْتُ في القَريَةِ أسبوعًا . اليومَ أكْمَلْتُ لَكم دِينَكُمْ . سَتَقومُونَ يَومًا أمامَ اللهِ . يَجلِسُ المُسلِمُونَ تَحتَ ظِلِّ العَرْشِ

(د) ماتَ الفَقيرُ جوعًا . تَركتُ المَعَاصِيَ خوفًا مِنْ عَذابِ اللهِ بَكَتِ البنتُ حُزنًا .

(ه) اِشرَبِ الماءَ جَالِسًا . تَكَلَّمْ مَعَ الناسِ مُبْتَسِمًا . عادَتِ البِنْتُ إلى البيتِ مَسْرُورَةً .

(و) كانَ الرَّجلُ مَريضًا . لَيسَ ماجِدٌ بَخيلاً . أصبَحَتِ الأَمَانَةُ قَليلَةً .

(ز) إنَّ المعَلِّمَ شفيقٌ . لعلَّ صديقكَ تاجِرٌ . كأنَّ ماجِداً أسدُ الغابَةِ .

(ح) لنْ أصَدِّقَكَ أيُّها الكَذُوبُ . لَنْ تدخُلُوا الجَنَّةَ أيُّهَا المشركُونَ ! أ تُرِيدِينَ يا فاطِمَةُ ! أن تتعَلَّمِي اللُّغَةَ العَرَبِيَّةَ .

***

(الف) سَلَّمْتُ عَلى رَاشدٍ . خَرَجَ الرَّجُلُ مِنَ البَيْتِ . يَكْتُبُ الإنْسَانُ بِيَمِينِه .

(ب) مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ . إمامُ المسجِدِ عَالِمٌ كَبيرٌ . الشَّيطانُ عَدُوُّ الإنسانِ .

***

لم ينصرني أحدٌ . أ لَمْ تَعْلَمْ أن اللّهَ على كُلِّ شىء قَديرٌ .

لا أشاوِرْ أحَداً في هذا الأمرِ .

আলোচনা

مُعرب এর শেষে বিভিন্ন পরিবর্তন হয় একথা তোমরা পড়েছো। মনে রেখো معرب এর শেষের বিভিন্ন পরিবর্তনকে إعراب বলে। আর إعراب মোট চার প্রকার, যথা- رفع، نصب، جر، جزم

মনে রেখো, رفع মানে معربকালিমার ফায়েল, মুবতাদা, খবর, না–ইবুল ফায়েল, كان এর ইসম, ان এর খবর ইত্যাদি হওয়া এবং نصب হওয়ার অর্থ হল, مفعولٌ مطلق، مفعولٌ به، مفعولٌ فيه، مفعولٌ له، حَالٌ ইত্যাদি হওয়া। جر হওয়ার অর্থ হল مضاف إليه হওয়া বা শুরুতে حرف جر দাখেলহওয়া।

جزم হওয়ার অর্থ ফেয়েলের শুরুতে جَازِمٌ দাখেল হওয়া।

এবার উপরের প্রতিটি ভাগের উদাহরণ গুলো লক্ষ করো; প্রথম ভাগে (الف) এ الكتاب শব্দটিতে رفعٌ হয়েছে এবং শব্দটি مرفوعٌ হয়েছে। কেননা শব্দটি মুবতাদা হয়েছে। তদ্রূপ جميل শব্দটিতে رفع হয়েছে এবং শব্দটি مرفوع হয়েছে। কেননা শব্দটি খবর হয়েছে। অবশিষ্ট উদাহরণ দুটি সম্পর্কেও একই কথা।

(ب) এ راشدٌ শব্দটিতে إعراب হয়েছে رفع এবং শব্দটি হয়েছে مرفوع কেননা শব্দটি ফায়েল হয়েছে। فاطمة ও الشجرة শব্দ দুটি সম্পর্কেও একই কথা।

(ج) এ الكتاب শব্দটিতে إعراب হয়েছে رفع এবং শব্দটি হয়েছে مرفوع কেননা শব্দটি نائب الفاعل হয়েছে। অন্য দুটি শব্দ সম্পর্কেও একই কথা।

(د) এ الرجل শব্দটিতে إعراب হয়েছে رفع এবং শব্দটি হয়েছে مرفوع কেননা শব্দটি الفعلُ الناقصُ এর اسم হয়েছে (এবং মূলতঃ সেটা মুবতাদা ছিলো) অন্য দুটি শব্দ সম্পর্কেও একই কথা।

(ه) এ شفيقٌ শব্দটিতে إعراب হয়েছে رفع এবং শব্দটি হয়েছে مرفوع কেননা শব্দটি الحرفُ المشبهُ بالفعلِ এর خبر হয়েছে। অন্য দুটি শব্দ সম্পর্কেও একই কথা।

ষষ্ঠ ভাগে يَقْرأُ ফেয়েলটিতে إعراب হয়েছে رفع এবং ফেয়েলটি হয়েছে مرفوع কেননা ফেয়েলটি ناصب ও جازم থেকে মুক্ত হয়েছে।

মোটকথা, উপরের اسم গুলো ফায়েল বা نائب الفاعل বা মুবতাদা বা খবর বা الفعل الناقص এর اسم বা الحرف المشبه بالفعل এর خبر হওয়ার কারণে এবং ফেয়েলগুলো ناصب ও جازم থেকে মুক্ত হওয়ার কারণে رفع গ্রহণ করে مرفوع হয়েছে। এবং رفع এর علامة হিসাবে প্রতিটি শব্দের শেষে ضمة রয়েছে।

এবার দ্বিতীয় ভাগের উদাহরণ গুলো লক্ষ করো। (الف) এ الكتابَ শব্দটিতে إعراب হয়েছে نصب এবং শব্দটি হয়েছে منصوب কেননা শব্দটি مفعول به হয়েছে। অন্য দুটি উদাহরণ সম্পর্কেও একই কথা।

তদ্রূপ (ب) এর প্রথম উদাহরণে نوما عميقًا শব্দটিতে إعراب হয়েছে نصب এবং শব্দটি হয়েছে منصوب কেননা শব্দটি مفعول مطلق হয়েছে। অন্য দুটি উদাহরণ সম্পর্কেও একই কথা।

(ج) এ أسبوعًا শব্দটিতে إعراب হয়েছে نصب এবং শব্দটি হয়েছে منصوب কেননা শব্দটি مفعول فيه হয়েছে। অন্য দুটি উদাহরণ সম্পর্কেও একই কথা।

(د) এ প্রথম উদাহরণের جَوْعًا শব্দটিতে إعراب হয়েছে نصب এবং শব্দটি হয়েছে منصوب কেননা শব্দটি مفعول له হয়েছে। অন্য দুটি উদাহরণ সম্পর্কেও একই কথা।

(ه) এ جالسًا শব্দটিতে إعراب হয়েছে نصب এবং শব্দটি হয়েছে منصوب কেননা শব্দটি حال হয়েছে অন্য দুটি উদাহরণ সম্পর্কেও একই কথা।

(و) এ مريضًا শব্দটিতে إعراب হয়েছে نصب এবং শব্দটি হয়েছে منصوب কেননা শব্দটি الفعل الناقص এর খবর হয়েছে। অন্য দুটি শব্দ সম্পর্কেও একই কথা।

(ز) এর প্রথম উদাহরণের المعلمَ শব্দটিতে إعراب হয়েছে نصب এবং শব্দটি হয়েছে منصوب কেননা শব্দটি الحرف المشبه بالفعل এর ইসম হয়েছে। অন্য দু'টি শব্দ সম্পর্কে একই কথা।

(ح) এর أصدِّقك ফেয়েলটিতে إعراب হয়েছে نصب এবং ফেয়েলটি হয়েছে منصوب, কেননা ফেয়েলটি ناصب যুক্ত হয়েছে। অন্য ফেয়েল দু'টি সম্পর্কেও একই কথা।

মোটকথা, দ্বিতীয় ভাগের আলোচ্য ইসমগুলো مفعول به বা مفعول مطلق বা مفعول فيه বা مفعول له বা حال বা فعل ناقص এর خَبَرٌ বা الحرفُ المشبهُ بالفعلِ এর اسم হওয়ার কারণে এবং ফেয়েলগুলো ناصب যুক্ত হওয়ার কারণে নছব গ্রহণ করে মানছূব

হয়েছে। এবং نصب এর علامة রূপে প্রতিটি শব্দের শেষে فتحة রয়েছে।

এবার তৃতীয় ভাগের (الف) এর উদাহরণ গুলো লক্ষ কর। راشد শব্দটিতে إعراب হয়েছে جر এবং শব্দটি হয়েছে مجرور কেননা শব্দটিতে حرف الجر যুক্ত হয়েছে। অন্য দুটি উদাহরণ সম্পর্কেও একই কথা।

(ب) এর প্রথম উদাহরণে الله শব্দটিতে إعراب হয়েছে جر এবং শব্দটি হয়েছে مجرور কেননা শব্দটি مضاف إليه হয়েছে। অন্য দুটি উদাহরণ সম্পর্কেও একই কথা।

মোটকথা, তৃতীয় ভাগের আলোচ্য শব্দগুলো حرف الجر যুক্ত হওয়ার কারণে বা مضاف اليه হওয়ার কারণে مجرور হয়েছে এবং جر এর علامة রূপে প্রতিটি শব্দের শেষে كسرة রয়েছে।

চতুর্থ ভাগের প্রথম উদাহরণে ينصر শব্দতে إعراب হয়েছে جزم এবং ফেয়েলটি হয়েছে مجزوم কেননা ফেয়েলটি جازم যুক্ত হয়েছে। এবং প্রতিটি ফেয়েলের শেষে جزم এর علامة রূপে سكون রয়েছে।

তাহলে তুমি বুঝতে পারলে যে, معرب শব্দগুলোর শেষের পরিবর্তন বা إعراب চার প্রকার। যথাঃ- رفعٌ ، نصبٌ ، جرٌّ ، جزمٌ এবং এই إعراب গ্রহণকারী শব্দগুলোকে বলা হয় যথাক্রমে مَرفوعٌ ، مَنصوبٌ ، مَجرورٌ ، مَجزومٌ

তুমি আরো দেখতে পাচ্ছো যে, نصب ও رفع এই إعراب দুটি মু'রাব ইসমের মধ্যে যেমন আছে তেমনি মুরাব ফেয়েলের মধ্যেও আছে। কিন্তু جر শুধু মুরাব ইসমের মধ্যে এবং جزم শুধু মু'রাব ফেয়েলের মধ্যে হয়।

মূলকথা

১। মুরাব শব্দের শেষের পরিবর্তন বা إعراب চার প্রকার। যথাঃ-

رفع ، نصب ، جر ، جزم

২। رفع গ্রহণকারী শব্দকে مرفوع বলে।

نصب গ্রহণকারী শব্দকে منصوب বলে।

جر গ্রহণকারী শব্দকে مجرور বলে।

جزم গ্রহণকারী শব্দকে مجزوم বলে।

৩। মু'রাব ইসমের إعراب তিনটি- رفع ، نصب ، جر

মুরাব ফেয়েলের إعراب তিনটি- رفع ، نصب ، جزم

৪। جر শুধু ইসমের إعراب এবং جزم শুধু ফেয়েলের إعراب আর رفع ও نصب হলো ইসম ও ফেয়েল উভয়ের إعراب।

৫। কোন ইসম مرفوع হওয়ার অর্থ হলো فاعل বা نائب الفاعل বা مبتدأ বা خبر বা الفعل الناقص এর اسم বা الحرف المشبه بالفعل এর خبر ইত্যাদি হওয়া।

৬। কোন ইসম منصوب হওয়ার অর্থ হলো مفعول مطلق বা مفعول به বা مفعول فيه বা مفعول له বা حال বা الفعل الناقص এর خبر বা الحرف المشبه بالفعل এর اسم ইত্যাদি হওয়া।

৭। কোন ইসম مجرور হওয়ার অর্থ হলো حرف الجر যুক্ত হওয়া বা مضاف اليه হওয়া।

৮। কোন ফেয়েল مرفوع হওয়ার অর্থ হলো ناصب ও جازم থেকে মুক্ত থাকা।

৯। কোন ফেয়েল منصوب হওয়ার অর্থ হল ناصب যুক্ত হওয়া।

১০। কোন ফেয়েল مجزوم হওয়ার অর্থ হলো جازم যুক্ত হওয়া।

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলোতে মু'রাব শব্দগুলো চিহ্নিত করো।

حَصَلَ هذا الوَلَدُ على الجائِزَةِ . أُنْصُرْ أخاكَ ظالِمًا أو مَظلُومًا.
كَتَبَ صديقُكَ بِقَلَمِه .

২। নীচের বাক্যগুলোতে مرفوع ইসমগুলো চিহ্নিত করো।

الصَّوْمُ جُنَّةٌ . إن العُلماءَ وَرَثَةُ الأنبياءِ . الأبُ الصالِحُ يُرَبِّى

وَلَدَه على الصَّلاحِ . كَانَ شريفٌ تلميذاً . تَصُوْمُ المسلماتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ .

৩। নীচের বাক্যগুলোতে منصوب ইসমগুলো চিহ্নিত করো।

عَرفتُ الأمرَ مَعْرِفَةً واسعَةً . مَضى شَهرُ رمضانَ . استقبلَ المضِيفُ ضُيوفَه فرِحًا مسْرُوراً . إن لكَ لأَجراً .

৪। নীচের বাক্যগুলোতে مجرور ইসমগুলো চিহ্নিত করো।

الصَّومُ رُكنٌ عَظيمٌ من أركانِ الإسلامِ . و قد جَعَلَه اللّهُ في رَمَضانَ . و فيهِ نَزَلَ القرآنُ . و فيه انتَصَرَ المسلمونَ في غَزوةِ بَدرٍ . تَفَتَّحتِ الزُهورُ في الحَدَائِقِ.طُفْتُ بالكَعْبَةِ و سَعَيْتُ بيَنَ الصَّفا وَ المرْوَةِ .

৫। নীচের বাক্যগুলোতে কোন ফেয়েলে কি إعراب হয়েছে বলো।

ذَهَبَ خالدٌ إلى مَطارِ العاصِمةِ لِيَستقبِلَ صديْقَه . يُرِيدُ الإنسانُ أن يَعيشَ في أمنٍ دائمٍ . ألَمْ تَعْلموا أنَّ اللّهَ على كُلِّ شيءٍ قديرٌ .

৬। নীচের বাক্যগুলোতে কোন ইসমে কি إعراب হয়েছে বলো।

يَرْضى اللّهُ عَنْ عِبادِه المُخلِصِينَ . يَتَوكَّلُ العَبدُ المؤْمِنُ على رَبِّه . حَضرتِ المدرِّساتُ إلى الفَصْلِ فسَلَّمَتِ الطالباتُ عليهِنَّ. شاهدْتُ مناظِرَ جميلةً . تَصْدرُ مِنْ مَدرسَةِ المدينةِ مجلةٌ عَرَبيةٌ للناشئِين ، اسمُها " القلم " ، يجبُ عَليكَ أن تَصْحُوَ (تَستَيقِظَ) منَ النومِ مُبَكِّراً لِتُؤدِّيَ صلاةَ الفجْرِ في وَقتِها .

৭। তিনটি বাক্য তৈরী করো, প্রতিটি বাক্যে একটি মু'রাব ইসম فاعـــل হওয়ার কারণে مرفوع হবে।

৮। তিনটি বাক্য তৈরী কর, প্রতিটি বাক্যে একটি মু'রাব ইসম اسـم الفعـــل الناقص এর হওয়ার কারণে مرفوع হবে।

৯। তিনটি বাক্য বলো, প্রতিটি বাক্যে একটি মু'রাব ইসম المفعول به হওয়ার কারণে منصوب হবে।

১০। তিনটি বাক্য বল, প্রতিটি বাক্যে একটি মুরাব ইসম مضاف إليه হওয়ার কারণে مجرور হবে।

১১। يـذهـب ফেয়েলটিকে তিনটি বাক্যে যথাক্রমে منصوب، مرفوع ও مجزوم রূপে ব্যবহার কর।

১২। (يوم) এই মুরাব ইসমটিতে المفعول فيه রূপে نصب দান করো।

১৩। (نائم) এই মু'রাব ইসমটিতে خبر হিসাবে رفع দান করো।

১৪। (المساجد) এই মু'রাব ইসমটিকে যথাক্রমে مرفوع، منصوب ও مجرور রূপে ব্যবহার করো।

প্রশ্নমালা

১। إعراب মোট কত প্রকার ও কি কি?

২। إعراب কাকে বলে?

৩। أنواع الإعراب কি কি ?

৪। رفع، نصب، جر، جزم কে কি বলে?

৫। إعراب الإسم কয়টি ও কি কি?

৬। إعراب الفعل কয়টি ও কি কি?

৭। কোন দুইটি إعراب ইসম ও ফেয়েল উভয়ের শেষে পাওয়া যায়?

৮। শুধু ফেয়েলের সাথে সম্পর্কিত إعراب কোনটি?

৯। শুধু ইসমের সাথে সম্পর্কিত إعراب কোনটি?

১০। ইসমের মধ্যে কি কি إعراب হয়?

১১। ফেয়েলের মধ্যে কি কি إعراب হয়?

১২। যে কালিমার শেষে رفع হয় তাকে কি বলে?

১৩। যে ইসমের শেষে جر হয় তাকে কি বলে?

১৪। যে কলেমার শেষে نصب হয় তাকে কি বলে?

১৫। مجزوم ফেয়েলের শেষে কি إعراب হয়?

১৬। مرفوع কলেমার শেষে কি إعراب হয়?

১৭। لَن يذهبَ الرجلُ إلي المدينةِ এ বাক্যে কোন শব্দে কি إعراب হয়েছে?

১৮। উপরোক্ত বাক্যে কোন শব্দটি مرفوعٌ، منصوبٌ বা مجرورٌ হয়েছে?

১৯। উপরোক্ত বাক্যে কোন শব্দের শেষে نصب হয়েছে।

২০। ফেয়েল কখন مرفوع হয়?

২১। ফেয়েলের শেষে কখন رفع হয়?

২২। ইসম কখন مجرور হয়?

২৩। ইসমের শেষে কখন نصب হয়?

২৪। ফেয়েল কখন منصوب হয়?

২৫। ইসমের শেষে কখন رفع হয়?

২৬। ফেয়েলের শেষে কখন জযম হয়?

২৭। ইসম কখন منصوب হয়?

২৮। ফেয়েল যখন ناصب ও جازم থেকে মুক্ত হয় তখন তার শেষে কি إعراب হয়?

২৯। ইসম মুবতাদা বা খবর হলে তার শেষে কি إعراب হয়?

৩০। ইসম مفعول به হলে তার শেষে কি إعراب হয়?

৩১। ইসম ফায়েল হলে তার শেষে কি إعراب হয়?

৩২। ইসম الحرف المشبه بالفعل এর খবর বা ইসম হলে তার শেষে কি إعراب হয়?

৩৩। ইসমের مجرور হওয়ার অর্থ কি?

৩৪। ইসমের مرفوع হওয়ার অর্থ কি?

৩৫। فعل এর مرفوع হওয়ার অর্থ কি?

৩৬। ইসমের মানছূব হওয়ার অর্থ কি?

৩৭। فعل এর منصوب বা مجزوم হওয়ার অর্থ কি?

৩৮। لَمْ يَذْهَبْ خالدٌ إلى السوقِ এ বাক্যের مجزوم শব্দ কোনটি এবং তার শেষে جزم এর আলামত কি?

৩৯। উপরোক্ত বাক্যের مجرور শব্দ কোনটি এবং তার শেষে جر এর আলামত কি?

৪০। উপরোক্ত বাক্যে مرفوع শব্দ কোনটি এবং তার শেষে رفع এর আলামত কি?

৪১। উপরোক্ত বাক্যে منصوب শব্দ কোনটি?

৪২। كَانَ الرجلُ مريضًا এই বাক্যে الرجل শব্দটি مرفوع এবং مريضًا শব্দটি منصوب হল কেন?

৪৩। ينصر الله رسوله এই বাক্যে ينصر ফেয়েলটি এবং الله ইসমটি مرفوع হল কেন?

৪৪। উপরোক্ত বাক্যে رسول শব্দটি منصوب হলো কেন?

৪৫। كِتَابُ رَاشِدٍ جَمِيلٌ এই বাক্যে راشد শব্দটির শেষে جر এবং جميل শব্দটির শেষে رفع হল কেন?

ইসমের إِعْرَابٌ

(الف) اللّٰهُ خَالِقُ الأرضِ . مُحَمَّدٌ رسولُ اللّٰهِ (صلى الله عليه وسلَّمَ) . مَاتَ الرِّجالُ . إنَّ المجتهدَ ناجحٌ . لى أخٌ صغيرٌ . أصبحَ رَاشدٌ بخيلاً . قُتِلَ رجلٌ في الطريقِ .

(ب) أحِبُّ اللّٰهَ و رَسولَه . أرسلَ اللّٰهُ مُحمّداً دَاعِيًا إليهِ . إن لي أخًا صغيراً . أطْرَقَ التلاميذُ رؤوسَهم خَجَلاً . إنَّ المجتهدَ نَاجِحٌ . أَصبحَ راشدٌ بخيلاً . يدعو راشدٌ أشرفَ غداً .

(ج) هذا كتابُ خالدٍ . سَلَّمَ التلاميذُ على معلمِهِم . الرِّجَالُ أفضلُ مِنَ النساءِ . اِشْتَرَيْتُ الساعةَ لِأخٍ لي صغيرٍ .

আলোচনা

ইসমের إعراب কয়টি ও কি কি তা তুমি নিশ্চয় জানো? এবং ইসমের শেষে কখন কি إعراب হয় তাও আশা করি তোমার জানা আছে। তাহলে এসো এবার উপরের উদাহরণগুলো আলোচনা করি।

(الف) এর প্রথম উদাহরণে الله ও خالق ইসম দুইটি যথাক্রমে مبتدأ ও خبر হয়েছে এবং উভয়ের শেষে إعراب হয়েছে رفع অন্যকথায়, ইসম দু'টি مرفوع হয়েছে এবং رفع এর আলামত হিসাবে উভয় ইসমের শেষে ضمة রয়েছে।

এ ভাগের অন্যান্য উদাহরণ গুলোতেও তুমি একই অবস্থা দেখতে পাবে। অর্থাৎ প্রতিটি مرفوع ইসমের শেষে رفع এর আলামত হিসাবে ضمة ব্যবহার করা হয়েছে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, ইসমকে ضمة দ্বারা رفع দেয়া হয়। বা ইসম ضمة দ্বারা مرفوع হয়।

(ب) এর الله ও رسول ইসম দুইটি লক্ষ করো; ইসম দু'টি مفعول به হওয়ার কারণে منصوب হয়েছে এবং نصب এর আলামত রূপে উভয়ের শেষে فتحة যোগ হয়েছে এভাগের অন্যান্য প্রতিটি منصوب ইসমের শেষে نصب এর আলামত রূপে فتحة ব্যবহার করা হয়েছে।

তাহলে আমরা বলতে পারি যে, ইসমকে فتحة দ্বারা نصب দেয়া হয় বা ইসম فتحة দ্বারা মানছুব হয়।

এবার (ج) এর উদাহরণগুলো লক্ষ করো।

خالد শব্দটি مضاف إليه হওয়ার কারণে مجرور হয়েছে এবং ইসমটির শেষে جر এর আলামত হিসাবে كسرة ব্যবহার করা হয়েছে।

তাহলে আমরা বলতে পারি যে, ইসমকে كسرة দ্বারা جر দেয়া হয় বা ইসম كسرة দ্বারা مجرور হয়।

মূলকথা

মূরাব ইসমকে সাধারণতঃ রফা দেয়া হয় ضمة দ্বারা এবং نصب দেয়া হয় فتحة দ্বারা এবং جر দেয়া হয় كسرة দ্বারা।

তবে কয়েকটি ব্যতিক্রম রয়েছে।

إعـرَابُ جَـمْعِ المؤنَّثِ السـالِمِ

(الف) صامت المسلماتُ . نجحت التلميذاتُ المجتهدات .
رأيت في المرعى بقراتٍ ترعى العشبَ الأخضرَ .

(ب) اللّهمّ انصرِ المسلماتِ . قرأتُ من هذا الكتابِ صفحاتٍ كثيرةً . حلبتُ البقراتِ .

(ج) أثنت المدرسةُ على الطالباتِ . حصلَ الطالبُ على درجاتٍ عاليةٍ في الإمتحانِ . جاء الإسلامُ ليُخرِجَ الإنسانَ منَ الظلماتِ إلى النورِ .

আলোচনা

আশা করি, উপরের উদাহরণে جمع المؤنث السالم গুলো চিনতে তোমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না। (الف) এর উদাহরণ গুলো দেখ; প্রতিটি جمع المؤنث السالم ফায়েল হওয়ার কারণে مرفوع হয়েছে। তদ্রূপ (ب) এর প্রতিটি جمع المؤنث السالم মাফউলুনবিহী হওয়ার কারণে منصوب হয়েছে আর শেষ ভাগের উদাহরণ গুলোতে প্রতিটি جمع المؤنث السالم মাজরূর হয়েছে। কেননা তাদের শুরুতে حرف الجر দাখেল হয়েছে।

এখন যদি আমরা এই جمع المؤنث السالم গুলোতে إعراب এর আলামত খুঁজি তাহলে দেখতে পাবো যে, প্রথম ও তৃতীয় ভাগে إعراب এর আলামত নিয়ম অনুযায়ী হয়েছে কেননা প্রথম ভাগে جمع المؤنث السالم গুলো مرفوع হয়েছে ضمة দ্বারা এবং তৃতীয় ভাগে مجرور হয়েছে كسرة দ্বারা।

কিন্তু দ্বিতীয় ভাগে নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে। কেননা এখানে প্রতিটি جمع المؤنث السالم মাফউলুন বিহী হয়েছে। সুতরাং সেগুলো فتحة দ্বারা منصوب হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু সেখানে فتحة পরিবর্তে كسرة দেখা যাচ্ছে। তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে, جمع المؤنث السالم ফাতহার পরিবর্তে কাসরা দ্বারা منصوب হয়ে থাকে।

মূলকথা

جمع المؤنث السالم মারফু হবে ضمة দ্বারা এবং منصوب ও مجرور হবে كسرة দ্বারা।

إعـرابُ غيرِ المُنصرِفِ

(الف) ذَهَبَتْ فاطِمَةُ إلى المدرَسَةِ . أحمَدُ طالِبٌ مُجتَهِدٌ . في هذه المدينةِ مَسَاجِدُ . الوردَةُ حَمْرَاءُ .

(ب) علَّمْتُ فاطمَةَ الخياطَةَ . أدَّبَ المعَلِّمُ أحمَدَ . بنى أهْلُ المدينةِ مساجِدَ جميلَةً . قَطَفتُ وردَةً حَمْراءَ .

(ج) أخذْتُ الكتابَ مِنْ فَاطِمَةَ . سلَّمْتُ على أحمَدَ . هذا كتابُ أحمدَ . جَلَستِ الفَرَاشَةُ الجميلَةُ على وردَةٍ حَمْراءَ .

(د) يُصلِّي المسْلمونَ في المساجِدِ . دخَلتُ الحديقَةَ للوردَةِ الحمراءِ . سلَّمْتُ على أحمَدِكُم . يَتنَزَّهُ النَّاسُ في حَدَائِقِ المدينةِ

আলোচনা

উপরে রেখাযুক্ত শব্দগুলো غيرالمنصرف আশা করি তুমি তা জানো। এখানে প্রথম ভাগের غيرالمنصرف গুলো লক্ষ করো;

فاطمة শব্দটি ফায়েল হওয়ার কারণে مرفوع হয়েছে।

احمد শব্দটি مبتدأ হওয়ার কারণে مرفوع হয়েছে।

مساجد শব্দটিও মুবতাদা হওয়ার কারণে مرفوع হয়েছে। حمراء শব্দটিও خبر হওয়ার কারণে مرفوع হয়েছে।

মু'রাব ইসম مرفوع হওয়ার কথা ছিলো ضمة দ্বারা। এখানে তাই হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগের উদাহরণ গুলো লক্ষ করো; এখানে غيرالمنصرف গুলো বিভিন্ন কারণে منصوب হয়েছে। এবং نصب এর আলামত রূপে সেগুলোর শেষে আমরা ফাতহা দেখতে পাচ্ছি।

অর্থাৎ رفع ও نصب এর আলামতের ব্যাপারে غيرالمنصرف এ কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি।

কিন্তু তৃতীয় ভাগের উদাহরণ গুলো লক্ষ করো; প্রতিটি غير المنصرف এখানে مجرور হয়েছে।

স্বাভাবিক নিয়মে এখানে جر এর আলামত হওয়ার কথা ছিলো কسرة কিন্তু তার পরিবর্তে আমরা ফাতহা দেখতে পাচ্ছি; তাই না? তাহলে বুঝা যাচ্ছে; غير المنصرف মাজরুর হবে ফাতহা দ্বারা।

তবে এখানে আরেকটি মজার ব্যাপার আছে।

চতুর্থ ভাগের উদাহরণগুলো লক্ষ কর; المساجد শব্দটি غير المنصرف এবং তার পূর্বে حرف الجر আসার কারণে তা মাজরূর হয়েছে। কিন্তু তাকে فتحة দ্বারা জর দেয়া হয়নি বরং স্বাভাবিক নিয়মে কাসরা দ্বারাই জর দেয়া হয়েছে। কেন? কারণ হিসাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এখানে غير المنصرف এর শুরুতে ال যোগ হয়েছে।

তদ্রূপ احمد শব্দটি মাজরূর হয়েছে। কিন্তু তাকে ফাতহা দ্বারা জর দেয়া হয়নি বরং স্বাভাবিক নিয়মে كسرة দ্বারাই জর দেয়া হয়েছে। কেন? কারণ হিসাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, غير المنصرف টি এখানে مضاف হয়েছে।

তাহলে আমরা বলতে পারি যে, غير المنصرف যদি ال যুক্ত হয়। বা مضاف হয় তাহলে স্বাভাবিক নিয়মে إعراب এর আলামত গ্রহণ করবে। অর্থাৎ مجرور হবে কাসরা দ্বারা।

আর ال যুক্ত না হলে এবং مضاف না হলে مجرور হবে فتحة দ্বারা।

মূলকথা

غير المنصرف যদি ال যুক্ত না হয় এবং مضاف না হয় তাহলে مجرور হবে فتحة দ্বারা।

ال যুক্ত হলে বা مضاف হলে স্বাভাবিক নিয়মে كسرة দ্বারাই মাজরূর হবে।

অনুশীলনী

১। নীচের رجال . أخ . أهل . رسول ও نار শব্দগুলোতে কি إعراب হয়েছে এবং إعراب এর আলামত কি হয়েছে বল।

فِيه رِجَالٌ يُحِبُّونَ أن يتطهَّروا . قَال أهلُ مَكَّةَ لِرسولِ اللهِ صلى

الله عليه وسلمَ يَومَ الفَتْحِ . أنتَ أخٌ كريمٌ و ابنُ أخٍ كَريمٍ .
أطفِئوا نارَ الحربِ و أنقِذُوا الأمّةَ مِنَ الهَلاكِ .

২। নীচের جمع المؤنث السالم গুলোতে কি إعراب হয়েছে এবং কোন إعراب এর জন্য কি আলামত ব্যবহার করা হয়েছে বল।

إذا جاءكُمُ المؤمِناتُ مُهَاجِرَاتٍ فامتَحِنوهُنَّ ، اللهُ أعلَمُ بإيمانِهِنَّ ، فإن علِمتُموهُنَّ مؤمِناتٍ فلا تَرْجعوهُنَّ إلى الكُفّارِ . للمُؤمِناتُ خَيْرٌ مِنَ المشركَاتِ .

৩। নীচের বাক্যগুলোতে غير المنصرف গুলো চিহ্নিত কর এবং কোনটিতে কি إعراب হয়েছে বল।

أرْسَلنا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً ، فَعَصَى فِرعَونُ الرَّسُولَ . عَينُهَا أجملُ من نَرجِسَ . تَمَتَّعُوا يَا إخوانُ بِمَنَاظِرِ القريَةِ الجميلةِ .

৪। وَإذْ قُلنا للمَلٰئكة اسجدوا لآدمَ এই আয়াতে آدم শব্দটিতে কেন ও কি إعراب হয়েছে এবং তাতে إعراب এর জন্য কি আলামত ব্যবহার করা হয়েছে ও কেন?

৫। اشترى راشدٌ كُتُبَ الإصدقاءِ এ বাক্যে أصدقاء শব্দটিকে مضاف রূপে ব্যবহার কর।

৬। فلاحة - حجرة - سيارة শব্দগুলোকে جمع مؤنث এ রূপান্তরিত করো। তারপর বিভিন্ন বাক্যে একবার ফায়েল, একবার মুবতাদা, একবার মাফউলুন বিহী ও একবার لعل এর ইসম রূপে ব্যবহার করো।

৭। مصابيح শব্দটিকে কোন বাক্যে একবার ال ছাড়া এবং একবার ال সহ مضاف إليه রূপে ব্যবহার কর।

৮। তিনটি বাক্য তৈরী কর, প্রতিটি বাক্যে مفعول به হবে جمع مؤنث

৯। তিনটি বাক্য তৈরী কর, যাতে نائب الفاعل হবে جمع مؤنث

১০। فقراء المدينة এই অংশটিকে একবার أن এর اسم একবার ل এর مجرور এবং একবার ليس এর ইসম রূপে বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহার করো।

১১। তিনটি বাক্য তৈরী করো যাতে حـال হবে جمع مؤنث سالم

১২। তিনটি বাক্য তৈরী করো, যাতে غيرالمنصرف গুলো علي অথবা من এর مجرور হবে অথবা مضاف إليه হবে।

১৩। اَلْفَتَيَاتُ صَالِحَاتٌ বাক্যের শুরুতে একবার لعل ও একবার ليست যোগ করো।

১৪। আরবী বলো।

(ক) মুসলিম নারীরা জিহাদকারিণী। (খ) নিঃসন্দেহে মুসলিম নারীরা জিহাদকারিণী (গ) মুসলিম নারীরা জিহাদকারিণী ছিলো (ঘ) নিঃসন্দেহে মুসলিম নারীরা জিহাদকারিণী ছিলো। (ঙ) তোমরা কি জাননা যে, মুসলিম নারীরা জিহাদকারিণী ছিলো।

প্রশ্নমালা

১। মু'রাব ইসমের তিনটি إعراب এর সাধারণ আলামত কি কি?

২। মু'রাব ইসম সাধারণতঃ مرفوع হয় কি দ্বারা?

৩। মুরাব ইসম সাধারণতঃ منصوب হয় কি দ্বারা?

৪। غيرالمنصرف মানছুব হয় কি দ্বারা?

৫। بنات এই শব্দটিতে نصب হয় কি দ্বারা?

৬। جمع المؤنث السالم এর কোন্ إعراب কি দ্বারা হয়?

৭। غيرالمنصرف মাজরূর হবে কি দ্বারা?

৮। غيرالمنصرف কি সর্বদা كسرة দ্বারা মাজরূর হয়?

৯। صَلَّى اللّٰهُ على (أفضل) الرُّسُلِ এ বাক্যের বন্ধনীযুক্ত শব্দটিতে جر এর আলামত কি হবে এবং কেন?

১০। إعراب এর আলামত গ্রহণের ক্ষেত্রে সাধারণ মু'রাব ইসমের সাথে جمع المؤنث السالم ও غير المنصرف - এর মাঝে কি পার্থক্য?

৯। إعراب এর আলামত গ্রহণের ক্ষেত্রে جمع المؤنث السالم ও غيرالمنصرف এর মাঝে কি পার্থক্য?

১০। কোন ইসম منصوب হয় فتحة দ্বারা?

১১। কোন ইসম مجرور হয় كسرة দ্বারা?

১২। কোন ইসম منصوب হয় كسرة দ্বারা?

১৩। কোন ইসম مجرور হয় فتحة দ্বারা?

১৪। কোন ইসম মাজরূর হয় কখনো كسرة দ্বারা এবং কখনো فتحة দ্বারা?

১৫। غير المنصرف কখন মাজরূর হয় كسرة দ্বারা?

পঞ্চ ইসমের إعراب

(الف) صَدَقَ أَبُو سَعِيدٍ . ابوكَ تاجرٌ غنيٌّ . صَارَ أبونا شَيخًا . قُتِلَ ابوُ ماجدٍ .

(ب) دَعَونا أبا سَعِيدٍ . يُحِبُّ الناسُ أباكَ . إنَّ أبانا شَيْخٌ كبيرٌ ، كانَ المقتولُ أبَا ماجِدٍ .

(ج) سَلِّم عَلى أبِي سَعِيْدٍ . رَضِيَ اللّهُ عَن أبِي بَكرٍ ، سَافَرَ مَعَ أبِيكَ .

আলোচনা

আলোচ্যউদাহরণগুলোতে أَب শব্দটি একটি মু'রাব ইসম। এই ইসম প্রতিটি উদাহরণে مضاف হয়েছে বিভিন্ন ইসমের দিকে। প্রথম উদাহরণে তা মুযাফ হয়েছে سعيد ইসমটির দিকে। দ্বিতীয় উদাহরণে মুযাফ হয়েছে ك যমীরটির দিকে। তৃতীয় উদাহরণে মুযাফ হয়েছে نا যমীরটির দিকে ইত্যাদি। কিন্তু একটি ব্যাপার তুমি হয়ত লক্ষ করেছো যে, কোন উদাহরণেই أَب শব্দটিকে ياءُ المتكلم এর দিকে إضافة করা হয়নি। ইচ্ছাকৃতভাবেই এটা করা হয়নি। কেন করা হয়নি সে কথা একটু পরেই জানতে পারবে।

এবার প্রথম ভাগের উদাহরণ গুলো লক্ষ করো। প্রত্যেক উদাহরণেই أَب ইসমটি বিভিন্ন কারণে مرفوع হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগের উদাহরণগুলোতে ইসমটি বিভিন্ন কারণে منصوب হয়েছে। আর তৃতীয় ভাগের উদাহরণ গুলোতে مجرور হয়েছে। তাই না!

কিন্তু এই أَب ইসমটিতে رفع. نصب ও জরের আলামত কি? লক্ষ করে দেখ; প্রথম

ভাগে ইসমটি যখনই مرفوع হয়েছে তখনই তার শেষে واو যোগ হয়েছে। আবার দ্বিতীয় ভাগে ইসমটি যখনই منصوب হয়েছে তখনই তার শেষে الف যোগ হয়েছে তদ্রূপ তৃতীয় ভাগে যখনই শব্দটি مجرور হয়েছে তখনই তার শেষে ياء যোগ হয়েছে। তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে, এই মু'রাব ইসমটি মারফু হবে واو দ্বারা এবং منصوب হবে الف দ্বারা এবং مجرور হবে ياء দ্বারা; তবে শর্ত এই যে, ইসমটি মুযাফ হবে এবং ياء المتكلم ছাড়া অন্য কিছুর দিকে مضاف হবে। শব্দটি যদি মুযাফ না হয় যেমনঃ

لِي أَخٌ . إِنَّ لِيْ أَخًا . جاءَ هذا الكتابُ مِنْ أخٍ لِيْ

কিংবা يا المتكلم এর দিকে مضاف হয় যেমন

جَاءَ أَخِيْ ، دَعَوْتُ أَخِي ، سَلَّمْتُ على أَخِيْ

তখন তাতে إعراب এর উপরোল্লেখিত আলামত হবে না।

আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে যে, أَب শব্দটির মত আরো চারটি শব্দ আছে, যে গুলো উপরোক্ত আলামত গ্রহণ করে থাকে। শব্দগুলো হচ্ছে أَخٌ . حَمٌ . فُوْ . ذُوْ এ গুলোকে نحو এর পরিভাষায় 'পঞ্চ ইসম' বলে।

মূলকথা

পঞ্চ ইসম মানে أب . أخ . حم . فو . ذو এই পাঁচটি ইসম মারফু হবে واو দ্বারা। منصوب হবে الف দ্বারা এবং مجرور হবে ياء দ্বারা; তবে শর্ত এই যে, ইসম গুলো ياء المتكلم ছাড়া অন্য কিছুর দিকে مضاف হবে।

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলোতে পঞ্চ–ইসমগুলো কি কারণে কি إعراب গ্রহণ করেছে বল এবং إعراب এর আলামতগুলো উল্লেখ কর।

ذُو عِلمٍ أفضلُ مِنْ ذِيْ مَالٍ . أخوكَ الأصغرُ ولَدٌ مؤدَّبٌ . اعْطِفْ على أخيكَ الأصغرِ . اِغسلْ فاكَ بعدَ كُلِّ طعامٍ . كانَ فُوهُ شاغِرًا ، فَدَخَلَ في فيهِ ذُبابٌ من السُّنَّةِ أنْ تَضَعَ يدَكَ

...لى فَيْكَ عِنْدَ التَّثاؤبِ . أيَّتُها المرأةُ عظِّمِي حَماكِ كَما تُعَظِّمينَ أباكِ .

২। নীচের প্রতিটি মুরাব ইসমের إعراب ও علامة الإعراب সম্পর্কে আলোচনা কর।

إنّ ربَّنا ذُو الجلالِ . تباركْتَ يا ذا الجلالِ . أعَدَّ اللّهُ لِلْمُحسِناتِ منكُنَّ أجراً عظيمًا . إنَّ الحسناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ . أطفالُ اليومِ رِجالُ الغدِ . سمِعْتُ أنَّ أخاكَ يُجيدُ اللغةَ العربيَّةَ . الأبُ الصالِحُ يلِدُ ولَداً صالِحًا . أ لَكَ أخٌ يا راشدُ !؟ سَمِعْتُ أنَّ لَكَ أخًا أصغرَ منْكَ . ذو العَقْلِ يحْتَرِمُ ذَا العِلْمِ . أحمَدُ أصغرُ من عائشَةَ و لكنَّ أحْمَدَ أعْقلُ مِنْ عائشةَ . غرَسَ أخُو ماجدٍ في حَديقَتِه أشجاراً كثيرةً . إنَّها حَديقَةُ الفَواكِهِ و الأثمارِ .

৩। তিনটি বাক্য বলো, প্রতিটি বাক্যে পঞ্চ-ইসমের অন্তত একটি ইসম مرفوع হবে।

৪। তিনটি বাক্য বলো, প্রতিটি বাক্যে পঞ্চ-ইসমের অন্তত একটি ইসম منصوب হবে।

৫। اشتري راشد كتبا لأصدقائه এ বাক্যে أصدقاء শব্দটিকে مضاف إليه রূপে ব্যবহার কর।

৬। ذُو الكرمِ এই অংশটিকে একবার إنَّ এর ইসমরূপে এবং একবার على এর মাজরূর রূপে ব্যবহার করো।

৭। حَمُوفاطمةَ এই অংশটিকে একবার نائبُ الفاعلِ এবং একবার كان এর খবর এবং একবার على এর মাজরূর রূপে ব্যবহার করো।

৮। أخ . أب শব্দটিকে مضاف না বানিয়ে مرفوع، منصوب ও مجرور রূপে ব্যবহার কর।

৯। فوق শব্দটিকে একবার মুবতাদা ও একবার كأن এর ইসম রূপে ব্যবহার করো।

প্রশ্নমালা

১। পঞ্চ-ইসম বলতে কি বুঝো?
২। أب . أخ . حم . فو . ذو এই পাঁচটি ইসমকে নাহুর পরিভাষায় কি বলে?
৩। পঞ্চ-ইসমের শেষে কি দ্বারা إعراب দেয়া হয়?
৪। পঞ্চ-ইসমের শেষে উপরোক্ত إعراب কখন দেয়া হবে?
৫। أب . أخ . حم এ তিনটি শব্দকে مضاف না করে ব্যবহার করা কি সম্ভব?
৬। فو . ذو এ শব্দ দুটিকে مضاف না করে ব্যবহার করা কি সম্ভব?
৭। فو শব্দটিকে কি ضمير এর দিকে إضافة করা সম্ভব?
৮। ذو শব্দটিকে কি ضمير এর দিকে إضافة করা সম্ভব?
৯। فو . ذو এ দুটি শব্দের মাঝে পার্থক্য কি?
১০। পঞ্চ-ইসমের কোন কোন ইসমকে إضافة ছাড়া ব্যবহার করা সম্ভব?
১১। পঞ্চ-ইসমের কোন কোন ইসমের জন্য إضافة বাধ্যতামূলক?
১২। পঞ্চ-ইসম مضاف না হলে তার إعراب কি দ্বারা হবে?
১৩। أخ . أخوك এখানে কোন শব্দটির إعراب কিভাবে হবে?
১৪। পঞ্চ-ইসম ياء المتكلم ছাড়া অন্য কিছুর দিকে مضاف হলে তার শেষে কি দ্বারা جر দেয়া হয়।
১৫। কোন কোন ইসমের শেষে হরকতের পরিবর্তে حرف দ্বারা إعراب দেয়া হয়?
১৬। পঞ্চ ইসমের إعراب এর علامة হরফ না হরকত?
১৭। সাধারণ মু'রাব ইসমের إعراب এর علامة কি কি?

مثنى এর إعراب

(الف) في الحديقةِ وَرْدتانِ . أوْرَقَتِ الشجَرتانِ . كانَ الوَلَدانِ ذَكِيَّيْنِ .

(ب) قَطَفْتُ الوردَتَينِ . إنَّ الشَّجَرتَينِ جَمِيلَتانِ . خَرَجَ الرِّجلانِ مُسافِرَيْنِ إلى أرضٍ بَعِيدَةٍ .

(ج) لَعِبْتُ بالوَرْدَتَيْنِ . دَعَوْتُ صَدِيْقَ الوالدَيْنِ . سَلَّمْتُ على المسافِرِيْن . فَرِحْتُ بالوَرْدَتَيْنِ الحَمْراوَيْنِ.

আলোচনা

উপরের উদাহরণ গুলোতে বেশ কিছু مثنى শব্দ রয়েছে। তাই না? مثنى কাকে বলে এবং مثنى কিভাবে তৈরী হয় সে কথা আশা করি তোমার মনে আছে।

কোন মু'রাব ইসম مثنى হলে তার إعراب এর আলামত কি হবে। অর্থাৎ তাকে কি দ্বারা إعراب দেয়া হবে সে কথা এবার আমরা আলোচনা করবো।

প্রথম ভাগের প্রথম উদাহরণটি লক্ষ করো। وردتان একটি مثنى শব্দ এবং মু'রাব। এখানে শব্দটি মুবতাদা হওয়ার কারণে مرفوع হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগের প্রথম উদাহরণে উক্ত শব্দটি مفعول به হওয়ার কারণে منصوب হয়েছে। আর তৃতীয় ভাগের প্রথম উদাহরণে مجرور হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো; এখানে رفع.نصب ও জরের আলামত কি? ضمة، فتحة ও كسرة তো অবশ্যই নয়! তবে? তুমি নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছো مثنى শব্দটি যখন مرفوع হয়েছে তখন তাতে نون এর পূর্বে الف রয়েছে। তাহলে বুঝা গেল مثنى শব্দগুলোতে رفع এর আলামত হচ্ছে الف অর্থাৎ مثنى কে রফা দেয়া হয় الف দ্বারা।

তদ্রূপ مثنى শব্দটি যখন منصوب বা مجرور হয়েছে তখন তাতে ياء এবং ياء এর পূর্ববর্তী হরফে فتحة রয়েছে। তাহলে বুঝা গেলো যে, مثنى শব্দগুলোতে নছব ও জরের আলামত হলো। ফাতহা পরবর্তী ياء অর্থাৎ مثنى কে নছব ও জর দেয়া হয় এমন ياء দ্বারা যার পূর্ববর্তী হরফ মাফতুহ।

মূলকথা

مثنى، মারফু হবে الف দ্বারা منصوب বা مجرور হবে ফাতহা পরবর্তী ياء দ্বারা

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলোতে مثنى এর إعراب ও তার আলামত ব্যাখ্যা করো।

يَجُرُّ المِحراثَ ثَوْرَانِ . قَرَأْتُ مِنَ الكتابِ صَفْحَتَيْنِ . اشْتَرَى الوَلَدانِ

كِتَابَيْنِ بِدِرهَمَيْنِ . كانَ راشدٌ صَديقَ هٰذَيْنِ الوَلَدَيْنِ . أعرِفُ أنَّ المرأتينِ صَالِحَتَانِ .

২। নীচের প্রতিটি মু'রাব ইসমের إعراب ও তার আলামত ব্যাখ্যা করো।

كَانَ الأنصارُ وَ أهلُ الهِجْرَةِ كجناحينِ للإسلامِ . اِشتَهَرَ في صَدرِ الإسلامِ بَيْعتانِ عَدَا بَيعةَ الرِّضوانِ . إذا جَاءَكُمُ المؤمِناتُ مُهَاجِراتٍ فَامْتَحِنوهُنَّ . رَمَضانُ شهرُ الخيرِ و البركاتِ . أرسلنا إلى فرعَونَ رَسولاً . فعصٰى فِرعَونُ الرسولَ . و عنده مَفاتِيحُ الغيبِ. قدمَ سَلمانُ من فارِسَ ، فاشتَرَقَّه أحدٌ من يَهودِ يثْرِبَ . ولما هاجَرَ رسولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلمَ إلى المدينةِ جاءَ سلمانُ و أسلَمَ على يَدِه . قَتَلَ أبَا جَهْلٍ أخَوانِ مِنَ الأنصارِ في بَدرٍ كانَتِ الأرضُ التي بَنىٰ عليها الرسولُ المسجِدَ لِأخَوينِ يَتيمَينِ من الأنصارِ .

৩। নীচের مثنى গুলোকে বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহার করো?

يومان، ساعتان، سمكتانِ، الوالِدانِ

৪। سفينة শব্দটিকে مثنى কর। তারপর একবার نائبالفاعل একবার كان এর ইসম ও একবার ليس এর ইসম রূপে ব্যবহার করো।

৫। দুইটি বাক্য বলো, প্রতিটি বাক্যে একটি مثنى ফায়েল হবে।

৬। দুইটি বাক্য বলো, প্রতিটি বাক্যে একটি مثنى হাল হবে।

৭। ساعة শব্দটিকে একবার مفرد একবার مثنى এবং একবার جمعُ المؤنثِ السالمِ অবস্থায় مفعول فيه রূপে ব্যবহার কর।

৮। দুটি مثنى কে أن এর ইসম ও খবর রূপে ব্যবহার করো।

৯। مسجد শব্দটিকে একবার مفرد একবার مثنى ও একবার جمعُ مكسرٌ রূপে তিনটি করে নয়টি বাক্যে مرفوع، منصوب، مجرور অবস্থায় ব্যবহার করো।

প্রশ্নমালা

১। مثنى কাকে বলে এবং مثنى তৈরী করার নিয়ম কি?
২। مثنى কে রফা দেয়া হয় কি দ্বারা?
৩। مثنى মারফু হয় কি দ্বারা?
৪। مثنى মানছুব হয় কি দ্বারা?
৫। مثنى মাজরূর হয় কি দ্বারা?
৬। مثنى কে নছব ও জর দেয়া হয় কি দ্বারা?
৭। مثنى এর শেষে কিভাবে إعراب দেয়া হয়?
৮। مثنى এর إعراب এর علامة কি হরকত না হরফ?
৯। إعراب এর علامة হিসাবে হরকতের পরিবর্তে হরফকে আর কোথায় ব্যবহার করা হয়েছে?
১০। الف কে কোথায় نصب এর আলামত এবং কোথায় রফার আলামত রূপে ব্যবহার করা হয়েছে?
১১। أخوه শব্দটিকে مرفوع ও منصوب ও مجرور অবস্থায় ব্যবহার কর। তারপর أخوان শব্দটিকে অনুরূপভাবে তিনটি বাক্যে ব্যবহার করো।

جمع مذكر سالم এর إعرابَ

(الف) يَعْمَلُ الفلاَّحُونَ . قَتلَ المشرِكُونَ . كان المسلِمونَ صُلَحاءَ

(ب) إنَّ الفَلاَّحِينَ يَخدُمونَ الوطَنَ . كانَ هولاَءِ مُشركينَ. مَاتَ هؤلاءِ مسلِمِينَ .

(ج) نَرجُو الخيرَ للفَلاَّحِينَ . سَافِروا إلى بِلادِ المسلِمينَ لَعْنَةُ اللّٰهِ على المشركينَ .

(د) قَامَ (عشرون) تِلميذاً فيالصَّفِّ . صُمْتُ (ثلاثينَ) يومًا . هَجَمْتُ على (سبْعينَ) مُشركًا . فَقَتَلتُ مِنهم (ثلاثينَ) وَ أسَرْتُ(أربعينَ)

আলোচনা

جمع কাকে বলে? جمع কত প্রকার ও কি কি ? আশা করি, সে কথা তোমার মনে আছে। আর উপরের রেখা যুক্ত শব্দগুলো যে جَمْعُ مذكرٍ سالمٌ আশা করি তাও তুমি বুঝতে পারছ।

এসো এবার جمعُ مذكرٍ سالمٌ এর إعراب সম্পর্কে আলোচনা করি। প্রথম ভাগের প্রতিটি جمعُ مذكرٍ سالمٌ বিভিন্ন কারণে مرفوع হয়েছে এবং তাতে واو রয়েছে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, جمع مذكر سالم এর ক্ষেত্রে রফার আলামত হচ্ছে واو অর্থাৎ جمع مذكر سالم কে রফা দেয়া হয় واو দ্বারা।

দ্বিতীয় ভাগের প্রতিটি جمع مذكر سالم বিভিন্ন কারণে منصوب হয়েছে। আর তৃতীয় ভাগের جمع مذكر سالم গুলো হয়েছে মাজরূর। এই جمع গুলোতে ياء রয়েছে। আর তার পূর্ববর্তী হরফটি مكسور হয়েছে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, جمع مذكر سالم এর ক্ষেত্রে নছব ও জরের আলামত হচ্ছে এমন ياء যার পূর্ববর্তী হরফটি مكسور

এবার চতুর্থ ভাগের বন্ধনীযুক্ত শব্দগুলো লক্ষ করো। এগুলো দশকের সংখ্যা। এগুলো কিন্তু جمع مذكر سالم নয় তবে দেখতে সে রকম; আর সে জন্যই এগুলো جمع مذكر سالم এর إعراب এর علامة গ্রহণ করেছে

মূলকথা

১। جمع مذكر سالمٌ কে রফা দেয়া হয় واو দ্বারা এবং নছব ও জর দেয়া হয় কাছরা পরবর্তী ياء দ্বারা।

২। বিশ থেকে নব্বই পর্যন্ত দশকের আটটি শব্দকেও جمع مذكر سالم এর অনুরূপ إعراب দেয়া হয়।

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলোতে جمع مذكر سالم এর إعراب ও তার আলামত ব্যখ্যা কর।

هَرَبَ المجرمونَ . جالِسِ الصادقينَ . إنَّ المنافقينَ في الدرْكِ الأسفلِ مِنَ النارِ . خَرَجَ الرِّجالُ مسافِرِينَ . كانَ هٰؤلاءِ التلاميذُ مُجتهدينَ.

২। নীচের বাক্যগুলোতে প্রতিটি মু'রাব ইসমের إعراب ও তার আলামত ব্যাখ্যা ক'র।

قَدْ بَشَّرَ اللهُ المؤمِنينَ بأنَّ لهمْ جنّتٍ تَجري مِنْ تحتِها الأنهارُ . سيكونُ المشركونَ في نارِ جهنَّمَ خالدينَ فيها أبداً . وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لرجُلينِ جَعَلْنا لأحدِهما جنَّتَيْنِ مِن أعنابٍ . أيها النّاسُ ! استفيدُوا مِنْ مَجالسِ العُلماءِ . نظرْتُ إلى وَجْهٍ أجملَ مِنَ الوَرْدَةِ الحمراءِ .

৩। الصياد . البائع . الصائم . معلم এই শব্দগুলোকে جمعُ مذكرٍ سالمٌ এ রূপান্তরিত করো। অতঃপর বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহার কর।

৪। তিনটি বাক্য তৈরী করো, প্রতিটি বাক্যে একটি جمع مذكر سالم কে نائب الفاعل রূপে ব্যবহার করা হবে।

৫। তিনটি বাক্য তৈরী কর, প্রতিটি বাক্যে جمع مذكر سالم কে لعل এর اسم ও খবর বানানো হবে।

৬। তিনটি বাক্য তৈরী করো, প্রতিটি বাক্যে جمع مذكر سالم মুবতাদা ও খবর হবে।

৭। شاكر . راكب শব্দ দুটির جمع مذكر سالم কে حال রূপে ব্যবহার করো।

৮। جمع مذكر سالم কে أصبح এর ইসম ও খবর রূপে ব্যবহার করো।

৯। مبتسم শব্দটিকে একবার مفرد একবার مثنى ও একবার جمع مذكر سالم অবস্থায় حال রূপে ব্যবহার করো।

প্রশ্নমালা।

১। جمع কাকে বলে?
২। جمع এর পরিচয় কি?
৩। ওজন ও মাপ হিসাবে جمع কত প্রকার ও কি কি?
৪। جمع مذكر سالم কাকে বলে?
৫। جمع مذكر سالم এর إعراب এর আলামত কয়টি?

৬। جمع مذكر سالم এর মধ্যে رفع এর আলামত কি?

৭। جمع مذكر سالم কে نصب দেয়া হয় কি দ্বারা?

৮। جمع مذكر سالم কে جر দেয়া হয় কি দ্বারা?

৯। نصب ও جر এর আলামতের ক্ষেত্রে مثنى এবং جمع مذكر سالم এর মাঝে পার্থক্য কি?

১০। جمع مذكر سالم এর إعراب কি দ্বারা দেয়া হয়?

১১। جمع مذكر سالم কি দ্বারা مرفوع হয়?

১২। جمع مذكر سالم কি দ্বারা منصوب ও مجرور হয়?

১৩। কয়টি ক্ষেত্রে হরকতের পরিবর্তে হরফকে إعراب এর আলামত রূপে ব্যবহার করা হয়েছে?

১৪। جمع مذكر سالم ছাড়া আর কোথায় رفع দেয়া হয় واو দ্বারা এবং নছব ও জর দেয়া হয় ফাতহা পরবর্তী ياء দ্বারা

نون এর جمع ও مثنى

(الف) وَلَدَا مَحمودٍ صالِحانِ . كانَ صديقَاكَ عَالِمينِ . نَجَحَ تِلميذايَ في الامتحانِ . مَاتَتْ شَجرتَا الوَرْدِ .

(ب) إنَّ وَلَدَيْ مَحمودٍ صالِحانِ . دَعوتُ صديقَيْكَ إلى بيتي . لَعَلَّ تِلميذَيْكَ مُجْتَهِدانِ . مَا سقَيتُ شجَرتَيْ الوَرْدِ .

(ج) لا تَغْضَبْ على ولَدَيْ مَحْمودٍ. سَلَّمْتُ على صديقَيْكَ . هذا التلميذُ أذكى مِنْ تِلميذَيَّ .

আলোচনা

প্রথম ভাগের ولدا ,صديقا ও تلميذا শব্দ তিনটি যথাক্রমে মুবতাদা, الفعل الناقص এর ইসম ও ফায়েল হওয়ার কারণে مرفوع হয়েছে এবং مثني হওয়ার কারণে الف দ্বারা রফা দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগের تلميذي.صديقي.ولدي শব্দ তিনটি যথাক্রমে إن এর ইসম, مفعول به ও لعل এর ইসম হওয়ার কারণে منصوب হয়েছে এবং مثني হওয়ার কারণে ফাতাহ পরবর্তী ياء দ্বারা نصب দেয়া হয়েছে।

তৃতীয় ভাগের تلميذي.صديقي.ولدي শব্দ তিনটি حرف الجر যুক্ত হওয়ার কারণে مجرور হয়েছে এবং مثني হওয়ার কারণে ফাতহা পরবর্তী ياء দ্বারা জর দেয়া হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো; مثني এর শেষে তো একটি نون থাকার কথা। সেই নূন কোথায় গেলো? তুমি নিশ্চয় লক্ষ করেছো যে, উপরোল্লেখিত বাক্যগুলোতে প্রতিটি مثني মুযাফ হয়েছে। সুতরাং বোঝা গেল যে, مضاف হলে مثني এর নূন পড়ে যায়।

অবশ্য جمع مذكر سالم এর نون ও مضاف হলে পড়ে যায়। নীচের উদাহরণ গুলো লক্ষ করো

الف) نَحْنُ مُعَلِّمُوكَ . كانَ بائعُو الألبانِ أُمَناءَ . خَرَجَ فلاّحُو القريَةِ إلى حُقولِهِمْ .

ب) أنْتَ تُحِبُّ مُعَلِّمِيكَ . لعلَّ بائِعي الألبانِ أُمناءُ . لَيسَ هؤلاءِ فلاّحِيْ هذه القريَةِ .

ج) سَلِّمْ على مُعَلِّميكَ . اشتريْتُ اللبَنَ مِنْ بائِعِي الألبانِ . هذه هَدِيَّةٌ لفلاّحِيْ هذه القريَةِ .

মূলকথা

مثني ও جمع مذكر سالم মুযাফ হলে তাদের نون পড়ে যায়।

অনুশীলনী

১। যে সকল مثني ও جمع مذكر سالم মুযাফ হয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করো এবং প্রতিটির إعراب ব্যাখ্যা করো।

يَطِيرُ الطائرُ بِجناحَيه . كَسَرَ الولَدُ جَناحَيْ هذا الطّائِرِ .
هذا الطائرُ جَناحَاه جَميلانِ . نَحْنُ مُجاهِدو الإسلامِ . إنَّ بَنَّائِي
هذا البِناءِ ما هِرُونَ . تاجِرُو الأقمِشَةِ أربحُ مِنْ تاجِرِى الأرُزِّ .

২। বন্ধনীর শব্দগুলোকে السفينة এর দিকে مضاف করো অতঃপর منصوب-مرفوع ও مجرور অবস্থায় বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহার করো।

(راكبون - راكبان) (ملاحون - ملاحان)

৩। معلمون-الاخلاق শব্দ দুটিকে اضافة করে শূণ্যস্থানে ব্যবহার করো।

كانَ الأنبياءُ ..... ، ليتَ .... يُرْشِدُونَ الناسَ إلىٰ الفَضَائِلِ

৪। نحن طالبون للعلم এ বাক্যে রেখাযুক্ত অংশটিকে اضافة এ রূপান্তরিত কর।

প্রশ্নমালা

১। مثنى ও جمع مذكر سالم কে اضافة করার নিয়ম কি?

২। مثنى বা جمع مذكر سالم যদি مضاف إليه হয় তখন কি তাদের নুন পড়ে যাবে?

৩। مثنى ও جمع مذكر سالم যদি مضاف হয় তখন কি হুকুম?

৪। কখন مثنى ও جمع مذكر سالم এর نون পড়ে যায়?

৫। عندي مأتان درهم কথাটির অর্থ কি ?

إعرابُ الاسمِ المَقصورِ

(الف) ذَهَبَ مُوسىٰ إلى فِرعَونَ رَسولاً . أرْسَلَ اللّٰهُ مُوسىٰ إلى فِرعونَ رسولاً . قال فِرعونُ لِمُوسىٰ : وَ مَا ربُّكَ يَا مُوسىٰ!

(ب) صديقِى وَلَدٌ مُهذَّبٌ . كانَ راشِدٌ صديقِى مُنْذُ قَديمٍ .
دَعَوْتُ صَدِيْقِي إلى بيتى .

(ج) دَعَوتُ صديقَ رَاشِدٍ . فجاء صديقُه وسَلَّمتُ على صديقِه .

আলোচনা

উপরের বাক্যগুলোতে موسى শব্দটি মুরাব مبنى নয় এবং যথাক্রমে منصوب . مرفوع مجرور হয়েছে। কিন্তু শব্দটির শেষে إعراب এর কোন আলামত দেখা যাচ্ছে না। এর কারণ কি? তুমি একটু লক্ষ করলেই বুঝতে পারবে যে, শব্দটির শেষে الف مقصورة রয়েছে, আর الف এর উপর হরকত প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। এ কারণেই সবক'টি الاسم المقصورة এর শেষে إعراب এর حركة অপ্রকাশিত রয়েছে।

তাহলে আমরা বলতে পারি যে, الاسمُ المقصورُ এর শেষে إعراب এর আলামত সর্বদা অপ্রকাশিত থাকে।

এবার দ্বিতীয় ভাগের শব্দগুলো লক্ষ করো; صديق শব্দটি ياء المتكلم এর দিকে مضاف হয়েছে এবং যথাক্রমে مرفوع. منصوب ও مجرور হয়েছে। কিন্তু ইসমটির শেষে إعراب এর কোন আলামত প্রকাশ পায়নি। অথচ (ج) এর উদাহরণগুলোতে صديق শব্দে إعراب এর আলামত ঠিকমতই প্রকাশিত হয়েছে। কি এর কারণ? একটু চিন্তা করলেই তুমি বুঝতে পারবে যে, ياء المتكلم এর দিকে مضاف হওয়ার কারণে শব্দটির শেষ হরফে স্থায়ীভাবে كسرة যুক্ত হয়েছে। কেননা ياء তার পূর্বে كسرة দাবী করে। ফলে সেখানে অন্য কোন حركة আসার অবকাশ নেই।

তাহলে আমরা বলতে পারি যে, কোন ইসম مضافٌ إلى ياءِ المتكلمِ হলে তার শেষে إعراب এর আলামত সর্বদা অপ্রকাশিত থাকে।

মূলকথা

الاسمُ المقصور এবং مضافٌ إلى ياءِ المتكلمِ এর শেষে إعراب এর আলামত সর্বদা অপ্রকাশিত থাকে।

إعراب الاسم المنقوص

(الف) هَربَ الجانِيْ . عَدَلَ القاضِي

(ب) قَبضَ الشُّرطِيُّ الجَانِيَ . نَحْترِمُ القاضِيَ .

(ج) نظرتُ إلى الجانِي. قُمْتُ أمَامَ القاضِى .

আলোচনা

الجاني ও القاضي শব্দদুটি মুরাব ইসম এবং উভয় শব্দের শেষে কাসরা পরবর্তী ياء রয়েছে। যে সকল শব্দের শেষে এধরনের কাসরা পরবর্তী ياء থাকে সেগুলোকে اسمُ منقوصٌ বলে।

উপরের اسم منقوص গুলো প্রথম ভাগে مرفوع এবং দ্বিতীয় ভাগে منصوب এবং তৃতীয় ভাগে مجرور হয়েছে। কিন্তু ইসমের শেষে نصب এর আলামত فتحة শুধু দেখা যাচ্ছে। পক্ষান্তরে رفع এর আলামত ضمة এবং جر এর আলামত كسرة অপ্রকাশিত রয়েছে।

তাহলে আমরা বলতে পারি যে, اسم منقوص এর رفع ও جر এর আলামত অপ্রকাশিত থাকে।

মূলকথা

১। যে মু'রাব ইসমের শেষে كسرة পরবর্তী ياء রয়েছে তাকে اسم منقوص বলে।

২। اسم منقوص এর رفع ও جر এর আলামত অপ্রকাশিত থাকে।

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলোতে الاسمُ المقصورُ ও الاسم المنقوص গুলো চিহ্নিত করো এবং সেগুলোর إعراب ও علامة الإعراب বর্ণনা করো।

لَيْسَ الغِنَىٰ غِنَىٰ المالِ ، إنَّما الغِنَىٰ غِنَىٰ النَّفْسِ . بِتُّ في هـذا البَيتِ لَيالِيَ كثيرةً ، هـذا القرآنُ ذِكْرَىٰ لَكمْ أَيُّهَا النّاسُ . أنتُمْ

مَرْضَى و نَحنُ أصِحَّاءُ ، القرآنُ هَادٍ لِمنْ يَطلُبُ الهُدَى . كانَ هذا الرجلُ الصالِحُ دَاعياً إلى اللهِ .

২। নীচের রেখাযুক্ত শব্দগুলোতে কি কারণে إعراب এর আলামত অপ্রকাশিত আছে বলো।

لا أتَّبِعُ الشَّيْطانَ فإنَّه عَدُوِّيْ . قُلْ هذه سَبِيلِي أدعُو إلى اللهِ على بَصِيرَةٍ أنَا وَ مَنِ اتَّبعَنِيْ . قَالتْ إنَّ أَبِي يدعوك ليجْزِيَكَ . في هذه المدينةِ مُسْتَشفًى كَبيرٌ . أبونا آدمُ هو أوَّلُ ناسٍ . يا سَاقِيَ الماءِ اسقِنَا شرابًا بارِداً .

৩। নীচের শব্দগুলোকে বিভিন্ন বাক্যে مرفوع. منصوب ও مجرور রূপে ব্যবহার কর।

المبانِي . مبانٍ . المَبنِيُّ . مَبْنِيٌّ . أصدقائِي . المُصَلِّي . مُصَلٍّ

৪। القرية এর বহুবচনকে كان এর ইসমরূপে ব্যবহার কর।

৫। قرية এর বহুবচনকে إلى এর مجرور রূপে ব্যবহার কর।

৬। راضٍ শব্দকে একবার حال ও একবার لست এর খবর বানাও; তবে খবরের শুরুতে ب যোগ করতে হবে।

৭। পাঁচটি الاسم المنقوص ও পাঁচটি الاسم المقصور প্রথমে ال ছাড়া এবং পরে ال যোগ করে বলো এবং সেগুলোতে তিন প্রকার إعراب প্রয়োগ করো।

প্রশ্নমালা

১। কোন কোন ক্ষেত্রে ইসমের علاماتُ الإعرابِ অপ্রকাশিত থাকে?

২। الندى শব্দটির শেষে علامات الإعراب কেন অপ্রকাশিত থাকে?

৩। لليالي শব্দটির শেষে إعراب এর কি কি আলামত অপ্রকাশিত থাকবে?

৪। اسمُ منقوصٍ ও اسم مقصور উভয় শব্দের শেষে إعراب এর আলামত অপ্রকাশিত থাকে। কিন্তু উভয়ের মাঝে পার্থক্য কি?

৫। كتاب শব্দটির শেষে কখন علامات الإعراب অপ্রকাশিত থাকবে?
৬। কোন ইসমের শেষে তিনটি علامات الإعراب অপ্রকাশিত থাকে?
৭। কোন ইসমের শেষে দুইটি علامات الإعراب অপ্রকাশিত থাকে?
৮। اسم منقوص এর কোন الإعراب علامة প্রকাশিত হয়?
৯। اسم منقوص কাকে বলে?
১০। اسم منقوص এর শেষে ياء কখন উচ্চারিত হয় আর কখন বাদ পড়ে?
১১। اسم مقصور কাকে বলে?
১২। যে ইসমের শেষে কাসরা পরবর্তী ياء থাকে তাকে কি বলে?
১৩। যে اسم এর শেষে ياء পূর্ব كسرة থাকে তাকে কি বলে?
১৪। داعٍ শব্দটির শেষে ياء নেই, অথচ তা اسم منقوص কিভাবে হলো?

الدرس الثامن

إعراب المضارع

الف) يَرجِعُ الناسُ . يَعبُدُ المسلمُ رَبَّه . نُعَلِّمُكُم أمورَ دِينِكم
أتعَلَّمُ اللُّغةَ العَرَبِيَّةَ . تَخِيطُ عَائشةُ ثَوبَها .

ب) لَنْ يرجِعَ أحدٌ بَعْدَ مَوتِه . لَنْ يَعْبُدَ المسلمُ الأصنَامَ
نُرِيدُ أن نُعَلِّمَكُمْ أمورَ دِينِكُمْ . أُرِيدُ أنْ أتَعلَّمَ القرآنَ .
تُرِيدُ عائِشةُ أن تَخيطَ ثوبَها .

ج) لَمْ يرجِعْ أحدٌ بَعدَ موتِه . لِيَعْبُدْ المسلمُ ربَّه . إنْ
تتعَلَّمْ اللُّغةَ العَرَبِيَّةَ تَفهَمْ القرآنَ . لَمْ تَخِطْ عائشةُ
ثَوبَها .

আলোচনা

প্রথম ভাগের প্রথম উদাহরণটি দেখ يرجع একটি فعل مضارع এবং معرب কেননা তা ন
তাকীদ যুক্ত হয়েছে। এখানে ফেয়েলটির إعراب হয়েছে رفع এবং ফেয়েলটি مرفوع হয়েছে
কেননা তার শুরুতে ناصب ও جازم নেই। رفع এর علامة হিসাবে ফেয়েলটির শেষে ضمة এসেছে
এ ভাগের অন্যান্য ফেয়েলগুলি সম্পর্কেও একই কথা।

দ্বিতীয় ভাগের প্রথম উদাহরণে يرجع ফেয়েলটি منصوب হয়েছে। কেননা
শুরুতে ناصب রয়েছে। لن হরফটি হচ্ছে ناصب নছবের আলামত রূপে ফেয়েলটির শেষে فتحة
হয়েছে। এ ভাগের অন্যান্য উদাহরণ গুলো সম্পর্কেও একই কথা।

তৃতীয় ভাগের প্রথম উদাহরণটি দেখ; يرجع ফেয়েলটি مجزوم হয়েছে। কেননা তার শুরু

এসেছে। لم হরফটি হচ্ছে جازم জযমের আলামত হিসাবে ফেয়েলটির শেষ হরফে سكون যুক্ত হয়েছে। অন্যান্য উদাহরণ সম্পর্কেও একই কথা।

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে,

মূলকথা

فعل مضارع সাধারণতঃ مرفوع হয় ضمة দ্বারা এবং منصوب হয় فتحة দ্বারা এবং مجزوم হয় سكون দ্বারা।

نون الإعراب

(الف) الشُهَدَاءُ يَدْخُلونَ الجَنَّةَ . أنتُمْ تَعبُدُونَ رَبَّكُمْ . يا فاطمَةُ ! لِماذا تتَعَلَّمِينَ اللُّغَةَ العَرَبِيَّةَ . راشِدٌ و خَالِدٌ يُصلِّيَانِ في المَسْجِدِ . البِنْتَانِ تُساعِدانِ أمَّهما . أنتُمَا لا تُسَلِّمانِ عَلىٰ أحدٍ .

(ب) المشركُونَ لَنْ يَدخُلوا الجَنَّةَ . أمَرَكُمُ اللّٰهُ أنْ تَعْبُدُوه أ تُرِيدِينَ يا فاطِمةُ أن تتَعَلَّمِيْ اللُّغَةَ العرَبِيَّةَ . خَرجَ الوَلَدانِ إلى المَسْجِدِ كَى يُصَلِّياَ . دَخلَتِ البِنْتَانِ المطْبَخَ لتُساعِدَا أمَّهما

(ج) هٰؤلاء لمْ يدْخُلوا في دِينِ الإسلامِ . أنْتُم لمْ تَعبُدُوا الأصنامَ قَطُّ . إنْ تَتَعَلَّمِيْ اللُّغَةَ العَرَبِيَّةَ تَفْهَمِيْ القرآنَ . الوَلَدانِ لَمْ يُصَلِّيا مَعَ الجماعَةِ . إنْ تُطِيْعَا والِدَيْكُما تَسْعَدَا .

আলোচনা

প্রথম ভাগের প্রতিটি فعل مضارع এর শেষে نون যুক্ত হয়েছে। এগুলোকে نون الإعراب

বলে। نون الإعراب যুক্ত এই ফেয়েলগুলো مرفوع হয়েছে। কেননা এগুলোর শুরুতে ناصب ও جازم নেই।

কিন্তু রফার আলামত হিসাবে এখানে ফেয়েলের শেষে ضمة নেই। বরং نون রয়েছে।তাহলে আমরা বলতে পারি যে, نون الإعراب যুক্ত ফেয়েল مرفوع হয় نون দ্বারা। অর্থাৎ এই ফেয়েল গুলোতে نون الإعراب হলো রফার আলামত।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের فعل مضارع গুলো যথাক্রমে منصوب ও مجزوم হয়েছে। কেননা ফেয়েলগুলোর পূর্বে ناصب ও جازم রয়েছে। কিন্তু نصب বা جزم এর আলামত হিসাবে ফেয়েলগুলোর শেষে فتحة বা سكون নেই। বরং শেষের نون الإعراب কে ফেলে দেয়া হয়েছে শুধু। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, نون الإعراب যুক্তফেয়েল منصوب ও مجزوم হয় نون কে ফেলে দিয়ে। অর্থাৎ نون পড়ে যাওয়াটাই হলো ফেয়েল গুলোতে نصب বা جزم হওয়ার আলামত।

মূলকথা

نون الاعراب যুক্ত فعل مضارع গুলো مرفوع হয় نون দ্বারা এবং منصوب ও مجزوم হয় نون ফেলে দিয়ে।

إعراب المضارع المعتل

(الف) يَرْضَى اللّٰهُ عَنِ الصَّابِرِينَ . أَخْشَى أَنْ يَقَعَ بينَكُمْ شِقَاقٌ. لِماذَا تَنْسَى وَعْدَكَ .

(ب) أَتْلُو القرآنَ كُلَّ صَبَاحٍ . يَدْعُو اللّٰهُ عِبادَه إلى الجَنَّةِ . يَنْجو التَّائِبُ مِن عَذابِ اللّٰه .

(ج) الغِذاءُ الصَّالِحُ يُقَوِّيْ الأجْسَامَ و ذِكْرُ اللّٰه يُحْيِي القُلوبَ . يَحْمِي الجُنودُ أرْضَ الوَطَنِ . نَمْشِيْ على الأرْضِ هَوْنًا وَّ لا نَمْشِي مَرَحًا .

(د) لَنْ تَرضَىٰ اليَهودُ عَنَّا . يَجِبُ أنْ تَخْشَىٰ رَبَّكَ الَّذي خَلَقَكَ . لَنْ يَنجُوَ الكافِرُ مِنْ عَذابِ اللّٰهِ .

(ه) أُريدُ أنْ أتْلُوَ القُرآنَ لَنْ نَدْعُوكَ إلىٰ بَيتِنا . لَنْ يَنْجُوَ الكافِرُ مِنْ عَذابِ اللّٰهِ .

(و) يَجِبُ أنْ نُصَلِّيَ مَعَ الجَماعَةِ . لَنْ يَحْمِيَكُم الشَّيطانُ مِن بَطْشِ رَبِّكُمْ . لَنْ تُخْفِيَ عَنِّي الحَقِيقَةَ .

(ح) لم يَرْضَ أبوكَ عَنكَ . لم أخْشَ البردَ . لم أنسَ نَصِيحتَكَ.

আলোচনা

উপরের সকল ভাগের فعل مضارع গুলো লক্ষ করো; ফেয়েলগুলোর শেষে حرف العلة অর্থাৎ ياء . واو . الف আছে।

এবার প্রথম তিন ভাগের উদাহরণগুলো লক্ষ কর; প্রতিটি ফেয়েল এখানে مرفوع হয়েছে। কেননা ফেয়েলগুলোর শুরুতে ناصب ও جازم নেই। আবার রফার আলামত হিসাবে ফেয়েলগুলোর শেষে ضمة থাকার কথা ছিলো। কিন্তু সেটা প্রকাশ্যে নেই। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, فعل مضارع এর শেষে ياء . واو . الف হলে مرفوع হবে অপ্রকাশিত ضمة দ্বারা।

এবার চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ ভাগের ফেয়েলগুলো লক্ষ করো; প্রতিটি ফেয়েল منصوب হয়েছে। কেননা ফেয়েলগুলোর শুরুতে ناصب রয়েছে।

বলো দেখি; নছবের আলামত فتحة কোন ফেয়েলগুলোর শেষে প্রকাশ পেয়েছে আর কোন ফেয়েলগুলোর শেষে প্রকাশ পায়নি? ياء ও واو যুক্ত ফেয়েল গুলোতে প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু ألف যুক্ত ফেয়েলগুলোতে প্রকাশ পায়নি। তাই না? তাহলে আমরা বলতে পারি যে, ألف যুক্ত فعل مضارع মানছূব হবে অপ্রকাশিত فتحة দ্বারা এবং ياء ও واو যুক্ত فعل مضارع মানছূব হবে প্রকাশিত ফাতহা দ্বারা।

এবার শেষ তিন ভাগের ফেয়েলগুলো লক্ষ করো; আশা করি বুঝতে পেরেছো যে, ফেয়েলগুলো مجزوم হয়েছে। কেননা ফেয়েলগুলোর শুরুতে বিভিন্ন جازم রয়েছে। লক্ষ করে দেখ; ফেয়েলগুলোর শেষে جزم এর আলামত سكون নেই বরং حرف العلة টি পড়ে গেছে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, ياء . واو . الف যুক্ত فعل مضارع মাজযূম হবে حرف العلة ফেলে দিয়ে।

মূলকথা

منصوب যুক্ত ফেয়েলে মুযারে مرفوع হবে অপ্রকাশিত ضمة দ্বারা। حرف العلة হবে ألف এর উপর অপ্রকাশিত فتحة দ্বারা এবং واو ও ياء এর উপর প্রকাশি فتحة দ্বারা। এবং مجزوم হবে حرف العلة ফেলে দিয়ে।

অনুশীলনী

১। নীচের প্রতিটি ফেয়েলে মুযারে এর إعراب ও علامات الإعراب বর্ণনাকরো।

إنَّ الصَّلاةَ تَنهٰى عَنِ الفَحشَاءِ و المُنكَرِ . أيُّها الواعِظُ كَيفَ تَنهٰى النَّاسَ عنِ المعاصِى و لا تَنتهى . سَمِعنا مُنَاديًا يُنادِي للإيمانِ – لنْ تَهتَدِىَ إلاَّ بِالقرآنِ . أنزلَ اللّٰهُ القرآنَ ليهديَكمْ بِه . يا فاطِمةُ ! تَوَضَّأى لِتَتْلِىْ القرآنَ . يَجِبُ أن تَخشَوا رَبَّكم . إنَّما يَخشٰى اللّٰهَ مِنْ عِبادِه العُلماءُ . إن تَتَّبِعُوا سنَّةَ نَبِيِّكمْ تَهتَدوا .

২। শূন্যস্থানে শেষে ياء যুক্ত একটি فعل বসাও।

دَخَلنا المسْجِدَ لِ ..... مَعَ الجَماعَةِ . هذا الرَّجُلُ الصَّالِحُ .... خَوفًا مِنْ عَذابِ اللّٰهِ . لاَ أُريدُ أنْ .... نفسي في أيِّ خَطرٍ . إن تُجَاهِدْ في سَبيلِ اللّٰهِ .... مِن اللّٰهِ الجنةَ .

৩। শূন্যস্থানে واو যুক্ত فعل مضارع বসাও।

أرجُو أنْ ..... لِيْ أيُّها الرَّجلُ الصَّالحُ . الحَسَناتُ ..... السَّيئاتِ إن .... القرآنَ يَصفُ قَلبُكَ .

৪। শূন্যস্থানে الف যুক্ত فعل বসাও।

لَمْ ..... فِي طَلَبِ الرِّزقِ كَثِيراً وَ لٰكنَّ اللّٰهَ وَسَّعَ لِيْ فِيْ الرِّزقِ

بِمَنِّه و كرَمِه . أريدُ أن ..... في العاصِمَةِ ثَلاثَةَ أيَّامٍ .
ألَمْ ..... كُمَا عَنْ تِلكُما الشجَرَةِ عَلَيكَ أن ..... فإنَّ السَّعْيَ
مِفْتاحُ السَّعادَةِ . ..... رَبِّيْ و لا أخشىٰ غيرَه .

৫। يلقى . تُصَلِّي .أُنَادِى . يَرمِي . يَسعىٰ . تَنجو . نَدعُو

উপরের প্রতিটি فعل مضارع বিভিন্ন বাক্যে একবার مرفوع একবার منصوب ও একবার مجزوم অবস্থায় ব্যবহার কর।

৬। تَعلَمون . تَبكُونَ . تَنهَون . تَهتَدون . يَقطَعان . تَدخلُونَ

এই শব্দগুলোকে বিভিন্ন বাক্যে একবার مرفوع একবার منصوب ও একবার مجزوم অবস্থায় ব্যবহার করো।

প্রশ্নমালা

১। فعل مضارع এর نون الإعراب সম্পর্কে কি জানো বলো?
২। مضارع এর কয়টি ফেয়েলের শেষে نون আছে বলো?
৩। يفعلن. تفعلن এই ফেয়েল দুটির শেষে যে نون আছে তার নাম বলো?
৪। فعل مضارع অপ্রকাশিত ضمة দ্বারা مرفوع হয় কখন?
৫। فعل مضارع অপ্রকাশিত فتحة দ্বারা منصوب হয় কখন?
৬। يُسَمِّيْ. اُلقِيَ এই ফেয়েল দু'টিতে কি দ্বারা نصب দেয়া হবে?
৭। نون الإعراب যুক্ত ফেয়েলগুলো منصوب হবে কি দ্বারা?
৮। শেষ হরফকে ফেলে দেয়া جزم এর علامة হয় কোথায়?
৯। ترمين. تساعدين এই ফেয়েল দুটিতে رفع، نصب ও جزم এর علامة কি?
১০। يتلون. تتلون ফেয়েল দুটি معرب না مبني বলো?
১১। يبكين. ترضين ফেয়েল দুটি معرب না مبني বলো?
১২। تشترين ফেয়েলের إعراب বলো?
১৩। يطبخن এর إعراب বলো?

الدرس التاسع

الحروفُ العامِلَةُ

الحروف العاملة অর্থাৎ যে সকল হরফ আমল করে এবং রফা, নছব, জর বা জযম দান করে সেগুলো প্রধানতঃ দুই প্রকার।

১। الحروفُ العاملةُ في الاسمِ ২। الحروفُ العاملةُ في الفعلِ

الحروفُ العاملةُ في الاسمِ পাঁচ প্রকার, যথাঃ

১। حُروفُ الجرِّ ২। الحروفُ المشبهةُ بالفعلِ ৩। أحرفُ النداءِ

৪। الحروفُ العاملةُ عَمَلَ ليسَ ৫। لَا النافيةُ لِلجِنْسِ

حُروفُ الجرِّ

- كَتَبَ رَاشِدٌ بِالقَلَمِ . اشْتَرَيْتُ الكتابَ بِعِشرِيْنَ رِيالاً . ذَهَبَ ...هُ بِنُورِهم . نَزَلَ المسافِرُ بالفُنْدُقِ . قالَ : أَلَسْتُ بربِّكُم قالُوا : ...لَى . ظَهَرَ الفسادُ في البَرِّ و البَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أيدِي النَّاسِ . ...لَّهِ لَأَقتُلَنَّكَ .
- تَاللهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللهُ عَلَيْنا .
- هَجَمَ عليْهِ كَالأَسَدِ الجَائِعِ.
- هذا القلمُ لِخَالِدٍ . خَرَجَ لِطَلَبِ العِلمِ .
- فُزْتُ و رَبِّ الكَعْبَةِ .
- ما طَعِمْتُ مُنْذُ يومَينِ . لَا أراكَ مُنذُ يَومِ الجُمُعةِ .

٧ - ما طَعِمْتُ مُذ يَومَين . لَا أراكَ مُنْذُ يَومِ الجُمعةِ .

٨ - جَاءَ القومُ خَلَا راشدٍ .

٩ - رُبَّ رجُلٍ كَرِيمٍ لقيتُه . رُبَّ مَالٍ حَصَلَ لِي .

١٠ - جاءَ القومُ حَاشَا رَاشدٍ .

١١ - خرجتُ مِنَ الغُرفةِ . سافرتُ من مكةَ إلى المدينةِ . اكلتُ من هذه السَّمكةِ . كُلْ ما حَضَرَكَ من الطعَامِ . عجِبتُ من هذا المَنظَرِ .

١٢ - جاءَ القومُ عَدَا راشدٍ .

١٣ - صَلَّيتُ في المسجِدِ .

١٤ - إنَّ الصَّلاةَ تنهىٰ عَنِ الفَحشاءِ و المُنْكَرِ . ماذا تَعلَمُ عن هذا الأمرِ ؟

١٥ - جَلستُ علي الكُرسِيِّ . دَعَا المَظْلومُ على الظَّالِمِ . يَجِبُ عَلَيكَ . سلَّمتُ على الرَّجلِ .

١٦ نِمتُ حَتّىٰ الصَّباحِ .

١٧ - ذَهبتُ إلى المدينةِ . دَعَانى راشدٌ فَذَهبْتُ إليهِ .

আলোচনা

উপরের ১৭ টি উদাহরণে সতেরটি হরফ আছে, লক্ষ করে দেখ, প্রতিটি হরফ তার পরবর্তী ইসমের শেষে জর দান করেছে। মনে রেখো ইসমকে জর দানকারী হরফ মোট সতেরটি তার মধ্যে কয়েকটির পরিচয় তুমি ইতিপূর্বে এসো আরবী শিখিতে পেয়েছো। এখানে অবশিষ্ট হরফগুলির সাথে তোমাদের পরিচয় হলো। এসো নতুন হরফগুলোর অর্থ জেনে নেই। و ও ت এই হরফ দুটি কসমের অর্থ দান করে, তবে ت কে শুধু الله শব্দের সাথেই ব্যবহার করা যায় পক্ষান্তরে و কে যে কোন শব্দের সাথে ব্যবহার করা চলে।

منذ ও مذ হরফ দু'টি পূর্ববর্তী ফেয়েলের পূর্ণ সময়কাল বুঝায়। যে ما طعمت منذ يومين অর্থাৎ আমার না খাওয়ার পূর্ণ সময় হলো দু'দিন। আবার কখ পূর্ববর্তী ফেয়েলের সূচনাকাল বুঝায়, যেমন لا اراك منذ يوم الجمعة অর্থাৎ তোমাকে দেখার সূচনাকাল হচ্ছে শুক্রবার দিন।

رب এই হরফটি স্বল্পতা বুঝায়। আবার প্রচুরতাও বুঝায় (৯) এর প্রথম উদাহরণটি লক্ষ করো। এখানে মূল বাক্যটি হলো لقيت رجلا كريما অর্থ, এক ভদ্র লোককে দেখেছি। এবার رجلا كريما অংশটিকে ফেয়েলের পূর্বে এনে مبتدأ রূপে ব্যবহার করো; তখন বাক্যটির রূপ হবে এমন رجل كريم لقيت এখানে لقيت এর مفعول রূপে একটি ضمير ব্যবহার কর, যা رجلا كريما এর দিকে راجع হবে। যথা رجل كريم لقيته - এবার رُبَّ হরফটিকে শুরুতে ব্যবহার কর। رب رجل كريم لقيته অর্থ, খুব কম ভদ্রলোকই আমি দেখেছি।

এবার দ্বিতীয় বাক্যটি লক্ষ করো رب مالٍ حصل لي এখানে মুল বাক্যটি হলো حصل لي مال অর্থ আমার সম্পদ অর্জিত হয়েছে। رب হরফটি এখানে ব্যবহার করতে হলে مال শব্দটিকে ফেয়েলের পূর্বে এনে মুবতাদা বানাতে হবে, যথা مال حصل لي তখন حصل ফেয়েলের যমীরটি তার ফায়েল হবে এবং তার পূর্ববর্তী مبتدأ এর দিকে راجع হবে। এবার مبتدأ এর শুরুতে رب হরফে জর ব্যবহার কর। যথা رب مالٍ حصل لي অর্থ- আমার বহু সম্পদ অর্জিত হয়েছে।

তাহলে তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছো যে, رب এর مجرور টি মূলতঃ পরবর্তী ফেয়েলের معمول (অর্থাৎ ফায়েল, মাফউল ইত্যাদি) ছিলো। পরে সেটাকে মুবতাদা রূপে ফেয়েলের পূর্বে নিয়ে আসা হয়েছে এবং সেটার স্থলবর্তী রূপে ফেয়েলের সাথে একটা যমীর যোগ করা হয়েছে, অতঃপর مبتدأ টিকে رب এর মজারুর করা হয়েছে।

উপরের উদাহরণ দুটি থেকে একথাও তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছো যে, رب এই حرف الجر সর্বদা বাক্যের শুরুতে ব্যবহৃত হবে এবং পরবর্তী فعل এর সাথে متعلق বা সম্পর্কিত হবে। ১৭টি حرف الجر এর মধ্যে একমাত্র رب এরকম।

১০, ৮, ১২ উদাহরণগুলো লক্ষ করো; حاشا، خلا ও عدا এই হরফগুলি বুঝাচ্ছে যে, পূর্ববর্তী শব্দটি সম্পর্কে যা বলা হয়েছে পরবর্তী শব্দটির ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়।

১৬ নং বাক্যটি লক্ষ করো, এখানে حتى এর পরিবর্তে إلى ব্যবহার করা যেতো। তাতে অর্থের কোন তারতম্য হতো না। তাহলে বুঝা গেলো যে, حتى ও إلى উভয়ের অর্থ অভিন্ন।

তবে একটু লক্ষ করলেই উভয় শব্দের ব্যবহারে তুমি একটা পার্থক্য দেখতে পাবে। অর্থাৎ إلى হরফটি সাধারণ ইসম (الاسم الظاهر)ও যমীর উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু حتى হরফটি শুধু সাধারণ ইসম (الاسم الظاهر)এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। যমীরের ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা যায় না।

মূলকথা

১। পরবর্তী ইসমকে জর দানকারী حرف গুলোর নাম حروف الجر

حروف الجر মোট সতেরটি, যথাঃ

ب . ت . ك . ل . و . مُنْذُ. مُذْ . خَلَا. رُبَّ . حَاشَا . مِن . عَدا .

في، عن على، حتى، إلى

ب . و . ت এই তিনটি হরফ কসম বা শপথের অর্থে ব্যবহৃত হয়। ت হরফটি শুধু الله এর শুরুতে ব্যবহৃত হয়।

منذ و مذ এই হরফ দুটি পূর্ববর্তী ফেয়েলের সময়কাল বা সূচনাকাল বুঝায়।

رب এই হরফটি স্বল্পতা বা প্রচুরতা বুঝায়। رب একমাত্র حرف যা ফেয়েলের সাথে متعلق হয় কিন্তু ফেয়েলের পূর্বে মুবতাদার শুরুতে ব্যবহৃত হয়।

অনুশীলনী–১

১। নীচের বাক্যগুলোতে حرف الجر চিহ্নিত কর।

وَ العصْرِ إنَّ الإنسانَ لَفِيْ خُسرٍ . دعوتُ اصدِقائي خَلَا مَحمودٍ رُبَّ عالمٍ هَلَكَ بِعِلمِه . اقرَأ هذا الكِتابَ عَدَا بَابِه التاسِعِ . أنَا أحِبُّ اللُّغةَ العربيَّةَ مُنْذُ طُفولَتِيْ . لا يَزُوْرُنِي صَدِيقِيْ مُنْذُ شُهورٍ . أجَاهِدُ في سبيلِ اللّٰهِ حَتّٰى القَطرَةِ الأخيرَةِ مِنْ دَمِ الصَّدْرِ . عَلى الإنسانِ أن يَّسْعٰى. يَجْرِى الناسُ وَرَاءَ الأرْبَاحِ عَدا المُعلِّمِينَ . سَلِّمْ عَلىٰ مُعَلِّمِيكَ . بِاللّٰهِ وَ بِدَمِ الصَّدْرِ ! نُحَارِبُ العَدُوَّ حَتّٰى النَّصرِ .

২। নীচের বাক্যে رب স্বল্পতা বুঝিয়েছে না প্রচুরতা বলো?

رب كاذب هلك بكذبه . رب مجلس يخلو من الغيبة .

৩। حاشا হরফটি صديقك এর শুরুতে একটি বাক্যে ব্যবহার করো।

৪। أنفقت مالا في سبيل الله এই বাক্যের مالا শব্দের শুরুতে رب শব্দটি ব্যবহার করো এবং সে জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করো।

৫। يجود غني بماله বাক্যের শুরুতে رب ব্যবহার করো।

৬। এমন তিনটি বাক্য বলো যার প্রতিটিতে رب রয়েছে।

৭। منذ হরফটিকে তিনটি বাক্যে ব্যবহার করো এবং কোন বাক্যে কি অর্থ প্রকাশ করেছে বলো।

৮। سافر إلى غروب الشمس এখানে সমার্থক কোন حرف الجر ব্যবহার কর।

প্রশ্নমালা

১। حرف الجر কয়টি ও কি কি?

২। কোন حرف الجر বাক্যের শুরুতে ব্যবহার করা জরুরী?

৩। কোন কোন হরফ কসমের অর্থ দান করে?

৪। কোন حرف القسم শুধু الله শব্দের সাথেই ব্যবহার করা হয়?

৫। رب কি অর্থ দান করে?

৬। رب এর ব্যবহার বৈশিষ্ট্য কি?

৭। حتى ও إلى এর মাঝে পার্থক্য কি?

৮। কোন তিনটি حرف الجر অভিন্ন অর্থ দান করে?

৯। خلا، حاشا ও عدا এই حرف الجر গুলোর অর্থ কি?

১০। منذ و مذ হরফ দুটি কি অর্থ দান করে?

১১। فوق এর সমার্থক حرف الجر টি কি?

১২। حرف الجر ইসমের শুরুতে ব্যবহৃত হয়, তাহলে نزل من على ظهر الجواد বাক্যটি শুদ্ধ হয় কিভাবে?

الحروفُ المُشبَّهةُ بِالفعلِ

(الف) إنَّ اللّٰهَ غَفورٌ . إنَّ المسْلِمِينَ مرحُومُونَ . إنَّ ذَا العِلْمِ مَحْبُوبٌ .

(ب) اِعْلَمْ أنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ . سَمِعْتُ أنَّ أخاكَ قادِمٌ . يُحزِنُني أنَّكَ مرِيضٌ .

(ج) كَأنَّ راشداً أسدٌ . عِشْ في الدُّنْيا كأنَّكَ مُسافِرٌ . كأنَّ المسلمينَ قَطِيعُ غنَمٍ وَقَعَ فِيهِ الذِّئابُ .

(د) لَعلَّ الموْتَ قرِيبٌ . لَعَلَّ سَاعَتَيكَ ثَمينَتَانِ . لَعَلَّ فَلّاحِي القريةِ فُقَراءُ .

(ه) لَيْتَ الشَّبابَ دَائِمٌ . لَيتَ أباكَ حَيٌّ . لَيتَ المُسلِمِينَ قائِمونَ على الحقِّ .

(و) مُحَمَّدٌ غَنِيٌّ لٰكِنَّ أخَاه فقيرٌ . أنتَ طويلٌ لٰكنَّ يَدَيكَ قَصِيرَتَانِ . الحَياةُ فَانِيَةٌ لٰكِنَّ الأعمالَ بَاقِيَةٌ .

প্রথম ভাগের প্রথম উদাহরণটি লক্ষ কর। الله শব্দটি মুবতাদা এবং غفور শব্দটি খবর হয়েছে। এই مبتدا ও খবরের শুরুতে যথাক্রমে إن . أن . كأن . لَعلّ . لَيتَ . لٰكن যুক্ত হয়েছে।

আচ্ছা, এই হরফগুলো যুক্তহওয়ার কারণে কোন পরিবর্তন কি তোমরা দেখতে পাচ্ছো? মুবতাদাটি পূর্বে مرفوع ছিলো এখন মানছুব হয়েছে। আর খবরটি পূর্বের মত এখনও مرفوع রয়েছে। তাই না!

তাহলে আমরা বলতে পারি যে, এই ছয়টি হরফ الجملة الاسمية এর শুরুতে এসে مبتدأ কে নছব এবং খবরকে রফা দান করে।

এবার নীচের উদাহরণগুলো লক্ষ কর।

قُلْ إنَّما يُوحىٰ إلَيَّ أنَّما إلٰهُكُم إلٰهٌ واحدٌ .

كَأنَّما يُساقونَ إلىٰ المَوْتِ .

لعلَّما أخُوكَ قادِمٌ .

كَأنَّما صديقُكَ جاهِلٌ .

لَيتَمَا الشَّبابُ دَائمٌ .

لَيتَما يَعودُ الشَّبابُ .

নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছো যে, এই হরফগুলোর শেষে ما যুক্ত হওয়ার ফলে مبتدأ কে আর নছব দিতে পারছে না। অর্থাৎ তার عمل করার ক্ষমতা লোপ পেয়ে গেছে। আবার সেগুলো الجملة الفعلية এর শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, এ ছয়টি হরফের শেষে ما যুক্ত হলে সেগুলোর আমল করার ক্ষমতা লোপ পায় এবং তখন সেগুলো الجملة الفعلية এর শুরুতেও আসতে পারে। বলাবাহুল্য যে, ما হরফটিই হচ্ছে আমলের ক্ষমতা নষ্টকারী। তাই এটাকে ما الكافة (অর্থাৎ আমল রহিতকারী ما) বলা হয়।

পাঠের শুরুতে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে দেয়া উদাহরণ গুলো আরেকবার লক্ষ করো। তুমি নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছো যে, أن হরফটি الجملة الاسمية এর শুরুতে এসেছে এবং পরে তার ইসম ও খবরকে নিয়ে অন্য একটি বাক্যের অংশ (فاعل، مفعول، مضاف اليه ইত্যাদি) হয়ে গেছে। স্বতন্ত্র জুমলা হিসাবে নিজের অস্তিত্ব আর বজায় রাখেনি।

পক্ষান্তরে إن হরফটি الجملة الاسمية শুরুতে এসেছে কিন্তু সে তার ইসম ও খবরকে নিয়ে অন্য কোন বাক্যের অংশ হয়ে যায়নি বরং নিজে আলাদা একটি জুমলা হিসাবে বহাল রয়েছে।

তাহলে আমরা বলতে পারি যে, أن হরফটি তার ইসম ও খবরকে নিয়ে পূর্ববর্তী বাক্যের অংশ হয়ে যায় অর্থাৎ পূর্ববর্তী কোন عامل এর معمول হয়ে যায়। কিন্তু إن তার ইসম ও খবরকে নিয়ে আলাদা জুমলা হিসাবে বহাল থাকে।

এসো এবার ছয়টি হরফের অর্থ নিয়ে আলোচনা করা যাক। তোমাকে মনে রাখতে হবে যে, প্রতিটি جملة এর একটি مضمون বা সারাংশ রয়েছে যেমন, راشد عالم এই جملة এর مضمون

مضمون الجملة বা বাক্যসার হল ضرب راشد এর এবং علم راشد বা সারাংশ হলো ضرب راشد ।[১]

إن ও أن হরফ দুটি مضمون الجملة কে সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে। যেমন, প্রথম বাক্যে হরফটি مغفرة الله বা আল্লাহর ক্ষমাশীল হওয়া দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করছে।

كأن হরফটি তুলনা প্রকাশ করে, যেমন প্রথম বাক্যে রাশেদকে সিংহের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

لعل পরবর্তী বাক্য সম্পর্কে আশাবাদ বা সম্ভাবনা বা আশংকা প্রকাশ করে। যেমন, প্রথম বাক্যে সময় নিকটবর্তী হওয়ার আশাবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে ঘড়ি দামী হওয়ার সম্ভাবনা প্রকাশ করা হয়েছে এবং তৃতীয় বাক্যে বিপদ বিদ্যমান থাকার আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে।

আর ليت হরফটি পরবর্তী বাক্য সম্পর্কে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। আর আকাঙ্ক্ষা সম্ভব অসম্ভব সব বিষয়েই হতে পারে। যেমন, প্রথম বাক্যে যৌবন স্থায়ী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা হয়েছে যা অসম্ভব। দ্বিতীয় বাক্যে রাশেদের উপস্থিত থাকা কামনা করা হয়েছে যা সম্ভব বিষয়।

যখন বলা হলো أنت غني তখন শ্রোতার পক্ষে এমন ধারণা করা অস্বাভাবিক নয় যে, তোমার ভাইও হয়ত ধনী। অথচ প্রকৃতপক্ষে তোমার ভাই তোমার মতো ধনী নয় বরং দরিদ্র। মোটকথা, এই বাক্যটি থেকে একটি ভুল ধারণা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তাই لكن ও তার সাথে একটি جملة যোগ করে সেই ভুল ধারণা দূর করা হয়েছে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, لكن পূর্ববর্তী জুমলা থেকে সৃষ্ট ভুল ধারণা দূর করার জন্য আসে।

মূলকথা

إن . أن . كأن . لكن . ليت . لعل এ ছয়টি হরফকে الحروفُ المشبهةُ بالفعلِ বলে।

এ ছয়টি হরফ الجملة الاسمية এর শুরুতে এসে মুবতাদাকে نصب এবং খবরকে رفع দান

১। مسند থেকে مصدر বের করে مسند إليه এর দিকে إضافة করলে مضمون الجملة বা বাক্যসার বেরহয়।)

করে। তখন مبتدأকে সেই হরফের ইসম আর খবরকে সেই হরফের খবর বলে।

الحروف المشبهة بالفعل এর শেষে ما যুক্ত হলে তার আমল রহিত হয়। ফলে মুবতাদা ও খবর দুটি পূর্বের মতই مرفوع রূপে বহাল থাকে। এই হরফগুলো তখন الجملة الفعلية এর শুরুতে আসতে পারে।

أن তার ইসম ও খবরকে নিয়ে পূর্ববর্তী কোন عامل এর معمول হয়ে যায়। কিন্তু إن তার ইসম ও খবরকে নিয়ে পূর্বের মত স্বতন্ত্র বাক্য রূপেই বহাল থাকে।

أن . إن হরফ দুটি পরবর্তী জুমলা সম্পর্কে দৃঢ়তা ও তাকীদের অর্থ প্রকাশ করে।

كأنّ হরফটি তার اسم কে খবরের সাথে তুলনা করে।

لكن এই হরফটি পূর্ববর্তী جملة থেকে সৃষ্ট ভুল ধারণা দূর করে।

لعل এই হরফটি পরবর্তী জুমলা সম্পর্কে আশা, সম্ভাবনা বা আশংকা প্রকাশ করে।

ليت এই হরফটি পরবর্তী جملة সম্পর্কে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি সম্ভব হতে পারে আবার অসম্ভবও হতে পারে।

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলোতে প্রতিটি الحروف المشبهة بالفعل এর عمل এবং إعراب এর علامة ব্যাখ্যা করো।

لعلّ أخا راشدٍ مريضٌ . اِعلمْ أنّ الصّبْرَ مِفتاحُ السّعادَةِ . كأن نُجُومَ السّماءِ مَصابيحُ . لَيتَ أهْلَ المدينةِ الأغنياءَ أسخياء . إنّ فَلاّحِي هذه القريةِ نَشِيطونَ .

২। নীচের বাক্যগুলোতে উপযুক্ত الحروف المشبهة بالفعل যোগ করো।

الحسناتُ يُذهِبنَ السيئاتِ . جَنَاحَا الطائِرِ قَوِيّانِ . الحياةُ باقيةٌ . صَدِيقَاىَ أذكى التلاميذ . صَديقُكَ أغناهم .

৩। নীচের বাক্যগুলোতে الحروف المشبهة بالفعل এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

إنَّ الوَرْدَتين جميلتانِ . لَعَلَّ أباكَ صَالحُ . هذا البيتُ جميلٌ لكنَّ بيتَ ماجدٍ أجْمَلُ منه .

৪। উপরের প্রতিটি الحروف المشبهة بالفعل এর শেষে ما যোগ করে পড়ো।

৫। لَاشَكَّ فِي أَنَّ رَاشِداً بخيلٌ এখানে أن হরফটি সম্পর্কে যা জান আলোচনা করো।

৬। এমন একটি جملة বল যেখানে أن তার اسم ও خبر কে নিয়ে পূর্ববর্তী فعل এর مفعول به হবে।

৭। এমন একটি বাক্য বল যেখানে أن তার ইসম ও খবরকে নিয়ে পূর্ববর্তী فعل এর فاعل হবে।

৮। শুরুতে كأنَّ যোগ করে তিনটি বাক্য বল।

৯। শুরুতে انما যোগ করে তিনটি বাক্য বল।

১০। শুরুতে একবার لكن এবং একবার لكنما যোগ করে তিনটি বাক্য বল।

প্রশ্নমালা

১। الحروف المشبهة بالفعل কয়টি ও কি কি?

২। ছয়টি الحروف المشبهة بالفعل এর কোনটি তুলনা প্রকাশ করে?

৩। لكن কে কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়?

৪। মাজেদ ধনী ব্যবসায়ী একথা শুনে শ্রোতা ধারণা করে বসলো যে, সম্ভবতঃ সে দানশীল। অথচ তা নয়, তখন তুমি কি করবে?

৫। ليتَ ও لعل এর অর্থ উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করো।

৬। সম্ভব অসম্ভব উভয় ক্ষেত্রে কোনটিকে ব্যবহার করা যায়? لعل কি কি অর্থ প্রকাশ করে?

৭। الحروف المشبهة بالفعل এর عمل কি?

৮। এই ছয়টি হরফকে কোথায় ব্যবহার করা হয়?

৯। إنَّ তার ইসমকে কি إعراب দেয়?

১০। لعل তার ইসম ও খবরকে কি إعراب দেয়?

১১। ليت তার ইসম ও খবরকে কি إعراب দেয়?

১২। الحروف المشبهة بالفعل কে الجملة الفعلية এর শুরুতে ব্যবহার করার কি উপায়?

১৩। يحب الجميع راشداً এবাক্যের শুরুতে কি কি উপায়ে إن ব্যবহার করা যায়?

১৪। إن তার ইসমকে নছব দিক এটা তুমি চাওনা তাহলে কি করবে?

১৫। لعل এর ইসমটি আগের মতই مرفوع থাকুক এটা তুমি চাও তাহলে কি করবে?

১৬। الحروف المشبهة بالفعل এর عمل কখন রহিত হয়?

১৭। ما الكافة কি ভূমিকা পালন করে?

১৮। إن ও أن উভয় مضمون الجملة কে দৃঢ়তা দান করে। তাহলে তাদের মাঝে পার্থক্য কি?

১৯। صديقك كاذب এ বাক্যটিকে তুমি اعرف ফেয়েলের مفعول به বানাতে চাও তাহলে কি করবে?

أحـرف النـداء

(الف) يَا عبدَ اللّٰهِ ! لا تَعْصِ ربَّكَ .

أ أبَا ماجدٍ ! إمْشِ مَعِي إلى السـوقِ .

أيا (هَيَا) صَدِيقَ خالدٍ ! إلى أينَ ذهبْتَ ؟

أيْ عَبْدَ اللّٰهِ ! أرْجُو منكَ خَيراً .

(ب) يَا تائِبًا إلى اللّٰهِ ! أبشِرْ بالمغْفِرةِ .

يَا شَارِبًا الخمْرَ ! تُبْ إلى اللّٰهِ .

أيا نَاسِيًا ربَّه ! إعلَمْ أنَّ الموتَ مِنكَ لَقريبٌ .

أ مُسْرِفًا في مالِه ! سَيَفْنى مالُكَ .

أيْ مُسـرِفًا على النَّفسِ ! لا تَقْنُطْ مِنْ رحمَةِ اللّٰهِ .

(ج) يا رَجُلاً ! خُذْ بِيَدِي .

يا وَلَداً اسْمَعْ كَلامِي .

أَيَا غافِلاً ! يَطلُبُكَ المَوْتُ يا هؤلاء التلاميد! اجتهدوا فى المدرسة

(د) يا راشِدُ ! اجتَهِدْ و لاَ تَكسَلْ .

يَا مُسْلِمُونَ ! تُوبُوا إلى اللهِ .

يَا وَلَدانِ ! امشِيَا على يَمينِ الطريقِ .

(ه) أيُّها الناسُ ! قُولُوا لا إلهَ إلاَّ اللهُ .

أَيَّتُها المرْأَةُ ! احْتَجِبِي وَ لاَ تَرمِي الحياءَ .

يا هذه الفتاة . عليك بالحجاب

আলোচনা

উপরের উদাহরণ গুলো থেকে তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছো যে, أ . يا . أيا . هيا . أي ইত্যাদি হরফগুলো দ্বারা কাওকে সম্বোধন করা হয়। এগুলোকে أحرف النداء বলে এবং পরবর্তী শব্দটিকে (অর্থাৎ যাকে সম্বোধন করা হয় তাকে المنادى বলে)

তুমি আরেকটা বিষয় নিশ্চয় লক্ষ করেছো যে, ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগের منادى গুলো منصوب হয়েছে। কেন منصوب হলো?

দেখ, প্রথম ভাগের প্রতিটি المنادى মুযাফ হয়েছে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, مضاف হওয়ার কারণেই منادى গুলো منصوب হয়েছে।

এবার দ্বিতীয় ভাগের উদাহরণ গুলো লক্ষ করো। تائب একটি গুণবাচক ইসম, এবং একটি حرف جر তার সাথে متعلق হয়েছে। তদ্রূপ شارب একটি গুণবাচক ইসম এবং তা পরবর্তী একটি ইসমকে আমল করেছে। এধরনের ইসমকে شبيه بالمضاف বলে। দ্বিতীয় ভাগের প্রতিটি المنادى এভাবে شبيه بالمضاف হয়েছে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, منادى শাবীহ বিল মুযাফ হলে منصوب হয়।

তৃতীয় ভাগের উদাহরণগুলো লক্ষ করো;

একথা তুমি পড়ে এসেছো যে, نكرة যখন মুনাদা হয় তখন তা মারেফা বা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এখানে رجل শব্দটি منادى হওয়া সত্ত্বেও معرفة হয়নি বরং নাকিরা রয়ে গেছে। কেননা নির্দিষ্টভাবে একজন লোককে তুমি ডাকোনি বরং অনির্দিষ্টভাবে যে কোন একজন লোককে ডেকেছো। এ ডাক শুনে যে কোন লোক তোমার কাছে আসতে পারে। এধরনের অনির্দিষ্ট

منادى কে نكرة غير مقصودة বলে।

তৃতীয় ভাগের প্রতিটি منادى হচ্ছে نكرة غير مقصودة। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, মুনাদা نكرة غير مقصودة হলে منصوب হয়।

এবার চতুর্থ ভাগের উদাহরণগুলো লক্ষ করো; راشد শব্দটি مفرد অর্থাৎ مضاف বা شبيه بالمضاف নয়।[১] সেই সাথে শব্দটি معرفة

অন্যদিকে مسلم . مسلمان . مسلمون শব্দগুলো مفرد অর্থাৎ مضاف বা شبيه بالمضاف নয়। সেই সাথে শব্দটি منادى হওয়ার কারণে معرفة হয়েছে।

লক্ষ্য করে দেখ, এ শব্দগুলো علامة الرفع এর উপর مبني হয়েছে।[২] তাহলে আমরা বলতে পারি যে, منادى যদি مفرد ও معرفة হয় তাহলে علامة الرفع এর উপর মাবনী হবে।

এবার পঞ্চম ভাগের উদাহরণ দুটি লক্ষ করো; এখানে منادى শব্দটি ال যোগে معرفة হয়েছে। আবার শুরুতে أيتها বা أيها যুক্ত হয়েছে। আবার শেষ দুটি উদাহরণে أيها বা أيتها এর পরিবর্তে اسم الإشارة রয়েছে সুতরাং আমারা বলতে পারি যে, منادى যদি المعرف باللام হয় তাহলে তার শুরুতে أيها ও أيتها কিংবা উপযুক্ত اسم الإشارة যুক্ত হবে।

মূলকথা

১। يا . أ . أيا . هيا . أي এ পাঁচটি হরফকে احرف النداء বলে এবং পরবর্তী শব্দকে المنادى বলে।

২। هيا . أيا হরফ দুটি দূরবর্তীকে نداء করার জন্য ব্যবহৃত হয়। أي ও أ হরফ দু'টি নিকটবর্তীকে نداء করার জন্য ব্যবহৃত হয়। আর يا হরফটি যে কোন منادى এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

---

(১) এখানে مفرد শব্দটি مركب এর বিপরীতে নয় বরং مضاف ও شبيه بالمضاف এর বিপরীতে ব্যবহৃত হয়েছে।

(২) راشد এর মধ্যে علامة الرفع হচ্ছে যম্মা। পক্ষান্তরে مسلمون এর মধ্যে علامة الرفع হচ্ছে واو – শব্দগুলো مرفوع নয়। কেননা مرفوع হওয়ার যত ছূরত আছে এগুলো তার কোনটার অন্তর্ভুক্ত নায়। অথচ رفع এর আলামত গ্রহণ করেছে। সুতরাং বুঝা গেলো যে, রফার আলামতের উপর তা মাবনী হয়েছে।

এ পাঁচটি হরফ منادى কে নছব দেয় مضاف হলে, شبيه بالمضاف হলে বা نكرة غير مَقصُودَة হলে। পক্ষান্তরে المنادى المفرد المعرف সর্বদা علامة الرفع এর উপর মবনী হয়ে থাকে।

৪। المنادى المعرف باللام এর শুরুতে أيها ও أيتها কিংবা উপযুক্ত اسم الإشارة যুক্ত হবে।

৫। شبيه بالمضاف অর্থ এমন গুণবাচক اسم যার সাথে حرف جر এর تعلق হয়েছে কিংবা যা পরবর্তী اسم এ আমল করেছে।

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলোতে المنادى المنصوب গুলো চিহ্নিত করো এবং نصب এর কারণ ব্যাখ্যা করো।

دَعَا الرَّجلُ صَاحِبَيهِ فَقال : يا صاحِبَيَّ ! اجلِسَا مَعي ساعةً . أيَا بَناتِ القَريةِ ! اسْرِعْنَ الى بُيوتِكُنَّ . أَ قَلْبُ ! لَا تَتَعَلَّقْ بِغيرِ اللّٰهِ وَ لَا تَغفُل عَن ذِكرِه . أيَا مُدَّعِيًا الزُّهدَ! مَا لَكَ تَنخَدِعُ بِزَهْرَةِ الحياةِ الدنيا . يَا خادمًا ! نَظِّفْ حُجْرَتي. يَا تِلميذانِ ! مَاذَا تَدرُسَانِ يَا تارِكِي الصَّلاةِ ! تَذكَّروا العذابَ الَّذى أخبَرنا به الصَّادِقُ الأمينُ صلى الله عليه وسلمَ . يا تِلْميذَينِ ! قُومَا و تَحَاوَرَا في هذا الموضوعِ .

২। নীচের শব্দগুলোকে مضاف রূপে منادى বানাও।

مرضى . أخوان . فلاحون .

৩। নীচের শব্দগুলোকে منادى রূপে ব্যবহার করো।

غافر للذنب . تائب عن المعاصي . ساع إلى الخير

৪। নীচের مضاف গুলোকে একবার مضاف রূপে এবং একবার شبيه بالمضاف রূপে منادى বানাও

بائعا ألاقمشة . دارس اللغة العربية . مصلح الأمة . بائع الأقمشة
مصلحو الأمة . بائعو الأقمشة . دارسا اللغة العربية . مصلحا الأمة.
دارسو اللغة العربية.

৫। নীচের منادی গুলো مفرد معرفة হয়েছে। এগুলোকে نكرة রূপে ব্যবহার করো এবং অর্থ বলো।

ا مُعَلِّمُ ! عَلِّمْنِى القرآنَ . يا صَائِمونَ ! إنَّمَا اللّٰهُ جَزَاءُكُم . يَا رَجُلانِ
ادْخُلاَ غُرفَتِي . يا صديقَانِ ! قِفا بِجَانِبِي .

৬। নীচের منادی গুলোর শুরুতে ال যোগ করে পড়ো।

ا شابُّ ! اِصرِف شَبَابَكَ في طَاعَةِ اللّٰهِ .
ا إمرأةُ ! اعلَمِي أنَّ اللّٰه أمَرَكُنَّ بالحِجَابِ .

প্রশ্নমালা

১। نداء বা আহ্বানের হরফ কয়টি ও কি কি?

২। أ হরফটি নিকটবর্তীকে না দূরবর্তীকে ডাকার জন্য?

৩। দূরবর্তীকে ডাকার জন্য কোন حرف النداء কে ব্যবহার করা হয়?

৪। يا হরফটিকে কোন ধরনের منادی এর জন্য ব্যবহার করা হয়?

৫। منادی মাবনী হয় কখন?

৬। কোন নাকেরা শব্দ মুনাদা হওয়ার পর কখন তা معرفة হয়ে যায় আর কখন نكرة হিসাবেই বহাল থাকে?

৭। المنادى المفرد المعرفة কিসের উপর مبنى হয়?

৮। المنادى المفرد المعرفة কখন واو এর উপর মাবনী হবে?

৯। المنادى المفرد المعرفة কখন الف এর উপর মাবনী হবে?

১০। شبيه بالمضاف কাকে বলে?

১১। المنادى الشبيه بالمضاف এর إعراب কি?

১১। المنادى কোন কোন ক্ষেত্রে منصوب হয়?

১২। جَمِيلٌ وَجْهُهُ কথাটা منادى হলে কি إعراب গ্রহণ করবে?

১৩। المنادى النكرة এর إعراب কি?

১৪। صديق শব্দটি منادى হলে مبنى হবে না معرب হবে?

১৫। الصديق শব্দটিকে কিভাবে منادى রূপে ব্যবহার করবে?

১৬। المنادى المعرف باللام এর শুরুতে কি যোগ করতে হবে?

১৭। কোন ধরনের منادى এর শুরুতে اسم الإشارة যোগ করা হয়?

الحروفُ العاملةُ عَمَلَ لَيسَ

(الف)	هذا بَشَرٌ .	ما هذا بشراً .
	رَاشدٌ عالمٌ .	مَا راشدٌ عالمًا .
(ب)	الرجلُ شريفٌ .	لا رجُلٌ شريفًا .
	الولَدُ ذكيٌّ .	لَا ولدٌ ذكيًّا .
	الكافِرُ مُتواضِعٌ .	إنِ الكافِرُ مُتَواضِعًا .
	الولَدُ ذكِيٌّ .	إنِ الولَدُ ذَكِيًّا .
(ج)		ما محمَّدٌ إلاَّ رسولٌ .
		لَا وَلَدٌ إلا ذكيٌّ .
		إنْ أنتَ إلا نَذيرٌ .
(د)		ما سَعِيدٌ كلٌّ غَنِيٍّ .
		لا شَرِيفٌ رجُلٌ .
		ما إنْ زَيدٌ مُسافِرٌ .

আলোচনা

ডান পাশের উদাহরণ গুলো হচ্ছে মুবতাদা ও খবর। এবার বাম পাশের উদাহরণগুলো লক্ষ করো; মুবতাদা ও খবর গুলোর শুরুতে ما . لا ও إن এই হরফগুলো যুক্ত হয়েছে। ফলে অর্থে পরিবর্তন হয়েছে অর্থাৎ হ্যাঁ-বাচক অর্থ না-বাচক হয়েছে। তদ্রূপ إعراب এরও পরিবর্তন ঘটেছে। অর্থাৎ এই হরফগুলো মুবদাতাকে রফা এবং খবরকে নছব দিয়েছে।

এই হরফগুোলর পরিবর্তে যদি তুমি ليس যোগ করো তাহলে দেখবে, অর্থ ও إعراب এর ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন ঘটছে না। তাহলে বুঝা গেল যে, এই হরফগুলো ليس এর অনুরূপ আমল করে এবং ليس এর অনুরূপ অর্থ দান করে।

الرجل شريف এই বাক্যটির শুরুতে لا যোগ করার জন্য দেখ কি পরিবর্তন করা হয়েছে। مبتدأ টি معرفة ছিলো কিন্তু لا যোগ করার আগে সেটাকে نكرة করা হয়েছে। তাহলে বুঝা গেল যে, لا এর ইসম ও খবর উভয়টি نكرة হওয়া জরুরী।

এবার (ج) এর উদাহরণগুলো লক্ষ কর ما ، لا ও إن এই হরফগুলো এখানে ليس এর অনুরূপ অর্থ দিয়েছে ঠিকই। কিন্তু কোন আমল করেনি। কি কারণে হরফ গুলোর আমল রহিত হলো?

প্রথম তিনটি বাক্যে দেখ خبر এর শুরুতে إلا এসেছে। তাহলে বুঝা যায় খবরের শুরুতে إلا আসাটাই হচ্ছে হরফগুলোর আমল না করার কারণ।

চতুর্থ ও পঞ্চম বাক্য দুটি দেখ, এখানে খবর মুবতাদার উপর مقدم হয়েছে এবং এটাই হচ্ছে ما ও لا এর আমল না করার কারণ।

এবার শেষ বাক্যটি দেখ, এখানে ما এর পরে إن হরফটি অতিরিক্ত রূপে যুক্ত হয়েছে। এবং অতিরিক্ত إن যুক্ত হওয়াটাই ما এর আমল না করার কারণ। তাহলে দেখা যাচ্ছে ما এর আমল না করার কারণ তিনটি এবং لا এর আমল না করার কারণ দুটি আর إن এর আমল না করার কারণ একটি।

মূলকথা

১। ما ، لا ও إن এই হরফগুলো ليس এর অনুরূপ অর্থ দিবে এবং অনুরূপ আমল করবে অর্থাৎ মুবতাদা ও খবরের শুরুতে এসে মবতাদাকে এবং খবরকে নছব দিবে। তখন مبتدأ কে এই হরফগুলোর ইসম এবং খবরকে এই হরফগুলোর খবর বলা হবে।

২। لا এর ইসম ও খবর উভয়টি নাকেরা হবে।

৩। ما ، لا ও إن এর খবরের শুরুতে إلا যোগ হলে হরফ তিনটি কোন আমল করবে না।

ما ও لا এর খবর ইসমের উপর مقدم হলে ما ও لا কোন আমল করবে না।

ما এর পরে অতিরিক্ত إن যোগ হলে ما কোন আমল করবে না।

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলোতে ليس এর অনুরূপ আমলকারী হরফগুলোর إعراب ব্যাখ্যা করো।

ما أحدٌ خيراً مِنك . لا صَداقَةٌ دائمَةً بغيرِ إخلاصٍ . إنِ المجاهدون جُبَنَاءَ ، مَا فَلَّاحو القريةِ أغنِياءَ .

২। নীচের শূন্যস্থানে ليس এর অনুরূপ আমলকারী একটি করে হরফ বসাও এবং إعراب ব্যাখ্যা কর।

... عامِلٌ أمينٌ . ... العمال متعبون . ... الموت بعيد .
... الكذابون مخلصون . ... أخوك ذو علم . ... تلاميذ غائبون من المدرسة .

৩। নীচের শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ বসাও এবং إعراب ব্যাখ্যা কর।

لا ظالم ... . إن الكسلان ... . ما المنافقون ... ما البنات ... .

৪। প্রতিটি হরফের তিনটি করে উদাহরণ পেশ কর; এর মধ্যে একটিতে عمل রহিত থাকবে।

৫। নীচের বাক্যগুলোতে ما ও لا কেন আমল করেনি ব্যাখ্যা কর।

مَا الدنيا إلا فانيةٌ . إنْ هذا إلاَّ ملكٌ كريمٌ . لَا رجُلٌ إلا افضلُ مِنّي . مَا عِندِي كتابٌ .

প্রশ্নমালা

১। ما . لا . إن হরফগুলো কি অর্থ দেয় এবং কি আমল করে?
২। এ হরফগুলো কিসের ক্ষেত্রে ليس এর অনুরূপ।
৩। ليس এর মত আমল করার অর্থ কি?
৪। ما . لا ও إن হরফগুলো খবরকে কি إعراب দান করে?
৫। এ হরফগুলো তাদের ইসমকে কি إعراب দান করে?
৬। এ হরফগুলোর ইসম ও খবরের إعراب পূর্বে কি ছিলো?
৭। ما এর আমল করার কয়টি শর্ত ও কি কি?
৮। لا এর আমল করার জন্য কি কি শর্ত?
৯। إن এর আমল করার জন্য কি শর্ত?
১০। অতিরিক্ত إن যোগ হয় কোন হরফের পরে?
১১। اسم ও خبر উভয়টি নাকিরা হতে হবে কোন হরফের ক্ষেত্রে?
১২। لا এর ইসম কি মারিফা হতে পারে?
১৩। ما এর ইসম কি নাকেরা হতে পারে?

لَا النافيةُ لِلجِنْسِ

الف) لَا صاحِبَ عِلْمٍ خَاسِرٌ . لَا رَاكِبَ فَرَسٍ فِي الطَّرِيقِ.

ب) لا تائِبًا إلى اللّٰهِ مُعَذَّبٌ . لَا تارِكًا الصلاةَ محمودٌ .

ج) لا سُرورَ دائم . لا شجَرَ في الحديقةِ . لا ضِدَّيْنِ مُجتَمِعانِ.

لا مُجتَهِدينَ خائِبُونَ . لَا جَاهِلاتِ مُحْتَرَماتٌ .

আলোচনা

উপরের প্রতিটি উদাহরণে لا হরফটি দ্বারা جنس এর সমস্ত أفراد থেকে خبر কে নাকচ বা দূর করা হয়েছে। যেমন, প্রথম উদাহরণে صاحب العلم এই জিনস বা শ্রেণীর সমস্ত افراد থেকে খবরকে অর্থাৎ خاسر হওয়ার হুকুমকে দূর করা হয়েছে। তাই উক্ত لا হরফটির নাম হয়েছে لاالنافيةللجنس ।

উপরের উদাহরণ থেকে তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছো যে, لاالنافيةللجنس সর্বদা الجملة الإسمية এর শুরুতে আসে। তখন مبتدأ কে لا النافية للجنس এর اسم এবং خبر কে لاالنافيةللجنس এর খবর বলে।

এবার لاالنافيةللجنس এর اسم গুলো লক্ষ করো, দেখবে, তাতে তিনটি অবস্থা আছে। প্রথম ভাগে اسم গুলো مضاف হয়েছে। আর দ্বিতীয় ভাগে হয়েছে شبيهبالمضاف এবং উভয় অবস্থায় لاالنافيةللجنس এর اسم গুলো منصوب হয়েছে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, لا النافية للجنس এর اسم যদি مضاف বা شبيه بالمضاف হয় তাহলে منصوب হবে।

এবার তৃতীয় ভাগের উদাহরণ গুলো দেখ, এখানে لا النافية للجنس এর اسم গুলো مفرد হয়েছে। অর্থাৎ مضاف বা شبيه بالمضاف হয়নি। তাই ইসমগুলো علامة النصب এর উপর মাবনী হয়েছে।

এবার নীচের উদাহরণ গুলো লক্ষ করো।

(الف) وُضِعَتِ الكُتُبُ بِلا تَرتِيبٍ . سَافَرَ المُسَافِرُ بِلا زادٍ .

(ب) لا أبوكَ حَاضِرٌ و لا أخوكَ . لا زَيدٌ عالِمٌ و لا خَالِدٌ .

(ج) لا عِنْدِي كِتَابٌ و لا قلمٌ .لافي الغُرفَةِ رَجُلٌ و لا امرأةٌ .

প্রথম ভাগের উদাহরণগুলোতে لاالنافيةللجنس কোন আমল করেনি। কিন্তু কি কারণে তার আমল ক্ষমতা রহিত হলো। লক্ষ করে দেখ; আগের উদাহরণ গুলোতে لاالنافيةللجنس এর পূর্বে কোন حرف الجر যুক্ত হয়নি কিন্তু এখানে হয়েছে। তাহলে বোঝা গেল যে, لا النافية للجنس এর পূর্বে حرف الجر যুক্ত হলে তার আমল ক্ষমতা রহিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় ভাগের উদাহরণগুলো দেখ, এখানেও لاالنافيةللجنس কোন আমল করেনি। তদুপরি لا হরফটিকে مكرر বা পুনরুক্ত করা হয়েছে। এর কারণ খুঁজলে দেখা যাবে যে, পূর্ববর্তী لا النافية للجنس এর اسم গুলো نكرة ছিলো معرفة ছিলো না। কিন্তু এখানে اسم দুটি معرفة হয়েছে। তাহলে বোঝা গেল যে, لاالنافيةللجنس এর اسم মারেফা হলে তার আমল বাতিল হয়ে যায় এবং হরফটিকে مكرر বা পুনরুক্ত করতে হয়।

এবার তৃতীয় ভাগের উদাহরণ গুলো লক্ষ কর; এখানে لا النافية للجنس এর اسم কোন আমল করেনি। তদুপরি لا হরফটিকে مكرر বা পুনরুক্ত করা হয়েছে। এর কারণ খুঁজলে

দেখা যাবে যে, এখানে ইসমটি لاالنافيةللجنس এর সংলগ্ন হয়নি অথচ পূর্বে সবকটি উদাহরণেই لا النافية للجنس এর সংলগ্ন ছিলো! তাহলে বোঝা গেল যে, لا النافية للجنس এর ইসম لا النافية للجنس টি اسم এর সংলগ্ন না হলে তার আমল বাতিল হয়ে যায় এবং তা مكرر বা পুনরুক্ত হয়।

মূলকথা

১। لا النافية للجنس মুবাতাদাকে نصب এবং খবরকে رفع দান করে। তখন মুবতাদাকে لاالنافيةللجنس এর ইসম এবং খবরকে لاالنافيةللجنس এর খবর বলে।

২। لا النافية للجنس এর ইসমটি مضاف বা شبيه بالمضاف হলে منصوب হবে। আর مفرد হলে [১] علامة النصب এর উপর مبني হবে।

لا النافية للجنس এর শুরুতে حرف الجر যুক্ত হলে তার আমল বাতিল হয়ে যাবে।

৩। لاالنافيةللجنس এর ইসম মারেফা হলে কিংবা لا থেকে বিচ্ছিন্ন হলে لا এর আমল বাতিল হয়ে যাবে এবং لا কে مكرر বা পুনরুক্ত করতে হবে।

অনুশীলনী

১। নীচের لا النافية للجنس এর মাবনী ইসম গুলোকে চিহ্নিত করো এবং কিসের উপর মাবনী হয়েছে বলো।

لا تاجِراً في المدينَةِ أمينٌ . لا اِصبَعَيْنِ مُستَوِيَتَانِ . لا مؤمِنًا بِاللهِ قانِطٌ . لا مُؤمِنَ قَانِطٌ . لا مُؤمِنِينَ قانِطُونَ . لا شارِبًا خَمْرًا صَالِحٌ . لا شَارِبَ خَمْرٍ صَالِحٌ . لا شـارِبَ ظَامِئٌ . لا بنات في هذا البيتِ .

২। নীচের لا النافية للجنس এর মুরাব ইসমগুলো ব্যাখ্যা করো।

---

(১) অর্থাৎ مضاف বা شبيه بالمضاف না হলে। এখানে مفرد শব্দটি مضاف বা شبيه بالمضاف এর বিপরীতে নয়। সুতরাং مسلم مسلمون সবই مفرد হবে।

لا مُجاهِدينَ في سبيلِ اللهِ جُبَناءُ . لا مُجاهِدَ جَبَانٌ . لا مُجاهِداً فيْ سبيلِ اللهِ جَبانٌ . لا بائعَ عِنَبٍ في السوقِ . لا بائِعَ في السوقِ . لا بائعًا عنبًا في السوقِ .

৩। নীচের আমলবঞ্চিত لاالنافيةللجنس গুলো চিহ্নিত করো এবং আমল থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ উল্লেখ করো।

لا الرجُلُ كريمٌ و لا ابنُه . لا كِتَابِيْ مَعِي و لا قَلَمِيْ . لا عِلْمَ بلا عَمَلٍ . لا في البيتِ حَيٌّ و لا مَيِّتٌ . لا عَاصِيًا أباه مُفْلِحٌ لا شاكِرِينَ رَبَّهُم خائِبُونَ . لا شاكِراً ربَّه خائِبٌ . لا شاكِرَ خَائِبٌ . لا شاكِرِينَ خائِبُونَ .

৪। উপরে কোন لاالنافيةللجنس এর اسم মাবনী হয়েছে বলো।

৫। لا شاكرين ربهم خائبون এবাক্যে شاكرين মানছুব হয়েছে নাকি علامت النصب এর উপর মাবনী হয়েছে বুঝিয়ে বল।

৬। مشرك ও مشركة শব্দ দুটিকে যথাক্রমে واحد . مثنى . جمع রূপে لاالنافيةللجنس এর اسم বানাও এবং তার ব্যাকরণগত অবস্থান ব্যাখ্যা কর।

৭। مشركٌ باللهِ . مشرِكَةٌ باللهِ এই দুইটি লফযকে যথাক্রমে واحد . مثنى . جمع রূপে لاالنافيةللجنس এর اسم বানাও এবং তার إعراب ব্যাখ্যা করো।

৮। قَاطِعُ رحِمٍ . قاطعةُ رحم এই লফয দুটিকে যথাক্রমে واحد . مثنى . جمع রূপে لا النافية للجنس এর اسم বানাও এবং إعراب ব্যাখ্যা করো।

৯। নীচের শূন্যস্থান গুলোতে لاالنافيةللجنس এর اسم বসাও (لاالنافيةللجنس এর ইসমের সবকটি ছূরত যেন এসে যায়।) এবং সেগুলোর ব্যাকরণগত অবস্থান ব্যাখ্যা করো।

لا ... في النهرِ . لا ... جميلاتٌ . لا ... لَبَنٍ مَرِيضٌ . لا ... لبنِ مريضَانِ . لا ... لبنٍ مرضى . لا ... لبن مريضةٌ . لا ... لبن مريضتان . لا ... لبن مريضات . لا في البيتِ

... و لا ... لا تذهبْ إلى المدرسةِ بِلا ... لا ... ولدها قاسيةٌ . لا ... أولادهم قُساةٌ . لا ... ذكي و لا ... .

৯। চারটি বাক্য তৈরী কর; প্রতিটি বাক্যে لا النافية للجنس এর ইসম شبه المضاف হবে। তবে প্রথম বাক্যে ইসমটি ফাতহার উপর এবং দ্বিতীয় বাক্যে ফাতহা পরবর্তী يا দ্বারা এবং তৃতীয় বাক্যে কাছরা পরবর্তী يا এর উপর এবং চতুর্থ বাক্যে كسرة এর উপর منصوب হবে।

১০। চারটি বাক্য তৈরী করো; প্রতিটি বাক্যে لا النافية للجنس এর ইসম مضاف হবে। তবে প্রথম বাক্যে ইসমটি فتح এর উপর এবং দ্বিতীয় বাক্যে ফাতহা পরবর্তী يا দ্বারা এবং তৃতীয় বাক্যে الف এর উপর এবং চতুর্থ বাক্যে كسرة এর উপর منصوب হবে।

১১। তিনটি বাক্য বলো, لا النافية للجنس এর ইসমটি প্রথম বাক্যে فتح এর উপর, দ্বিতীয় বাক্যে ياء এর উপর এবং তৃতীয় বাক্যে الف এর উপর মাবনী হবে।

১২। তিনটি বাক্য বল, যেখানে لا النافية للجنس আমল ক্ষমতা ভিন্ন ভিন্ন কারণে রহিত হয়েছে। কারণগুলো ব্যাখ্যা কর।

প্রশ্নমালা

১। لا النافية للجنس কি বুঝায়?

২। جنس এর সমস্ত আফরাদ থেকে খবরকে নফী বা দূর করার জন্য কোন হরফটি ব্যবহার করা হয়।

৩। لا النافية للجنس কথাটার শাব্দিক অর্থ কি?

৪। للجنس কার সাথে متعلق হয়েছে النافية তারকীবে কি হয়েছে?

৫। لا تلميذ غبي এ বাক্যে لا কি বুঝিয়েছে?

৬। لا قاتلَ مسلمٍ في الجنةِ এ বাক্যে لا কি বুঝিয়েছে?

৭। لا مجاهدين جيناء এর বাক্যে لا কি বুঝিয়েছে?

৮। لا ضدين مجتمعانِ এ বাক্যে لا কি বুঝিয়েছে?

৯। لا النافية للجنس কিসের শুরুতে আসে এবং কি আমল করে?

১০। لا النافية للجنس কখন তার ইসমকে নছব দেয়?

১১। لاالنافيةللجنس এর ইসমটি কখন মাবনী হয়? এবং কিসের উপর মাবনী হয়?

১২। لاالنافيةللجنس এর ইসমটি شبيه بالمضاف হলে তার ব্যাকরণগত অবস্থা কি হবে?

১৩। لا এর ইসমটি المفردالنكرة হলে তার ব্যাকরণগত অবস্থা কি হবে?

১৪। لا এর ইসমটি المفردالنكرة হয়ে معرب হতে পারে কি?

১৫। لا এর আমল কখন রহিত হয়?

১৬। لا এর ইসমটি المفردالمعرفة হলে তার ব্যাকরণগত অবস্থা কি হবে?

الدرس العاشر

الأَحْرُفُ النَاصِبةُ للفعلِ المُضارِعِ

(الف) أريدُ أنْ أجاهِدَ فى سَبيلِ اللّٰهِ . لَا أريدُ أنْ تَجْلِسوا بِجانِبِي. نُرِيدُ أنْ نُصَلِّيَ في المسجدِ . أتُحِبِّينَ أنْ تَتَعلَّمِيْ اللُّغةَ العَرَبِيةَ . أَنْ تَصومُوا خَيرٌ لَّكُم . يُحزِنُنى أن أفارِقَكُمْ وَ لَوْ لِمُدَّةٍ قَصِيرَةٍ .

(ب) لَنْ نَدْعُوَ إلٰهًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ . لَنْ يَّنالُوا رِضَى اللّٰهِ. لَنْ تَرضَى عَنْكَ اليَهودُ . أصدِقاؤُكَ لَنْ يَنْسَوا صَنِيعَكَ هذا . إنَّ الَّذيْنَ كَفَرُوا لَنْ يَّضُرُّوكَ شيئًا .

(ج) نُجاهِدُ في سبيلِ اللّٰهِ كَيْ نَشْتَرِيَ مِنَ اللّٰه الجَنَّةَ . سَاعِدُوا المُحتاجِينَ كَيْ تَنالُوا رِضَى ربِّكُمْ . خَرَجَ التَّلامِيذُ مِنَ الفَصْلِ كَيْ يَلعَبُوا في الحَدِيقَةِ . أسْلَمْتُ كَيْ أدخُلَ الجَنَّةَ .

(د) إذَنْ تَكُونُوا مِنَ النَّادِمِينَ . (قُلتَ جَوابًا لِمَنْ قَالُوا لَن نَسْتَمِعَ إلى نُصْحِكَ)

إذَنْ تَدْخُلَ الجَنَّةَ . (قلتَ جَوابًا لِمَنْ قالَ : أسلَمْتُ)

إذَنْ يَرضَى اللّٰهُ عَنْكِ و تَسْعَدِيْ (قُلتَ جوابًا لِمَن قَالَتْ : سأكُونُ بَارَّةً بِأمِّيْ)

إذَنْ أُكرِمَكَ . (قلتَ جَوابًا لِمَنْ قالَ : سأزُورُكَ) .

إذَنْ يَفُوزَا فَوزًا عَظِيمًا . (قلتَ جَوابًا لِمَنْ قالَ : صَدِيقَايَ خَرَجَا يُجاهِدَانِ في سَبيلِ اللّٰهِ)

আলোচনা

যদি প্রশ্ন করি; فعل مضارع কখন معرب হয়? তাহলে তুমি নিশ্চয় বলবে, نون الجمع ও نون التوكيد থেকে মুক্ত হলে। যদি প্রশ্ন করি فعل مضارع কখন مرفوع হয়? তাহলে তুমি নিশ্চয় বলবে, ناصب ও جازم থেকে মুক্ত হলে। আবার যদি প্রশ্ন করি فعل مضارع কখন منصوب বা مجزوم হয় তাহলে অবশ্যই তুমি বলবে, শুরুতে ناصب বা جازم যুক্ত হলে। কেননা, এ সকল কথা আগেই তুমি জেনেছো।

এবার আমরা ناصب (ও পরবর্তীতে جازم) সম্পর্কে আলোচনা করবো।

প্রথম ভাগের প্রথম উদাহরণটি দেখ, أريد একটি فعل مضارع এবং نون الجمع ও نون التوكيد থেকে মুক্ত হওয়ার কারণে معرب এবং ناصب ও جازم থেকে মুক্ত হওয়ার কারণে তার শেষে إعراب رفع হয়েছে।

পক্ষান্তরে أجاهد ফেয়েলটি কিন্তু منصوب হয়েছে। কেন منصوب হল? ফেয়েলটির শুরুতে أن অব্যয় দেখে সহজেই আমরা বলতে পারি যে, أن হচ্ছে فعل مضارع কে نصب দানকারী বা ناصب

তদ্রূপ দ্বিতীয় ভাগের ندعو এবং তৃতীয় ভাগের نشتري এবং চতুর্থ ভাগের أكرمك এই منصوب ফেয়েল গুলোর শুরুতে যথাক্রমে لن، كي، إذن হরফগুলো দেখে সহজেই আমরা বুঝতে পারি যে, এই হরফগুলো হচ্ছে فعل مضارع কে নছব দানকারী বা ناصب

বিভিন্ন উদাহরণ থেকে তুমি একথাও নিশ্চই বুঝতে পেরেছো যে, বিভিন্ন ফেয়েলে নছবের বিভিন্ন আলামত ব্যবহৃত হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নছবের আলামত অপ্রকাশিতও রয়েছে। যথা, أجاهد এখানে নছবের আলামত হচ্ছে ফাতহা। نجلسوا এখানে نصب এর আলামত হচ্ছে نون الإعراب ফেলে দেয়া। نرضى এখানে نصب এর আলামত হচ্ছে অপ্রকাশিত ফাতহা।

এখানে الحروف الناصبة গুলোর অর্থ সম্পর্কেও আলোচনা করা দরকার।

দেখ, أريد الجهادَ এবং أريد أن أجاهدَ উভয় বাক্যের অর্থ কিন্তু অভিন্ন। তাহলে পরিষ্কার বোঝা গেলো যে, أن হরফটি فعل مضارع কে نصب দানের সাথে সাথে তাকে مصدر এ রূপান্তরিত করে। এধরনের مصدر কে مصدر مُؤوَّل বলে। সুতরাং أن যেমন الحرف الناصب তেমনি حرف المصدر ও।

দ্বিতীয় ভাগের প্রথম উদাহরণটি লক্ষ করে দেখো, এখানে لن ندعو অর্থ কিছুতেই ডাকবো না। অর্থাৎ ডাকার কাজটা ভবিষ্যতে আমার দ্বারা কিছুতেই

হবে না। তাহলে বোঝা গেলো, لن হরফটি না বাচক ভবিষ্যৎ ফেয়েলকে দৃঢ় করে।

এবার তৃতীয় ভাগের প্রথম উদাহরণটি দেখ, এখানে كي একথা বুঝাচ্ছে যে, জান্নাতে প্রবেশ করা ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্য। তাহলে বোঝা গেলো كي হরফটি পূর্ববর্তী ফেয়েলের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে।

চতুর্থ ভাগের উদাহরণ গুলো থেকে তুমি সহজেই বুঝতে পারবে যে, إذن হরফটি পূর্ববর্তী বাক্যের উত্তরে ব্যবহৃত হয় এবং একথা বুঝায় যে, পরবর্তী বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের ফল। যেমন প্রথম উদাহরণে উপদেশ না শোনার ফল হলো লজ্জিত হওয়া।

মূলকথা

فعل مضارع কে نصب দানকারী حرف চারটি। যথা إذن، كي، لن، ان এগুলোকে نواصب المضارع বলে। فعل مضارع তে সাধারণতঃ নছবের আলামত হবে ১। فتحة ২। আর نون الإعراب থাকলে তা ফেলে দেয়া ৩। শেষে الف হলে অপ্রকাশিত ফাতহা।

أن হরফটি ماضي ও مضارع উভয় ফেয়েলকে مصدر এ রূপান্তরিত করে এবং مضارع কে নছব দেয়।

لن হচ্ছে ভবিষ্যতকালের দৃঢ় নাবাচক অব্যয়। অর্থাৎ لن একথা বুঝায় যে, ফেয়েলটি ভবিষ্যতে কিছুতেই ঘটবে না।

كي হেতু বা উদ্দেশ্য প্রকাশক অব্যয়, অর্থাৎ كي হরফটি পূর্ববর্তী ফেয়েলের উদ্দেশ্য বুঝায়।

إذن হরফটি পূর্ববর্তী কথার উত্তরে ব্যবহৃত হয় এবং একথা বুঝায় যে, পরবর্তী فعل টি হচ্ছে পূর্ববর্তী বাক্যের ফল।

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলোতে نواصب المضارع চিহ্নিত কর এবং نصب আলামত ব্যাখ্যা কর।

يَسُرُّنِي أنْ أرَاكَ تَتَعَلَّمُ اللُّغَةَ العربيةَ . قَالَتْ أختُ بلالٍ : أريدُ أن أشَاوِرَ خَالداً في هذا الأمرِ . قلتُ لَها : إذَنْ تَجِدِي رَأيـاً

صائبًا . أيها الأغنياءُ ! ادْعُوا المسَاكِينَ كَيْ تَتَصَدَّقُوا عَلَيهِم ، يَا صَاحِبَيَّ ! اِلْتَزِمَا الصِّدْقَ في القولِ كَي لا تَفْقِدَا ثِقَةَ النَّاسِ بِكُمَا . يَا صَدِيقِيَ العَزِيزَ ! لَنْ أنسَى ضَيفَك هذا .

২। أن تصوموا خير لكم বাক্যটির অর্থ বল এবং ان تصوموا এর স্থলে প্রকৃত مصدر ব্যবহার কর।

৩। প্রথম ভাগের সবকটি উদাহরণে المصدر المؤول এর পরিবর্তে প্রকৃত مصدر ব্যবহার করল।

৪। নীচের শূন্যস্থান গুলোতে একটি ناصب বসিয়ে বাক্যটি পড় ও অর্থ বল।

اذهب إلى السوق .... تشترى لي حوائج البيت

৫। যে কোন তিনটি বাক্যে إذن ব্যবহার কর।

৬। যে কোন তিনটি বাক্যে كي ব্যবহার কর।

প্রশ্নমালা

১। ফেয়েলে মুযারেকে নছব দানকারী হরফ কয়টি ও কি কি?

২। أن হরফটি فعل مضارع কে نصب দেয়া ছাড়া আর কি কাজ করে?

৩। أن হরফটি কি فعل مضارع ছাড়া অন্য কোন فعل এর শুরুতে আসে?

৪। أن হরফটি কি فعل مضارع ছাড়া অন্য কোন فعل কে نصب দান করে?

৫। أن হরফটি কোন কোন ফেয়েলকে مصدر এ রূপান্তরিত করে?

৬। أن হরফটি কোন فعل কে نصب দান করে?

৭। أن হরফটি فعل ماضي কে নছব দেয় না কেন?

৮। لن হরফটি কি অর্থ দান করে?

৯। لن বর্তমানের না ভবিষ্যতের অর্থ দান করে?

১০। لا হরফটি فعل مضارع এর শুরুতে এসে বর্তমানের না ভবিষ্যতের অর্থ দান করে?

১১। لا হরফটি কি না-বাচক অর্থকে তাকীদ করে?

১২। لن ও لا এর অর্থের মাঝে কয়টি পার্থক্য?

১৩। لن ও لا এর মাঝে কয়টি পার্থক্য?

১৪। كي হরফটি কি অর্থ প্রদান করে?
১৫। إذن কোথায় ব্যবহৃত হয়?
১৬। إذن হরফটি কি অর্থ দান করে?
১৭। إذا ও إذن এর মাঝে অর্থের কোন পার্থক্য আছে কি?
১৮। إذا ও إذن এর ব্যবহারের ক্ষেত্র কি?

نَصبُ المُضارِعِ بِأَنْ اَلْمُضْمَرَةِ بَعدَ لَامِ التَّعْلِيلِ

(الف) جلست لإستريح . ذهبت إلى السوق لأشتدى القلم . عجلب إليك رب لترضى . ذهبت إلى بيت صديقى لإعوده . خرجوا ليجاهدوا فى سبيل الله.

(ب) جَلَسْتُ لِأَنْ أَستَرِيحَ . عَجِلتُ إِلَيكَ رَبِّ لأَنْ تَرضٰى . أَذهَبُ إِلٰى صَدِيقى لأنْ أعُودَه . خَرَجوا لِأَنْ يُجاهِدُوا في سبيلِ اللهِ .

আলোচনা

উপরে প্রথম ভাগে প্রতিটি فعل مضارع এর শুরুতে لام যুক্ত হয়ে একথা বুঝিয়েছে যে, পরবর্তী ফেয়েলটি হচ্ছে পূর্ববর্তী ফেয়েলের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ পরবর্তী ফেয়েলটি হাছেল করার জন্য পূর্ববর্তী ফেয়েলটি ঘটেছে। যেমন বসার উদ্দেশ্য বা কারণ হচ্ছে বিশ্রাম লাভ, বাজারে যাওয়ার উদ্দেশ্য বা কারণ হচ্ছে কলম খরিদ করা ইত্যাদি। একারণেই উক্ত লামকে لام التعليل বলে। আগে তুমি এ কথা জেনেছো যে, كي হরফটিও এ কথা বুঝায়। সুতরাং كي ও لام উভয় সমার্থক।

আবার লক্ষ করো, উপরে لام যুক্ত প্রতিটি فعل مضــــارع মানছুব হয়েছে। অথচ فعل مضارع কে নছব দানকারী চারটি হরফের কোন হরফ এখানে নেই। তাহলে এ ফেয়েলগুলোকে নছব দিলো কে? দ্বিতীয় ভাগের উদাহরণ গুলো দেখলেই তুমি এ প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে। অর্থাৎ أن হরফটিই لام এর পরে উহ্য থেকে; আমল করেছে। যেহেতু لام এর পরে

أنْ হরফটি কখনো উহ্য থাকে কখনো উক্ত থাকে সেহেতু আমরা বলতে পারি যে, أنْ হরফটি لام التعليل এর পরে ঐচ্ছিকভাবে উহ্য থেকে আমল করে।

মূলকথা

أنْ হরফটি لام التعليل এর পরে ঐচ্ছিকভাবে উহ্য থেকে আমল করে।

بَعدَ لَامِ الجُحودِ

مَا كُنْتُ لِأَكْذِبَ . مَا كَانَ الصَّديقُ لِيَخُونَ صديقَه . مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ . لَم تَكونُوا لِتُشرِكُوا بِربِّكم. لَمْ أكُنْ لِأُرَافِقَ الأشرَارَ .

আলোচনা

উপরের উদাহরণগুলো দেখ, প্রতিটি فعل مضارع এর শুরুতে لام যুক্ত হয়েছে। কিন্তু এটা لام التعليل নয়। কেননা এই لام পূর্ববর্তী ফেয়েলের উদ্দেশ্য বুঝায় না। সুতরাং বোঝা গেল যে, এটা অন্য ধরনের لام

লক্ষ্য করে দেখ, প্রতিটি উদাহরণেই لام এর পূর্বে الكون মাছদার থেকে নির্গত একটি ماضي منفي এসেছে। তাহলে বোঝা গেলো যে, এই لام সর্বদা الكون মাছদার থেকে নির্গত ماضي منفي এর পরে আসে। এজন্যই এটাকে لام النفي বা لام الجحود বলে।

তুমি নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছো যে, لام الجحود এর পরে فعل مضارع মানছুব হচ্ছে। অথচ نصب দানকারী চারটি হরফের কোন হরফ এখানে নেই। সুতরাং বলতেই হবে যে, এখানে নছব দানকারী একটি হরফ উহ্য থেকে نصب দান করেছে।

বলাবাহুল্য যে, উক্ত উহ্য হরফটি أنْ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। কেননা অন্য কোন হরফ উহ্য ধরলে অর্থ শুদ্ধ হবে না।

لام التعليل এর পরে أنْ ঐচ্ছিকভাবে উহ্য ছিলো। কিন্তু আশা করি তুমি বুঝতে পেরেছো যে, لام الجحود এর পরে أنْ বাধ্যতামূলকভাবে উহ্য থাকবে।

মূলকথা

لام الجحود এর পরে أن হরফটি বাধ্যতামূলকভাবে উহ্য থেকে فعل مضارع কে নছব দান করে।

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলোতে لام التعليل চিহ্নিত করো।

يَبعَثُ اللّٰهُ الخَلقَ لِيُحَاسِبَه . يا عائشةُ ! لَم تَكوني لِتَستَطيعِي هذا العَمَلَ ، لَولاَ مُساعَدَتى لك . أَيُّهَا النَّاسُ ! مَا خَلَقَكُمْ اللّٰهُ لِتَتَّبِعُوا الشَّيطانَ و تَعصوا رَبَّكُمْ . هٰذانِ التِّلميذَانِ لَمْ يَكونَا لِيَنجَحَا في الامْتِحانِ . مَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَولا أن هَدانَا اللّٰهُ .

২। নীচের বাক্যগুলোতে لام الجحود চিহ্নিত করো।

ما كُنتُمْ لِتَنالُوا هٰذه السَّعَادَةَ إلا بِالإيمانِ . لَمْ يَكُونُوا لِيَخُونُوا الأمانَةَ . وَ عَجِلتُ إلَيكَ رَبِّ لِتَرضٰى . كَانُوا مُجْتَهِدينَ لِيَبْنُوا مُستَقبَلَهُمْ .

৩। নীচে শূন্যস্থানে এমন কিছু শব্দ যোগ কর যাতে فعل مضارع এর পূর্বে যুক্ত لام لام الجحود হয়।

... لِأَنَالَ رِضَى اللّٰهِ بِمَعْصِيَتِهِ .

... لِتَعْرِفُوا الخَيْرَ و الشَّرَّ .

... لِنَهتَدِيَ لَوْلا أنْ جَاءَ الرَّسُولُ .

... لِتَعصِيَا أمْرَ أبَوَيْهِما .

৪। তিনটি لام التعليل এবং তিনটি لام الجحود যুক্ত বাক্য বলো।

প্রশ্নমালা

১। لام التعليل কি অর্থ বুঝায়?
২। لام الجحود কাকে বলে?
৩। এই লামকে لام الجحود কেন বলে?
৪। এই দুই লাম এর পরে فعل مضارع কিভাবে منصوب হয়?
৫। কোন লামের পর أن বাধ্যতামূলকভাবে উহ্য থেকে আমল করে?
৬। لام التعليل এর পরে أن কি উল্লেখিত হতে পারে?
৭। অর্থের দিক থেকে উভয় লামের মাঝে পার্থক্য কি?
৮। أن উহ্য থাকার ব্যাপারে উভয় লামের মাঝে পার্থক্য কি?
৯। কোন লাম এর পরে أن ঐচ্ছিকভাবে উহ্য থেকে আমল করে?
১০। لام الجحود এর পরে أن বাধ্যতামূলকভাবে উহ্য থাকে না ঐচ্ছিকভাবে?

بعد أو

(الف) لَازِمِ الفِرَاشَ أَوْ يَتِمَّ شِفَاؤُكَ . لَنْ أَتْرُكَكَ أو تُعْطِيَنِي حَقِّيْ . سَأَبْقَى مَعَكُمْ أو تَطْرُدُونِي .

(ب) لَن يَرْضَى عَنْكَ اللّٰهُ أو تُجَاهِدَ في سَبِيلِهِ . لَنْ يَرفَعَ اللّٰهُ شَأْنَكُمْ أو تَعودُوا إلى الإسلامِ مِنْ جَديدٍ . أُحِبُّكَ لِلأَبَدِ أو تَخُونَ في الأَمَانَةِ

আলোচনা

উপরের উদাহরণগুলোতে يتم . تعطي . تطردوا . تجاهد . تعودوا . تخون এই فعل مضارع গুলোর শুরুতে أو হরফটি যুক্ত হয়েছে।

লক্ষ্য করে দেখ, প্রথম তিনটি উদাহরণে أو হরফটি إلى এর সমার্থক হয়েছে। কেননা এখানে أو এর পরিবর্তে إلى ব্যবহার করলেও অর্থের কোন পরিবর্তন হয় না। যেমন–

لأَزِمِ الفراشَ إلى أنْ يَتِمَّ شِفَاؤكَ . لَنْ أتركَكَ إلى أن تُعْطِيَنى حَقِّى.
سَأبْقَى معَكُمْ إلى أنْ تَطْرُدُونِي .

পক্ষান্তরে অবশিষ্ট তিনটি উদাহরণে أو হরফটি إلا এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা এখানে أو এর পরিবর্তে إلا ব্যবহার করা যায়। তাতে অর্থের কোন অসুবিধা হয় না। যেমন–

لَن يَرْضَى عَنْكَ اللّهُ إلاَّ أن تُجَاهِدَ في سبِيلِه . لَنْ يَرفَعَ اللّهُ شأنَكُمْ إلاَّ أنْ تَعودُوا إلى الإسلامِ مِنْ جَديدٍ . أحِبُّكَ لِلأبَد إلاَّ أن تَخُونَ في الأمَانَةِ .

তুমি নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছো যে, أو এর পরে فعل مضارع গুলো منصوب হয়েছে। অথচ نصب দানকারী কোন হরফ দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং বোঝা গেলো, এখানে কোন একটি ناصب উহ্য রয়েছে। বলাবাহুল্য যে, সেটা أن ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। কেননা أو যে দুটি হরফের সমার্থক সেখানে আমরা أن দেখতে পাচ্ছি।

أو এর পরে কখনো أن হরফটিকে প্রকাশিত হতে দেখা যায় না। সুতরাং বোঝা গেলো যে, أو এর পরে أن বাধ্যতামূলকভাবে উহ্য থেকে فعل مضارع কে نصب দান করে।

মূলকথা

أو হরফটির পর أن বাধ্যতামূলকভাবে উহ্য থেকে فعل مضارع কে نصب দান করে।

بعد حتى

العِلْمُ لا يُعْطِيكَ بَعْضَه حَتَّى تُعْطِيَهُ كُلَّكَ . لا تَدْخُلُوا حَتَّى آذَنَ لَكُمْ . يا بِنْتُ ! لا تَأكُلِيْ حَتَّى تَجُوعِيْ . سَألْزَمُ الفِرَاشَ حَتَّى يَتِمَّ شِفَائِيْ .

আলোচনা

উপরের উদাহরণগুলোতে লক্ষ করে দেখ, حتى এর পরে প্রতিটি فعل مضارع মানছুব

হয়েছে কিন্তু নছব দানকারী কোন হরফ এখানে নেই। তাহলে বোঝা গেলো যে, حتى এর পরে কোন একটি নাছেব উহ্য থেকে فعل مضارع কে নছব দিয়ে থাকে। আর সেই উহ্য নাছিব أن ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। কেননা حتى হরফটি إلى এর অর্থে ব্যবহৃত। তাই حتى এর পরিবর্তে إلى ব্যবহার করলে অর্থের অসুবিধা ঘটে না। যেমন–

العِلْمُ لا يُعْطِيكَ بَعْضَه إلىٰ أن تُعْطِيَه كُلَّكَ . لا تَدْخُلُوا إلىٰ أن آذَنَ لَكُمْ . يا بِنْتُ ! لا تَأكُلِي إلىٰ أن تَجُوعِي . سَأَلْزَمُ الفِراشَ إلى أنْ يَتِمَّ شِفَائِي .

আর দেখতেই পাচ্ছো যে, إلى এর পরে أن হরফটি فعل مضارع কে নছব দান করছে। সূতরাং إلى এর সমার্থক حتى এর পরে أن হরফটিই উহ্য থেকে আমল করবে। একথাও মনে রাখতে হবে যে, حتى এর পরে أن বাধ্যতামূলক ভাবেই উহ্য থাকে।

মূলকথা

حتى, এরপরে أن বাধ্যতামূলক ভাবে উহ্য থেকে فعل مضارع কে নছব দান করে।

অনুশীলনী

১। নীচের উদাহরণ গুলোতে أو এর পরিবর্তে إلى কিংবা إلا ব্যবহার করো।

لا تَكْسِبُ ثَناءَ النَّاسِ أو تَكْسِبَ خِصالاً حَمِيدَةً . أَيُّها النَّاسُ لَنْ تَفْهَمُوا كِتابَ اللهِ أو تَتَعَلَّمُوا اللُّغَةَ العَرَبِيَّةَ . يَثِقُ النَّاسُ بِالمَرْءِ أو يَخُونَ.

২। নীচের বাক্যগুলোতে أو ও حتى এর অর্থ ও আমল ব্যাখ্যা করো এবং فعل مضارع গুলো إعراب এর কোন আলামত কেন গ্রহণ করেছে বলো।

يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتّٰى تستأنسوا و تُسَلِّمُوا على أَهْلِها . يَكُون العِلْمُ عَلي صاحِبِه وَبالاً أو يَعْمَلَ بِما عَلِمَ . أَيُّها المُجَاهِدُونَ لا تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ أو تَنْتَصِرُوا .

৩। এমন তিনটি বাক্য বলো যেখানে أو এর পরে أن উহ্য থেকে فعل مضارع কে নছব দেবে এবং أو হরফটি إلا এর সমার্থক হবে।

৪। এমন তিনটি বাক্য বলো যেখানে أو এর পরে أن উহ্য থেকে فعل مضارع কে নছব দেবে এবং أو হরফটি إلى এর সমার্থক হবে।

৫। এমন তিনটি বাক্য বলো যেখানে حتى এর পরে أن উহ্য থেকে فعل مضارع কে নছব দেবে।

৬। শূন্যস্থানে উপযুক্ত فعل مضارع বসিয়ে বাক্য পূর্ণ করো।

جاهِدُوا في اللهِ أوْ .... يَطِيْبُ لَنا العَيشُ حَتّٰى .... لا يَسْلَمُ أحدٌ من مَكْرِ الشيْطانِ أوْ ....

প্রশ্নমালা

১। أو হরফটি কি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়?

২। أو হরফের পরে ফেয়েলে مضارع কখন منصوب হয়?

৩। ننتصر أو نموتُ এখানে أو এর পরে فعل مضارع মানছুব হল না কেন?

৪। উক্ত উদাহরণে أو কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

৫। أو এরপরে فعل মানছুব হওয়ার জন্য কি শর্ত?

৬। لَن نَضَعَ السِّلَاحَ أو يَسْتَسْلِمَ العَدُوُّ এবাক্যে أو কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৭। أو ও حتى এর পরে أن কখনো প্রকাশিত হতে পারে কি?

৮। أو ও حتى এর পরে أن কি ঐচ্ছিকভাবে উহ্য থাকে?

৯। أو এরপরে أن ছাড়া অন্য কোন নাছিব উহ্য হতে পারে না কেন?

১০। حتى এরপরে أن হরফটিকেই উহ্য ধরতে হবে কেন?

بَعدَ فاءِ السَّبَبِ

لَمْ أكْذِبْ فَأُعَاقَبَ . لم يَسْأَلْ فيُجِيبَ . اِصْنَع المعْرُوفَ فتَنالَ الشكر. كن متواضعا فتحب . لا تكذب فتعاقب . لا تفعلوا منكرا فتندموا . هل ارتكبت ذنبا فأعاقب

هَلْ سَأَلْتُكَ فَتُجِيبَ . لَيْتَنِي صَنَعْتُ الْمَعْرُوفَ فَأَنَالَ الشُّكْرَ .
لَيْتَكَ تَوَاضَعْتَ فَتَكُونَ مَحْبُوبًا مِنَ النَّاسِ . لا تَكْذِبْ فَتُعَاقَبَ
لا تَفْعَلُوا مُنْكَراً فَتَنْدَمُوا .

আলোচনা

উপরের উদাহরণগুলো লক্ষ করো, এখানে ف এর পরে একটি فعل مضارع রয়েছে এবং فاء হরফটি একথা বুঝাচ্ছে যে, তার পূর্ববর্তী ফেয়েলটি পরবর্তী ফেয়েলে কারণ।

অর্থাৎ মিথ্যা বলা শাস্তি লাভের কারণ এবং প্রশ্ন করা উত্তর দেয়ার কারণ এবং সদাচরণ করা কৃতজ্ঞতা লাভের কারণ, ইত্যাদি। একারণেই উক্ত فاء কে فاء السبب বলে।

এই فاء السبب এর পরে প্রতিটি فعل مضارع মানছুব হয়েছে। অথচ নছব দানকারী কোন হরফ এখানে নেই। তাহলে বোঝা গেল যে, فاء السبب এর পরে একটি أن উহ্য থেকে পরবর্তী فعل مضارع কে নছব দান করেছে।

فاء السبب এর পরে أن হরফটিকে কখনো প্রকাশিত রূপে দেখা যায় না। সুতরাং বোঝা গেলো যে, এখানেও أن হরফটি বাধ্যতামূলকভাবে উহ্য থাকে।

প্রথম দুইটি উদারহণ লক্ষ করো; فاء হরফটির পূর্বে نفي বা নাবাচক অব্যয় রয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের উদাহরণ গুলোতে فاء হরফের পূর্বে যথাক্রমে أمر ও النهي রয়েছে। চতুর্থ ভাগে فاء হরফের পূর্বে الاستفهام বা প্রশ্নবাচক অব্যয় রয়েছে। পঞ্চম ভাগে রয়েছে تمنى বা আকাঙক্ষাবাচক অব্যয়।

তাহা হলে বোঝা গেল যে, فاء السببية এর পরে فعل مضارع মানছুব হওয়ার জন্য শর্ত হলো শুরুতে تمنى،استفهام،أمر،نهي،نفي থাকা।

মূলকথা

فاء السببية এরপরে বাধ্যতামূলকভাবে উহ্য থেকে فعل مضارع কে নছব দান করে।

তবে শর্ত এই যে, শুরুতে تمنى،استفهام،أمر،نهي،نفي ইত্যাদির কোন একটি থাকবে।

بعد واو المعية

(الف) لا تَأْمُرْ بِالصِّدْقِ و تَكْذِبَ . لا تَكُنْ قَاضِيًا و تَظْلِمَ .

(ب) أ تَأْمُرُ النَّاسَ بِالصِّدْقِ و تَكْذِبَ . أَتَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ و تَظْلِم

(ج) لَيْتَنِي أَفْعَلُ الخَيْرَ و أنالَ رِضَى الرَّبِّ . لَيْتَكُمْ تَنْظُرونَ إلى عُيوبَكُم و لا تَنْظُروا إلى عُيُوبِ النَّاسِ .

(د) مُرْ غيركَ بالصِّدْقِ و تَصْدُقَ . كُنْ قَاضِيًا و تَعدِلَ .

(ه) مَا أمرْتُ أحداً بالصِّدْقِ و أكْذِبَ . لَمْ أتَصَدَّق على الفُقَراءِ و أمُنَّ عليهِم .

আলোচনা

উপরের উদাহরণগুলো লক্ষ করো, لاتنظروا، أنالَ، تَظلم، تكذبَ أمن،تعدل،تصدق ইত্যাদি প্রতিটি فعل مضارع এর পূর্বে একটি واو রয়েছে। দেখ, واو হরফটি এখানে مع এর অর্থ দান করছে। যেমন, প্রথম উদাহরণের অর্থ হচ্ছেঃ لا تأمر بالصدق مع كذبك একারণেই এই واو কে واو المعية বলা হয়।

তুমি নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছ যে, واو المعية এর পরে فعل مضارع মানছুব হয়েছে। অথচ এখানে فعل مضارع কে নছব দানকারী কোন হরফ নেই। সুতরাং বোঝা গেলো যে, واو المعية এর পরে একটি أن উহ্য থেকে فعل مضارع কে নছব দান করছে।

এই উহ্য থাকা বাধ্যতামূলক, তাই তা কখনো প্রকাশ পায় না।

আরেকটি বিষয় লক্ষ করো, প্রতিটি واوالمعية এর পূর্বে تمنى،استفهام،أمر،نهي،نفى ইত্যাদি রয়েছে। সুতরাং বোঝা গেলো যে, واوالمعية এর পরে فعلمضارع মানছুব হওয়ার জন্য শুরুতে এ গুলো থাকা জরুরী।

মূলকথা

واوالمعية এর পরে أن বাধ্যতামূলক ভাবে উহ্য থেকে فعل مضارع কে নছব দান করে। তবে শর্ত এই যে, তার শুরুতে تمنى، استفهام، أمر، نهي، نفى ইত্যাদি থাকবে।

মোট ছয়টি স্থানে أن উহ্য থেকে فعل مضارع কে নছব দান করে। স্থান ছয়টি হলো–

১। لام التعليل এরপরে।　　২। لام الجحود এরপরে।

৩। أو এরপরে।　　৪। حتى এর পরে।

৫। فاء السبب এরপরে।　　৬। واوالمعية এর পরে।

لام التعليل ছাড়া অন্য পাঁচটি ক্ষেত্রে أن বাধ্যতামূলক ভাবে উহ্য থাকে। পক্ষান্তরে لام التعليل এর পরে أن ঐচ্ছিকভাবে উহ্য থাকে।

فاء السبب ও واو المعية এর পরে فعل مضارع মানছুব হওয়ার জন্য শর্ত হল শুরুতে نفي، نهي، أمر، استفهام، تمنى ইত্যাদি থাকা।

অনুশীলনী

১। নীচের উদ্ধৃতিতে মানছুব فعل مضارع গুলো চিহ্নিত কর এবং نصب হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো।

مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِصِبْيَانٍ يَلْعَبُونَ . و فِيهِمْ عَبْدُ اللهِ حَفِيدُ الْعَوَّامِ . فَلَمَّا لَمَحُوه (أي أبصَرُوه) هَرَبُوا مِنْ وَجْهِهِ إلاَّ عَبْدَ اللهِ، فَمَا كانَ لِيَفِرَّ ، فقالَ له عُمَرُ : مَا لَكَ لَم تَقُمْ لِتَهْرُبَ مَعَ رُفَقَائِكَ ، فقَالَ يا أميرَ المؤمنينَ ! لَمْ أكُ عَلي رِيْبَةٍ فَأَخَافَ سَطوَتَكَ وَ لَمْ تَكُنِ الطريقُ ضَيِّقةً فَأُوَسِّعَ لكَ ، فَعَجبَ مِنْ فِطْنَتِه وَ سُرْعَةِ خَاطِرِه .

خَرَجْنا إلى الحُقُولِ لِنُرِيحَ نُفُوسَنا مِنْ عَنَاءِ العَمَلِ و لَنْ نَعودَ حَتَّى تَغِيبَ الشمسُ ، لم يَكُنِ الوَلَدُ لِيَخَافَ أبَاهُ ، لا تُكْثِرْ مُعَاتَبةَ الصَّديقِ فَيَهونَ عليه سَخَطُكَ ، لَمْ يأمُرِ الناصحُ بالأَمَانَةِ و يَخونَ ، لا تَكُنْ رَطبًا فتُعْصَرَ وَ لا يَابِسًا فَتُكْسَرَ.

২। নীচের শূন্যস্থান গুলোতে মানছুব فعل مضارع বসাও এবং نصب হওয়ার কারণ ও علامة النصب ব্যাখ্যা করো।

الْتَزِمُوا بالصِّدْقِ و الأَمَانَةِ أو ....

لَمْ يَطْلُبِ الرَّجُلانِ المُسَاعَدَةَ و ....

يُثَابُ المَرْأُ علي المَصَائِبِ أو ....

مَا كُنتُمْ لِـ .... الأحبابَ .

لا تَنْهَ عَنْ مُنْكَرٍ و ....

اِدَّخِرْ مَالاً فِي زَمَنِ الرَّخَاءِ لِـ ....

لَمْ يَدَّخِرُوا مَالاً فِي زَمَنِ الرَّخَاءِ فَـ ....

لا تَحُضَّيْ عَلَى إِطْعَامِ المَسَاكِينِ و ....

لا تُفْشِيَا سِرَّ إِخْوَانِكُمَا فَـ ....

لَيْتَكُمَا لَمْ تُغْضِبَا وَالِدَيْكُمَا فَـ ....

لَمْ يَزْرَعْ أَحَدٌ جَمِيلاً وَ .....

৩। নীচের শূন্যস্থান পুরা করে বাক্য গুলো পূর্ণাংগ করো।

....فَتَدُومَ لَكَ صَدَاقَتُهُ.

....فَتَكْسُدَ تِجَارَتُكَ.

....حَتَّى يَتِمَّ لَكُمُ النَّصْرُ

....حَتَّى لا تَفْقِدَ ثِقَةَ صَدِيقِكَ بِكَ

....لِيَشْتَغِلا بِاللَّهْوِ.

....أَوْ يَصِلُوا إِلَى مَقْصُودِهِمْ

.... وَتَعْصِيَ رَبَّكَ.

৪। যে কোন বিষয়ে একটি রচনা লেখো যেখানে উহ্য أن দ্বারা فعل مضارع মানছুব হওয়ার সবক'টি স্থান এসে যাবে।

প্রশ্নমালা

১। فاء السبب কি অর্থ বুঝায়?

২। واو المعية কি অর্থ বুঝায়?

৩। উক্ত হরফ দুটির পরে أن ঐচ্ছিকভাবে উহ্য থাকে না বাধ্যতামূলকভাবে?

৪। أن কোথায় ঐচ্ছিক ভাবে উহ্য থেকে আমল করে?

৫। فاء السبب এর পরে فعل مضارع উহ্য أن দ্বারা মানছুব হওয়ার জন্য কি শর্ত?

৬। আর কোথায় فعل مضارع মানছুব হওয়ার জন্য এধরনের শর্ত রয়েছে?

৭। যে সকল হরফের পরে أن উহ্য থেকে আমল করে সেগুলোর মধ্যে কোন হরফ একথা বুঝায় যে, পরবর্তী ফেয়েলটি পূর্ববর্তী فعل এর উদ্দেশ্য এবং কোন হরফ

একথা বুঝায় যে, পূর্ববর্তী ফেয়েলটি পরবর্তী ফেয়েলের কারণ?

৮। যে সকল হরফের পর أن উহ্য থাকে তার মধ্যে কোন কোনটি إلى এর সমার্থক?

৯। لا এর সমার্থক হরফ কোনটি?

১০। أو কয়টি হরফের সমার্থক এবং حتى কয়টি হরফের সমার্থক?

১১। لم يجهل السباحة فيغرق এবাক্যে কোনটি কিসের কারণ?

১২। إصنع المعروف لتستحق شكر الناس এখানে কি উদ্দেশ্যে কি করতে বলা হচ্ছে?

১৩। উপরের مثال দু'টিতে فا ও لام কি বুঝিয়েছে?

الدرس الحادي عشر

الأحرفُ الجازِمَةُ لِلمُضَارِعِ

(الف) (لَمْ يَتَهذَّبِ الغُلامُ) - كَبِرَ الغلامُ و لما يَتَهذَّبْ .

(لَمْ تَتَعَلَّمْ شَيئًا)- تَدْرسُ مُنْذُ سنَةٍ وَ لَمَّا تتعَلَّمْ شَيئًا .

(ب) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِه - لِتَجْتَنِبْ كَثْرَةَ المِزَاحِ، لِأَصْدُقْ دائمًا .

(ج) لا تُكْثِرْ مِنَ المِزَاحِ . لا يَكْذِبْ عليَّ . لا أُشْرِكْ بِاللّٰهِ .

(د) إنْ تَجْتَهِدْ تَنْجَحْ . إنْ تُشْرِكوا باللّٰهِ يُعَذِّبْكُمُ اللّٰهُ . إن تُسَاعدْنِي أُسَاعِدْكَ .

আলোচনা

উপরের বন্ধনীভুক্ত উদাহরণ গুলো লক্ষ কর, يتهذب একটি فعل مضارع যা বর্তমান বা ভবিষ্যতকালে ক্রিয়া সংঘটন বুঝায়, কিন্তু এখানে তার শুরুতে لم হরফটি যোগ হওয়ায় তা مضارع থেকে ماضي তে রূপান্তরিত হয়েছে এবং হাঁ-বাচক থেকে না-বাচক হয়েছে।

আরো সহজ ভাষায় বলা যায় যে, لم يتهذب ফেয়েলটি ما تهذب এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তদ্রূপ لم تتعلم ফেয়েলটি ما تعلمت এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তা ছাড়া لم হরফটি যোগ হওয়ার পর يتهذب ফেয়েলটি مجزوم হয়েছে।

তাহলে আমরা বলতে পরি যে, لم হরফটি فعل مضارع কে جزم দান করে এব الماضي المنفي তে রূপান্তরিত করে।

এবার বন্ধনীমুক্ত উদাহরণ গুলো লক্ষ কর; প্রথম উদাহরণের অর্থ হলো, বালকটি অতীতকালে ভদ্রতা শিক্ষা করেনি এবং কথাটা যখন বলা হচ্ছে তখন পর্যন্ত ভদ্রতা শিক্ষা না করা

বহাল রয়েছে। তদ্রূপ দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ হলো, অতীতকালে তুমি কিছু শিক্ষা করনি এবং কথাটা বলার সময় পর্যন্ত এই শিক্ষা না করা বহাল রয়েছে।

মোটামুটি لما হরফটি একথা বুঝায় যে, فعل টি অতীতকালে ঘটেনি এবং বর্তমানকাল পর্যন্ত তা না ঘটা অব্যাহত আছে। আরো লক্ষ করে দেখ যে, لما যোগ হওয়ার পর يتهذب ফেয়েলটি مجزوم হয়েছে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, لم ও لما উভয় হরফ فعل مضارع কে জযম দান করে এবং তাকে الماضي المنفي অর্থে রূপান্তরিত করে। তবে পার্থক্য এই যে لم শুধু একথা বুঝায় যে, فعل টি অতীতকালে ঘটেনি। পক্ষান্তরে لما একথা বুঝায় যে, فعل টি অতীতকালে ঘটেনি এবং কথা বলার সময় পর্যন্ত না ঘটা বহাল রয়েছে।

আরো সহজ কথায় لم নিছক না-বাচক অতীত বুঝায় আর لما অব্যাহত না-বাচক অতীত বুঝায়। যেমন, لم يفعل অর্থ- করেনি। لما يفعل এ অর্থ-এখনো করেনি।

এবার দ্বিতীয় ভাগের উদাহরণ গুলো লক্ষ করো। প্রথম বাক্যে সচ্ছল ব্যক্তিকে তার সচ্ছলতা অনুযায়ী খরচ করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি এখানে অনুপস্থিত বা غائب। দ্বিতীয় বাক্যে অতিরিক্ত রসিকতা পরিহার করার আদেশ দেয়া হয়েছে। এখানে আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি উপস্থিত বা مخاطب অর্থাৎ সরাসরি তাকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তৃতীয় বাক্যে সদা সত্য বলার আদেশ করা হয়েছে। এখানে আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি বক্তা বা متكلم নিজেই অর্থাৎ বক্তা নিজেই নিজেকে আদেশ করছে। তাহলে বোঝা গেলো যে, ل হরফটি فعل مضارع এর শুরুতে এসে তাকে أمر বা আদেশ বাচক فعل এ রূপান্তরিত করেছে। এজন্য উক্ত لام কে لام الأمر বলা হয়। তুমি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছো যে, لام الأمر যোগ হওয়ায় فعل مضارع গুলো مجزوم হচ্ছে।

এবার তৃতীয় ভাগের উদাহরণ গুলো দেখ, প্রথম বাক্যে مخاطب কে অধিক রসিকতা করতে নিষেধ করা হচ্ছে। দ্বিতীয় বাক্যে অনুপস্থিত (غائب) আলীকে মিথ্যা বলতে নিষেধ করা হচ্ছে। তৃতীয় বাক্যে নিজেকে লক্ষ করেই শিরক করতে নিষেধ করা হচ্ছে। তাহলে দেখা যায় لا হরফটি فعل مضارع কে نهي তথা নিষেধ বাচক ক্রিয়ায় রূপান্তরিত করে। আরো লক্ষ করে দেখ; لا যোগ হওয়ার পর فعل مضارع গুলো مجزوم হয়েছে।

এবার চতুর্থ ভাগের উদাহরণ গুলো লক্ষ কর, প্রতিটি উদাহরণে দুটি মাজযূম فعل مضارع রয়েছে এবং শুরুতে إن হরফটি রয়েছে। এখানে দ্বিতীয় বাক্যটির ঘটা না ঘটা প্রথম বাক্যের ঘটা না ঘটার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ প্রথম বাক্যটি দ্বিতীয় বাক্যটির জন্য শর্ত। যেমন, প্রথম উদাহরণে সফল হওয়া না হওয়া নির্ভর করছে পরিশ্রম করা না করার উপর। অর্থাৎ সফল হওয়ার জন্য

পরিশ্রম করা শর্ত। তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছো যে, إن হরফটির কারণেই فعل مضارع দুটি মাজযূম হয়েছে এবং শর্তের অর্থ সৃষ্টি হয়েছে। এজন্যই إن কে বলা হয় حرف الشرط ও حرف الجزم ।

প্রথম বাক্যটিকে বলা হয় الشرط এবং দ্বিতীয় বাক্যটিকে বলা হয় جواب الشرط

এবার নীচের উদাহরণ গুলো দেখ–

إنْ ضَرَبْتَنِي ضَرَبْتُكَ ، إنِ اجْتَهَدْتَ نَجحت . إنْ نَصَرتُمُ اللّٰهَ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ

এখানে দুটি ماضي এর শুরুতে إن যুক্ত হয়েছে। ফলে فعل দুটি ماضي এর পরিবর্তে مستقبل এর অর্থ দিচ্ছে। তাহলে বোঝা গেলো যে, إن হরফটি মাযীকে مستقبل এর অর্থে রূপান্তরিত করে থাকে।

লক্ষ করে দেখ, إن হরফটি فعل مضارع কে شرط ও جواب الشرط রূপে جزم দিয়েছিলো। কিন্তু فعل ماضي তে কোন جزم বা إعراب দিতে পারেনি। إن যুক্ত হওয়ার পূর্বে যে অবস্থা ছিলো إن যুক্ত হওয়ার পরেও সে অবস্থাই আছে। إن এর কারণে فعل এর শেষ অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। কেননা فعل ماضي হচ্ছে মাবনী। আর মাবনী কোন إعراب গ্রহণ করে না। বিভিন্ন আমেল যুক্ত হওয়ার পরও তার শেষ অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে।

মূলকথা

إن، لم، لما، لام الإمر، لا النهى এ পাঁচটি হরফ فعل مضارع কে জযম দেয়। তাই এ গুলোকে جوازم বলে।

لم ও لما হরফদুটি فعل مضارع কে জযম দেয় এবং الماضي المنفي এর অর্থে রূপান্তরিত করে।

তবে পার্থক্য এই যে, لم শুধু না–বাচক অতীত বুঝায়, আর لما অব্যাহত না–বাচক অতীত বুঝায়।

لام الأمر ফেয়েলে মুযারেকে জযম দান করে এবং আমরের অর্থে রূপান্তরিত করে।

হাযের, গায়েব ও মুতাকাল্লিমের সকল ফেয়েলের শুরুতেই لام الأمر যুক্ত হয়।

لا النهي এই হরফটি فعل مضارع এর শুরুতে এসে শেষে জযম দান করে এবং فعل مضارع কে নিষেধ বাচক অর্থে রূপান্তরিত করে।

إن এই হরফটি দুটি বাক্যের শুরুতে এসে একথা বুঝায় যে, দ্বিতীয় বাক্যটির জন্য প্রথম বাক্যটি শর্ত। অর্থাৎ দ্বিতীয় বাক্যের ঘটা না ঘটা প্রথম বাক্যের ঘটা না ঘটার উপর নির্ভরশীল।

إن পরবর্তী দুটি فعل مضارع কে জযম দান করে। এই জন্য إن কে حرف الشرط والجزم বলে।

إن হরফটি ماضي এর শুরুতে এসে তাকে مستقبل এর অর্থে রূপান্তরিত করে। তবে তাকে إعراب অর্থাৎ জযম দিতে পারে না। কেননা فعل ماضي হচ্ছে মাবনী।

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলোতে جازم গুলো চিহ্নিত করো এবং জযমের আলামত ব্যাখ্যা করো।

غَامَتْ السَّمَاءُ وَ لَمْ تُمْطِرْ . قَالتِ الأعْرابُ آمَنَّا . قُلْ لَمْ تُؤمِنُوا و لٰكِنْ قُولُوا أسْلَمْنا وَ لَما يَدْخُلِ الإيمانُ في قُلوبِكُمْ . لِيُنْفِق ذو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِه . لِيَعْبُدوا رَبَّهُمْ و لا يُشرِكُوا بِه شَيئًا لِنَعبُدْ رَبَّنا و لا نُشرِكْ بِه شَيئًا . إنْ تَنْصُروا اللّٰهَ يَنْصرْكُمْ و يُثَبِّتْ أقدامَكُمْ . يَا وَلَدَيَّ ! إنْ تُطِيعَا رَبَّكُمَا يَرضَ عَنْكُما و يُدخِلْكُما الجَنَّةَ . يا عَائِشَةُ ! سَمِعْتُ أنَّكِ دعَوتِ صديقَتَكِ و لكنَّها لَمَّا تَأتِ . بَدَؤُوا العمَلَ قَبْلَ سَاعَاتٍ ولَمَّا يَنتهُوا منه . لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا . التُّجَّارُ إنْ يَّصدُقُوا تَربَحْ تِجارَتُهمْ . يَا فَاطِمَةُ ! إنْ تُطعِمِينى اليَومَ أُطعِمْكِ غَدًا .

২। প্রতিটি বাক্য পড়ো ও অর্থ বলো অতঃপর لم যোগ করে পড়ো ও অর্থ বলো।

أ تَعلَمُ اللُّغَةَ العَرِبيَّةَ . يُضيعُ الوَقتَ الثَّمِينَ فِي اللَّعبِ . تَغيمُ السَّمَاءُ و تُمْطِرُ . يُصَلُّونَ صلاةَ الفَجرِ مَعَ الجَمَاعَةِ . الولدان يَتْلُوانَ القرآنَ بعدَ الفَجْرِ .

৩। নীচের যে বাক্যগুলোতে لم এর পরিবর্তে لما যোগ করা সম্ভব সেখানে لما যোগ করে পড়ো ও অর্থ বলো।

ضَاعَتِ النُّقُودُ وَ لَمْ أجِدْها . لَمْ نَذْهَبْ إلى الحدِيْقَةِ أَمْسِ .
خَرَجُوا صباحًا وَ لَمْ يَعُودُوا . لَم يَعُدْ خالدٌ ثُمَّ عادَ .

৪। فعلمضارع এর শুরুতে لام الأمر অথবা لاالنهي যোগ করে পড়ো।

يُطِيعُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَه . نَعْبُدُ رَبَّنا حَتّٰى يأتِيَنا اليَقِينُ . تَنسٰى وعْدَكَ و تَنقُضُ عَهْدَكَ . يُكْرِمُ ذَا المالِ و لا يُكْرِمُ ذَا العِلْمِ . أُطْلُبُ العِلْمَ و لا أَطْلُبُ المالَ . تُسَاعِدُ البِنْتُ أُمَّها .

৫। شرط বা جواب الشرط যোগ করে বাক্য পূর্ণ করো।

إنْ تُصَلِّيا مَعَ الجَمَاعَةِ .... ، إنْ ..... يَرْضَى اللّٰهُ عَنْكم
إنْ ...... في سبيلِ اللّٰهِ .... مِنَ اللّٰهِ الجَنَّةَ . إنْ ....
الإشْرارَ .... أخلَاقَكُمْ .

৬। নীচের বাক্যগুলোতে شرط ও جواب الشرط রূপে একটি করে فعلماضي ব্যবহার কর এবং পড়ো ও অর্থ বলো।

إنْ ...... أخاكَ ...... كَ ،
هٰؤلاءِ إنْ ...... اللّٰهَ و رَسُولَه ..... اللّٰهُ عَنْهُمْ ،
يَا صَاحِبَيَّ ! إنْ ...... ، .... تِجارَتُكما :

প্রশ্নমালা

১। فعل مضارع কে جزم দানকারী হরফ কয়টি ও কি কি?
২। لم ও لما কি অর্থ বুঝায়?
৩। لم ও لما এর মাঝে পার্থক্য কি?
৪। لم يذهب ও لما يذهب এর অর্থ কি?
৫। فعل مضارع কে أمر এর অর্থে রূপান্তরিত করার উপায় কি?

৬। فعل مضارع কে نهي এর অর্থে রূপান্তরিত করার উপায় কি?
৭। فعل مضارع এর শুরুতে কয় প্রকার لا যুক্ত হয়?
৮। لا يذهبُ ও لا يذهبْ এ দু'টি لا এর মাঝে পার্থক্য কি?
৯। কোন হরফ দুইটি فعل مضارع কে জযম দান করে?
১০। কোন কোন হরফ একটি فعل مضارع কে জযম দান করে?
১১। কোন কোন হরফ فعل مضارع কে الماضى المنفى তে রূপান্তরিত করে?
১২। কোন হরফ مستقبل কে ماضي এ রূপান্তরিত করে?
১৩। إن হরফটি কোথায় ব্যবহৃত হয় এবং কি অর্থ বুঝায়?
১৪। إن কে حرف الجزم কেন বলে এবং حرف الشرط কেন বলে?

لزوم الفاء في جواب الشرط

إنْ صدَقْتَ فَأنْتَ مُؤمِنٌ و إنْ كَذَبْتَ فأنْتَ مُنافِقٌ . إنْ قُتِلوا فى سبيلِ اللّهِ فهم شُهَداءُ .

إنْ يَنْصُرْكَ راشِدٌ فانْصُره . إنْ زارَكَ صديقُكَ فَأكْرِمْه . إن أهانك صديقُكَ فلا تُهِنْهُ .

إنْ أحسَنْتَ إليَّ فَجزاكَ اللّهُ خَيراً .

إنْ يُشْرِكُوا باللهِ فَلعَنَهم اللّهُ / فَعَليهم لَعْنَةُ اللّهِ .

আলোচনা

প্রথম উদাহরণটি দেখ, صدقت ও أنت منافق এই বাক্যদুটির শুরুতে إن হরফুশ-শর্ত যুক্ত হয়েছে। সুতরাং প্রথম বাক্যটি হলো الشرط এবং দ্বিতীয় বাক্যটি হলো جواب الشرط এভাবে প্রতিটি উদাহরণেই তুমি একটি الشرط ও একটি جواب الشرط দেখতে পাবে।

এবার প্রথম ভাগের উদাহরণ গুলো লক্ষ করো, এখানে جواب الشرط গুলো الجملة الإسمية। হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে جواب الشرط গুলো الأمر বা النهى হয়েছে এবং তৃতীয় ভাগেও চতুর্থ ভাগে جواب الشرس গুলো

হয়েছে دعاء আরো লক্ষ্য করে দেখো; প্রতিটি جواب الشرط এর শুরুতে একটি فاء যুক্ত হয়েছে। এটাকে فاء الجزاء বলে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে,

মূলকথা

১। جواب الشرط এর শুরুতে فاء الجزاء যোগ করা আবশ্যক, যদি جواب الشرط ১। الجملة الاسمية ২। الأمر ৩। النهي ৪। دعاء হয়।

অনুশীলনী

১। নীচের শূন্য স্থানে الأمر কে جواب الشرط রূপে ব্যবহার করো।

إن تُرِيدوا أنْ تَشْرَبُوا مَاءً ..... إن أتاكَ صديقُك ....

إنْ تَجِدا مَنْ ضَلَّ الطَّرِيْقَ .... إنْ يَمْرَضْ صَدِيْقُكَ ......

২। নীচের শূন্যস্থানে دعاء কে جواب الشرط রূপে ব্যবহার করো।

إنْ أحْسَنْتُم إلى الفُقَراءِ ..... إن كنتَ قد مرضْتَ حَقًّا ....

إنْ بَنَيتَ للهِ مَسْجِداً .... إنْ تَسْخَرُوا مِنَ العُلَماءِ ....

৩। নীচের উদাহরণ গুলোতে কোন ত্রুটি থাকলে তা দূর করো।

إنْ تُقَدِّمُوا لأنْفُسِكُمْ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللهِ ،

إنْ أرَدْتُمْ الخِيانَةَ قَبَّحَ اللهُ وُجُوهَكُمْ .

إنْ يُضَيِّعُوا الصَّلاةَ لَهُمْ الخُسرانُ المبينُ .

প্রশ্নমালা

১। جواب الشرط এর শুরুতে কখন فاء الجزاء যোগ করা আবশ্যক?

২। إن تَضرِبْ خالداً يَضْرِبْكَ এখানে جواب الشرط এর শুরুতে فاء الجزاء যোগ করা হয়নি কেন?

৩। إنْ تَقْتُلْ هٰذا الأسَدَ فأنتَ شُجَاعٌ এখানে جواب الشرط এর শুরুতে فاء الجزاء কেন যোগ করা হলো?

الدرس الثاني عشر

اللازمُ و المتعدِّي

(الف) نَامَ الوَلَدُ . ماتَ الرَّجُلُ . يَذْهَبُ خَالِدٌ . يحتَرِقُ المنزِل سافَرَ عليٌّ . تَنَوَّرتِ الغُرفَةُ .

(ب) نوَّمَتِ الأمُّ ولدَهَا . أماتَهُ اللّٰهُ مئةَ عَامٍ . المَعْصيةُ تُذْهِبُ نُورَ القَلبِ . تُحْرِقُ النارُ المنَازِلَ . نَوَّرَتِ الشمسُ العالَمَ .

আলোচনা

তুমি তো আগেই একথা জেনে এসেছো যে, শুধু ফেয়েল ও فاعل দ্বারাই মূল বাক্য হয়ে যায়। মূল বাক্যটি গঠিত হওয়ার জন্য فعل ও فاعل ছাড়া অন্য কিছুর প্রয়োজন হয় না। ফেয়েলকে مسند এবং فاعل কে مسند إليه বলে। আর উভয়ের মাঝের এই সম্পর্ককে إسناد বলে। যেমন, نام الولد ও نومت الأم

তবে একটু লক্ষ করলেই তুমি বুঝতে পারবে যে, نومت ফেয়েলটি فاعل কে নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। বরং একটি مفعول به দাবী করছে। তাই বলা হয়েছে نومت الأم ولدها পক্ষান্তরে نام ফেয়েলটি فاعل কে নিয়েই সন্তুষ্ট আছে অর্থাৎ কোন مفعول به দাবী করছে না।

দ্বিতীয় ভাগের সবক'টি ফেয়েলই مفعول به দাবী করছে। পক্ষান্তরে প্রথম ভাগের কোন ফেয়েল مفعول به দাবী করছে না।

তাহলে আমরা বলতে পারি যে, الجملة الفعلية মূলতঃ فعل ও فاعل দ্বারা গঠিত হয়; সাথে অন্য কিছু যোগ করার প্রয়োজন হয় না।

তবে কিছু ফেয়েল فاعل এর পরে আবার مفعول به দাবী করে। পক্ষান্তরে কিছু ফেয়েল فاعلকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। مفعول به দাবী করেনা।

মূলকথা

১। مفعول به দাবী করা না করার দিক থেকে ফেয়েল দু' প্রকার। ১। لازم ২। متعدي

২। যে ফেয়েল শুধু فاعل কে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে, مفعول به দাবী করে না তাকে لازم বলে।

৩। যে ফেয়েল শুধু فاعل কে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না বরং مفعول به দাবী করে তাকে متعدي বলে।

معروف و مجهول

(الف) أَكَلَ الوَلَدُ طَعَامًا . يَشْرَبُ الوَلَدُ مَاءً . أَطْعَمَ الغَنِيُّ الفَقِيرَ . نَصَرَكُمُ اللهُ .

(ب) أُكِلَ الطَّعامُ . يُشْرَبُ المَاءُ . أُطْعِمَ الفَقِيرُ . نُصِرْتُم .

(ج) ذَهَبَ الوَلَدُ . مَاتَ الرَّجُلُ . يَرْجِعُ الوَلَدُ .

আলোচনা

প্রথম ভাগের প্রথম উদাহরণটি লক্ষ করো; এখানে কে খেয়েছে এবং কি খেয়েছে দু'টো কথাই পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে। অর্থাৎ أكل এর فاعل ও مفعول به দু'টোই উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ভাগের প্রথম উদাহরণে কে খেয়েছে তা বলা হয়নি; শুধু কি খাওয়া হয়েছে তাই বলা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে শুধু مفعول به উল্লেখ করা হয়েছে। فاعل উল্লেখ করা হয়নি।

প্রথম ভাগের প্রতিটি ফেয়েলের ক্ষেত্রেই فاعل ও مفعول به দু'টোই উল্লেখিত রয়েছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ভাগের ফেয়েল গুলোতে فاعل এর কোন উল্লেখ নেই বরং শুধু مفعول به এর উল্লেখ রয়েছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের উদাহরণ গুলো আবার লক্ষ করো, প্রথম ভাগে প্রতিটি فاعل মারফু এবং প্রতিটি مفعول به মানছুব হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় ভাগে فاعل এর পরিবর্তে مفعول به গুলো মারফু হয়েছে। তাহলে সহজেই বোঝা যায় যে, এখানে مفعول به কে فاعل এর نائب বা স্থলবর্তী করা হয়েছে; এবং সেই কারণে তাকে فاعل এর إعراب দেয়া হয়েছে।

এবার তৃতীয় ভাগের উদাহরণ গুলো দেখ। এই ফেয়েল গুলো لازم কেননা এই فعل গুলো فاعل কে নিয়েই সন্তুষ্ট। مفعول به দাবী করে না।

তদ্রূপ এই ফেয়েলগুলো معروف কেননা প্রতিটি ফেয়েলের فاعل উল্লেখিতহয়েছে।

আচ্ছা বল দেখি, এই ফেয়েল গুলোকে مجهول বানানো কি সম্ভব? অর্থাৎ فاعل উল্লেখ না করে مفعول به কে তার স্থলবর্তী করা কি সম্ভব? না সম্ভব নয়। কেননা এই ফেয়েল গুলো لازم আর فعل لازم এর কোন مفعول به নেই। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, فعل متعدي থেকেই শুধু فعل مجهول তৈরী করা সম্ভব فعل لازم থেকে فعل مجهول তৈরী করা সম্ভব নয়।

মূলকথা

১। فاعل-এর উল্লেখ অনুল্লেখ হিসাবে فعل দুই প্রকার معرف ও مجهول

যে فعل এর فاعل উল্লেখিত আছে তাকে فعل معروف বলে।

যে فعل এর فاعل উল্লেখিত নেই বরং مفعول به কে فاعل এর نائب বানান হয়েছে তাকে فعل مجهول বলে।

২। فعل متعدي থেকে معروف ও مجهول উভয় প্রকার فعل তৈরী হতে পারে। কিন্তু فعل لازم থেকে শুধু معروف হতে পারে; مجهول হতে পারে না।

৩। فعل مجهول এর مفعول به কে نائب الفاعل রূপে রফা দেয়া হয়।

অনুশীলনী

১। لازم ও متعدي গুলোকে চিহ্নিত কর।

طَلَعَ البَدْرُ عَلَيْنَا . هٰؤلاءِ عَصَوْا رَبَّهُمْ و أطاعُوا الشَّيطانَ فَضَلُّوا و أَضَلُّوا و هَلَكُوا و أَهْلَكُوا . أَيُّها النَّاسُ ! لا تَنْسَوا أنَّ الموْتَ مِنكُم لَقَرِيبٌ ، وَ أنَّكُمْ سَتَمُوتونَ و تُدْفَنُونَ فى التُّرابِ . دعوتُ راشِداً إلى بيتى فلمْ يَحْضُرْ .

২। নীচের فعل لازم গুলো দ্বারা একটি করে বাক্য তৈরী কর।

ناموا . سقط . يغيب . تجري . أرقد .

৩। নীচের لازم গুলোকে متعدي এবং متعدي গুলোকে لازم এ রূপান্তরিত কর।

حَضَرَ . أجْلَسْتُم . طَعِمُوا . يَسْكُتُ . بَكَيْتُم . ضَحِكُوا يُطِيلُونَ . زَيَّنَ .

৪। নীচের বাক্যগুলোতে معروف ও مجهول গুলোকে চিহ্নিত কর।

دَفَنَ النَّاسُ المَيِّتَ و عادُوا إلى القَرْيَةِ . يا سَاكِنَ القَصْرِ سَتُدْفَنُ في التُّرابِ . نُظِّفَتِ الحُجْرَةُ . إنْ تَنْصرُوا اللّٰه تُنْصَروا . قاتَلوا فقَتَلوا وَ قُتِلُوا . كانوا يَجُودونَ بِكُلِّ رخِيصٍ و غالٍ فَعُرِفُوا بالجودِ . أيُّها المشْركُون ! سَتُلْقَونَ فى النارِ إنْ لَم تُؤمِنُوا .

৫। নীচের বাক্যগুলোতে معروف কে مجهول এ রূপান্তরিত কর (অতঃপর প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ পড়)

عَذَّبَ مُشْرِكُوا مَكَّةَ أصْحابَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم . أيُّها الكافِرونَ ! سَيَسُوقُكم اللّٰهُ إلى جهَنَّمَ . مُوسٰى و هارونَ مِنْ أنبياءِ إسرائيلَ ، أرْسَلَهُمَا اللّٰهُ إلى فِرْعَونَ لِيَدْعُواه إلى اللّٰهِ.

প্রশ্নমালা

১। مفعول به দাবী করা না করা হিসাবে فعل কয় প্রকার ও কি কি?

২। لازم ও متعدي – ফেয়েলের এ দু' ভাগ কোন হিসাবে?

৩। مجهول ও معروف – ফেয়েলের এ দু' ভাগ কোন হিসাবে?

৪। কোন্ প্রকার ফেয়েলের শুধু معروف হতে পারে, مجهول হতে পারে না?

৫। فاعل উল্লেখ করা না করা হিসাবে فعل কত প্রকার ও কি কি?

৬। فعل لازم এর কি مجهول ও معروف উভয়টি হতে পারে?

فعل متعدى থেকে কি مجهول ও معروف দু'টোই হতে পারে?

৮। فعل لازم থেকে مجهول হতে পারে না কেন?

৯। مجهول কাকে বলে?

১০। متعدي কাকে বলে?

১১। لازم ও معـروف কাকে বলে?

১২। متعدي ও مجهول কাকে বলে?

১৩। مجهول ও معـروف কাকে বলে?

১৪। এমন পাঁচটি ফেয়েল বল যেগুলো متعدي ও مجهول হবে।

১৫। এমন পাঁচটি فعل বল যেগুলো متعدي ও معروف হবে।

الفاعل

صام الولـدُ . يـبيـع التـاجـر و يـشـتري الناس.

يجـاهِـدُ المسـلمونَ .

يـتـصـدق الأغنـيـاء .

আলোচনা

প্রথম উদাহরণটি লক্ষ কর। الولـد এমন একটি ইসম যার পূর্বে একটি فعل রয়েছে আর সেই ফেয়েলটিকে তার দিকে اسـناد করা হয়েছে এবং তার সাথেই ফেয়েলটি অস্তিত্ব লাভ করেছে। অন্যান্য উদাহরণও একই ভাবে বিশ্লেষণ করতে পারো। এই ধরনের ইসমকে فاعل বলে।

অর্থাৎ فاعل ঐ ইসমকে বলে যার পূববর্তী ফেয়েলকে তার দিকে اسـناد করা হয়েছে এবং তার সাথে ফেয়েলটি অস্তিত্ব লাভ করেছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, فاعل হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত। ইসমের পূর্বে একটি ফেয়েল থাকতে হবে।

সুতরাং الولد صام বাক্যে الولد শব্দটি فاعل নয়। কেননা صام ফেয়েলটি তার পূর্বে নয় বরং পরে এসেছে। সুতরাং الولـد শব্দটি فاعل নয় বরং مبتدأ আর صام এর فاعل হচ্ছে তার মাঝে বিদ্যমান هو যমীর; যেটা راجع হয়েছে الولد এর দিকে। নীচের

المسلمون يجاهدون . الاغنياء يتصدقون . التاجر يبيع .
الفلاح يحرث . বাক্যগুলো সম্পর্কেও একই কথা।

দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে فعل কে ইসমটির দিকে اسناد করতে হবে। সুতরাং يحرث الفلاح الأرض বাক্যে الأرض শব্দটি فاعل নয়। কেননা الأرض এর পূর্বে একটি فعل আছে বটে কিন্তু সেটাকে الأرض এর দিকে اسناد করা হয়নি।

اقرأ القرآن . يخدم الوطن . أحب العلم ইত্যাদি বাক্যগুলো সম্পর্কে একই কথা।

সুতরাং তৃতীয় শর্ত এই যে, ফেয়েলটি উক্ত ইসমের সাথে অস্তিত্ব লাভ করবে। ضرب الولد বাক্যে الولد শব্দটি فاعل নয়। কেননা তার পূর্বে একটি ফেয়েল আছে সত্য এবং ফেয়েলটিকে তার দিকে اسنادও করা হয়েছে। ঠিকই। কিন্তু ফেয়েলটি তার সাথে অস্তিত্ব লাভ করেনি। বরং তার উপর واقع হয়েছে। সুতরাং শব্দটি মূলতঃ المفعول به তবে তাকে فاعل এর স্থলবর্তী করা হয়েছে। এবং نائب الفاعل রূপে فعل কে তার দিকে اسناد করা হয়েছে। এবং রফা দেয়া হয়েছে।

মূলকথা

১। فاعل ঐ ইসমকে বলে যার দিকে পূর্ববর্তী فعل বা شبه الفعل কে إسناد করা হয়েছে এবং فعل বা شبه الفعل টি তার সাথে অস্তিত্ব লাভ করেছে।

فاعل কে فعل বা شبه الفعل এর আগে নিয়ে আসলে সেটা মুবতাদা হয়ে যাবে এবং فعل বা شبه الفعل এর মাঝে বিদ্যমান ضمير টি তখন فاعل হবে।

فعل معروف সর্বদা فاعل কে রফা দান করে। (১)

২। نائب الفاعل ঐ ইসমকে বলে যার পূর্ববর্তী فعل বা شبه الفعل কে তার দিকে اسناد করা হয়েছে; তবে فعل টি তার সাথে অস্তিত্ব লাভ করেনি বরং তার উপর واقع হয়েছে।

الفعل المجهول সর্বদা نائب الفاعل কে রফা দান করে।

نائب الفاعل মূলতঃ হচ্ছে المفعول به

---

(১) তবে فاعل টি مبني হলে, মারফূ হয় না তখন বলা হয় فاعل টি رفع এর স্থানে রয়েছে।

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্য গুলোতে فاعل চিহ্নিত কর এবং তার إعراب ব্যাখ্যা কর।

إنما يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبادِه العُلَماءُ . و وَرِثَ سُلَيْمانُ داؤُدَ . تَتْعَبُ الأُمَّهاتُ لأَجْلِ راحَةِ الأولادِ . قَدْ مَضَى مِنْ هذاالشَّهْرِ عِشْرونَ يَومًا . إنَّ المُسْلِمِينَ لا يخافُونَ في اللّٰهِ لَومَةَ لائِمٍ . سَارِعوا إلى مَغْفِرةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ . وقَعَ صديقايَ في مُصيبَةٍ شَديدَةٍ . ظَنَّ هٰؤلاءِ أنَّ اللّٰهَ لا يَقْدِرُ عليْهِم فَكَفروا بِه ، فأهلَكَهُمُ اللّٰهُ بالعَذابِ .

২। নীচের বাক্যগুলোতে কোন فاعل এর পূর্বে فعل এবং কোন فاعل এর পূর্বে شبه الفعل আছে বল।

أ صَائِمٌ أخوكَ غَداً ؟ أ يَصُومُ أخوكَ غَداً . هَيْهَاتَ السَّفَرُ بَعْدَ السَّفَرِ .

৩। নীচের المفعول به গুলোকে نائب الفاعل হিসাবে رفع দান কর কিংবা رفع এর স্থানে স্থাপন কর।

لا يَظْلِمُ اللّٰهُ عِبادَه . يَوَدُّ الَّذين كَفروا أنْ يُّخْرِجُوكُمْ مِنَ النُّورِ إلى الظُّلمات . اللّٰهُ يَدْعُوكم إلى الجَنَّةِ و المغفِرةِ . لَمْ يَسْمَعْ الوَلَدُ الشَّقِيُّ نَصيحَةَ وَالِده . أضاعُوا الصَّلاة و اتَّبَعوا الشَّهَواتِ ، يُكرِمُ الناسُ صدِيقِى لِعِلْمه و عَمَلِه .

প্রশ্নমালা

১। فاعل কাকে বলে?

২। فاعل এর পরিচয় কি?

৩। যে ইসমের দিকে পূর্ববর্তী فعل বা شبه الفعل কে অস্তিত্বের ভিত্তিতে إسناد করা হয় সেই ইসমকে কি বলে?

৪। اسناد কাকে বলে?

৫। فعل ও فاعل এর মাঝে اسناد এর সম্পর্ক আছে একথার অর্থ কি?

৬। فاعل এর অবস্থান কোথায়? فعل এর পূর্বে না পরে?

৭। راشد يتعلم বাক্যটিতে راشد শব্দটি فاعل নয় কেন?

৮। فعل বা شبه الفعل কার দিকে اسناد করা হয়? فاعل এর দিকে না مفعول به এর দিকে?

৯। فعل ও فاعل ছাড়া আর কোথায় اسناد এর সম্পর্ক আছে?

১০। فاعل এর সাথে فعل বা شبه الفعل এর কিসের সম্পর্ক? এবং কোনটি مسند কোনটি مسند إليه ?

১১। راشد ضرب خالداً এখানে خالداً এর পূর্বে فعل রয়েছে। তা সত্ত্বেও শব্দটি فاعل নয় কেন?

১২। فعل বা شبه الفعل কার সাথে অস্তিত্ব লাভ করে?

১৩। نُصر محمود এখানে محمود এর পূর্বে একটি ফেয়েল রয়েছে এবং ফেয়েলটিকে তার দিকে اسناد ও করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও শব্দটি فاعل নয় কেন?

১৪। একটি ইসম فاعل হওয়ার জন্য কয়টি শর্ত ও কি কি?

১৫। قرأ خالد এখানে خالد শব্দটিতে فاعل হওয়ার সবক'টি শর্ত পাওয়া গেছে, তা ব্যাখ্যা করে বুঝাও।

الفعل مع فاعله

(الف) سَافَرَ الرَّجُلُ   سَافَرَ الرجلانِ   سافر الرِّجالُ

(ب) تَلْعَبُ البِنْتُ ، تلعبُ البِنْتَانِ   تَلْعَبُ البَنَاتُ

(ج) عَادَ المسَافِرُ، عَادَ المسافرانِ ، عادَ المسافرونَ

আলোচনা

উপরের বাক্যগুলো দেখ, প্রতিটি বাক্যে একটি করে مظهر ফায়েল হয়েছে। প্রথম ভাগের

فاعل গুলো مفرد দ্বিতীয় ভাগের فاعل গুলো مثنى আর তৃতীয় ভাগের فاعل গুলো হচ্ছে جمع কিন্তু ফেয়েল গুলোতে কোন পরিবর্তন হয়নি, সর্বাবস্থায় فعل গুলো مفرد রয়েছে। নীচের বাক্যগুলোতেও তুমি একই ব্যাপার দেখতে পাবে।

(الف) قُتِلَ المشْرِكُ، قُتِلَ المشركَانِ ، قُتِلَ المُشْرِكُونَ

(ب) يُطْعَمُ الفَقِيرُ ، يُطْعَم الفقيرانِ، يُطْعَمُ الفُقَرَاءُ

(ج) عُلِّمَتِ البِنْتُ ، عُلِّمتِ البِنْتانِ، عُلمت البَنَاتُ،

এখানে সবক'টি فعل হচ্ছে মাজহূল, সুতরাং পরবর্তী اسم গুলো মূলতঃ مفعول به হলেও نائب الفاعل রূপে مرفوع হয়েছে। তুমি নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছো, এখানে প্রতিটি نائب الفاعل হচ্ছে مظهر অর্থাৎ যমীর নয়। প্রথম ভাগের نائب الفاعل গুলো হচ্ছে مفرد দ্বিতীয় ভাগের نائب الفاعل গুলো হচ্ছে مثنى এবং তৃতীয় ভাগের نائب الفاعل গুলো হচ্ছে جمع কিন্তু ফেয়েল গুলো সর্বাবস্থায় مفرد হয়েছে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, فاعل বা نائب الفاعل মুযহার হলে তার বচনের যত পরিবর্তন হোক সর্বাবস্থায় ফেয়েল মুফরাদ হবে। ফেয়েলের বচনের কোন পরিবর্তন হবে না।

এবার নীচের বাক্য গুলো লক্ষ করো।

(الف) الرجل سَافَرَ، الرجُلانِ سافَرَا، الرِّجَالُ سافروا ،

(ب) البنت تلعب، البِنتانِ تَلعَبَانِ، البنات يَلْعَبْنَ،

(ج) المسافرُ عَادَ، المسافرَانِ عَادَا، المسافرُون عَادُوا،

(الف) المشركُ قُتِلَ، المُشركانِ قُتِلا، المشرِكونَ قُتِلُوا،

(ب) الفقيرُ يُطعَمُ، الفقيرانِ يُطعَمانِ، الفقراء يُطْعَمُونَ،

(ج) البنت عُلِّمَتْ، البِنْتانِ عُلِّمتا ، البنَات عُلِّمْنَ،

পূর্ববর্তী সবক'টি বাক্যের সবক'টি فاعل ও نائب الفاعل এখানে مبتدأ হয়েছে এবং প্রতিটি বাক্যে একটি করে যমীর فاعل বা نائب الفاعل হয়েছে। অর্থাৎ এখানে فاعل ও نائب الفاعل গুলো مظهر নয় বরং مضمر

এখানে কিন্তু فعل গুলো সর্বাবস্থায় এক রকম থাকেনি। বরং نائب الفاعل বা فاعل এর

বচন পরিবর্তনের সাথে সাথে فعل এর বচনও পরিবর্তিত হয়েছে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, فاعل বা نائب الفاعل মুযমার হলে فعل এবং فاعل ও نائب الفاعل এর বচন অভিন্ন হবে।

মূলকথা

১। فاعل মুযহার হলে فعل সর্বাবস্থায় مفرد বা একবচন হবে।

২। فاعل মুযমার হলে فعل এর বচন فاعل এর অনুরূপ হবে।

৩। সকল ক্ষেত্রে نائب الفاعل মূলতঃ فاعل এর অনুসারী হবে।

تانيث الفعل و تذكيره

(الف) سـافـرَتْ فَـاطِـمَـةُ . طبَـخَـتِ الأمُّ . تَرْعَـى البَـقَـرةُ .

(ب) دُعِـيَـتْ فَـاطِـمَـةُ . أُكْرِمَتِ الأمُّ . ذُبِحَـتْ البَـقَـرةُ.

(ج) فاطِـمَـةُ سـافَـرَتْ . الأمُّ طبَـخَـتْ . البَـقَـرَةُ تَرْعَى .

(د) الشـمـسُ غَربَـتْ . الحَرْبُ تَنْـتَـهِي . النَّـارُ اشـتَـعَـلَـتْ .

(ه) فَـاطِـمَـةُ دُعِـيَـتْ . الأُمُّ أُكْرِمَـتْ . البَـقـرةُ ذُبِحَـتْ .

(و) الشَـمْـسُ لا تُـعْـبَـدُ . الحَرْبُ أُنْـهِـيَـتْ . النارُ أُشْـعِـلَـتْ .

আলোচনা

ক ও খ এর উদাহরণগুলো লক্ষ করো فاطمة . الأم . البقرة শব্দগুলো مؤنث حقيقي। এগুলো (ক) এ فاعل হয়েছে এবং (খ) এ نائب الفاعل হয়েছে এবং প্রতিটি فاعل ও نائب الفاعل তাদের ফেয়েল গুলোর সাথে যুক্ত রয়েছে। অর্থাৎ তাদের মাঝে অন্য কোন শব্দের আড়াল নেই। এবার ফেয়েল গুলো দেখ, প্রতিটি ফেয়েল এখানে مؤنث হয়েছে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, فاعل বা نائب الفاعل যদি مؤنث حقيقي হয় এবং ফেয়েল সংলগ্ন হয় তখন ফেয়েল বাধ্যতামূলক ভাবে مؤنث হয়।

তদ্রূপ ج . د . ه . و এর উদাহরণ গুলো লক্ষ করো; এখানে مؤنث এর ضمير গুলো فاعل বা نائب الفاعل হয়েছে। অবশ্য ضمير গুলো কতক ক্ষেত্রে مؤنث حقيقي এর দিকে راجع হয়েছে আবার কতক ক্ষেত্রে مؤنث مجازي এর দিকে راجع হয়েছে। এবার

ফেয়েল গুলো দেখো। প্রতিটি ফেয়েল এখানে مؤنث হয়েছে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, فاعل বা نائب الفاعل যদি مؤنث এর ضمير হয় তাহলে ফেয়েল বাধ্যতামূলক ভাবে مؤنث হবে।

এবার নীচের উদাহরণ গুলো লক্ষ করো–

(الف) سافَرتِ اليومَ فَاطِمَةُ — سَافَر اليَومَ فَاطمَةُ

طبخَتْ لَكَ الأمُّ . — طبَخَ لَكَ الأمُّ .

تَرْعٰى العُشْبَ البَقَرةُ . — يَرعى العُشْبَ البَقَرةُ .

ضَرَبَتْ بِالعَصَا البنتُ — ضَرَبَ بالعصَا البنتُ

(ب) تَغرُبُ الشمْسُ . — يَغرُبُ الشمْسُ .

تَنْتَهِى الحرْبُ . — يَنْتَهِي الحَرْبُ .

اَشْعِلَت النارُ . — اَشْعِلَ النارُ .

(ج) يلعَبُ الصِّبْيَانُ . — تلعَبُ الصِّبْيانُ .

تَخيطُ البناتُ . — يَخيطُ البناتُ

قطع الأشجار — قطعت الأشجار

(الف) এর উদাহরণ গুলোতে فاعل বা نائب الفاعل গুলো مؤنث حقيقي হয়েছে। তবে সেগুলো ফেয়েলের সাথে সংলগ্ন নয়। প্রথম উদাহরণে اليوم শব্দটি فاعل ও فعل এর মাঝে আড়াল হয়েছে এবং চতুর্থ উদাহরণে بالعصا শব্দটি مؤنث حقيقى ও فعل এর মাঝে আড়াল হয়েছে। অন্যান্য উদাহরণ গুলো সম্পর্কেও একই কথা। এবার ফেয়েল গুলো লক্ষ করো; প্রতিটি ফেয়েল একবার مؤنث একবার مذكر হয়েছে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, فاعل ও نائب الفاعل যদি مؤنث حقيقي হয়ে ফেয়েল থেকে বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে ফেয়েলটি مؤنث বা مذكر দুটোই হতে পারে।

(ب) এর উদাহরণ গুলো লক্ষ করো; এখানে فاعل ও نائب الفاعل গুলো مؤنث مجازي হয়েছে। আর ফেয়েল গুলো একবার مؤنث এক'বার مذكر হয়েছে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, فاعل ও نائب الفاعل যদি مؤنث مجازي হয় তাহলে فعل টি مؤنث ও مذكر দুটোই হতে পারে।

(ج) এর উদাহরণ গুলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, جمع تكسير এখানে فاعل বা نائب الفاعل হয়েছে। আর ফেয়েল গুলো একবার مؤنث এক বার مذكر হয়েছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে, فاعل বা نائب الفاعل যদি جمع تكسير হয় তাহলে ফেয়েলটি مؤنث হতে পারে আবার مذكر ও হতে পারে।

মূলকথা

১। ফেয়েলকে مؤنث করা ওয়াজিব –

* فاعل বা نائب الفاعل যদি مؤنث حقيقي ظاهر হয় এবং فعل সংলগ্ন হয়।
* فاعل বা نائب الفاعل যদি ضمير المؤنث হয়।

২। ফেয়েল مؤنث বা مذكر দুটোই হতে পারে, فاعل বা نائب الفاعل যদি

* مؤنث حقيقي হয়ে فعل সংলগ্ন না হয়।
* اسم ظاهر مؤنث مجازى এর হয়।
* مؤنث বা مذكر এর جمع تكسير হয়।

অনুশীলনী

১। নীচের ফেয়েল গুলো কি কারণে مفرد হয়েছে বল।

إنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ العُلماءُ . يُحْرَمُ الظالِمونَ رَحمَةَ اللهِ . لا أحدٌ يُحبُّ الظالمينَ. جلس الرَّجلانِ يَتَحَدَّثانِ معًا . يَفِرُّ المرْأ مِنْ أخِيه و أمِه و أبيه . لا يَغتَبْ بَعْضُكم بَعضًا . ذُو العِلمِ يَحْتَرِمُ ذا العِلمِ .

২। নীচের প্রতিটি ফেয়েলের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।

إنَّ الذين كَفروا يُحبُّونَ أن تَشِيعَ الفاحِشَةُ في الذين آمنوا . لا يُسألُ أصحابُ الجَنَّةِ عَنْ عَمَلِ أهلِ النَّارِ . إثْنانِ يُضِلَّانِ المَرْأَ ، حُبُّ المالِ و حُبُّ الجاهِ .

৩। নীচের فاعل বা نائب الفاعل গুলোকে مبتدأ বানাও এবং উভয় অবস্থায় ফেয়েলগুলোর স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।

لا يَخافُ العُلماءُ في اللهِ لومَةَ لائمٍ . لا يُحرَمُ أحدٌ حقَّه . لا يُحْرَمُ المؤمنونَ نَعيمَ الجنَّةِ . ساعَدتِ البناتُ أمَّهُنَّ في عَمَلِ المطبَخِ . أُدِّبَ الأولادُ فَحَسُنَ تأديبُهُمْ .

৪। যমীরকে নীচের فعل ناقص গুলোর ইসম বানাও।

لَيْسَ رَاشدٌ و أخوه كاذبينِ . أَصْبَحَ الأمراءُ فُقراءَ . بَعْدَ أيامٍ تَصِيرُ هٰؤلاءِ التلميذاتُ معلماتٍ .

৫। নীচের ফেয়েল গুলোর تانيث এর ধরন বর্ণনা কর।

قَالَتِ الأعْرابُ آمنَّا ، قُلْ لَّم تُؤمِنوا . الناسُ تَبِيع و تشترى في السوقِ . تُعاقَبُ الفُسَّاقُ و تُكْرَم الصُّلَحاءُ . تَسْهَرُ على الأولادِ الأمَّهاتُ . لنْ تَعودَ الأيَّامُ الماضيةُ . إنَّ الأرضَ لتهتزُّ إذا عَصَى العَبْدُ ربَّه ، خَرَجَتْ يدُ موسىٰ من جيْبِه بَيضاءَ . شاءَ اللهُ فخرجَتْ مِنَ الصَّخْرةِ ناقَةٌ و كانتْ غَريبةً . عُبِدَتِ الشَّمسُ في الجاهليَّةِ .

৬। যে ইসম গুলোর শুরুতে مذكر ফেয়েল ব্যবহার করা সম্ভব সেখানে তা কর।

... عَيناها ، .... الأبوابُ ، .... الدَّجَاجَةُ الحَمْراءُ .

... عِبَادُ اللهِ ، ... لَيلىٰ .... عَليكَ أختُكَ .

৭। ইসম গুলোর পরে একটি করে ফেয়েল যোগ কর।

الأزهارُ .... الحربُ .... النارُ .... كلُّ شيءٍ ....

المسافرونَ .... المرأتانِ ....

প্রশ্নমালা

১। ফেয়েল সর্বাবস্থায় মুফরাদ হয় কখন?

২। فعل এর বচন فاعل বা نائب الفاعل এর অনুরূপ হয় কখন?

৩। فاعل মুযহার হলে ফেয়েলের বচন কি হবে?

৪। نائب الفاعل মুযহার হলে ফেয়েলের বচন কি হবে?

৫। فاعل বা نائب الفاعل মুযমার হলে ফেয়েলের বচন কি হবে?

৬। কখন ফেয়েলকে مؤنث করা ওয়াজিব?

৭। কখন ফেয়েলকে مذكر বা مؤنث করার অবকাশ আছে?

৮। فاعل বা نائب الفاعل যদি مؤنث حقيقي হয় তখন কি ফেয়েলকে مذكر করার কোন উপায় আছে?

৯। عين শব্দটি نائب الفاعل হলে فعل এর লিংগ কি হবে? উদাহরণ দাও।

১০। عين শব্দটির যমীর فاعل হলে فعل এর লিংগ কি হবে? উদাহরণ দাও।

১১। ব্যাকরণের যাবতীয় বিষয়ে فاعل ও نائب الفاعل এর মাঝে কি কোন ভিন্নতা আছে?

১২। فاعل বা نائب الفاعل যদি جمع التكسير হয় তাহলে ফেয়েলের বচন ও লিংগ কি হবে?

১৩। المعلمون শব্দটি فاعل হলে তার ফেয়েলকে কেন مؤنث করা যাবে না?

১৪। قال نسوة في المدينة এখানে فاعل টি مؤنث হওয়া সত্ত্বেও ফেয়েলকে مذكر করা গেলো কিভাবে?

الدرس الثالث عشر

المفعول المطلق

(الف) ضَرَبْتُ خالداً ضربًا .

أَكرِم الضَّيْفَ إكرامًا .

يَشرَبُ الولدُ اللَّبنَ شُربًا .

(ب) يَثِبُ النَّمِرُ وُثُوبَ الأسَدِ .

مرَّ القِطارُ مَرَّ السَّحابِ .

نِمْتُ نومًا عَميقًا .

لا تَجلِسْ جِلسَةَ متَكَبِّرٍ .

الغَنِيُّ البَخِيلُ يَعيشُ عِيشَةَ الفُقَراءِ .

(ج) ضَرَبَ المعَلِّمُ تِلميذَه ضَربةً .

تَدورُ الأرضُ دورةً في اليومِ .

أَكلَ الرجلُ أَكْلَةً / أكلتينِ / أَكَلاتٍ .

আলোচনা

উপরের উদাহরণগুলোতে বিদ্যমান فعل، فاعل ও مفعول به এর সাথে আমাদের পরিচয় আছে। কিন্তু ضربا . إكراما . شربا . وثوب الأسد ইত্যাদি শব্দগুলোর সাথে আমাদের পরিচয় নেই। এসো এবার আমরা এ শব্দগুলোর সাথে পরিচয় ক .

একটু লক্ষ্য করলেই আমরা বুঝতে পারবো যে, এই শব্দগুলো মাসদার [illegible] পূর্ববর্তী فعل ও مصدر উভয়ের مادة অভিন্ন। আর প্রতিটি مصدر এখানে منصوب হয়েছে। এ ধরণের মাছদারকে مفعول مطلق বলে।

প্রতিটি উদাহরণের অর্থ সম্পর্কে চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাবো যে, এই مصدر গুলোর কারণে প্রতিটি বাক্যে একটি নতুন অর্থ যুক্ত হয়েছে। প্রথম ভাগের প্রথম উদাহরণটির কথাই ধরো।

ضربت خالدا এর তুলনায় ضربت خالدا ضربا বাক্যটি অধিকতর দৃঢ় অর্থ প্রকাশ করে। কেননা প্রথম বাক্যে শুধু খালেদকে প্রহার করার কথা বলা হয়েছে; আর কিছু নয়। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে যে, আসলেই আমি খালেদকে মেরেছি এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকা উচিত নয়। অর্থাৎ ضربا মাছদারটি جملة এর বক্তব্যকে تاكيد বা দৃঢ়তা দান করছে। পরবর্তী বাক্যদুটি সম্পর্কেও একই কথা।

এবার দ্বিতীয় ভাগের উদাহরণ গুলো লক্ষ করো। এখানেও مصدر গুলোর কারণে আমরা একটা নুতন বিষয় জানতে পারি। শুধু لا تجلس বললে আমরা বুঝতে পারি যে, বসতে নিষেধ করা হয়েছে। এ ছাড়া অন্য কিছু বুঝতে পারি না। কিন্তু যখন جلسة متكبر বলা হলো তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, একটি বিশেষ ধরনের বসা বসতে নিষেধ করা হয়েছে। তাহলে এই مصدر টি পূর্ববর্তী فعل এর ধরন বা প্রকার বুঝিয়েছে। অবশিষ্ট উদাহরণ গুলো সম্পর্কেও একই কথা।

এবার তৃতীয় ভাগের বাক্যগুলো লক্ষ করো, ضرب المعلم تلميذه বাক্য থেকে শুধু এটুকু বুঝা গেলো যে, فاعل থেকে একটি فعل পাওয়া গেছে। অর্থাৎ শিক্ষক তার ছাত্রকে প্রহার করেছেন। কিন্তু فعل টি কতবার ঘটেছে অর্থাৎ শিক্ষক কয়টি প্রহার করেছেন, সে কথা জানা যায়নি। পক্ষান্তরে ضربة মাছদারটি যোগ করার কারণে জানা গেলো যে, তিনি তার ছাত্রকে একটি প্রহার করেছেন। তাহলে এই مصدر টি فعل ঘটার সংখ্যা প্রকাশ করেছে অর্থাৎ فاعل এই فعل টি কতবার করেছে তা প্রকাশ করেছে। অবশিষ্ট বাক্যদুটি সম্পর্কেও একই কথা।

তাহলে আমরা বলতে পারি যে, فعل এর পর সেই فعل এর مادة বিশিষ্ট مصدر কে مفعول مطلق বলে; যা পূর্ববর্তী فعل কে তাকীদ বরে কিংবা فعل এর ধরণ প্রকাশ করে কিংবা فعل এর সংখ্যা বুঝায়।

আশা করি তোমরা এ বিষয়টা লক্ষ করেছো যে, فعل এর সংখ্যা প্রকাশ করার জন্য مصدر কে فعلة এর ওজনে আনা হয়েছে। আর فعل এর প্রকার বা ধরণ প্রকাশ করার জন্য مصدر কে فعلة এর ওজনে এনে ইযাফত করা হয়েছে। কিংবা সাধারণ মাছদারকে مضاف বা موصوف করা হয়েছে। পক্ষান্তরে فعل কে তাকীদ করার ক্ষেত্রে শুধু সাধারণ مصدر ব্যবহার করা হয়েছে।

মূলকথা

১। فعل এর পরে সেই فعل এর مادة বিশিষ্ট مصدر منصوب কে مفعول مطلق বলে।

مفعول مطلق পূর্ববর্তী فعل এর তাকীদ করে কিংবা প্রকার বা ধরন প্রকাশ করে বা সংখ্যা বুঝায়।

২। فعل এর তাকীদ করার জন্য সাধারণ مصدر কে مفرد অবস্থায় ব্যবহার করতে হবে।

৩। সংখ্যা প্রকাশ করার জন্য مصدر কে فعلة এর ওজনে مفرد বা مثنى বা مجموع অবস্থায় ব্যবহার করতে হবে।

৪। প্রকার ও ধরণ প্রকাশের জন্য সাধারণ مصدر কে مضاف বা موصوف রূপে কিংবা فعلة ওজনের مصدر কে مضاف রূপে ব্যবহার করতে হবে

نَائِبُ المَفْعُولِ المُطْلَقِ

(الف) أُحِبُّه كَثِيراً . نَامَ طَوِيلاً .

(ب) أَعْبُدُ أَفْضَلَ عِبَادَةٍ . سِرْتُ أَحْسَنَ السَّيْرِ .

أُحِبُّكَ كُلَّ الحُبِّ . فهمت بعض الفهم

আলোচনা

প্রথম ভাগের উদাহরণ দুটি যথাক্রমে এরূপ ছিলো أحبه حبًا كثيرا ও نَامَ نَومًا طويلاً তাহলে আমরা বলতে পারি যে, صفة কে এখানে مفعول مطلق এর স্থলবর্তী করা হয়েছে। তদ্রূপ তোমরা দেখতেই পাচ্ছো যে, দ্বিতীয় ভাগে اسم التفضيل কে মাছদারের মুযাফ রূপে مفعول مطلق এর স্থলবর্তী করা হয়েছে। আর তৃতীয়ভাগে كل ও بعض শব্দ দুটিকে মাছদারের মুযাফ রূপে مفعول مطلق এর স্থলবর্তী করা হয়েছে।

মূলকথা

إعراب এর ক্ষেত্রে مفعول مطلق এর نائب বা স্থলবর্তী করা হয় ১। صفة কে ২। مصدر এর দিকে মুযাফ অবস্থায় اسم التفضيل কে এবং كل ও بعض ইত্যাদি শব্দকে

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলোতে مفعول مطلق চিহ্নিত করো এবং প্রতিটির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো।

هَبَّتِ العَواصِفُ هُبُوبًا شديداً . فَهَدَّمَتِ المنازِلَ هَدْمًا . و دَكَّتِ المبانِيَ دكًّا ، و خَافَ السُّكَّانُ خَوفًا عَظِيمًا فأخذوا يَصرُخُونَ صَرَخَاتٍ.

২। নীচের مفعول مطلق গুলো কিভাবে فعل এর প্রকার বা ধরন প্রকাশ করছে?

انتَصَرَ الجَيْشُ انتِصَاراً عَظيمًا . لا تَخَفْ خوفَ الجُبَناءِ ، قِفْ أمامَ الباطِلِ وقْفةَ من لا يَخافُ في اللهِ لَومَةَ لائِمٍ .

৩। নীচের বাক্যগুলোতে মূল مفعول مطلق ও তার نائب চিহ্নিত করো।

أَخدُمِ الوَطنَ خَيرَ خِدمةٍ . صَلَّى الرجلُ فقامَ طويلاً و ركَعَ قَصيراً و سَجَدَ خاشِعَتَينِ . لا تَبْسُطْ يَدكَ كُلَّ البَسْطِ ، جَاهَدوا في اللهِ حَقَّ جِهَادِه .

৪। নীচের প্রতিটি মাছদারকে একটি করে পূর্ণ বাক্যে ব্যবহার করো।

هُجُومَ الذِّئبِ . اِسْتِغفاراً . مِيتةَ الجاهِلِيةِ . نَومَتَينِ . سَجْداتٍ حِفظًا جيداً . نجاحًا عَظيمًا . اجتهاداً ، ابتِسَامَةً جافَّةً .

৫। নীচের শূন্যস্থানে উপযুক্ত مفعول مطلق ব্যবহার করো।

فاضَ النَّهرُ ..... ، شَفاكَ اللهُ .... ، ابْتَعِدْ عَنِ الشَّرِّ .... ، تَغلِي القدرُ .... يَنبحُ الكَلْبُ ... يَجرِي الولدُ ... لا تصلِّ ..... بل صلِّ ....

৬। নীচের শূণ্যস্থানে نائب المفعول مطلق ব্যবহার করো।

بَلَّغَ مُحمدٌ صلى الله عليه وسلم رِسالَتَه .... كُنْتُ نَسِيتُ هذا الأمْرَ ... أَرْغبُ في هذا الأمرِ ... تَعَلَّمِ اللغةَ العربيةَ .....

৭। পাঁচটি বাক্য রচনা কর, প্রতিটি বাক্যে مفعول مطلق টি ফেয়েলের তাকীদ করবে।

৮। ছয়টি বাক্য রচনা কর, প্রতিটি বাক্যে مفعول مطلق টি فعل এর প্রকার বা ধরন

প্রকাশ করবে এবং দু'টি সাধারণ মাছদার মুযাফ হবে, দু'টি সাধারণ মাছদার موصوف হবে। দু'টি فعلة ওজনের মাছদার مضاف হবে।

৯। ছয়টি বাক্য রচনা কর, প্রতিটি বাক্যে مفعول مطلق সংখ্যা প্রকাশ করবে এবং দু'টি বাক্যে মাছদার مفرد হবে। দু'টি বাক্যে মাছদার مثنى হবে। দু'টি বাক্যে মাছদার جمع হবে।

১০। ছয়টি বাক্য তৈরী করো; প্রতি বাক্যে একটি করে نائب المفعول المطلق ব্যবহার করবে।

প্রশ্নমালা

১। مفعول مطلق কাকে বলে?

২। مفعول مطلق এর পরিচয় কি?

৩। فعل এর পরে সেই ফেয়েলের مادة বিশিষ্ট مصدر কে কি বলে?

৪। مفعول مطلق এর إعراب কি? এবং إعراب দাতা বা عامل কে?

৫। مفعول مطلق কখন منصوب না হয়ে مجرور হয়?

৬। شهد أفضل شهادة এখানে مفعول مطلق টি তারকীবে কি হয়েছে এবং কি إعراب গ্রহণ করেছে?

৭। উপরের উদাহরণে مفعول مطلق এর نائب কোনটি এবং তা কি إعراب গ্রহণ করেছে?

৮। مفعول مطلق এর উদ্দেশ্য কয়টি ও কি কি?

৯। فَعلة ওজনের মাছদারটি কি অর্থ প্রকাশ করে?

১০। فعلة ওজনের মাছদারটি কি অর্থ প্রকাশ করে?

১১। فعل এর সংখ্যা বোঝাতে হলে مفعول مطلق কোন ওজনে হবে?

১২। فعل এর তাকীদ বোঝাতে হলে মাছদারটি কেমন হবে?

১৩। فعل এর প্রকার বা ধরন বোঝাতে হলে মাছদারটি কেমন হবে?

الدرس الرابع عشر

المفعول به

(الف) نَصَرَ اللّٰهُ رسولَه . اِقْرأ هٰذا الكتابَ . أشكُرُكَ . تَعَلَّمتَ اللغةَ العربيةَ .

(ب) نَصَرَ خالداً شاهِدٌ . يَنْصُرُ عِيسٰى ليلىٰ . أكَلَ الكُمَّثرى يَحيىٰ .

(ج) دَعَا موسىٰ عيسىٰ . شَكَرَتْ ليلىٰ سلمىٰ .

(د) نَصَرنِي راشدٌ . يدعوكَ مَاجدٌ . خالِدًا نَصَرَ راشدٌ . إياكَ نَعْبُدُ و إياكَ نستعينُ .

(ه) الطريقَ ! الطَّريقَ !! الحيةَ ! الحيَّةَ !! الجدارَ ! الجدارَ!! النَّجدةَ ! النجْدةَ !! الأمانَ ! الأمانَ !! الطعامَ ! الطَّعامَ !!

আলোচনা

ইতিপূর্বে فاعل সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সুতরাং আশা করি যে কোন বাক্যে সহজেই তুমি فاعل চিহ্নিত করতে পারবে। যেমন نصر الله رسوله বাক্যে نصر শব্দটি فعل এবং الله শব্দটি তার فاعل একথা সহজেই তুমি বুঝতে পারছ। কিন্তু نحو এর পরিভাষায় رسوله অংশটির নাম কি? সেকথাই এবার আমরা আলোচনা করব।

যদি বলা হয়; نصر الله তাহলে শুধু এতটুকু বোঝা গেলো যে, সাহায্য করার কাজটি অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং আল্লাহর সাথে অস্তিত্ব লাভ করেছে। কিন্তু আল্লাহ কাকে সাহায্য করেছেন? অর্থাৎ فاعل এর فعل টি কার উপর واقع হলো সেকথা জানা গেল না।

যদি বলি; نصر الله رسوله তাহলে পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, আল্লাহ কাকে সাহায্য করেছেন, অর্থাৎ فاعل এর فعل টি কার উপর واقع হয়েছে।

তদ্রূপ যদি বলি اقرأ তাহলে শুধু এটুকুই বোঝা যাবে যে, তোমাকে পড়ার আদেশ করা হচ্ছে। অর্থাৎ اقرأ হচ্ছে فعل এবং أنت হচ্ছে فاعل কেননা أنت এর সাথে اقرأ ফেয়েলটি অস্তিত্ব লাভ করবে। কিন্তু কি পড়বে? অর্থাৎ فاعل এর فعل টি কার উপর واقع

হবে। সে কথা বুঝা গেল না।

যদি বলি اقرأالقرآن তাহলে পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, তুমি কি পড়বে। অর্থাৎ فاعل এর فعل টি কার উপর واقع হবে। আলোচ্য বাক্যের القرآن অংশটি হচ্ছে مفعول به অন্যান্য উদাহরণ সম্পর্কেও একই কথা।

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, فاعل এর فعل টি যার উপর واقع হয় তাকে مفعول به বলে।

مفعول به যে সর্বদা منصوب হবে সেকথা আশা করি তুমি নিজেই বুঝতে পেরেছ। তবে হাঁ, প্রথম ভাগের তৃতীয় উদাহরণে ك শব্দটি مفعول به হলেও তাতে কিন্তু نصب হয়নি। কেননা শব্দটি مبني আর মাবনীতে কোন إعراب বা পরিবর্তন হয় না। বরং তার শেষ অবস্থা সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে। তবে এতটুকু বলতে পারো যে, ك শব্দটি مفعول به হওয়ার কারণে نصب এর স্থানে হয়েছে। কিন্তু مبني হওয়ার কারণে نصب গ্রহণ করেনি।

এবার দ্বিতীয় ভাগের উদাহরণ গুলো সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। একথা তো তুমি জান যে, الجملة الفعلية তে প্রথম স্থান হলো فعل এর। দ্বিতীয় স্থান হলো فاعل এর। فاعل কখনও فعل এর আগে হতে পারে না। আচ্ছা! বাক্যের মধ্যে مفعول به এর স্থানটি কোথায় বলতে পারো? হাঁ, فعل ও فاعل এর পরে তৃতীয় স্থানটি হলো مفعول به এর। অর্থাৎ فعل . فاعل . مفعول به এই হলো সঠিক অবস্থান। যেমন نصر خالد شاهدًا.

দ্বিতীয়ভাগের প্রথম উদাহরণ দুটি দেখ, এখানে مفعول به এর সঠিক অবস্থান রক্ষিত হয়নি। অর্থাৎ সেটা فاعل এর আগে চলে এসেছে। কিন্তু প্রথম বাক্যে প্রকাশিত إعراب এর কারণে সহজেই আমরা فاعل ও مفعول به চিনে নিতে পারি। দ্বিতীয় বাক্যে إعراب অপ্রকাশিত থাকলেও فعل এর تانيث দ্বারা সহজেই فاعل ও مفعول به বোঝা যাচ্ছে। স্থান পরিবর্তনের কারণে চিনতে অসুবিধা হচ্ছে না কিন্তু তৃতীয়ভাগের বাক্যগুলি দেখ, এখানে إعراب এর সাহায্যে কিংবা অন্য কোন ভাবে فاعل ও مفعول به চিহ্নিত করার উপায় নেই। শব্দ দুটির যে কোনটি فاعل বা مفعول به হতে পারে। সূতরাং এখানে مفعول به এর নিজস্ব অবস্থান পরিবর্তন করা উচিত নয়।

মোটকথা আলামতের সাহায্যে চিনতে অসুবিধা না হলে مفعول به কে فاعل উপর অগ্রবর্তী করা যায়। কিন্তু চিনতে অসুবিধা হলে فاعل ও مفعول به কে নিজ নিজ অবস্থানেই রাখা আবশ্যক।

এবার চতুর্থ ভাগের উদাহরণ গুলো দেখ। এখানে প্রতিটি مفعول به কেই বাধ্যতামূলক

ভাবে فاعلএর উপর مقدم করা হয়েছে। কেননা প্রতিটি مفعول به হচ্ছে الضمير المنصوب المتصل আর এগুলো ফেয়েলের সাথে সংলগ্ন থাকা আবশ্যক। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, الضمير المنصوب المتصل যদি مفعول به হয় তাহলে বাধ্যতামূলক ভাবে ফায়েলের উপর مقدم হবে এবং فعل এর সাথে সংলগ্ন হবে।

আবার দেখ, শেষ দুটি বাক্যে المفعول به খোদ فعلএর উপরই مقـــدمহয়েছে এবং অর্থের মধ্যে একটি নতুনত্ব এসেছে। কেননা نصر رَاشِـدٌ خالدا বললে বোঝা গেল যে, রাশেদ খালেদকে সাহায্য করেছে। শুধু খালেদকেই, না অন্যকেও সাহায্য করেছে তা জানা গেল না। কিন্তু خالـــداً نصـرراشـد বললে, বোঝা গেল যে রাশেদ খালেদকেই শুধু সাহায্য করেছে। অন্য কাওকে করেনি। অর্থাৎ রাশেদের সাহায্য করাটা খালেদের মাঝেই সীমাবদ্ধ। এই ধরনের সীমাবদ্ধ করাকে حصر বলে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, فاعل এর فعل কে مفعول এর মাঝে সীমাবদ্ধ বা حصـر করতে হলে مفعول কে فعل এর উপর مقدم করা আবশ্যক।

এবার পঞ্চম ভাগের (ক) এর উদাহরণ গুলো লক্ষ করো। এগুলোর উদ্দেশ্য হল مخاطب কে পথের বিপদ, সাপের বিপদ ও দেয়ালের বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করা। এভাবে কোন কিছুর বিপদ থেকে সর্তক করাকে نحو এর পরিভাষায় تحذير বলে।

(খ) এর উদাহরণগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে কিছুর জন্য ফরিয়াদ করা। نحو এর পরিভাষায় এটাকে استغاثة বলে। বাক্যগুলো মূলতঃ এরকম ছিল اتق الطريـق - اتق الطريق এবং أطلب الأمان أطلب الأمان আলোচ্য শব্দগুলো হচ্ছে উহ্য فعل এর مفعول به তাহলে আমরা বলতে পারি যে, تحذير ও استغاثة এর ক্ষেত্রে مفعول به এর فعل কে উহ্য রাখা আবশ্যক।

মূলকথা

১। যে اسم منصوب এর উপর فاعل এর فعل টি واقع হয় তাকে مفعول به বলে।

২। مفعول به এর মূল অবস্থান হল فاعل এর পরে। তবে সেটা যমীর হলে فعل এর সাথে সংলগ্ন থাকা আবশ্যক।

৩। যদি আলামতের মাধ্যমে চিনতে অসুবিধা না হয় তাহলে مفعول به কে فاعل এর উপর مقدم করা যায়।

৪। যদি আলামতের মাধ্যমে فاعل ও مفعول به কে চেনা সম্ভব না হয় তাহলে مفعول به কে فاعل এর উপর مقدم করা বৈধ নয়। مفعول به কে স্বয়ং فعل এর উপর مقدم

করলে حصر এর অর্থ দেয়। অর্থাৎ একথা বোঝায় যে, فاعل এর فعل টি مفعول به এর মাঝেই সীমাবদ্ধ

৫। تحذير ও استغاثة এর ক্ষেত্রে مفعول به এর فعل কে حذف করা আবশ্যক।

অনুশীলনী

নীচের বাক্যগুলোতে مفعول به চিহ্নিত করো এবং إعراب ব্যাখ্যা করো।

لا يُحِبُّ اللّٰهُ الظّالمينَ . أفضَلُ ذا عِلمٍ عَلى ذِيْ مالٍ . اِرْحَمُوا مَنْ في الأرْضِ يَرحمْكُم مَنْ في السَّماءِ. أيقَظَ صوتُ الأذانِ النّائمينَ و النّائماتِ . مَن بَنىٰ للّٰهِ مَسْجِداً بَنى اللّٰهُ له بيتًا في الجنّةِ . كَلّمَ اللّٰهُ مُوسى تَكليمًا . و ألقى مُوسىٰ عَصاه .

২। নীচের শূন্যস্থানে উপযুক্ত مفعول به যোগ করো। যেন نصب এর সবক'টি علامة এসে যায়।

لا تَنكِحوا ..... حَتّٰى يُؤمِنَّ ، لا تُنكِحوا .... حَتّٰى يُؤمِنُوا ، لا يُصَدِّقُ الناسُ .... ظهر كِذْبُه في أمرٍ مِنَ الأمورِ ، لِمَ تَقُولُون .... لا تفعلونَ ، لا تُخْجِلْ .....كَ أمامَ للناس ، إن اللّٰهَ اشترى مِنَ المؤمنينَ .... و ..... ، قال رسولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم تركتُ فيكم .... كتابَ اللّٰهِ و سنةَ رسولِهِ ،

৩। নীচের শব্দগুলো مفعول به রূপে ব্যবহার করো।

الصلاة ، كلمات ، أصحابي ، مسجدان ، أبو ماجد ، عشرون يومًا

৪। مفعول به কে সঠিক অবস্থানে চিহ্নিত করো।

ساعَدَت أمُّها فاطمةُ . يُحِبُّ اللغةَ العربيةَ هذا الولدُ

৫। নিচের কোন বাক্য مفعول به কে فاعل এর উপর অগ্রবর্তী করার কি হুকুম বলো।

تُحِبُّ أختى ليلىٰ . عَلَّمَ صَدِيقِي أخي اللُّغةَ العربيّةَ . ألقى موسى العَصَا . جزاكم اللهُ خيراً . دعتْ ليلىٰ عيسى .

৬। তিনটি বাক্য বল যেখানে مفعول به হবে مثنى

তিনটি বাক্য বল যেখানে مفعول به হবে جمع مؤنث سالم

তিনটি বাক্য বল যেখানে مفعول به হবে جمع مكسر

তিনটি বাক্য বল যেখানে مفعول به হবে أخ . ذو . فو .

তিনটি বাক্য বল যেখানে مفعول به হবে اسم منقوص

তিনটি বাক্য বল যেখানে مفعول به হবে جمع مذكر سالم

তিনটি বাক্য বল যেখানে مفعول به হবে অন্যান্য ইসম।

তিনটি বাক্য বল যেখানে مفعول به কে فعل এর উপর অগ্রবর্তী করা হবে।

তিনটি বাক্য বল যেখানে مفعول به কে فاعل এর উপর অগ্রবর্তী করার অবকাশ নেই।

ছয়টি বাক্য বল যেখানে مفعول به এর فعل কে বাধ্যতামূলক ভাবে উহ্য রাখা হয়েছে।

প্রশ্নমালা

১। مفعول به কাকে বলে?

২। مفعول به এর পরিচয় কি?

৩। যে اسم منصوب এর উপর فاعل এর فعل টি واقع হয় তাকে কি বলে?

৪। مفعول به এর إعراب কি এবং তার عامل কে?

৫। مفعول به মাবনী হলে তার إعراب সম্পর্কে কি বলা হবে?

৬। শুধু نصر راشد বললে কি অর্থ বুঝায়? আর نصر راشد خالدا বললে কি অর্থ বুঝায়?

৭। الجملة الفعلية এর মধ্যে প্রথম স্থান কার?

৮। বাক্যের মধ্যে فاعل ও مفعول به এর অবস্থান কোথায়?

৯। বাক্যের কোন অংশটি فعل এর সাথে সংলগ্ন থাকার কথা?

১০। مفعول به এর অবস্থান فاعل এর আগে না পরে?

১১। مفعول به যদি الضمير المنصوب المتصل হয় তাহলে তার অবস্থান কোথায় হবে?

১২। مفعول به কখন فعل এর সাথে সংলগ্ন থাকে?

১৩। دعا خالد ماجدا এবং ماجدا دعا خالد এর মাঝে পার্থক্য কি?

১৪। مفعول به কে স্বয়ং فعل উপর অগ্রবর্তী করলে কি অর্থ প্রকাশ পায়?

১৫। فاعل এর فعل টি مفعول به এর মাঝেই সীমাবদ্ধ, একথা বোঝানোর উপায় কি?

১৬। فاعل এর فعلকে مفعول به এর মাঝেই حصر করা হয়েছে, একথা কখন বোঝাযাবে?

১৭। مفعول به কে স্বয়ং فعل এর উপর مقدم করার উদ্দেশ্য কি?

১৮। تحذير কাকে বলে?

১৯। استغاثة কাকে বলে?

২০। تحذير ও استغاثة এর কি অর্থ?

২১। الجدار! الجدار!! বাক্যটি মূলতঃ কিরূপ ছিল?

২২। يا رب! الغيث، الغيث বাক্যটি মূলতঃ কি রূপ ছিল?

২৩। تحذير বা استغاثة এর ক্ষেত্রে مفعول به এর عامل কে উল্লেখ করার অবকাশ আছে কি?

২৪। دعت عيسى ليلى এখানে فاعل কোনটি এবং مفعول به কোনটি?

২৫। ضرب عيسى موسى এখানে مفعول به কে فاعل এর উপর مقدم করা বৈধ নয় কেন?

২৬। القى موسى العصى এখানে فاعل ও مفعول به চেনার علامة কি?

২৭। دعت عيسى ليلى এখানে فاعل ও مفعول به চিনার علامة কি?

২৮। مفعول به কে কখন فاعل এর উপর مقدم করা যায় এবং কখন করা যায় না?

الدرس الخامس عشر

المفعول فيه

إنَّ صَيَّاداً جَلَسَ (تحتَ) ظِلِّ شَجرةٍ لِيستَرِيحَ ساعةً فَسَمِعَ زَئِيراً (خلفه) فالتَفتَ (يَمِينًا و يَسَاراً) و إذا أَسَدٌ يَظْهَرُ (أمامَه) و يمُدُّ قدمَه مُتَألِّمًا .

تَحيَّرَ الصَّيادُ في أمرِه لحظةً لكنَّه دَنا مِن الأسدِ فَوَجَدَ في قدَمِه شَوْكَةً ، فَنَزَعَها بسُرْعَةٍ ، فاستراحَ الأسَدُ و نَظرَ إلى الصَّيَّادِ شَاكِراً و انْصرَفَ ،

و ذَاتَ يومٍ أُخِذَ الصَّيادُ في تُهْمَةٍ ، فأمرَ السُّلطانُ بأنْ يُلْقَى بينَ يَدي أسَدٍ .

إصطادَ رجالُ السُّلطانِ أسَداً ثم وَضَعُوه في قَفَصٍ و أجَاعُوه أسبوعًا .

إجْتَمَعَ الناسُ في الميدَانِ و تُرِكَ الصَّيَّادُ المِسْكينُ (أمَامَه) ، و كان ذٰلك الأسَدُ الذي أراحَه الصيادُ قبْلَ أيامٍ من الشوكَةِ ، و عَرَفَ الأسدُ الصيادَ فأخَذَ يَدُورُ (حَولَه) وَ يَمْسَحُ قَدَمَه مَسروراً فتعجَّبَ الناسُ و دَهِشُوا و تأثَّر الملكُ بهذَا المَنْظرِ ، فأطْلقَ الصيادَ و الأسدَ .

আলোচনা

রেখাযুক্ত শব্দগুলোর প্রতি লক্ষ করো। প্রতিটি শব্দ فعل টি ঘটার সময় বুঝাচ্ছে। যেমন ساعة শব্দটি বিশ্রাম করার সময় বুঝাচ্ছে এবং أسبوعا শব্দটি সিংহকে ক্ষুধার্ত রাখার সময়

নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছো যে, ظرف الزمان গুলো منصوب হয়েছে।

এবার বন্ধনীযুক্ত শব্দগুলোর প্রতি লক্ষ করো। প্রতিটি শব্দ فعل ঘটার স্থান বুঝাচ্ছে। যেমন تحت শব্দটি বসার স্থান বুঝিয়েছে। অন্য শব্দগুলোও অনুরূপ। এধরনের শব্দকে ظرف المكان বলে। নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছো যে, ظرف الزمان এর মত ظرف المكان গুলোও منصوب হয়েছে।

তাহলে আমরা বলতে পারি যে, যে শব্দ فعل ঘটার সময় বুঝায় তাকে ظرف الزمان বলে। এবং যে শব্দ فعل ঘটার স্থান বুঝায় সেগুলোকে ظرف المكان বলে। ظرف المكان ও ظرف الزمان মানছুব হয়।

এবার قفص ও الميدان শব্দদু'টি লক্ষ করো। শব্দদুটি ظرف المكان কেননা এরা فعل ঘটার স্থান বুঝায়, যেমন قفص শব্দটি সিংহকে রাখার স্থান বুঝিয়েছে। তদ্রূপ الميدان শব্দটি মানুষের একত্র হওয়ার স্থান বুঝিয়েছে। অথচ শব্দদুটি منصوب না হয়ে মাজরূর হয়েছে। কিন্তু কেন?

লক্ষ করে দেখো, অন্যান্য ظرف المكان এর সাথে এ দুটি ظرف المكان এর একটা পার্থক্য রয়েছে। قفص শব্দটির চতুঃসীমা আছে। তদ্রূপ الميدان শব্দটির নির্দিষ্ট সীমা আছে। কিন্তু تحت . أمام . يمينا . يسارا ইত্যাদি শব্দগুলোর নির্দিষ্ট কোন সীমারেখা নেই। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, ظرف المكان যদি محدود বা সীমাবদ্ধ হয় তাহলে منصوب হবে না বরং مجرور হবে।

মূলকথা

১। যে ইসম فعل ঘটার সময় বুঝায় তাকে ظرف الزمان বলে। ظرف الزمان সর্বদা منصوب হবে।

২। যে ইসম فعل ঘটার স্থান বুঝায় তাকে ظرف المكان বলে। ظرف المكان তখনই منصوب হবে যখন غير محدود হবে।

ظرف الزمان ও ظرف المكان কে مفعول فيه বলে।

১। নীচের عبارة থেকে ظرف الزمان ও ظرف المكان গুলো আলাদা করো।

رَبِّ إنِّي دَعوتُ قَومي لَيلاً و نَهاراً . وَجَاؤوا أباهُم عِشاءً يبكونَ. تَقِلُّ حَرارةُ الشَّمسِ عَصْراً . سأمكُثُ هُنا سَاعتين . خَرجتُ يوماً لِمُشاهَدةِ المنارَةِ العاليةِ . فسارتْ بِنا السيَّارةُ سَاعَةً ، و لمَّا وصلْنا إليها ظُهْراً وَقَفْتُ أمامَها و مَشَيْتُ حولَها و صعِدتُ فوقَها لأُشاهِدَ مِنها المدينةَ و بعدَ مُدَّةٍ طويلةٍ نَزلتُ منها و وصلتُ إلى البيتِ مساءً .

২। নীচের ظرف গুলো বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহার করো এবং إعراب ব্যাখ্যা করো।

سنة . سنوات . ليالٍ . قدام . المسجد . أسابيع . حينا .
غدا . قبلَ ... . سنون . البيت . زمنا . عشية . دهر .
فجر . صيف . شتاء .

৩। নীচের শূন্যস্থানে উপযুক্ত ظرف যোগ করো।

يَشْتَدُّ البردُ ... ، تَطْلُعُ الشمسَ ...، تَقَعُ القريةُ ... المدينة ، انتظرتُ صديقي ...، وَقَفَ القِطارُ ... المحطة ، وَجَدْتُ الكتابَ ... راشد

৪। পাঁচটি বাক্য তৈরী করো যাতে একটি করে ظرف الزمان থাকবে। দুটি ظرف মানছুব হবে فتحة দ্বারা। দু'টি منصوب হবে ياء পূর্ব فتحة দ্বারা এবং একটি منصوب হবে كسرة দ্বারা।

৫। ظرف المكان যুক্ত ছয়টি বাক্য তৈরী করো।

৬। السوق.المزرع.المدرسة এই শব্দ তিনটিকে ظرف المكان রূপে বিভিন্ন বাক্য ব্যবহার করো।

প্রশ্নমালা

১। مفعول فيه কয় প্রকার ও কি কি?

২। ظرف কয় প্রকার ও কি কি?

৩। ظرف المكان কাকে বলে?

৪। ظرف الزمان কাকে বলে?

৫। مفعول فيه এর পরিচয় কি?

৬। مفعول فيه কাকে বলে?

৭। কোন প্রকার ظرف মানছুব হওয়ার পরিবর্তে مجرور হয়?

৮। جلست في المسجد এখানে ظرف টি منصوب না হয়ে কেন مجرور হল?

৯। ظرف বা مفعول فيه এর إعراب কি এবং তার عامل কি?

১০। أمام . الميدان এ দু'টি ظرف المكان এর মধ্যে পার্থক্য কি?

الدرس السادس عشر

المفعول له

(الف) ماتَ الفَقِيرُ جَوْعًا . بكَى الوَلَدُ خَوفًا . سافِرْ طَلبًا لِلعلم .

(ب) لا يُنْفِقُون خَشْيَةَ الفَقْرِ . لا يَركَبُ الخَطرَ حذَرَ المَوت. أتلُو القرآن رَجَاءَ الهِدَايَةِ .

(ج) لا أقعُدُ الجُبْنَ عنِ الحَرْبِ .

আলোচনা

রেখাযুক্ত শব্দগুলো লক্ষ করো। শব্দগুলো مصدر। প্রতিটি مصدر পূর্ববর্তী বাক্যের কারণ বুঝাচ্ছে। অর্থাৎ فعل কি কি কারণে ঘটেছে তা পরবর্তী مصدر থেকে বোঝা যাচ্ছে। যেমন مات الفقير বাক্য দ্বারা শুধু দরিদ্র লোকটির মৃত্যুর কথা জানা গেল। কিন্তু কেন, কি কারণে মারা গেছে, তা বোঝা গেল না। যখন جوعًا মাছদার যোগ করে مات الفقير جوعًا বলা হলো তখন বুঝা গেল যে, এই মৃত্যুর কারণ হল ক্ষুধা।

অন্য مصدر গুলো সম্পর্কেও একই কথা। এধরনের مصدر কে مفعول له বলে।

তাহলে আমরা বলতে পারি যে, যে مصدر منصوب পূর্ববর্তী ফেয়েলের কারণ বা হেতু বুঝায় তাকে مفعول له বলে।

এবার দ্বিতীয় ভাগের مفعول له গুলো দেখ; এখানে মাছদারগুলো مضاف হয়েছে। আর তৃতীয় ভাগে মাছদারটি ال দ্বারা معرف হয়েছে। আর প্রথম ভাগের মাছদারগুলো إضافة ও ال উভয় থেকে মুক্ত হয়েছে। তাহলে বোঝা গেল যে, مفعول له কে এই তিনটি রূপে ব্যবহার করা হয়।

তবে মাছদারটি ال দ্বারা معرف হলে খুব কমই তা منصوب হয় বরং তখন لِ অব্যয় দ্বারা مجرور হয়ে থাকে।

মূলকথা

১। যে مصدر منصوب পূর্ববর্তী ফেয়েলের কারণ বুঝায় তাকে مفعول له বলে।

২। مفعول له এর তিন অবস্থা,

১। মাছদারটি مضاف হবে।

২। মাছদারটি ال দ্বারা معرف হবে। এ অবস্থায় মাছদারটি খুব কমই منصوب হয় বরং ل অব্যয়যোগে مجرور হয়ে থাকে।

৩। মাছদারটি مضاف বা ال যুক্ত কোনটাই হবেনা।

অনুশীলনী

১। নীচের مفعول له গুলো চিহ্নিত করো ও ব্যাখ্যা করো।

أَثْنَى النَّاسُ عَلَيهِ إعجابًا بسَعةِ علمِهِ . مَنَعَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وَسَلم أنْ نَقُومَ احتِرَامًا لِأحدٍ . يُنْفِقُونَ أموالَهم ابتِغاءَ مَرْضاةِ اللهِ . أخذَ الأولادُ يرقُصونَ فَرَحَ اللَّعِبِ ، لَمْ يَستَطِعْ أن يَتَكلمَ حياءً .

২। নীচের মাছদারগুলোকে مفعول له রূপে বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহার করো।

أدبًا ، شكراً ، إجلالاً ، غضبًا ، خشيةَ السَّرِقةِ . رَجَاء حبِّه ، حِرصًا ، مَودةً ، صَبْرًا ، إرضاءً للهِ .

৩। শূন্যস্থানে উপযুক্ত مفعول له যোগ করো।

أطَعْتُ وَالِدي .... . إبتَعَدْتُ عنِ الأسدِ ... . أعطيتُ الفقيرَ .... . إصْبِروا على المصائِبِ .... .

৪। مفعول له যুক্ত পাঁচটি বাক্য তৈরী করো।

৫। দুটি বাক্য তৈরী কর, যেখানে مفعول له টি مضاف হবে।

৬। কোরআনে مضاف অবস্থায় مفعول له এর ব্যবহার দেখাও।

প্রশ্নমালা

১। مفعول له কাকে বলে?

২। مفعول له এর পরিচয় কি?

৩। যে مصدر পূর্ববর্তী فعل এর কারণ প্রকাশ করে তাকে কি বলে?

৪। مفعول له এর إعراب কি? এবং তার عامل কে?

৫। مفعول له এর ব্যবহারের কয়টি রূপ ও কি কি?

৬। কোন ধরনের مفعول له এর ব্যবহার কম?

৭। مفعول له যদি ال যুক্ত মাছদার হয় তাহলে সাধারণতঃ তা কিরূপে ব্যবহৃত হয়।

৮। الخشية মাছদারটি مفعول له হলে তার إعراب কি কি হতে পারে?

৯। কোন প্রকার مفعول له সাধারণত মাজরূর হয়?

الدرس السابع عشر

المفعول معه

سَارَ مُحَمَّدٌ و اللَّيلَ . حَضرَ خالدٌ و غروبَ الشمْسِ . جئتُ و زَيداً .

আলোচনা

উপরের উদাহরণগুলো লক্ষ করো। প্রতিটি উদাহরণে واو এর পরে একটি اسم রয়েছে। এখানে যদি আমরা واو এর স্থানে مع শব্দটি স্থাপন করি তাহলে বাক্যগুলোর অর্থে কোন ব্যাঘাত ঘটে না। যেমন

سارَ مُحمَّدٌ مَعَ اللَّيلِ . جئتُ مَعَ زيدٍ

তাহলে বোঝা গেল যে, এখানে واو কে مع অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এ কারণেই এই واو কে واوالمعية বলে।

তোমরা নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছো যে, واوالمعية এর পরে বিদ্যমান اسم টি منصوب হয়েছে। পূর্ববর্তী ফেয়েলটি হচ্ছে ناصب । এ ধরণের اسم কে نحو এর পরিভাষায় مفعولمعه বলে।

মূলকথা

واوالمعية এর পরে বিদ্যমান اسممنصوب কে مفعولمعه বলে। واوالمعية এর পূর্ববর্তী فعل বা شبهالفعل টি مفعولمعه কে نصب দান করে।

واو المعية و واو العطف

(الف) سارَ مُحمَّدٌ وَ اللَّيلَ . حَضر خالدٌ و غروبَ الشمْسِ .
جئتُ و زيداً.

(ب) تخاصَمَ أحمَدُ و حسنٌ . اشتركَ محمودٌ و نَجيبٌ .
تَحادَثَتْ عائشةُ و صديقَتُها.

(ج) سَافَرَ إبراهيمُ و خالدٌ (و خالداً).

جِئتُ أنا و زيدٌ (و زيداً).

আলোচনা

প্রথম ভাগের প্রথম দুটি উদাহরণ লক্ষ করো। এখানে واو কে عطف এর অর্থে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাতে বাক্যের অর্থ নষ্ট হয়ে যায়। কেননা তখন বাক্যটির অর্থ হবে মুহাম্মদ ও রাত্র এরা উভয়ে যাত্রা করেছে। অথচ মুহাম্মদের পক্ষে যাত্রা করা সম্ভব। কিন্তু রাত্রের পক্ষে যাত্রা করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ سارمحمد বলা যায় কিন্তু سارالليل বলা যায় না। দ্বিতীয় বাক্যটি সম্পর্কেও একই কথা।

তৃতীয় বাক্যটিতে واو কে عطف এর জন্য গ্রহণ করলে অর্থের অসুবিধা হয় না। কেননা তখন বাক্যটির অর্থ হবে, যায়েদ ও আমি, আমরা উভয়ে এসেছি। উভয়ের পক্ষেই مجيء সম্ভব।

কিন্তু এখানে عطف এর ক্ষেত্রে ব্যাকরণগত একটি অসুবিধা রয়েছে। কেননা الضمير المرفوع المتصل এর উপর সরাসরি عطف করা বৈধ নয়। عطف করতে হলে মাঝখানে একটা ضمير مرفوع منفصل আনতে হবে। যথা جئت انا وزيد

মোটকথা, প্রথম বাক্য দু'টিতে অর্থগত কারণে واو কে عطف এর অর্থে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। আর শেষ বাক্যে ব্যাকরণগত কারণে واو কে عطف এর অর্থে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাই এখানে واو এর পরের শব্দটি مفعول معه ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

এবার দ্বিতীয় ভাগের বাক্যগুলো লক্ষ করো। تخاصم ফেয়েলটি এমন যে, তা একজন থেকে প্রকাশ পেতে পারে না। দুই বা দুইয়ের অধিক লোকের প্রয়োজন। সুতরাং এখানে واو কে عطف এর জন্যই গ্রহণ করতে হবে এবং واو এর আগের ও পরের উভয় ইসমকেই ফেয়েলটির فاعل বানাতে হবে। অর্থাৎ واو এর পরের শব্দটি معطوف হবে, مفعول معه হতে পারবে না। অন্যান্য উদাহরণগুলো সম্পর্কেও একই কথা।

এবার তৃতীয় ভাগের উদাহরণ গুলো দেখ, এখানে فعل গুলো এক বা একাধিক ব্যক্তি থেকে প্রকাশ পেতে পারে। অর্থাৎ একজন মানুষ একাও করতে পারে। আবার দুজনেও করতে পারে। তদ্রূপ واو কে এখানে عطف এর অর্থে গ্রহণ করতে অর্থগত কিংবা ব্যাকরণগত কোন অসুবিধা নেই। সুতরাং واو এর পরের শব্দটি যেমন معطوف হতে পারে তেমনি مفعول معه ও হতে পারে।

মূলকথা

১। واو কে عطف এর জন্য গ্রহণ করতে অর্থগত বা ব্যাকরণগত অসুবিধা থাকলে পরের শব্দটি শুধু مفعول معه হবে। معطوف হতে পারবে না।

২। পূর্ববর্তী ফেয়েলটি একাধিক ব্যক্তি ছাড়া ঘটা সম্ভব না হলে واو কে عطف এর অর্থেই শুধু গ্রহণ করতে হবে এবং পরের শব্দটি শুধু معطوف হবে, مفعول معه হতে পারবে না।

৩। فعل এর জন্য একাধিক فاعل এর প্রয়োজন না হলে এবং عطف এর ক্ষেত্রে কোন বাঁধা না থাকলে واو এর পরের শব্দটি معطوف হতে পারে, আবার مفعول معه ও হতে পারে।

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলোতে مفعول معه কে চিহ্নিত করো।

سِرْتُ و العَصا . قرأ محمدٌ و المصباحَ . لا تَركبِ السَّيَّارة و خالداً . اِجلِس أنتَ و صديقكَ . أرسلَ اللّٰهُ محمداً صلى الله عليه وسلّمَ و الهدايةَ . ستدخلونَ الجنّةَ و السُّرُورَ إنْ شاءَ اللّٰهُ . لقيتُ صديقي خالداً و الفرحَ .

২। নীচের শূন্যস্থানে مفعول معه যোগ করো।

جاءَ السَّيِّدُ وَ .... . سمعتُ هذا النَّبأَ و .... . ذهبَ عُمرُ بنُ الخطّابِ و .... إلى دارِ الأرقمِ ليقْتُلَ رسولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم ، أُكِلَ الخُبْزُ و .... مشَينا في الحديقةِ وَ .... .

৩। واو এর পরে যে শব্দগুলো শুধু معطوف হবে, مفعول معه হতে পারবে না, সেগুলোকে চিহ্নিত করো।

تَعانَقَ خالدٌ و صديقه . أكلَ راشدٌ و صديقه . اختَلفَ التاجرُ و شريكه . نجحنا نحنُ و إخواننا . هَلكَ أموالُهم و أولادُهم . لا يَتَجادَلُ خالدٌ و أخوه .

৪। واو এর পরে যে শব্দগুলো শুধু مفعول معه হবে معطوف হতে পারবে না সেগুলোকে চিহ্নিত করো।

تَجَحنا و إخواننا . لَعِبْنا نحنُ و أصدقاؤنا . مشى خالدٌ و الظلامَ فوقع في حفرةٍ ، مشيتُ و أخي ، مشيتُ أنا و أخي قرأ محمدٌ و الضوءَ . قرأ خالدٌ و موسى .

৫। واو এর পরে যে শব্দগুলো معطوف ও مفعول معه দু'টোই হতে পারে সেগুলোকে চিহ্নিত করো।

رَكِبَ السفينةَ عليٌّ و صديقُه . تصادقْنَا نحنُ و هُولاءِ . خرجَ خالدٌ و الفجْرَ مِنَ البيتِ أكلتُ الطعامَ و المِلحَ ، هاجَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم و أبُو بكرٍ .

৬। নীচের বাক্যগুলোতে কোন واو শুধু عطف বা শুধু معية এর অর্থ দিবে এবং কোনটি عطف ও معية উভয় অর্থ দিবে বলো।

اِتَّفَقَ خالدُ و صديقُه على هذا الأمرِ . طلعَ الصُّبحُ و السَّعادةَ، ماتَ هذا الرجلُ و غُروبَ الشمسِ ، سلَّمْتُ و أخي على الوالدينِ سلَّمْتُ أنا و أخي على الوالدينِ . خرج الناسُ و المطرَ من البيوتِ . خرجْت و صديقي و المطرَ . خَرجتُ أنا و صديقي و المطرَ .

৭। তিনটি বাক্য বল, যেখানে واو হরফটি যথাক্রমে শুধু معية এর জন্য, শুধু عطف এর জন্য এবং عطف ও معية উভয়ের জন্য হবে।

প্রশ্নমালা

১। مفعول معه এর পরিচয় বল? ২। واوالمعية এর পরে বিদ্যমান ইসমকে কি বলে?

৩। مفعول معه কাকে বলে? ৪। مفعول معه এর إعراب কি?

৫। واوالمعية কাকে বলে? ৬। واوالعطف কাকে বলে?

৭। واو কে কখন معية এর অর্থে গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক?

৮। واو কে কখন عطف এর অর্থে গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক?

৯। واو কে কখন عطف ও معية উভয় অর্থে গ্রহণ করা সম্ভব?

১০। واو এর পরের শব্দটি কখন শুধু مفعول معه হবে?

১১। واو এর পরের শব্দটি কখন শুধু معطوف হবে?

১২। واو এর পরের শব্দটি কখন معطوف ও مفعول معه উভয়টি হতে পারবে?

১৩। تعانق ফেয়েলটি কি এক فاعل থেকে প্রকাশ পেতে পারে?

১৪। تعانق ফেয়েলের পরে واو হরফটি কিসের অর্থ দিবে?

১৫। تعانق ফেয়েলের পরে واو হরফটি معية অর্থে কেন হতে পারবে না?

১৬। تعانق خالد وصديقه এখানে واو এর পরের শব্দটি معطوف না হয়ে مفعول معه হতে অসুবিধা কি?

১৭। قرأت وصديقي এখানে واو কে কোন অর্থে গ্রহণ করতে হবে?

১৮। উপরোক্ত বাক্যে واو কে عطف এর অর্থে গ্রহণ করতে বাঁধা কোথায়?

১৯। উপরোক্ত বাক্যে واو এর পরের শব্দকে معطوف বলতে অসুবিধা কি?

২০। উপরোক্ত বাক্যে واو কে عطف এর অর্থে গ্রহণ করতে হলে কি করা দরকার?

২১। ضمير مرفوع متصل এর উপর কোন শব্দকে عطف করার উপায় কি?

২২। قرأ خالد والضوء এখানে واو কে কোন অর্থে গ্রহণ করতে হবে?

২৩। উপরোক্ত বাক্যে واو কে عطف এর অর্থে গ্রহণ করতে অসুবিধা কোথায়?

২৪। قرأ خالد বলা যায়, কিন্তু قرأ الضوء বলা যায় না। এর দ্বারা কি বুঝা যায়?

২৫। جاء خالد وماجد এখানে واو কে কোন অর্থে গ্রহণ করা যায়?

الحال

(ف) جَاءَ رَاشِدٌ راكِبًا . (ب) انصُر أخاكَ مَظلُومًا .

عادَ الجَيْشُ مُنْتَصِراً . لا تَشْرَبْ الماءَ قَائِمًا .

(ج) لقى راشد صديقه مسرورين شَرِبْتُ اللَّبَنَ بَارِداً .

جرى الماء صافيا

আলোচনা

جاء راشد বাক্যটি দ্বারা শুধু রাশেদের আগমনের কথাই জানা গেল। কিন্তু আগমন কালে রাশেদের কি অবস্থা ছিল অর্থাৎ فعل টি ঘটার সময় فاعل এর কি অবস্থা ছিল তা আমরা জানতে পারলাম না। কিন্তু راكبا শব্দটি যোগ করে যদি বলা হয় جاء راشد راكبا তাহলে আমরা রাশেদের আগমনের কথা যেমন জানতে পারবো, তেমনি একথাও জানতে পারব যে, কি অবস্থায় সে আগমন করেছে? অর্থাৎ فعل টি ঘটার সময় فاعل এর কি অবস্থা ছিল?

মোটকথা, راكبًا শব্দটি فعل ঘটার সময় فاعل কি অবস্থায় ছিল তা বুঝিয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগের বাক্য شربت اللبن দ্বারা দুধ পান করার কথা জানা গেল। কিন্তু পান করার সময় দুধের কি অবস্থা ছিল' অর্থাৎ فعل টি ঘটার সময় مفعول এর কি অবস্থা ছিল তা আমরা জানতেপারিনি।

যখন شربت اللبن باردا বলা হল তখন দুধ পান করার কথা যেমন জানতে পারলাম, তেমনি একথাও জানতে পারলাম যে, পান করার সময় দুধ ঠান্ডা অবস্থায় ছিল। অর্থাৎ باردًا শব্দটি فعل ঘটার সময় مفعول এর কি অবস্থা ছিল তা বুঝিয়েছে।

তৃতীয় ভাগের لقي راشد صديقه বাক্যটি দ্বারা শুধু বন্ধুর সাথে রাশেদের সাক্ষাতের কথা জানা গেল। অর্থাৎ فاعل থেকে একটি فعل ঘটেছে এবং তা مفعول به এর উপর واقع হয়েছে, শুধু এতটুকুই জানা গেলো। সাক্ষাতের সময় রাশেদের কি অবস্থা ছিল এবং তার বন্ধুরই বা কি অবস্থা ছিল অর্থাৎ فعل টি ঘটার সময় فاعل ও مفعول به এর কি অবস্থা ছিল তা আমরা জানতে পারিনি। কিন্তু যখন বলা হলো لقي راشد صديقه مسرورين তখন বন্ধুর সাথে রাশেদের সাক্ষাতের কথা যেমন আমরা জানতে পারলাম তেমনি একথাও জানতে পারলাম যে, সাক্ষাতের

সময় তারা উভয়ে আনন্দিত অবস্থায় ছিল। অর্থাৎ مسرورين শব্দটি فعل ঘটার সময় فاعل ও مفعول به উভয়ে কি অবস্থায় ছিল তা বুঝিয়েছে।

মোটকথা, راكبا শব্দটি فعل ঘটার সময় فاعل এর কি অবস্থা ছিল তা বুঝিয়েছে। এবং باردا শব্দটি فعل ঘটার সময় مفعول به এর কি অবস্থা ছিল তা বুঝিয়েছে আর مسرورين শব্দটি فعل ঘটার সময় فاعل ও مفعول به উভয়ের কি অবস্থায় ছিল তা বুঝিয়েছে। এই শব্দগুলোকে حال বলে।

উপরের বাক্যগুলোতে حال মানছুব হয়েছে তা তো দেখতেই পাচ্ছো। কিন্তু তোমরা কি বলতে পারো, حال এর ناصب কে? হাঁ, পূর্ববর্তী فعل গুলোই হচ্ছে حال এর ناصب

আরেকটা বিষয় লক্ষ করো, উপরের বাক্যগুলোতে প্রতিটি حال নাকেরা হয়েছে এবং প্রতিটি صاحب الحال মারেফা হয়েছে। এটাই সাধারণ নিয়ম। অবশ্য মাঝে মধ্যে ব্যতিক্রমও হয়। সে আলোচনা পরে আসছে।

উপরের حال গুলো হয় اسم الفاعل কিংবা اسم المفعول কিংবা الصفة المشبهة হয়েছে।

তাহলে আমরা বলতে পারি যে, حال সাধারণতঃ এই তিন প্রকারের যে কেন এক প্রকার হবে।

মূলকথা

১। حال ঐ لفظ কে বলে যা ফেয়েল ঘটার সময় فاعل বা مفعول به বা উভয়ের কি অবস্থা ছিল তা বুঝায়। فاعل ও مفعول به কে صاحب الحال বলে।

২। حال সর্বদা মানছুব হয় এবং পূর্ববর্তী فعل বা شبه الفعل টি حال কে نصب দান করে।

৩। حال সাধারণতঃ اسم مشتق অর্থাৎ اسم الفاعل বা اسم المفعول বা الصفة المشبهة হয়ে থাকে।

৪। حال সাধারণতঃ نكرة এবং صاحب الحال সাধারণতঃ মারেফা হয়ে থাকে।

أنواع الحال

(الف) جَاءَ راشِدٌ راكِبًا . انصر أخاكَ ظالما أو مظلومًا

لَقِيتُ راشِداً مَسرورِينَ .

(ب) ماتَ الرجلُ و هو جائعٌ . جاءَ المذنبُ يَعْتَذِرُ عَن ذَنْبِهِ .
لَقِيَ راشدٌ صديقَه يَبْتَسِمانِ . أَبْصَرْتُ ثَمَرَ البُستانِ
يتساقطُ مِن شَجَرةٍ .

(ج) حَضر الضُّيوفُ و المُضِيفُ غائِبٌ

প্রথম ভাগের উদাহরণগুলোতে راكبا . مظلوما . ظالما ও مسرورين শব্দগুলো حال হয়েছে। আশা করি, তোমরা তা বুঝতে পেরেছো এবার দ্বিতীয় ভাগের রেখাযুক্ত অংশগুলো দেখ; প্রতিটি অংশ جملة اسمية কিংবা جملة فعلية হয়েছে এবং প্রতিটি জুমলার মাঝে حال এর পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। কেননা هو جائع বাক্যটি দ্বারা আমরা বুঝতে পেরেছি যে, মৃত্যুর সময় লোকটি ক্ষুধার্ত অবস্থায় ছিল। অর্থাৎ فعل ঘটার সময় فاعل কি অবস্থায় ছিল তা এই বাক্যটি বুঝিয়েছে।

يبتسمان বাক্যটি দ্বারা আমরা জানতে পারলাম যে, সাক্ষাতের সময় রাশেদ ও তার বন্ধু হাসি অবস্থায় ছিল। অর্থাৎ فعل ঘটার সময় فاعل ও مفعول به কি অবস্থায় ছিল তা এই বাক্যটি বুঝিয়েছে। অন্যান্য বাক্যগুলো সম্পর্কেও একই কথা।

প্রথম ভাগের উদাহরণে প্রতিটি حال ছিল مفرد আর দ্বিতীয় ভাগের حال গুলো হচ্ছে جملة তাহলে আমরা বলতে পারি যে, حال সাধারণতঃ مفرد হয় তবে কখনও جملة কেও حال রূপে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় ভাগের প্রথম উদাহরণটি লক্ষ করো; حال এর পূর্বে একটি واو রয়েছে। এটাকে واو الحال বলে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে صاحب الحال এর সাথে حال এর সংযোগ বা رابط পয়দা করা। তদ্রূপ هو যমীরটি দ্বারাও حال ও ذوالحال এর মাঝে সংযোগ বা ربط পয়দা করা হয়েছে। অর্থাৎ এ বাক্যে দু'টি সংযোগকারী বা رابط রয়েছে। একটি হল واوالحال অন্যটি হল যমীর।

দ্বিতীয় উদাহরণটি লক্ষ কর; এখানে يعتذر ফেয়েলের মাঝে বিদ্যমান هو যমীরটি صاحب الحال অর্থাৎ المذنب এর দিকে راجع হয়েছে। অর্থাৎ هو যমীরটি দ্বারা حال ও صاحب الحال এর মাঝে সংযোগ বা ربط পয়দা করা হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে; এখানে حال ও صاحب الحال এর মাঝে সংযোগকারী বা رابط হচ্ছে মাত্র একটি। অর্থাৎ يعتذر এর মাঝে বিদ্যমান هو যমীরটি।

শেষ উদাহরণটি লক্ষ কর; এখানে حال এর মাঝে এমন কোন যমীর নেই যা صاحب الحال এর দিকে راجع হবে। তাহলে বোঝা গেল [illegible]

মাঝে শুধু واوالحال দ্বারা সংযোগ বা ربط পয়দা করা হয়েছে।

মুলকথা

মোটকথা, আমরা বলতে পারি যে, حال যদি جملة হয় তখন حال ও صاحب الحال মাঝে সংযোগকারী বা رابط থাকা আবশ্যক। رابط কখনো শুধু ضمير হবে, কখনো শুধু واو الحال হবে আর কখনো ضمير ও واوالحال উভয়টাই হবে।

إذا كان صاحب الحال نكرة

(الف) جَاء راكِبًا رجلٌ . قرأتُ جديدًا كِتَابًا . سَأل تلميذ جديد قائمًا. لا أشرَبُ لَبَنًا حارًا و الدُّخانُ يَتَصاعدُ منه

(ب) أخذتُ قلَم تلميذٍ ثمينًا .

دخل وَلَدُ فلاحٍ المدينة ، و هو يَتَعَجَّبُ مِمَّا يَرى .

(ج) مَا جاءَ من أحدٍ راكبًا .

ما أصَابَنا مُصِيبةٌ إلاَّ و هي من عندِ اللّٰهِ .

(د) أ تَسُبُّ رجلاً و هو يَنصَحُ لَكَ ؟

هَل كذَبَ أحدٌ و لَمْ يَهْلِكْ .

(ه) لا يَقْعُدْ أحدُ عن الجهادِ هارِبًا مِنَ الموتِ .

لا يَقتُلْ إنسانٌ أخاه ظالِمًا .

তোমরা এই মাত্র জেনে এসেছো যে, صاحب الحال মা'রেফা হয়। কিন্তু উপরের উদাহরণ গুলোতে আমরা কি দেখছি? এখানে প্রতিটি صاحب الحال নাকেরাহ হয়েছে। তাই না? কিভাবে এটা হতে পারল?

প্রথম ভাগের উদাহরণ গুলো লক্ষ কর, এখানে حال গুলো صاحب الحال এর উপর مقدم হয়েছে। তাহলে বোঝা গেল যে, صاحب الحال এর উপর حال মুকাদ্দাম হলে صاحب الحال নাকেরাহ হতে পারে।

দ্বিতীয় ভাগের উদাহরণগুলো দেখ, এখানে صاحب الحال গুলো موصوف হয়েছে। আর তৃতীয় ভাগের صاحب الحال গুলো مضاف হয়েছে। তাহলে বোঝা গেল যে, صاحب الحال নাকেরাহ হতে পারে যদি তা موصوف হয় কিংবা مضاف হয়।

চতুর্থ ভাগের صاحب الحال গুলো النفى এর পরে এসেছে। পঞ্চম ভাগের صاحب الحال গুলো حرف استفهام এর পরে এসেছে। আর ষষ্ঠ ভাগের صاحب الحال গুলো এসেছে نهي এর পরে। তাহলে বোঝা গেল যে, صاحب الحال নাকেরাহ হতে পারে যদি তা نفي ، استفهام বা نهي এর পরে আসে।

মূলকথা

সাধারণ অবস্থায় صاحب الحال মারেফা হবে। صاحب الحال যদি مؤخر হয়, কিংবা মওছুফ হয় বা مضاف হয় বা نفى، نهى، استفهام এর পরে হয় তাহলে صاحب الحال নাকেরাহ হতে পারে।

অনুশীলনী

১। حال ও صاحب الحال নির্ধারণ করো।

يُقبِلُ النَّاسُ على التاجِرِ الأمينِ وَاثِقِينَ بِأَمَانَتِهِ . خَدَمَ العَبدُ سَيِّدَهُ و قد كانا في سَفَرٍ . أ يُحِبُّ أحدكم أن يَأكُلَ لَحمَ أخيهِ مَيتًا . نظرتُ إلى السمكِ تحت الماءِ ، فالقيتُ شَبَكَتى قاصداً صَيدَهُ ، فخرجتِ الشَّبكةُ لا تَحمِلُ شيئًا ، فألقيتُها مرةً ثانيةً و اخرجتُها و فيها اثنتا عشرةَ سمكةً صغيرةً .

২। নীচের حال গুলো থেকে اسم مشتق গুলো পৃথক করো এবং حال এর প্রকার বলো

خُلِقَ الإنسانُ ضَعِيفًا . إلبَسوا ثِيابَكُمْ نَظيفةً . عاشَ الرجلُ جواداً كريماً فَماتَ محموداً يحبُّهُ الجَميعُ .

. أُجِلُّ اساتِذتي غائبين و حَاضِرِينَ

৩। নীচের প্রতিটি حال জুমলা হয়েছে। সুতরাং حال ও صاحب الحال এর মাঝে সংযোগকারী বা رابط কি তা চিহ্নিত করো।

قرأتُ الكتابَ و ما وجدتُ فيه قِصَّةً جميلةً . أُجِلُّ أستاذِي غابَ أو حَضرَ . لا تَنَم و نَوافِذُ الغرفة مُقْفَلَةٌ . قابَلتُ أخاكَ و قد عَادَ من سفرِه . ركِبتُ السفينةَ و البحرُ هَائِجٌ . إستَيقَظْنا مِن النومِ و ما طَلَعَتِ الشمسُ . نَمَتِ الأشجارُ وَ لما تُثمِر

৪। নীচের صاحب الحال গুলো نكرة হতে পেরেছে কি ভাবে?

جاءَ حامِلًا بُشرٰى رسُولٌ . لا يَعصى اللّٰهَ مُسلمٌ و هو يَظنُّ أن اللّٰهَ سَيَغفِرُ له . ما غشَّ تاجِرٌ إلا و قد خسِرَتْ تِجَارَتُه . قُتِلَ رجُلٌ شريفٌ في الحيِّ و لما يُقْبَضْ على القَاتِلِ .

৫। নীচের শূন্যস্থান গুলোতে اسم مشتق কে حال রূপে ব্যবহার করো। তিনটি حال হবে اسم الفاعل তিনটি হবে اسم المفعول এবং তিনটি হবে الصفة المشبهة

نصرتُ صديقى .... . باعَ التاجرُ السِّلعَ .... . جلس العاملُ تحتَ الظلِّ .... . رجعَ إلى قومِه .... . دخلتُ الغرفةَ .... . رَأَتِ الشرطةُ الجثّةَ .... على الإرضِ . لم تذهبِ البناتُ إلى المدرسةِ فبَقِيْنَ .... .

৬। নীচের শূন্যস্থানে একটি করে جملة কে حال রূপে ব্যবহার করো।

إستَيقَظنا مِنَ النومِ .... . لا تأكُلِ الطعامَ ... . لا تَمْشِ في اللَّيلِ .... . فارَقْتُ إخوَانِى .... . خرجنَا من البيتِ ...

৭। নীচের حال المفردة গুলোকে جملة তে রূপান্তরিত করো।

أُحِبُّ التلميذَ مُجتهداً . عادَ التاجِرُ رابِحًا . يُعْجِبني الغَنِيُّ

مُتَوَاضِعًا . ذَهَبَ العُمَّالُ إلى أعْمالِهم مَمْلوئين نَشاطًا . اِصْفَحْ عَمَّنْ أتاكَ مُعتَذِرًا .

৮। নীচের جملة الحال গুলোকে حال مفردة এ রূপান্তরিত করো।

جَاءَ المذنِبُ يعتذرُ عنْ ذَنبه . رَكِبتُ الحِصَانَ وَ هُو مُتْعَبٌ . تَمُرُّ بنا الأيَّامُ و نحنُ غافِلُون . عادَ التاجِرُ و قدْ رَبِحَ رِبحًا عَظيمًا .

৯। তিনটি حال যুক্ত বাক্য বল; প্রতিটি حال হবে مفرد এবং প্রথমটিতে صاحب الحال হবে فاعل, দ্বিতীয়টিতে صاحب الحال হবে مفعول এবং তৃতীয়টিতে صاحب الحال হবে فاعل ও مفعول উভয়ে এক সাথে।

১০। তিনটি বাক্য বল, প্রতিটিতে حال হবে جملة فعلية এবং رابط হবে শুধু واو

১১। তিনটি বাক্য বল, প্রতিটিতে حال হবে جملة اسمية এবং رابط হবে ضمير

১২। তিনটি বাক্য বল, প্রতিটিতে حال হবে جملة فعلية نافية এবং رابط হবে واو ও ضمير

১৩। তিনটি বাক্য বল, প্রতিটিতে حال হবে جملة اسمية এবং رابط হবে واو ও ضمير

প্রশ্নমালা

১। حال এর পরিচয় বল?

২। حال কোন লফযকে বলে?

৩। حال কিসের অবস্থা বুঝায়?

৪। হাল فاعل বা مفعول به বা উভয়ের কোন সময়ের অবস্থা বুঝায়?

৫। যে لفظ একথা বুঝায় যে فعل ঘটার সময় فاعل বা مفعول বা উভয়ের কি অবস্থা ছিল তাকে কি বলে?

৬। عاد القائد বাক্য দ্বারা কি বোঝা যায়? এবং عاد القائد مهزوما বাক্য দ্বারা কি বুঝা যায়?

৭। উপরের বাক্যে مهزوما এই حال যুক্ত হওয়ার ফল কি হলো?

৮। صاحب الحال কাকে বলে?

৯। حال বিহীন বাক্য এবং حال যুক্ত বাক্যের মাঝে পার্থক্য কি?

১০। حال এর إعراب কি এবং তার إعراب দাতা কে?

১১। فعل ছাড়া আর কোন كلمة হালকে نصب দিতে পারে?

১২। একটি বাক্য বল, যেখানে اسم الفاعل হালকে نصب দিয়েছে?

১৩। حال مفردة কয় প্রকার?

১৪। حال ও صاحب الحال এর সাধারণ অবস্থা কি?

১৫। صاحب الحال কখন نكرة হতে পারে?

১৬। صاحب الحال নাকেরাহ হওয়ার জন্য জন্য শর্ত কি?

১৭। نكرة কে صاحب الحال বানাতে হলে কি করতে হবে?

১৮। حال ও صاحب الحال এর মাঝে رابط কখন আবশ্যক?

১৯। رابط অর্থ কি? رابط এর কাজ কি?

২০। حال ও صاحب الحال এর মাঝে কি কি বিষয় رابط রূপে কাজ করে?

২১। جملة الحال এর পূর্ববর্তী واو কে কি বলে?

২২। কোন ধরণের جملة এর পূর্বে واو الحال আসে না?

২৩। حال যদি جملة اسمية হয় তাহলে তার رابط কি হয়?

التمييز

(الف) إني رَأيتُ أحَدَ عَشَرَ كوكبًا . اشتريتُ ذِراعًا ثوبًا

عِندِي رِطلُ زيتًا . باعَ التاجرُ قَفيزَين بُرًّا .

(ب) طَابَ المكانُ هواءً . أحْبَبْتُ رَاشداً جَمالاً .

فَاضَ القلبُ سُرُوراً . أنا أكْبَرُ منك سِنًّا .

أنتَ أجملُ منى وَجهًا .

আলোচনা

উপরে প্রথম ভাগের উদাহরণ গুলো লক্ষ করো। أحد عشر . ذراع . رطل . قفيز শব্দগুলো পরিমাণ জ্ঞাপক। অর্থাৎ প্রতিটি শব্দ কোন না কোন পরিমাণ বুঝায়। যেমন أحد عشر শব্দটি একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝায়, ذراع শব্দটি একটি নির্দিষ্ট আয়তন বুঝায়, رطل শব্দটি দাঁড়িপাল্লার একটা নির্দিষ্ট মাপ বুঝায় এবং قفيز শব্দটি পাত্রের নির্দিষ্ট মাপ বুঝায়।

এবার প্রথম উদাহরণটি দেখ, হযরত ইউসুফ (আঃ) যদি শুধু إني رأيت أحد عشر বলতেন তাহলে তাঁর কথাটা অস্পষ্ট হতো। অর্থাৎ হযরত ইউসুফ(আঃ) أحد عشر দ্বারা কি বোঝাতে চাচ্ছেন, তিনি এগারটা কি দেখেছেন তা পরিষ্কার ও স্পষ্ট হয়নি। কেননা এগারটা অনেক কিছুই হতে পারে। কিন্তু متكلم এর উদ্দেশ্য কি? سامع এর কাছে তা স্পষ্ট হয়নি। কিন্তু যখন বলা হলো إني رأيت أحد عشر كوكبًا তখন সব অস্পষ্টতা দূর হয়ে গেল এবং سامع এর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, متكلم এগারটা কি দেখেছেন, অর্থাৎ أحد عشر সংখ্যা দ্বারা তিনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন? মোটকথা, সংখ্যাবাচক শব্দটি অস্পষ্ট ছিল এবং তাতে বিভিন্ন বস্তুর সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু كوكبا শব্দটি সে অস্পষ্টতা দূর করে দিয়ে متكلم এর উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে দিয়েছে। كوكب শব্দটি হল تمييز বা স্পষ্টকারী; আর أحد عشر শব্দটি হল مميز বা স্পষ্টকৃত। অন্যান্য উদাহরণ গুলো সম্পর্কেও একই কথা। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, যে ইসম পূর্ববর্তী পরিমাণবাচক শব্দের অস্পষ্টতা দূর করে তাকে تمييز বলে।

এবার দ্বিতীয় উদাহরণগুলো লক্ষ করো। যদি শুধু طاب المكان বলা হয় তাহলে جملة এর মাঝে বিদ্যমান نسبة টি অস্পষ্ট থেকে যায়। অর্থাৎ স্থানটি কোন দিক থেকে উত্তম হয়েছে তা বোঝা যায় না। বরং বিভিন্ন দিকের সম্ভাবনা থেকে যায়। যেমন, স্থানটি পানির দিক থেকে উত্তম কিংবা বাতাসের দিক থেকে কিংবা আবহাওয়ার দিক থেকে কিংবা স্বাস্থ্যগত দিক থেকে কিংবা পরিবেশের দিক থেকে উত্তম। কিন্তু متكلم স্থানটিকে কোন দিক থেকে উত্তম বলেছে তা سامع এর কাছে স্পষ্ট হয়নি। যদি বলা হয় طاب المكان هواء তাহলে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, স্থানটিকে কোন দিক থেকে উত্তম বলা متكلم এর উদ্দেশ্য। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, যে ইসম পূর্ববর্তী جملة এর نسبة থেকে অস্পষ্টতা দূর করে এবং বিভিন্ন দিকের একটি দিক নির্ধারণ করে দেয় তাকে تمييز বলে। অন্যান্য উদাহরণ গুলো সম্পর্কেও একই কথা।

এখানে আরো কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রতিটি تمييز ইসমে নাকেরা হয়েছে, সেটা আশা করি তোমরা লক্ষ করেছো। তাহলে বলা যায় যে, تمييز সর্বদা اسم نكرة হবে।

تمييز الجملة গুলো লক্ষ করে দেখ, প্রতিটি تمييز মূলতঃ فاعل কিংবা مفعول কিংবা

مضاف রূপে مبتدأ ছিল। যেমন طاب المكان هواء বাক্যটি মূলত ছিল। طاب هواء المكان অর্থাৎ تمييز টি فاعل থেকে রূপান্তরিত হয়েছে।

أحببت راشدا جمالا বাক্যটি মূলতঃ أحببت جمال راشد ছিল অর্থাৎ تمييز টি مفعول به থেকে রূপান্তরিত হয়েছে।

أنا أكبر منك سنا বাক্যটি মূলতঃ سني أكبر من سنك ছিল অর্থাৎ এখানে تمييز টি مبتدأ থেকে রূপান্তরিত হয়েছে।

মূলকথা

تمييز এমন اسم نكرة যা পূর্ববর্তী مقدار বা পূর্ববর্তী جملة থেকে অস্পষ্টতা দূর করে। প্রথমটিকে تمييزالمفرد এবং দ্বিতীয়টিকে تمييزالجملة বলে।

تمييز মূলতঃ فاعل বা مفعول বা مبتدأ থেকে রূপান্তরিত।

إعراب التمييز

(الف) شَرِبتُ رِطلًا لَبنًا/ رِطلَ لبنٍ / رِطلاً مِن لَبَنٍ .

أوْقِدُ قِنْطاراً فَحْمًا/ قِنطار فَحْمٍ / قنطاراً مِن فَحْمٍ .

عندي مِثقالٌ ذَهَبا / مثقالُ ذَهبٍ / مثقالٌ مِّنْ ذهبٍ .

(ب) أَكَلَ الحِصَانُ حُفْنَةً شَعِيْرًا / حفنةَ شَعِيرٍ/ حفنةٌ من شَعيرٍ .

شربتُ كُوبًا ماءً / كوبَ ماءٍ / كوبًا مِن ماءٍ .

أشتريتُ قدحًا سِمْسِمًا/ قدحَ سِمسمٍ / قدحًا من سِمْسِمٍ

(ج) أهدىٰ إليه ذِراعًا حَرِيرًا / ذِراعَ حريرٍ / ذِراعًا من حريرٍ

لَا أملكُ شبرًا أرضًا / شبرَ أرضٍ / شبرًا من أرضٍ .

[illegible] فدانُ أرض / فدانٌ من أرض .

আলোচনা

প্রথম ভাগের উদাহরণে প্রতিটি تمييز হচ্ছে ওজনবাচক ইসমএবং দ্বিতীয় ভাগের উদাহ্ গুলোতে প্রতিটি تمييز হচ্ছে পাত্রের পরিমাপবাচক ইসম। আর তৃতীয় ভাগের تمييز গুলো হ্ আয় তনবাচক ইসম।

এবার সবক'টি ভাগের تمييز গুলো লক্ষ করো। প্রতিটি تمييز তিন প্রকারে ব্যব হয়েছে। প্রথমতঃ منصوب হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ مضاف إليه রূপে مجرور হয়েছে এ তৃতীয়তঃ من হরফুল জর দ্বারা مجرور হয়েছে।

মূলকথা

وزن. كيل ও مسافة এর تمييز গুলো منصوب হতে পারে আবার إضافة বা ن দ্বারা مجرور হতে পারে।

تمييز العدد

الف) الأسبوعُ سبعةُ أيّامٍ . اشتريتُ خَمسةَ أقلامٍ . في المسجدِ عَشرةُ أعْمِدَةٍ . أكلتُ أربعَ تُفّاحاتٍ .
غَرستُ ثلاثَ شجراتٍ .

ب) في الفصلِ أحدَ عَشرَ تلميذاً .
في الشجرةِ تِسعةَ عَشرَ غُصناً .
الشهرُ ثلاثُون يومًا .
إنَّ هذا أخِي له تِسعٌ وَّ تِسعونَ نَعْجَةٌ

ج) القِنْطَارُ مِائةُ رِطلٍ .
في الطائِرَةِ مِأتا مسافرٍ
قطعَ القِطارُ خَمْسَ ماةِ مَيلٍ .

(د) في هذا المسجدِ ألفُ مصلٍّ .
مِساحَة هذه الحديقةِ ألفا ذِراعٍ .
في سَاحَةِ القِتالِ ثلاثةُ آلافِ جُندِيٍّ .

আলোচনা

এখানে প্রতিটি উদাহরণে اسم العدد বা সংখ্যাবাচক ইসম مميز হয়েছে। এখানে আমরা أسماء العدد এর تمييز এর إعراب গুলো সম্পর্কে আলোচনা করব।

প্রথম ভাগের তিন থেকে দশ পর্যন্ত বিভিন্ন أسماء العدد রয়েছে। তবে সংক্ষেপ করার জন্য সবক'টি উল্লেখ করা হয়নি। এ ভাগে প্রতিটি তামীয বহুবচন হয়েছে এবং إعراب এর ক্ষেত্রে مضاف إليه রূপে مجرور হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগে এগার থেকে নিরানব্বই পর্যন্ত বিভিন্ন أسماء العدد রয়েছে, তবে সংক্ষেপ করার জন্য সবক'টি عدد উল্লেখ করা হয়নি। এ ভাগের প্রতিটি تمييز মুফরাদ ও মানছুব হয়েছে।

তৃতীয় ভাগে مائة ও الف এ দু'টি عدد রয়েছে। আর এদের تمييز গুলো مفرد ও مجرور হয়েছে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে,

মূলকথা

১। তিন, দশ, ও মধ্যবর্তী أسماء العدد এর تمييز গুলো جمع হবে এবং مضاف إليه রূপে مجرور হবে।

২। এগার, নিরান্নব্বই ও মধ্যবর্তী أسماء العدد এর تمييز গুলো مفرد হবে এবং منصوب হবে।

৩। مائة ও الف এ দু'টি عدد এর تمييز সর্বদা مفرد ও مجرور হবে।

إعراب تمييز الجملة

حَسُنَ الرجلُ خُلُقًا . أنا أكثرُ مِنك مالًا . إعتَدَلَ الانسانُ قَامَةً . الحريرُ أغلىٰ من القُطْنِ قِيمةً . إمتلأَ قلبُه حُزنًا . هذه ألذُّ الفواكِهِ طَعمًا .

আলোচনা

উপরের দাগ দেয়া শব্দগুলো যে, تمييزالجملة আশা করি সে কথা তুমি বুঝতে পেরেছো। কেননা শব্দগুলো পূর্ববর্তী جملة এর نسبة থেকে অস্পষ্টতা দূর করেছে এবং বাক্য দ্বারা মুতাকাল্লিমের কি উদ্দেশ্য তা স্পষ্ট করেছে। যেমন حسن الرجل বাক্য দ্বারা বোঝা গেল যে, লোকটি উত্তম হয়েছে। কিন্তু এই জুমলার মাঝে বিদ্যমান নিসবতের উদ্দেশ্য কি অর্থাৎ কোন দিক থেকে লোকটি উত্তম হয়েছে তা বুঝা গেল না। خلقا শব্দ দ্বারা সেই অস্পষ্টতা দূর হয়ে গেল এবং লোকটি কোন দিক থেকে উত্তম হয়েছে তা পরিষ্কার হয়ে গেল।

এবার تمييزالجملة এর إعراب লক্ষ কর; প্রতিটি তামীজ منصوب হয়েছে। পূর্ববর্তী فعل বা شبه الفعل গুলোই তাকে নছব দিয়েছে। প্রথম উদাহরণে خلقا কে نصب দিয়েছে حسن ফেয়েলটি এবং প্রথম উদাহরণে ٧ ماﻻ শব্দটিকে نصب দিয়েছে أكثر এই اسم التفضيل বা شبه الفغل টি।

মূল কথা

تمييزالجملة সর্বদা منصوب হবে।

পূর্ববর্তী فعل বা شبه الفعل সর্বদা تمييزالجملة কে نصب দান করবে।

অনুশীলনী

১। تمييزالمفرد ও تمييزالجملة গুলো আলাদা করো।

ما في الأرضِ قَدْرُ رَاحةٍ ظِلًّا - من يعملْ مثقالَ ذَرَّةٍ خيرًا يَرَه -
اشتَرَيْتُ ذِراعَ ثَوْبٍ ، عَمَلُ الصحابةِ خيرٌ من عَمَلنا اجرًا و ثوابًا

২। নীচের প্রতিটি تمييز এর إعراب ব্যাখ্যা করো।

أَطعَمتُ الحِصانَ قَدَحَينِ شَعِيراً و سَقَيْتُه دَلْوًا مَاءً . قِيراطٌ مِن مَاسٍ خيرٌ مِن قِيراطَي يَاقوتٍ . في الكتابِ خمسٌ وَّ تسعونَ صَفحةً ، قرأتُ منها عَشرَ صفحاتٍ ، رَفعكَ اللّٰه قَدرًا وَ زَادَكَ شَرفًا . الفلاحونَ يتقاتِلون على شِبرِ أرضٍ ، أَطعمتُ الدجاجةَ مِلءَ الكفِّ حَبًّا ،

নীচের শূণ্যস্থানে উপযুক্ত তামীয বসাও

زَكَاةُ الفطرِ نصفُ صاعٍ .... . مِثقال .... خيرٌ من رِطل .....

رأيتُ البنتَ و هي تحمِلُ جَرَّة .... العالِم أرفَعُ من ذَوِي المَالِ .....

لايَضَعُ قَدَمَيه على الارضِ ... ، عُمْرُ اخيكَ الانَ إحدىٰ و عِشرونَ

... و ثلاثة .... و أحدَ عَشَرَ ....

৪। নীচের শব্দগুলোকে বিভিন্ন বাক্যে تمييز রূপে ব্যবহার করো।

عقلا . لاعبا . من عسل . أقلام . طولا . سكرا . سرورا

بقرات . أرض .

৫। তিনটি বাক্য তৈরী কর, যাতে تمييز গুলো হবে جمع مجرور

৬। তিনটি বাক্য তৈরী করো যাতে تمييز গুলো হবে مفردمنصرف এবং مميز হবে أسماء العدد

৭। তিনটি বাক্য তৈরী কর, যাতে تمييز গুলো হবে مفردمنصرف এবং مميز হবে জুমলার نسبة

৮। তিনটি বাক্য তৈরী কর, যাতে تمييز হবে مفردمجرور এবং مميز হবে أسماءالعدد

৯। তিনটি বাক্য তৈরী কর, যাতে تمييز গুলো হবে مضاف إليه مجرور এবং مميز গুলো যথাক্রমে اسم كيل . اسم وزن ও اسم مساحة

১০। তিনটি বাক্য তৈরী কর, যাতে تمييز গুলো হবে منصوب এবং مميز গুলো হবে যথাক্রমে اسم وزن ، كيل ، مساحة

১১। তিনটি বাক্য তৈরী কর, যাতে تمييز গুলো مِنْ দ্বারা مجرور হবে এবং مميز গুলো যথাক্রমে اسم وزن و كيل و مساحة হবে

প্রশ্নমালা

১। যে ইসম পূর্ববর্তী مقدار বা نسبت থেকে অস্পষ্টতা দূর করে তাকে কি বলে?

২। যে ইসম পূর্ববর্তী مقدار বা نسبت এর উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে দেয় তাকে কি বলে?

৩। تمييز এর পরিচয় কি?

৪। تمييز এর উদ্দেশ্য কি?

৫। تمييز কাকে বলে?

৬। تميز কয় প্রকার ও কি কি?

৭। مقدار কয় প্রকার ও কি কি?

৮। هو أفضل منك বাক্যটিতে কি অস্পষ্টতা আছে এবং তা দূর করার উপায়

৯। رب زدني এবং رب زدني علما এর মাঝে পার্থক্য কি?

১০। تمييزالمفرد কয় প্রকার إعراب গ্রহণ করে?

১১। تمييزالمفرد কি উপায়ে جر গ্রহণ করে?

১২। কোন ক্ষেত্রে تمييز শুধু نصب গ্রহণ করে?

১৩। কোন ক্ষেত্রে تمييز শুধু جر গ্রহণ করে?

১৪। تمييز কোন ক্ষেত্রে نصب ও جر উভয় إعراب গ্রহণ করতে পারে?

১৫। رفعك الله قدرا এখানে تمييز কে مفعول به তে রূপান্তরিত করো।

১৬। حسن الرجل كلاما এখানে تمييز কে فاعل এ রূপান্তরিত করো।

১৭। هو أفضل منك علما এখানে تمييز কে مبتدأ বানাও।

الدرس الثامن عشر

الأفعال الناقصة

الولدُ مريضٌ	كان الولدُ مريضًا
البَنَاتُ مُهَذَّبَاتٌ	كانت البناتُ مهذَّبَاتٍ
الثوبُ وَسِخٌ	صَارَ الثوبُ وَسِخًا
اَصْدِقائى اغنياءُ	صَارَ أصدِقَائِى أغنياءَ
الخادِم امينٌ	لَيسَ الخادمُ امينًا
الرجلُ ذُو مالٍ	ليسَ الرجلُ ذا مالٍ
الولدانِ مريضَان	أصبحَ الولدان مريضَين
الجَوُّ مُمْطِرٌ	أصبحَ الجَوُّ مُمْطِرًا
الغَمَامُ كَثِيفٌ	أضحىٰ الغَمامُ كَثيفًا
الشارِعُ مُزْدَحِمٌ	أضحىٰ الشارعُ مُزْدَحِمًا
الشمسُ مُحْتَجِبَةٌ	ظَلتِ الشمسُ محتجبةً
النهارُ مُمْطِرٌ	ظَلَّ النهارُ مُمطرًا
العُمَّال مُتْعَبون	أمسىٰ العمالُ مُتعبين
الزهرُ ذابلٌ	امسىٰ الزهرُ ذابلًا
المصباحُ مُتَّقِدٌ	بَاتَ المصباحُ متقدًا

المريض متألم بات المريض متألما

প্রথম ভাগের প্রতিটি উদাহরণ مبتدأ ও خبر দ্বারা গঠিত হয়েছে এবং উভয়টি مرفوع হয়েছে। কেননা তুমি আগেই জেনে এসেছো যে, مبتدأ ও خبر সর্বদা مرفوع হয়। তবে رفع এর علامة যে বিভিন্ন হয়েছে, আশা করি সেটা তুমি লক্ষ করেছো।

এবার দ্বিতীয় ভাগের উদাহরণগুলো লক্ষ করো। প্রথম ভাগের مبتدأ ও خبر গুলোই এখানে এসেছে। তবে পার্থক্য এই যে, দ্বিতীয় ভাগে مبتدأ ও خبر গুলোর শুরুতে

كان . صار . ليس . أصبح . أمسى . أضحى . ظل . بات

ইত্যাদি কোন একটি فعل এসেছে। দ্বিতীয় পার্থক্য এই যে, মুবতাদাগুলো مرفوع আছে বটে; কিন্তু خبر গুলো منصوب হয়ে গেছে। বলা বাহুল্য যে, উল্লেখিত فعل গুলো داخل হওয়ার কারণেই إعراب এর এই পরিবর্তন ঘটেছে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, উল্লেখিত فعل গুলো مبتدأ ও خبر এর শুরুতে داخل হয় এবং مبتدأ কে رفع ও خبر কে نصب দান করে।

একটা বিষয় লক্ষ করো;ইতিপূর্বে তুমি জেনে এসেছো যে, فعل ও فاعل দ্বারা পূর্ণ বাক্য গঠিত হয়ে যায়। অর্থাৎ فعل এর অস্তিত্বের জন্য শুধু একটি فاعل প্রয়োজন। আর কিছুর প্রয়োজন নেই। অথচ এখানে দেখ فاعل এর পরিবর্তে রয়েছে مبتدأ ও خبر । যেহেতু এই فعل গুলো فاعل এর পরিবর্তে مبتدأ ও خبر এর উপর নির্ভর করে সেহেতু এগুলো أفعال ناقصة (একটিকে فعل ناقص) বলে।[১]

এসো এবার فعل ناقص গুলোর অর্থ আলোচনা করি। الولد مريض অর্থ ছেলেটি অসুস্থ (আছে)। كان الولد مريضا অর্থ ছেলেটি অসুস্থ ছিল। অর্থাৎ خبر টি مبتدأ এর সাথে অতীতকালে যুক্ত ছিল। বর্তমানে যুক্ত নেই। আরো পরিষ্কার ভাবে বলা যায় যে, مبتدأ ও خبر এর মধ্যস্থ اسناد টি অতীতকালে বিদ্যমান ছিল বর্তমানে নেই। এভাবেও বলতে পারো যে, مرض الولد এই الولد مريض অতীতকালে বিদ্যমান ছিল, বর্তমানে তা বিদ্যমান নেই। বলাবাহুল্য যে, مضمون الجملة বাক্যর এই নতুন অর্থ كان এর কারণে সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, كان একথা বুঝায় যে, مضمون الجملة টি অতীতকালে বিদ্যমান ছিল বর্তমানে নেই।

صار الثوب وسخا অর্থ, কাপড়টি ময়লা হয়ে গেছে। অর্থাৎ কাপড়টি পূর্বে পরিষ্কার

১। ليس ছাড়া অন্য সবক'টি فعل এর مضارع ও امر ব্যবহৃত হয়। যেমন

يكون الولد مريضا . كن صادقا .

অবস্থায় ছিল; এখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে এবং পরিষ্কার অবস্থা থেকে ময়লা অবস্থায় এসে গেছে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, صار একথা বোঝায় যে, مبتدأ টি এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হয়েছে।

الولدمريض অর্থ ছেলেটি অসুস্থ। কিন্তু ছেলেটি কখন অসুস্থ হয়েছে তা এখানে বলা হয়নি। পক্ষান্তরে أصبح الولد مريضا অর্থ, ছেলেটি সকালে অসুস্থ হয়েছে।

الولد مريضا অর্থ ছেলেটি অসুস্থ। কিন্তু ছেলেটি কখন অসুস্থ হয়েছে তা এখানে বলা হয়নি। পক্ষান্তরে أصبح الولد مريضا অর্থ, ছেলেটি সকালে অসুস্থ হয়েছে। أمسى الولد مريضا অর্থ ছেলেটি সন্ধ্যায় অসুস্থ হয়েছে।

তাহলে আমরা বলতে পারি যে, أصبح . أمسى . اضحى . ظل . بات এই পাঁচটি فعل এ কথা বুঝায় যে, مضمون الجملة টি যথাক্রমে সকালে , সন্ধায়, পূর্বাহ্নকালে, দিনে বা রাত্রে বিদ্যমান হয়েছে।

মূলকথা

১। كان . صار . ليس . أصبح . أمسى . أضحى . ظل . بات ইত্যাদি فعل কে الأفعال الناقصة বলে।

২। الأفعال الناقصة সর্বদা مبتدأ ও خبر এর শুরুতে এসে مبتدأ কে رفع ও خبر কে نصب দান করে। مبتدأ কে তখন فعل ناقص এর اسم এবং خبر কে فعل ناقص এর خبر বলে।

প্রতিটি فعل ناقص এর নিজস্ব অর্থ রয়েছে। যেমন–

كان একথা বুঝায় যে, তার খবরটি তার اسم এর জন্য অতীতকালে বিদ্যমান যুক্ত ছিলো।

صار একথা বুঝায় যে, তার اسم টি এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হয়েছে।

أصبح একথা বুঝায় যে, তার خبر টি তার اسم এর সাথে প্রাতকালে যুক্ত হয়েছে।

أضحى একথা বুঝায় যে, তার خبر টি তার اسم এর সাথে পূর্বাহ্ন কালে যুক্ত হয়েছে।

امسى একথা বুঝায় যে, مضمون الجملة টি সন্ধাকালে বিদ্যমান হয়েছে।

ظل একথা বুঝায় যে, مضمون الجملة টি দিবসে বিদ্যমান হয়েছে।

بات একথা বুঝায় যে, مضمون الجملة টি রাত্রে বিদ্যমান হয়েছে।

ليس একথা বুঝায় যে, مضمون الجملة টি বিদ্যমান নয়।

كان المطرُ . كانَتِ الحادثةُ . أصبح راشدٌ . أمسى خالدٌ . سَافرَ المسافرُ حَتّٰى أضحٰى . ظل الخلافُ . باتَ المَرِيضُ .

كان،صار ইত্যাদি فعل গুলোকে ইতিপূর্বে তোমরা মুবতাদা ও খবর –এর শুরুতে আসতে দেখেছো। কিন্তু এখানে কি দেখতে পাচ্ছো। فعل গুলোর পরে একটি মাত্র ইসম রয়েছে অর্থাৎ এই فعل গুলো مبتدأ ও খবরের পূর্বে আসেনি। সুতরাং এখন এই فعل গুলোকে ناقصة আর বলা চলবে না।

একটু লক্ষ করে দেখ, كان المطر ও نزل المطر বাক্য দু'টির একই অর্থ, সুতরাং বোঝা গেলো যে, كان ফেয়েলটি এখানে نزل এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং المطر শব্দটি كان এর فاعل হয়েছে এবং فاعل ও فعل দ্বারা جملة হয়েছে।

মোটকথা, অন্যান্য فعل تام এর যেমন فاعل রয়েছে। তেমনি উপরোক্ত বাক্যে كان এরও একটি فاعل রয়েছে, সুতরাং এই বাক্য كان ফেয়েলটি ناقص নয় বরং تام

তদ্রূপ أصبح راشد বাক্যের أصبح কে ناقصة বলা যাবে না। কেননা এই فعل টি مبتدأ ও খবরের শুরুতে আসেনি বরং তার পরে একটিমাত্র ইসম রয়েছে এবং তা ফায়েল হয়েছে।

একটু লক্ষ করে দেখ, أصبحَ راشدٌ ও قضى راشد الصباح বাক্য দু'টির একই অর্থ। সুতরাং বোঝা গেল যে, أصبح ফেয়েলটি قضي الصباح ফেয়েলের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং راشد শব্দটি أصبح এর فاعل হয়েছে এবং فعل ও فاعل দ্বারা جملة হয়েছে। মোটকথা, অন্যান্য فعل যেমন শুধু فاعل কে নিয়েই পূর্ণ বাক্য হয়ে যায়, তেমনি এই فعل টিও শুধু فاعل কে নিয়ে পূর্ণ বাক্য হয়ে গেছে। مبتدأ ও خبر এর মুখাপেক্ষী হয়নি। সুতরাং এই বাক্যে أصبح ফেয়েলটি ناقص নয় বরং تام।

অবশিষ্ট উদাহরণ গুলো সম্পর্কেও একই কথা।

মূলকথা

كان،صار ইত্যাদি فعل গুলো দু'প্রকার ناقصة. تامة

যেগুলো مبتدأ ও খবরের শুরুতে এসে; মুবতাদাকে رفع এবং খবরকে نصب দান করে সেগুলোকে ناقصة বলে আর যখন অন্যান্য فعل এর মত শুধু فاعل কে নিয়েই পূর্ণ বাক্য হয়ে যায় তখন এগুলোকে تامة বলে।

الحَرُّ شـديدٌ	ما زالَ الحـرُّ شـديدًا
الرجلُ جاهـلٌ	ما زالَ الرجلُ جاهـلًا
المريضُ نائمٌ	ما برِحَ المريضُ نائـمًا
المطرُ هاطِـلٌ	ما بَرِحَ المطرُ هَاطـلًا
النارُ مُشتَعِلَةٌ	ما انْفَكَّتِ النارُ مُشتَعِلَةً
القُضاةُ عادِلون	ما انفكتِ القضاةُ عادِلِين
التاجرُ صادقٌ	ما فَتِئَ التاجرُ صادقًا
راشدٌ مريضٌ	ما فتِئ راشدٌ مريضًا
خُلُقُكَ كريمٌ	مُحْتَرَمٌ ما دام خلقكَ كريمًا
النورُ ضَئِيلٌ	لا تقرأ مَا دَامَ النورُ ضَئِيلًا

তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছো যে, كان ،صار ইত্যাদি فعل গুলোর মতই مـــــازال مابرح ،ما فتئ ،ما انفك ও مادام এই পাঁচটি ফেয়েলও মুবতাদা ও খবরের শুরুতে এসেছে এবং مبتدأ কে رفع ও খবরকে نصب দিয়েছে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, আমল করার ক্ষেত্রে এই ফেয়েলগুলোও كان ،صار ইত্যাদি ফেয়েলগুলোরই মত। এবং كان ،صار ইত্যাদির মত উপরোক্ত فعل গুলোকেও الأفعال الناقصة বলাহয়।

এসো এবার فعل গুলোর অর্থ আলোচনা করা যাক। مازال الحر شـديـدا কথাটা দ্বারা متكلم বুঝাতে চায় যে, شدة الحر বা গরমের প্রচণ্ডতা অব্যাহত রয়েছে। তদ্রূপ مابرح المريض نائما কথা দ্বারা متكلم বুঝাতে চায় যে, نوم المريض বা অসুস্থ ব্যক্তির ঘুম অব্যাহত রয়েছে এবং مـا انفكت النار مشتعلة কথাটা দ্বারা متكلم বুঝাতে চায় যে, اشتعال النار বা আগুনের প্রজ্বলন অব্যাহত রয়েছে। তদ্রূপ مافتئ التاجر صادقا কথাটা দ্বারা متكلم বুঝাতে চায় যে, صدق التاجر বা ব্যবসায়ীর সত্যবাদিতা অব্যাহত রয়েছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, এই চারটি فـعـل

একথা বোঝায় যে, مضمون الجملة টি অব্যাহত রয়েছে। কিংবা এভাবেও বলা যায় যে, এই চারটি فعل একথা বুঝায় যে, خبر টি اسم এর সাথে অব্যাহতভাবে যুক্ত আছে।

تحترم مادام خلقك كريما বাক্যটি লক্ষ কর, যদি تحترم বলা হত তাহলে শুধু এতটুকু বুঝ যেতো যে, তোমাকে সম্মান করা হবে। কিন্তু কতক্ষণ পর্যন্ত সম্মান করা হবে, তা বোঝা যেতে না। যখন বলা হল تحترم مادام خلقك كريما তখন তোমাকে কতক্ষণ পর্যন্ত সম্মান করা হবে সেটাও বোঝা গেল। অর্থাৎ যতক্ষণ তোমার চরিত্র মহৎ থাকবে ততক্ষণ তোমাকে সম্মান কর হবে। সুতরাং বোঝা গেল যে, مادام ফেয়েলটি দু'টি বাক্যের মাঝে আসবে এবং পূর্ববর্তী বাক্যে বিদ্যমান থাকার مدة বুঝাবে।

মূলকথা

مازال، مابرح، ماانفك، مافتئ، مادام এই পাঁচটি ফেয়েল مبتدأ ও خبر এর শুরুতে এসে كان এর মত আমল করে অর্থাৎ مبتدأ কে رفع এবং خبر কে نصب দান করে।

مادام দু'টি বাক্যের মাঝে আসে এবং পূর্ববর্তী جملة টি বিদ্যমান থাকার مدة বুঝায়।

مازال، مابرح، ماانفك، مافتئ এই ফেয়েলগুলো একথা বুঝায় যে, مضمون الجملة অব্যাহত রয়েছে।

অনুশীলনী

১। নীচের প্রতিটি فعل ناقص এর إعراب ও অর্থ ব্যাখ্যা করো।

...نوا حِجارةً أو حديداً . أصبَحوا نادِمِينَ . يَصيرُ الأوَّلُ آخِـراً . ...يَبِيْتُ الكلبُ نائماً . هؤلاءِ لا يَزالونَ مشركين . أوصانِي ...صلاةِ و الزكاةِ ما دُمتُ حياً . مِن قدرةِ اللّٰهِ أنَّ الفُقَراءَ يُصبِحُون ...نياءَ وَ أنَّ الأغنياءَ يُمْسون فقراءَ . لا يَفْتَأُ إخوانُنا صَابِرين . يَبْرَحُ الكتابُ مَفْقُودا .

২। নীচের ফেয়েলগুলো تام না ناقص ব্যাখ্যা করে বলো।

...ابنُ عمرَ (رض) إذا أمْسَيتَ فلا تَنْتَظِر الصباحَ و إذا أصبحتَ

فــلا تَنتظرِ المَســاءَ . أ لَا إلى اللّٰهِ تَصيرُ الأمورُ .

৩। নীচের বাক্যগুলোর শুরুতে كان (مضارع، امر ও نهي সহ) ব্যবহার করো।

الخادمُ نائِمٌ (أيها الحُرَّاسُ) أنتم مُستَيقظون . انتم مشركون ، هما صادقان .

৪। নীচের বাক্যগুলোর শুরুতে صار (مضارع، امر ও نهي সহ) ব্যবহার করো।

النورُ ضعيفٌ . الأقوياءُ ضعفاءُ . الشجرةُ مُورِقَةٌ . التلميذاتُ مُعلِّمَاتٌ . البناتُ أمهاتٌ

৫। নীচের বাক্যগুলোর শুরুতে أصبح . أمسى . أضحى . ظل . بات (مضارع সহ)-এর কোন একটি যোগ করো।

الديكُ صائِحٌ . الضبابُ كثيفٌ . أنتم نائمون . هم كُسَالَى النهرُ فائِضٌ . الرُّعاةُ عائِدون بماشِيَتِهم . الشمسُ محتَجِبةٌ وراءَ الغيمِ .

৬। নীচের বাক্যগুলোর শুরুতে مازال، مابرح، ماانفك، مافتئ (مضارع সহ)-এর কোন একটি যোগ করো।

الأمهاتُ شفيقاتٌ . الأسواقُ مُزدَحِمَةٌ . الصَّدَقَةُ نافِعةٌ . انتما بخيلان . السفهاءُ يَعرضون عن الدينِ .

৭। শূন্যস্থানে উপযুক্ত কোন বাক্য যোগ করো।

... ما دُمتَ حيًّا . ... ما دام أبي نائمًا . ... ما دُمتم مجاهدين في سبيلِ اللّٰهِ . ... ما دُمْنَ صادقاتٍ .

প্রশ্নমালা

১। كان ও তার أخوات গুলো উল্লেখ করো।

২। كان ও তার أخوات গুলো কোথায় ব্যবহৃত হয় বলো।

৩। كان ও তার أخوات গুলো কি আমল করে বল?

৪। إنَّ ও كان এর আমলের মাঝে পার্থক্য কি?

৫। كان ও তার أخوات গুলো কাকে رفع এবং কাকে نصب দেয়?

৬। إنَّ ও তার أخوات গুলো কাকে رفع এবং কাকে نصب দেয়?

৭। إنَّ ও তার أخوات এর এবং كان ও তার أخوات এর مرفوع ও منصوب কে কি বলে?

৮। সাধারণ ভাবে فعل কিসের পূর্বে ব্যবহৃত হয়?

৯। সাধারণ ভাবে فعل কাকে নিয়ে বাক্য গঠন করে?

১০। যে সমস্ত فعل শুধু فاعل কে নিয়ে বাক্য গঠন করে সেগুলোকে কি বলে?

১১। فعل تام কাকে বলে?

১২। فعل تام হওয়ার অর্থ কি?

১৩। ذهب خالد ، نزل المطر، نصرت এই ধরনের فعل গুলো تام না ناقص ব্যাখ্যা করো।

১৪। كان الليل باردا . لايزال راشد ضعيفا এই ধরনের فعل গুলো تام না ناقص ব্যাখ্যা করো।

১৫। كان ও তার أخوات কে أفعال ناقصة কেন বলে?

১৬। أفعال ناقصة কাকে বলে?

১৭। أفعال ناقصة এর عمل কি?

১৮। أفعال ناقصة কি عمل করে?

১৯। كان ও তার أخوات কি সর্বদা ناقص রূপেই ব্যবহৃত হয়?

২০। كان ও তার أخوات কি কখনো تام রূপেও ব্যবহৃত হতে পারে?

২১। সমস্ত فعل ناقص কি تام রূপে ব্যবহৃত হতে পারে?

২২। কোন্ فعل ناقص কখনো কখনো تام রূপে ব্যবহৃত হয়?

২৩। কোন কোন فعل ناقص শুধু ناقص রূপেই ব্যবহৃত হয়?

২৪। كان،صار،أصبح،أمسى ইত্যাদি فعل গুলো تام হওয়ার অর্থ কি?

২৫। صار وقت الصلاة বাক্যের صار ফেয়েলটি ناقص না تام?

২৬। উপরোক্ত فعل টি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২৭। উপরোক্ত বাক্যে صار এর পরিবর্তে কোন فعل ব্যবহার করা যায়?

২৮। এখানে وقت الصلاة তারকীবে কি হয়েছে?

২৯। كان এর مضارع، امر ও نهي কি হবে? এবং সেগুলো কি আমল করবে বল?

৩০। কোন কোন فعل ناقص এর مضارع، امر ও نهي হয়ে থাকে এবং ماضي এর মতই আমল করে বল?

৩১। ليس এর ماضي ছাড়া অন্য কোন فعل আছে কি না বল?

৩২। এমন একটি فعل ناقص বল যার খবর মাজরূর হতে পারে?

৩৩। কোন فعل ناقص এর খবরের শুরুতে حرف جر যুক্ত হতে পারে?

৩৪। কোন فعل ناقص এর ماضي، مضارع، আছে কিন্তু نهي নেই?

৩৫। مازال এই فعل টির ماضى ছাড়া আর কোন فعل হতে পারে?

৩৬। كان ফেয়েলটি ناقص অবস্থায় কি অর্থ বুঝায়?

৩৭। أضحى ফেয়েলটি ناقص অবস্থায় কি অর্থ বুঝায়?

৩৮। صار ফেয়েলটি ناقص অবস্থায় কি অর্থ বুঝায়?

৩৯। كان ও صار ফেয়েল দু'টি تام অবস্থায় কি অর্থ বুঝায়?

৪০। أصبح. أمسى. أضحى. ظـل. بات ইত্যাদি ফেয়েল গুলো ناقص ও تام অবস্থায় কি অর্থ দেয়?

৪১। مادام কি অর্থ বুঝায়?

৪২। مازال، مابرح، ماانفك، مافتئ এই فعل গুলো কি অর্থ বুঝায়?

৪৩। উপরোক্ত فعل গুলোর أمر আছে কি না বল?

৪৪। কোন فعل ناقص এর أمر আছে বল?

৪৫। এমন একটি فعل ناقص বল যা দু'টি বাক্যের মাঝে ব্যবহৃত হয়?

৪৬। কোন فعل ناقص এর ماضي ছাড়া অন্য কোন فعل নেই।

الدرس التاسع عشر

أفعال المقاربة و الرجاء و الشروع

(الف) كادَتِ الشمسُ تَغيبُ	كادت السفينةُ أن تغرَقَ
كَرَبَ الشتاءُ أن يَنقضِيَ	كَرَبَ الماءُ يَجمُدُ
اَوشَكَ المالُ أن ينفَدَ	يُوشِكُ المريضُ أَن يَبْرَأَ
(ب) عَسٰى رَبُّكُم أن يَّرْحَمَكم	عَسٰى الضيِّقُ أن يَنفَرِجَ
حَرٰى الغَمامُ أن يُنْقَشِعَ	حَرٰى الغائبُ أن يحضرَ
اِخْلَوْلَقَ المذنِبُ أن يتوبَ	اِخلولقَ الهواءُ أن يعتَدِلَ
(ج) شَرَعَ الطفلُ يبكي	شرع الجَيشُ يتحركُ
اَنشأتِ السماءُ تُمْطِرُ	انشأ الرعدُ يَقصِفُ
أخذَ الثوبُ يَبلى	أخذتِ البنتُ تَقرأُ

আলোচনা

উপরের উদাহরণগুলোর শুরুতে যে فعل গুলো দেখছো সেগুলো كان এর সমগোত্রীয় অর্থাৎ এগুলো مبتدأ ও খবরের শুরুতে আসে এবং مبتدأ কে তার ইসম রূপে رفع এবং দ্বিতীয়টিকে তার خبر রূপে نصب দান করে। এখানে আমরা فعل গুলোর অর্থ ব্যাখ্যা করবো। সেই সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু নিয়ম আলোচনা করবো।

প্রথম ভাগের উদাহরণ গুলো লক্ষ করো كادت الشمس تغيب অর্থ হচ্ছে সূর্য অস্ত যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। كرب الماء يجمد অর্থ পানি জমে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। اوشك المال أن ينفد অর্থ হলো মাল ফুরানোর উপক্রম হয়েছে। তাহলে বুঝা গেলো এই তিনটি فعل একথা বুঝায় যে, مضمون الجملة টি ঘটার উপক্রম হয়েছে বা নিকটবর্তী হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগের উদাহরণগুলো লক্ষ করো। عسى الضيق أن ينفرج এর অর্থ সংকট দূর হওয়ার আশা করছি (ارجو انفراج الضيق) তদ্রূপ حرى الغمام ان ينقشع এর অর্থ মেঘ কেটে যাওয়ার আশা করছি। (ارجو انقشاع الغمام) তদ্রূপ اخلولق المذنب ان يتوب এর অর্থ পাপীর তাওবা ক'রা আশা করছি। (ارجو توبة المذنب) তাহলে বুঝা গেলো যে, এই তিনটি فعل দ্বারা مضمون الجملة এর ঘটার আশা প্রকাশ করা হয়।

এবার তৃতীয় ভাগের উদাহরণ গুলো লক্ষ করো; شرع الطفل يبكي এর অর্থ ছেলেটি কান্না শুরু করেছে انشأت السماء تمطر এর অর্থ আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ শুরু করেছে। أخذت البنت تقرأ এর অর্থঃ মেয়েটি পড়া শুরু করেছে। তাহলে বোঝা গেল যে, এই তিনটি ফেয়েল একথা বোঝায় যে, مضمون الجملة ঘটা শুরু হয়েছে। طفق قام . اقبل . جعل . علق ও هب এই ফেয়েল গুলোও একই অর্থ দেয় এবং একই عمل করে। তাই এগুলোকে أفعال الشروع বলে।

এবার নুতন করে সবক'টি উদাহরণ লক্ষ করো। দেখবে; প্রতিটি فعل এর খবর الجملة الفعلية হয়েছে

তাছাড়া أفعال الشروع এর خبر গুলো বাধ্যতামূলক ভাবে أن থেকে মুক্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে كاد ، كرب এর خبر একবার أن যুক্ত ও একবার أن মুক্ত হয়েছে। (তবে أن থেকে মুক্ত হওয়াটাই অধিক) তদ্রূপ أوشك ، عسى ، حرى ، اخلولق এই চারটি فعل এর خبر গুলো أن যুক্ত হয়েছে (তবে শেষ দুটিতে তা বাধ্যতামূলক।)

মূলকথা

১। كاد ، كرب ، أوشك এই তিনটি فعل পরবর্তী مضمون الجملة টি আসন্ন হয়েছে বোঝায়। এই فعل গুলোকে أفعال المقاربة বলে।

২। عسى ، حرى ، اخلولق এই তিনটি فعل পরবর্তী مضمون الجملة টি ঘটার আশা প্রকাশ করে। এই فعل গুলোকে أفعال الرجاء বলে।

৩। شرع ، انشأ ، أخذ ، طفق ، جعل ، علق ، قام ، هَبَّ ، أقبل

এই فعل গুলো পরবর্তী مضمون الجملة টি ঘটা শুরু হয়েছে বোঝায়। এই ফেয়েলগুলোকে افعال الشروع বলে।

এই فعل গুলো পরবর্তী مضمون الجملة টি ঘটা শুরু হয়েছে বোঝায়।

৪। এই তিন প্রকার فعل সর্বদা كان এর অনুরূপ আমল করে অর্থাৎ الجملة الاسمية এর শুরুতে এসে مبتدأ কে رفع এবং خبر কে نصب দেয়।

এই فعل গুলোর خبر বাধ্যতামূলক ভাবেই فعل مضارع হবে।

৫। أفعال الشروع ও كاد ، كرب এর ক্ষেত্রে خبر টি হবে أن মুক্ত فعل مضارع এ। عسى ، حرى ، اخلولق ، أوشك এর ক্ষেত্রে خبر টি হবে أن যুক্ত فعل مضارع।

৬। كاد ، كرب এর ক্ষেত্রে خبر টি কদাচিৎ أن যুক্ত হয়। পক্ষান্তরে عسى ও أوشك এর ক্ষেত্রে কদাচিৎ أن মুক্ত হয়।

عَسَى أن يَنْفَرِجَ الضِّيقُ — (ب) عسى الضيقُ أن ينفرجَ

عسى أن يخرجَ زيدٌ — عسى زيدٌ أن يخرجَ

اِخلولقَ أن يتوبَ المذنبُ — اِخلولق المذنبُ أن يتوبَ

اخلولق أن يَعتَدِلَ الهواءُ — اخلولق الهواءُ أن يعتدلَ

أوشكَ أن يَنْفَدَ المالُ — أوشك المالُ أن ينفَدَ

يُوشِك أن يَبْرأَ المريضُ — يوشك المريضُ أن يبرأَ

আলোচনা

উপরের উভয় ভাগের উদাহরণ গুলো লক্ষ করো। عسى أن يخرج زيد এবং عسى زيد أن يخرج এর মাঝে অর্থের দিকে থেকে কোন পার্থক্য নেই। উভয় বাক্যের অর্থই এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ যায়েদের বের হওয়া আশা করছি। (أرجو خروج زيد) তবে তারকীবের ক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে পার্থক্য আছে। প্রথম বাক্যে عسى ফেয়েলটি مبتدأ ও خبر এর শুরুতে এসেছে এবং زيد কে তার اسم রূপে رفع দান করেছে। আর أن يخرج অংশটি فعل ও فاعل মিলে الجملة الفعلية হয়ে أن অব্যয়যোগে مصدر এ পরিণত হয়েছে এবং عسى এর خبر হয়েছে। সুতরাং এই বাক্যে عسى ফেয়েলটি فعل ناقص – কেননা আগেই তুমি জেনে এসেছো যে, যে সমস্ত فعل মুবতাদা ও খবরের শুরুতে আসে সেগুলোকে ناقص বলে।

এবার প্রথম ভাগের দ্বিতীয় বাক্যটির তারকীব দেখ। এখানে عسى ফেয়েলটি মুবতাদা ও খবরের শুরুতে আসেনি। বরং أن يخرج زيد অংশটি أن অব্যয় যোগে مصدر হয়ে عسى এর فاعل হয়েছে। زيد শব্দটি আগের বাক্যে مبتدأ ছিল এবং عسى এর ইসম রূপে مرفوع হয়েছিলো।

কিন্তু বর্তমান বাক্যে তা يخرج এর فاعل রূপে مرفوعহয়েছে। মোটকথা এবাক্যে عسى তার পরবর্তী فاعل কে নিয়ে الجملة الفعلية হয়েছে সুতরাং এই বাক্যে عسى ফেয়েলটি تام হয়েছে ناقصনয়। কেননা তুমি আগেই জেনে এসেছো যে, فاعل এর পূর্ববর্তী فعل কে تام বলা হয়।

অন্যান্য উদাহরণ গুলো সম্পর্কেও একই ব্যাখ্যা প্রযুক্ত হবে।

মূলকথা

• عسى،اوشك،اخلولق এই তিনটি ফেয়েল ناقص যেমন হয় তেমনি تام ও হয়। تام হলে তখন শুধু فافل কে নিয়ে পূর্ণ বাক্য হয়ে যায়। অবশ্য فاعل টি সর্বদা أن অব্যয়যোগে مصدر হবে।

অনুশীলনী

১। প্রতিটি فعلناقص এর অর্থ ব্যাখ্যা করো এবং মুবতাদা ও খবর চিহ্নিত করো।

أخذتِ الأشجارُ تورقُ . عسى اللّٰه أن يتوبَ عليهم . كادَ قلبي أن يطيرَ فَرَحًا . و طَفِقَا يَخصِفان عليهمَا من ورقِ الجنةِ . أوشكَتِ الحربُ أن تقعَ معَ العدوِّ ، فأخذَ المسلمونَ يَستَعِدُّونَ للمَعْرَكَةِ و عسى اللّٰه أن يَّهَبَنا النصرَ على الأعداءِ . شَرَعَ الطُّلّاب يَدرسونَ لِلامتِحانِ و حرى هؤلاءِ أن ينجَحُوا . أوشكَ الصيفُ أن ينقَضِيَ . تَكادُ الحربُ تَضَع أوزارَها . اخلولَقَتِ الحُمّى أن تُفارِق المريضَ .

২। أن অব্যয় যুক্ত হওয়া না হওয়ার দিক থেকে নীচের প্রতিটি খবরের অবস্থা বর্ণনা করো।

ما كِدتُ أن أصلّيَ العصرَ حتى كادَتِ الشمسُ تَغرَبَ . أوشك الناسُ يموتُون . طَفِقَ الغلمانُ يَتنافَسون في السِّباحةِ . عسى البِناءُ يَنهَدِمُ .

৩। নীচের বাক্য গুলোর শুরুতে أفعال المقاربة যোগ করো এবং যে ক'টি فعل এর فعل مضارع আসে সেগুলোর فعل مضارع ও ব্যবহার করো।

... الشمسُ تُشرِقُ . ... الناسُ يَموتون من البَردِ .

... الرجلُ ينفَجِر غَضَبًا . ... البناتُ يَقعُنَ على الأرضِ .

... الغيمُ يَعُمُّ السماءَ . ... العَطَشُ يَقضِي على المسافرِ

৪। প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে নীচের فعل ناقص গুলোকে تام এ রূপান্তরিত করো।

أوشكتِ السُّحبُ أن تَحجُبَ الشمسَ . إخلولَقَ الصادِقون أن يكونوا مَحبوبينَ من الجميعِ . عسى الناسُ أن يفهموا حقيقةَ الأمرِ . أوشك الرَّبيعُ أن يُّقبِلَ . اخلولقتِ الشَّجَرةُ أن تثمرَ . عسى التلميذُ أن يَّفُوزَ في الامتحانِ .

৫। নীচের শূন্যস্থানে একটি করে সবক'টি أفعال الشروع ব্যবহার করো।

التُّجارُ ... يبيعون و يشترون . ... الرَّخَاءُ يَعُمُّ البِلادَ .

... العمالُ يَتعَبُون . الرجلان ... يقتَتِلان . الفقراءُ ...... يَمُدون أيديَهم إلى الأغنياءِ . الفلاحُ ... يحصُدُ القَمْحَ ، .... الاغنياءُ يَواسون الفقراءَ ، ... الظالم يَندَمُ

৬। নীচের শূন্যস্থানে উপযুক্ত خبر যোগ করো এবং أن অব্যয় যুক্ত হওয়া না হওয়ার স্বরূপ বর্ণনা করো।

أوشكتِ الطيورُ .... ، يكاد البخيلُ .... ، هبَّ الأولادُ .... ،

قام العمالُ .... ، حرى الصدقُ .... ، اخلولق النفاقُ .... ،

طَفِقَتِ البنتان .... ، تُوشِك الصلاةُ .... ، أخذتِ المدينةُ ....

৭। فعل ناقص যুক্ত তিনটি বাক্য বল, যেখানে خبر টি বাধ্যতামূলক ভাবে أن অব্যয় যুক্ত হবে।

৮। فعل ناقص যুক্ত তিনটি বাক্য বল, যেখানে خبر টি বাধ্যতামূলক ভাবে أن অব্যয় থেকে মুক্ত হবে।

প্রশ্নমালা

১। أفعال المقاربة কয়টি ও কি কি?

২। كاد، كرب، أوشك এ তিনটি فعل -এর নাম কি?

৩। أفعال المقاربة কাকে বলে?

৪। كاد، كرب، أوشك এ তিনটি فعل কি অর্থ বুঝায়?

৫। أفعال الرجاء কাকে বলে?

৬। أفعال الرجاء এর পরিচয় কি?

৭। عسى، حرى، اخلولق এ তিনটি فعل এর নাম কি?

৮। أفعال الرجاء কি অর্থ বুঝায়?

৯। كان، صار ইত্যাদির খবর এবং أفعال المقاربة والرجاء والشروع এর خبر এর মাঝে পার্থক্য কি?

১০। كان، صار ইত্যাদির খবর কি ইসম হতে পারে?

১১। أفعال المقاربة و الرجاء و الشروع এর খবর কি ইসম হতে পারে?

১২। أفعال الشروع এর খবর أن যুক্ত হবে না কি أن থেকে মুক্ত হবে?

১৩। কোন فعل المقاربة কে تام রূপে ব্যবহার করা যায়?

১৪। কোন দু'টি فعل المقاربة -কে تام রূপে ব্যবহার করা বৈধ নয়?

১৫। কোন দু'টি فعل الرجاء কে تام রূপে ব্যবহার করা যায়?

১৬। কোন فعل الرجاء কে تام রূপে ব্যবহার করা যায় না?

১৭। أفعال المقاربة و الرجاء এর মধ্যে কোন কোনটিকে تام রূপে ব্যবহার করা বৈধ নয়?

১৮। أفعال المقاربة و الرجاء এর মধ্যে কোন কোনটিকে تام ও ناقص উভয়রূপে ব্যবহার করা যায়?

১৯। كادت السفينة أن تغرق এই বাক্যে كادت কে تام রূপে ব্যবহার কর?

২০। أخلولق الليل أن يهلك الإنسان এই বাক্যে أخلولق কে تام রূপে ব্যবহার কর?

২১। أفعال المقاربة والرجاء এর মধ্যে কোন কোনটির খবরের শুরুতে أن যোগ করা বাধ্যতামূলক?

২২। كاد ، كرب এর খবরের শুরুতে أن যোগ করার হুকুম কি?

২৩। أوشك ও عسى এর খবরের শুরুতে أن যোগ করার হুকুম কি?

২৪। কোন কোন فعل এর খবরের শুরুতে أن কদাচিৎ যুক্ত হয়?

২৫। কোন কোন فعل এর খবর কদাচিৎ أن থেকে মুক্ত হয়?

الدرس العشرون

أفعال المدح أو الذم

نِعْمَ المعلمُ أنتَ !

نعمَ صديقُ المرءِ الكتابُ !

نِعم الخُلُقُ الصدقُ !

نعمَ لونُ الثوبِ الأحمرُ !

نعم الرجلُ خالدٌ !

نعم مَصدَرُ السَعَادَةِ الكتابُ !

نعم صديقًا الكتابُ !

بِئْسَ الخلقُ الكِذبُ

نعم وَطَنًا بنغلاديش

بئس التاجرُ ماجدٌ

نعم خُلقًا الصدقُ

بئس الرجلُ أنتَ

بئسَ صديقُ المرءِ النَّمَّامُ

بئس سِلاحًا الوِشَايةُ

بئس خُلُقُ المرءِ النفاقُ

بئس خلقًا الكذبُ

بئس قائدُ الجيشِ هو

بئس صديقًا أنتَ

نعم مَا عَمِلتَ إطعامُ الفقراءِ

بئس ما تَتَّصِفُ به الكَسَلُ

نعم ما تقرأُ كتابُ اللّه

بئس ما تقولُه الكِذبُ

نعم ما تَسعى إليه الكَسْبُ الحَلَالُ

بئس ما تَسعَى إليه المالُ

حَبَّذا الصدقُ في الكلامِ

لا حبذا البُخلُ

আলোচনা

প্রথম ভাগের উদাহরণ গুলো نعم দিয়ে শুরু হয়েছে। এটা فعل ماض جامد। জামিদ হওয়ার অর্থ এই যে, এই فعل টি ماضي থেকে مضارع বা أمر এ রূপান্তরিত হয় না। نعم ফেয়েলটি প্রশংসার ভাব প্রকাশ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

দ্বিতীয় ভাগের উদাহরণ গুলো শুরু হয়েছে بئس দিয়ে। এটাও فعل ماض جامد এই ফেয়েলটি নিন্দা ভাব প্রকাশ করে।

এবার উভয় ফেয়েলের فاعل খুঁজে বের করো। দেখবে, (ক) উদাহরণের ক্ষেত্রে فاعل গুলো হচ্ছে ال যুক্ত শব্দ। (খ) উদাহরণের فاعل গুলো হচ্ছে ال যুক্ত শব্দের দিকে مضاف আর (গ) উদাহরণের فاعل গুলো হচ্ছে فعل এর মধ্যে বিদ্যমান هو যমীরটি। কিন্তু যমীরটির পূর্বে مرجع উল্লেখ না থাকার কারণে যমীরটিতে অস্পষ্টতা দেখা দিয়েছে। তাই পরবর্তীতে একটি اسم النكرة কে তামীয রূপে এনে সেই অস্পষ্টতা দূর করা হয়েছে। (ঘ) উদাহরণ গুলোর فاعل হচ্ছে ما এই الاسم الموصول টি।

প্রতিটি উদাহরণেই তুমি فاعل এর পরে একটি اسم مرفوع দেখতে পাবে। এটাকে مخصوص بالمدح কিংবা مخصوص بالذم বলা হয়। তারকীবের ক্ষেত্রে এটা মূলতঃ বাধ্যতামূলক ভাবে উহ্য মুবতাদার খবর।

مبتدأ টি হচ্ছে الممدوح কিংবা المذموم সুতরাং نعم المعلم أنت বাক্যটির মূল এবারত হল এই نعم المعلم الممدوح أنت। অর্থাৎ এখানে দুটি বাক্য রয়েছে। প্রথম বাক্যটি فاعل ও فعل মিলে الجملة الفعلية এবং দ্বিতীয় বাক্যটি مبتدأ ও خبر মিলে الجملة الاسمية

অবশ্য مخصوص কে فعل এর উপর مقدم ও করা যায়। তখন مخصوص টি مبتدأ এবং পরবর্তী جملة টি তার খবর হবে।

এবার শেষ দুটি উদাহরণ লক্ষ করো حب ফেয়েলটি হচ্ছে نعم এর সমার্থক। পক্ষান্তরে لاحب ফেয়েলটি হচ্ছে بئس এর সমার্থক। ফেয়েল সংলগ্ন ذا হচ্ছে اسم الإشارة - এটা সর্বদা فاعل রূপে حب ও لاحب এর সংলগ্ন থাকবে। فاعل এর পরবর্তী শব্দটি হচ্ছে المخصوص بالمدح বা المخصوص بالذم

মূলকথা

১। نعم হচ্ছে প্রশংসার ভাব প্রকাশকারী فعلماض

২। بئس হচ্ছে নিন্দার ভাব প্রকাশকারী فعلماض

نعم ও بئس উভয় ফেয়েল جامد রূপেব্যবহৃত।

এই فعل দুটির فاعل সর্বদা ال যুক্ত হবে কিংবা ال যুক্ত ইসমের দিকে مضاف হবে কিংবা ماالموصولة হবে কিংবা ضميرمستتر হবে। তখন তামীয রূপে একটি اسمنكرة অবশ্যই আনতে হবে।

المخصوص যদি فعل এর পরে আসে তাহলে তা বাধ্যতামূলক ভাবে উহ্য مبتدأ – এর খবর হবে কিংবা পশ্চাদবর্তী مبتدأ হবে আর পূর্ববর্তী জুমলাটি তার খবর হবে।

পক্ষান্তরে المخصوص যদি فعل এর উপর মুকাদ্দাম হয় তখন সেটা শুধু مبتدأ হবে এবং পরবর্তী বাক্যটি খবর হবে।

ذا। এই اسمالإشارة টি হল حب ও لاحب এর فاعل

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলোতে نعم ও بئس এর فاعل – এর স্বরূপ বর্ণনা করো।

نعم القائِدُ خالدُ بنُ الوليدِ . بئس المصيرُ جهنمُ . نِعمتِ المرأةُ عائشةُ . نعم ناصِحًا من يَستُرُ عيوبَكَ عَن الآخَرِينَ . بئس رَجلًا مَن يعتَمِد على سِواهُ . نعم ما يَتَزَيَّنُ به المرأُ الإخلاصُ بئسَ ما يتَّصِفُ به المرأُ الإسرافُ ، بئس ما تَجِدُ في تلميذ الكسل بئس عملُ العاملِ ما خالَطَهُ الرِّياءُ

২। নীচের বাক্যগুলোতে المخصوص চিহ্নিত করো এবং তার তারকীব বল।

بئس مَصيرُ الأشرارُ السُّجونَ ، نعم تاجرًا من يتَّصفُ بالأمانةِ

بئسَتْ امرأةٌ تلك التي تَخلَعُ الحياءَ · الحياءُ نعم لباسُ المرأةِ المسلمةِ ، دارزلينغ نعم المصيف ، الكتابُ نعم صديقًا ، بئست العادةُ الإسْرَافُ

৩। فاعل ও المخصوص চিহ্নিত কর

لا حَبَّذا يومٌ لا تعملُ فيه . لا حبذا نِفاقُ المَرءِ ، حبذا المحبَّةُ في اللّٰهِ . حبذا الجهادُ في سبيلِ اللّٰهِ

৪। নীচের শূন্যস্থান গুলোতে উপযুক্ত المخصوص বসাও।

نعم الخليفةُ الأولُ .... ، بئس الخلُقُ .... ، بئس مايُوجدُ في العَابِدِ .... ، نعم عَمَلُ المرءِ .... ، بئس طَعَامًا .... ، بئس كُتُبُ المسلمِ .... ، نعمَ مَا تَتَمَنَّى لأولادِكَ ..... ،

৫। নীচের শূন্যস্থান গুলোতে যথাক্রমে نعم ও بئس এর সকল প্রকার فاعل ব্যবহার করো।

৬। نعم ... بابُ العلماءِ و بئسَ .... بابُ الأُمراءِ ، نعم .... المدرسة

৭। نعم .... خدمةُ الوطنِ ، بئس ..... الخيانةُ ، نعم ... من كان عَونًا لَكَ، بئس ...... الكُتُبُ المفسدةُ للأخلاقِ .

চারটি বাক্য বল, যাতে نعم এর فاعل এর সবক'টি প্রকার এসে যায়।

চারটি বাক্য বল, যাতে بئس এর فاعل এর সবক'টি প্রকার এসে যায়।

প্রশ্নমালা

১। مدح এর فعل কয়টি ও কি কি?

২। ذم এর فعل কয়টি ও কি কি?

৩। أفعال المدح أو الذم কাকে বলে?

৪। প্রশংসার ও নিন্দার ভাব প্রকাশকারী فعل গুলোকে কি বলে?

৫। প্রশংসার ভাব প্রকাশকারী فعل গুলোকে কি বলে?

৬। নিন্দার ভাব প্রকাশকারী فعل গুলোকে কি বলে?

৭। এমন একটি فعل বল যার فاعل কখনো ذا ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না।

৮। أفعال المدح أو الذم এর পরে কয়টি لفظ থাকে?

৯। المخصوص এর অবস্থান কোথায়, فعل এর আগে না পরে?

১০। نعم এর فاعل সম্পর্কে কি শর্ত?

১১। بئس এর فاعل কি ধরনের হতে হবে?

১২। نعم ও بئس এর فاعل কত প্রকার ও কি কি?

১৩। نعم ও بئس এর فاعل যদি ضمير مستتر হয় তাহলে কি শর্ত?

১৪। উক্ত যমীরের মধ্যে অস্পষ্টতা সৃষ্টি হল কি ভাবে?

১৫। نعم ও بئس এর فاعل যদি ضمير مستتر হয় তখন তার পরে تمييز প্রয়োগের উদ্দেশ্য কি?

১৬। المخصوص যদি فعل এর উপর مقدم হয় তাহলে কি ধরনের তারকীব হবে?

১৭। المخصوص যদি فعل এর পরে আসে তাহলে কি ধরনের তারকীব হবে?

১৮। المخصوص এর তারকীব কত প্রকার ও কি কি?

১৯। عبارة المدح والذم কখন এক جملة বিশিষ্ট হবে?

২০। عبارة المدح والذم কখন দুই جملة বিশিষ্ট হবে?

২১। المخصوص যদি خبر হয় তখন তার مبتدأ হবে কোনটি?

২২। المخصوص যদি مبتدأ হয় তখন তার খবর হবে কোনটি?

الدرس الحادي و العشرون

فعل التعجب

ما أجملَ القصرَ	أجمِلْ بالقصرِ
ما أعذبَ الماءَ	أعْذِبْ بالماءِ
ما أذكاكَ	أذكِ بِك
ما أقبحَ المنظرَ	أقبِحْ بالمنظرِ

আলোচনা

উভয় ভাগের প্রথম উদাহরণ দুটিতে প্রাসাদের সৌন্দর্য সম্পর্কে বিস্ময় ও মুগ্ধতা প্রকাশ করা হয়েছে। দ্বিতীয় উদাহরণ দু'টিতে পানির মিষ্টতা ও সুস্বাদুতা সম্পর্কে বিস্ময় ও মুগ্ধতা প্রকাশ করা হয়েছে। তৃতীয় উদাহরণ দুটিতে مخاطب এর বুদ্ধিমত্তা ও মেধা সম্পর্কে মুগ্ধতা ও বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে। আর চতুর্থ উদাহরণ দুটিতে দৃশ্যটির কুশ্রিতা সম্পর্কে বিস্ময় ও ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে।

অর্থাৎ ما أجمل ও أجمل بـ.... এ দু'টি ফেয়েল দ্বারা কোন কিছুর جمال বা সৌন্দর্য সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়।

ما أعذب ও أعذب بـ.... এ দু'টি فعل দ্বারা কোন কিছুর عذوبة বা মিষ্টতা সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়।

ما أذكى ও أذك بـ.... এ فعل দু'টি দ্বারা কারো ذكاء বা বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়।

ما أقبح ও أقبح بـ.... এ দু'টি فعل দ্বারা কোন কিছুর কুশ্রিতা সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়।

তদ্রূপ ما أطول ও أطول بـ.... দ্বারা কোন কিছুর দৈর্ঘ এবং ما أكثر ও أكثر

ب...... দ্বারা কিছুর আধিক্য এবং ما أقلّ ও ....أقلل بـ দ্বারা কিছুর অল্পতা সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়।

কোন গুণ বা অবস্থা সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশক فعل কে فعل التعجب বলে। তুমি অবশ্যই লক্ষ করেছো যে, فعل التعجب গুলো দুটি ওজনে গঠিত হয়েছে। যথা ما أفعلَ ও ...أفعل بـ সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, فعل التعجب এর ওজন মোট দুটি। অর্থাৎ কোন وصف বা গুণ সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করতে হলে সেই وصف কে ما أفعلَ বা ..أفعل بـ ওজনে রূপান্তরিত করতে হবে।

প্রথম فعل এর ক্ষেত্রে صاحب الوصف কে مفعول به এবং দ্বিতীয় فعل এর ক্ষেত্রে ب এর مجرور বানাতে হবে।[১]

যেমন প্রথম উদাহরণে প্রাসাদের সৌন্দর্য সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ وصف হচ্ছে جمال এবং صاحب الوصف হচ্ছে القصر তাই جمال কে ما أفعل ওজনে রূপান্তরিত করে ما أجمل বানান হয়েছে আর صاحب الوصف অর্থাৎ القصر কে উক্ত ما اجمل এর مفعول به বানানো হয়েছে। একই ভাবে ...أفعل بـ ওজনে রূপান্তরিত করে ...أجمل بـ বানানো হয়েছে এবং القصر কে ب এর মাজরূর করা হয়েছে। অন্যান্য উদাহরণ গুলো সম্পর্কেও একই কথা।

মোটকথা; কোন وصف সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করতে হলে উক্ত وصف কে ما أفعلَ কিংবা ...أفعل بـ ওজনের فعل এ রূপান্তরিত করতে হবে এবং صاحب الوصف কে مفعول به কিংবা مجرور বানাতে হবে।

তবে মনে রাখতে হবে যে, ثلاثي مجرد ছাড়া অন্য কোন وصف কে فعل التعجب এ রূপান্তরিত করা যাবে না বরং ثلاثي مجرد এর কোন একটি উপযুক্ত وصف কে فعل التعجب বানিয়ে غير ثلاثي مجرد এর وصف কে তার مفعول به কিংবা مجرور বানাতে হবে। যেমন

ما أشدَّ الإزدِحامَ	أشدِدْ بالازدحامِ

১। অবশ্য অর্থের দিক থেকে সেটা হবে فاعل আর ب হরফটি হবে অতিরিক্ত অর্থাৎ তার কোন অর্থ নেই।

مَا أَكْثَرَ إِطْعَامَكَ   أَكْثِرْ بِإِطْعَامِكَ

مَا أَجْمَلَ ابْتِسَامَةَ الْبِنْتِ   أَجْمِلْ بِابْتِسَامَتِهَا

مَا أَقَلَّ مُسَاعَدَتَه   أَقْلِلْ بِمُسَاعَدَتِه

مَا أَصْعَبَ إِفْهَامَ الْغَبِيِّ   أَصْعِبْ بِإِفْهَامِ الْغَبِيِّ

দেখ, এখানে ازدحام কে সরাসরি فعل التعجب এ রূপান্তরিত করা হয়নি বরং ثلاثي مجرد এর (شدة) وصف থেকে فعل التعجب বানিয়ে ازدحام কে তার مفعول به কিংবা مجرور বানানো হয়েছে। অবশিষ্ট উদাহরণগুলো সম্পর্কেও একই কথা।

তদ্রূপ ثلاثي مجرد এর যে সকল وصف রং বা শারীরিক দোষ প্রকাশক, সেগুলোকেও সরাসরি فعل التعجب এ রূপান্তরিত করা যাবে না বরং ما أقبح . ما أشد . ما أجمل ইত্যাদি فعل التعجب এর مفعول به কিংবা مجرور রূপে সেগুলোকে ব্যবহার করতে হবে। যেমন

مَا أَشَدَّ بَيَاضَ الثَّوبِ   أَشْدِدْ بِبَيَاضِ الثَّوبِ

مَا أَقْبَحَ سَوَادَ اللَّيلِ   أَقْبِحْ بِسَوَادِ اللَّيلِ

مَا أَجْمَلَ حُمْرَةَ الْوَرْدِ   أَجْمِلْ بِحُمْرَةِ الْوَرْدِ

এখানে بياض ওয়াছফটি রং বুঝায় তাই ثلاثي مجرد হওয়া সত্ত্বেও তাকে فعل التعجب এ রূপান্তরিত করা হয়নি বরং ما أشد এর مفعول به এবং اشدد بـ... এর مجرور করা হয়েছে। অবশিষ্ট উদাহরণ দু'টি সম্পর্কেও একই কথা। তদ্রূপ

مَا أَقْبَحَ عَرَجَ الرَّجُلِ   أَقْبِحْ بِعَرَجِ الرَّجُلِ

مَا أَشَدَّ بُكْمَ الْوَلَدِ   أَشْدِدْ بِبُكْمِ الْوَلَدِ

এখানে عرج (ল্যাংড়াত্ব) শব্দটি শারীরিক দোষ প্রকাশক। তাই ثلاثي مجرد হওয়া সত্ত্বেও তাকে সরাসরি فعل التعجب এ রূপান্তরিত করা হয়নি বরং ما أقبح এর مفعول به এবং أقبح بـ... এর مجرور বানানো হয়েছে। অপর উদাহরণ সম্পর্কেও একই কথা।

মোটকথা, فعل التعجب হতে পারবে শুধু ثلاثي مجرد এর ঐ সকল وصف বা مصدر যা রং বা শারীরিক দোষ প্রকাশক নয়।

মূলকথাঃ

১। কোন গুণ বা وصف সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশক فعل কে فعل التعجب বলে।

২। فعل التعجب এর ওজন দুটি, যথাঃ ما أفعلَ ও أفعل بـ...

তবে শর্ত এই যে, وصف টি ثلاثي مجرد হবে এবং রং বা শারীরিক দোষ প্রকাশক হবে না।

৩। وصف টি যদি غير ثلاثي مجرد হয় কিংবা রং বা শারীরিক দোষ প্রকাশক হয় তবে সেগুলোকে ما أشد ، أشدد بـ... ইত্যাদি فعل التعجب এর مفعول به কিংবা مجرور বানাতে হবে।

অনুশীলনী

১। নীচের প্রতিটি مسند কে فعل التعجب এ রূপান্তরিত করো।

حَسُنَ فَصْلُ الربيعِ . هذا الدواءُ نافعٌ . العربُ كِرامٌ . طَهُرَ قَلبُه . نُظِّفَتْ ثيابُه . حجرةُ المعلمِ واسعةٌ . هُبوبُ الريحِ شديدٌ .

২। নীচের مصدر গুলোকে সরাসরি فعل التعجب এর রূপান্তরিত করা গেল না কেন?

ما أَشَدَّ سوادَ الليلِ . ما أَعظَمَ تقدُّمَ البلادِ . ما أقبَحَ صِلعَه . ما أشدَّ لُكْنَةَ الولدِ . ما أعجَبَ اِنتِصارَك على الأعداءِ .

৩। নীচের فعل التعجب গুলোর পরে مفعول به কিংবা مجرور যোগ করো।

ما أشدَّ ... . ما أصدقَ .... يا ولدُ ! ما أعدلَ .... . ما أطولَ ... . أَكْثِرْ بِـ ... . أعجِبْ بِـ ... .

প্রশ্নমালা

১। فعل التعجب কাকে বলে?

২। فعل التعجب এর ওজন কয়টি ও কি কি?

৩। ما أجمل القصر এখানে কি সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে?

৪। এখানে وصف কি এবং صاحب الوصف কি?

৫। এখানে কোন وصف থেকে صاحب الوصف তৈরী করা হয়েছে এবং صاحب الوصف কে কি রূপে ব্যবহার করা হয়েছে?

৬। ما أجمل القصر এর শাব্দিক অর্থ কি? এবং তার ব্যবহারিক অর্থ কি? (অর্থাৎ কি অর্থে তাকে ব্যবহার করা হয়েছে)

৭। أعذب بالماء এখানে وصف কি ও صاحب الوصف কোনটি?

৮। এখানে صاحب الوصف কে কি রূপে ব্যবহার করা হয়েছে?

৯। এখানে ب অব্যয়টির কি অর্থ?

১০। আলোচ্য বাক্যটির শাব্দিক অর্থ কি? এবং ব্যবহারিক অর্থ কি?

১১। ما أفعلَ ও أفعل بـ... এই দুই ওজনে وصف কে রূপান্তরিত করার জন্য কি কি শর্ত?

১২। وصف টি غير ثلاثي مجرد হলে তখন কিভাবে تعجب প্রকাশ করা হবে?

১৩। وصف টি ثلاثي مجرد হলেই কি তাকে ما أفعلَ ও أفعل بـ... ওজনে রূপান্তরিত করা যাবে?

১৪। وصف টি রং বিষয়ক হলে কিভাবে تعجب প্রকাশ করা যাবে?

১৫। وصف টি শারীরিক খুঁত বিষয়ক হলে তখন কিভাবে تعجب প্রকাশ করা যাবে?

الدرس الثاني والعشرون

الأسماء العاملة

(الف) مَن يَجْتَهِدْ في الدِّراسةِ ينجَحْ .

مَن يُفرِطْ في الأكلِ تَفسَدْ مَعدَتُه .

من يُطِيعوا اللّهَ و رسولَه يَفوزوا فوزًا عظيمًا .

من يَنصُرْني أنصُرْه .

(ب) ما تُنْفِقْه في سبيلِ اللّهِ تَجِدْه عندَ اللّهِ .

يا فاطمةُ ما تَشرَبِي أشْرَبْ

ما تُعطونِي أشكُرْكم

ما تُضَيِّعْ من وقتك تَنْدَمْ عليه

(ج) إذمَا تَفعلْ شرًّا يَجْلِبْ عليك شرًّا

إذمَا تكونوا صادقين يُحبِبْكم الناسُ

إذما تُسافِرْ تكسِبْ مالًا و عِزًّا

(د) مَهمَا تُسرِفوا على أنفُسِكم يُغفرْ لكم إذا تُبتُمْ .

مَهمَا يَتَعَلَّمِ المَرْأُ لا يَبْلُغْ مِن العِلمِ نِهايَتَه

مهما تساعِدْ المُحْتَاجين تشعُرْ بِراحةِ الضَّمِيْرِ

(ه) متى يُسَافِرْ أخِيْ أسَافِرْ مَعَه

متى تتعلموا اللغةَ العربيةَ تفهموا كلامَ اللّهِ

متى تَجْتَهِدْ في الدِّراسَةِ تَفُقْ زُملاءَك

أيّانَ تُنَادِ صَدِيقَكَ يُجِبْكَ

أيان تَقُمْ السَّاعةُ يحاسِبْكُمُ اللّهُ

أيان تأخذوا أَسْلِحَتَكُم تَقْهَرُوا أَعْدَاءَكُم

(و) أين تَذْهَبْ أَصْحَبْكَ .

أينما تَفِرُّوا نُطَارِدْكم .

أين تَجْلِسُوا نَجْلِسْ مَعكم .

أنَّى يَنْزِلْ ذُو العلمِ يُكرَمْ ،

حيثُما يَنْزِلْ المطرُ يَكثُرْ الخيرُ .

(ز) كيفَمَا تُعامِلْ صديقَك يُعامِلْكَ

(ح) أيَّ يَومٍ تسافِرْ فيه أسافِرْ معك .

أيَّ مكانٍ تَقْصِدْه أقصِدْه .

أيَّ رجلٍ تُصادِقْه أصَادِقْه .

أي كتاب تقرأ أقرأ

আলোচনা

ইতিপূর্বে তুমি পড়েছো যে, إن একটি حرف الشرط অর্থাৎ এই হরফটি দুটি فعل এর শুরুতে এসে একথা বোঝায় যে, দ্বিতীয় فعل টির জন্য প্রথম فعل টি হচ্ছে শর্ত। অর্থাৎ দ্বিতীয় فعل টির ঘটা না ঘটা প্রথম فعل টির ঘটা না ঘটার উপর নির্ভরশীল। তাই প্রথম فعل টিকে شرط এবং দ্বিতীয় ফেয়েলটিকে جواب الشرط বলে। তোমরা আরো জেনেছো যে, إن অব্যয়টি شرط ও جواب الشرط উভয় ফেয়েলকেই مضارع হলে جزم দান করে।

এখানে আমরা নূতন যে বিষয়টি তোমাকে জানাতে চাই তা এই যে, বেশ কিছু اسم এমন রয়েছে যা إن হরফটির মতই কাজ করে। অর্থাৎ একথা বোঝায় যে, দ্বিতীয় فعل টি প্রথম ফেয়েলের উপর নির্ভরশীল। সেই সাথে পরবর্তী فعل দুটিকে مضارع হলে جزم দান করে।

এবার প্রথম ভাগের প্রথম উদাহরণটি লক্ষ করো। من শব্দটি الاسم الموصول তবে এখানে ইসিমটি এ কথা বোঝাচ্ছে যে, সফলতার জন্য পরিশ্রম করা হচ্ছে শর্ত। সেই সাথে اسم টি পরবর্তী فعل مضارع দুটিকে جزم ও দান করেছে। অবশিষ্ট তিনটি উদাহরণ সম্পর্কেও একই কথা।

দ্বিতীয় ভাগের প্রথম উদাহরণটি লক্ষ করো, ما শব্দটি الاسم الموصول তবে পার্থক্য এই যে, من এর ব্যবহার হচ্ছে عاقل এর জন্য আর ما এর ব্যবহার হচ্ছে غير عاقل এর জন্য। الاسم الموصول টি এখানে এ কথা বোঝাচ্ছে যে, আল্লাহর কাছে পাওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে আল্লাহর পথে খরচ করা। সেই সাথে ইসমটি পরবর্তী দুটি فعل مضارع কে جزم দান করেছে। অবশিষ্ট তিনটি উদাহরণ সম্পর্কেও একই কথা।

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, من ও ما এ দুটি الاسم الموصول যখন শর্তের অর্থ প্রকাশ করে তখন إن এর মত পরবর্তী দুটি فعل مضارع কে جزم দান করে।

তৃতীয় ভাগের প্রথম উদাহরণটি লক্ষ করো। إذما ইসমটি إن এর সমার্থক। تفعل ও يجلب এ দুটি ফেয়েলের শুরুতে এসে إذما একথা বোঝাচ্ছে যে, মন্দ পরিণতি টেনে আনার জন্য শর্ত হচ্ছে মন্দ কাজ করা অর্থাৎ মন্দ পরিণতি টেনে আনা মন্দ কাজ করার উপর নির্ভরশীল। বলা বাহুল্য যে, إذما ইসমটি শর্তের অর্থ প্রকাশ করার কারণেই পরবর্তী فعل مضارع দুটিকে إن এর মত জযম দান করেছে। অবশিষ্ট উদাহরণ দুটি সম্পর্কেও একই কথা।

চতুর্থ ভাগের প্রথম উদাহরণটি লক্ষ কর, مهما ইসমটি ما الموصول এর সমার্থক, এই ইসমটি تساعد ও تشعر ফেয়েল দুটির শুরুতে এসে একথা বুঝিয়েছে যে, বিবেকের প্রশান্তি লাভ করার জন্য শর্ত হল অভাবীদের সাহায্য করা। অর্থাৎ বিবেকের প্রশান্তি লাভ করা নির্ভর করে অভাবীদের সাহায্য করার উপর। বলাবাহুল্য যে, مهما শব্দটি শর্তের অর্থ প্রকাশ করার কারণেই পরবর্তী فعل مضارع দুটিকে إن এর মত জযম দান করেছে। অবশিষ্ট উদাহরণ গুলো সম্পর্কেও একই কথা।

أيان ও متى শব্দ দুটি কালবাচক ইসম। পঞ্চম ও ষষ্ঠভাগের উদাহরণ গুলো লক্ষ করলে বুঝতে পারবে যে, উভয় اسم শর্তের অর্থ প্রকাশ করছে। একারণেই উভয় ইসম পরবর্তী দুটি فعل مضارع কে إن এর মত জযম দান করছে।

أين . أنى ও حيثما শব্দ তিনটি স্থানবাচক ইসম। এরাও দুটি ফেয়েলের শুরুতে এসে শর্তের অর্থ প্রকাশ করছে। তাই পরবর্তী দুটি فعل مضارع কে إن এর মত جزم দান করছে।

كيفما অবস্থা প্রকাশক ইসম, আলোচ্য উদাহরণে كيفما শব্দটি একথা বোঝাচ্ছে যে, তোমার প্রতি বন্ধুর আচরণ নির্ভর করছে তার প্রতি তোমার আচরণের উপর।

সুতরাং বুঝা গেলো যে, كيفما শব্দটিও শর্তের অর্থ প্রকাশ করছে এবং একারণেই পরবর্তী فعل مضارع দুটিকে إن এর মত জযম দান করেছে।

শেষ ভাগের প্রথম উদাহরণটি দেখ, أي يوم শব্দটি কালবাচক অর্থ প্রকাশ করছে। কেননা এখানে أي يوم এর পরিবর্তে متى শব্দটি ব্যবহার করা যায়। আবার দ্বিতীয় উদাহরণে শব্দটি স্থান বাচক অর্থ প্রকাশ করছে। কেননা أي مكان এর পরিবর্তে أين . শব্দটি ব্যবহার করা যায়। তদ্রূপ তৃতীয় উদাহরণে الاسم الموصول এর অর্থ প্রকাশ করছে। কেননা أي رجل এর পরিবর্তে من শব্দটি ব্যবহার করা যায়।

চতুর্থ উদাহরণে أي শব্দটি الاسم الموصول এর অর্থ প্রকাশ করছে। কেননা এখানে أي كتاب এর পরিবর্তে ما শব্দটি ব্যবহার করা যায়।

মোটকথা مضاف إليه হিসাবে أي এর বিভিন্ন অর্থ হতে থাকে। কখনো ظرف কখনো الاسم الموصول তবে প্রতিটি উদাহরণেই أي শব্দটি শর্তের অর্থ ধারণ করেছে। যেমন প্রথম উদাহরণে একথা বুঝিয়েছে যে, কোন দিন আমার সফর করা নির্ভর করছে তোমার সফর করার উপর। অন্যান্য উদাহরণগুলোর একই অবস্থা। বলা বাহুল্য যে, শর্তের অর্থ ধারণ করার কারণেই أى শব্দটি পরবর্তী দুটি فعل مضارع কে إن এর মত জযম দান করছে।

মূলকথা

১। من . ما . إذما . مهما . متى . أيان . أين . أنى . حيثما . كيفما . أي ইত্যাদি ইসম গুলো যখন শর্তের অর্থ প্রকাশ করে তখন পরবর্তী দুটি فعل مضارع কে إن এর মত জযম দান করে।

২। من ও ما শব্দটি الذي এর সমার্থক। তবে من হচ্ছে عاقل এর জন্য আর ما হচ্ছে غير عاقل এর জন্য।

إذما শব্দটি إن এর সমার্থক।

مهما শব্দটি ما এর সমার্থক।

أين . أنى ও حيثما এ ইসম তিনটি স্থানবাচক ظرف

متى ও أيان শব্দ দুটি কালবাচক ظرف

كيفما শব্দটি অবস্থা বাচক ইসম।

أي এর নিজস্ব অর্থ নেই। مضاف إليه হিসাবে তার অর্থ করা হয়ে থাকে।

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্য গুলোতে মাজযূম فعلمضارع চিহ্নিত করো এবং جزم এর علامة উল্লেখ করো।

مَن يَحذَرْ عدوَّه ينج مِن أذاهُ . إذما تُطِيعوا مُعلِّمِيكم يُشرِقْ مُسْتَقْبَلُكُم . مَهما تَصْنَعْ مَعرُوفًا تَنَلْ مِنَ الناسِ شكرًا و ثناءً

يا صديقَيَّ ! حَيثما تُرافِقَا الأشرارَ يهدوكُما إلى الفُجُورِ.

متى يأتِ فصلُ الصَّيفِ يشتَدِدْ الحَرُّ . يا أصحابَ الثَّروَةِ ! أينما تُنفقوا أموالَكم يحاسِبْكم اللّهُ ، فإمَّا ثوابٌ و إما عِقابٌ . ما تفعلوا من خيرٍ أو شَرٍّ تجدُوه عندَ اللّهِ .

يا فاطمةُ ! كيفما تتعلمي تَنْتَفِعِي في الحياةِ .

أيها الناسُ ! ما تزرَعوه اليومَ تَحْصُدوه غدًا .

২। নীচের বাক্য গুলোতে প্রতিটি جزم দানকারী اسم এর মূল অর্থ বর্ণনা করো এবং فعلالشرط ও جوابالشرط চিহ্নিত করো।

متى يَنْتَهِ الفصلُ يخرُجْ الأولادُ الى المَلْعَبِ . إذما تَكذِبْ على الناسِ يفقِدوا ثِقَتَهُم بِكَ . أيَّ ساعةٍ تَدعُنى فيها تجِدْنِي ألَبِّي دعوَتَك . أيان يُنفَخْ في الصورِ يَخرُجْ الناسُ من الأجداثِ. كيفما تَموتوا يَحشُرْكم اللّهُ جميعًا . أيَّ ثوبٍ تَلْبَسْ يَسْتُرْ عَورَتَك ، فلا تَرْغَبْ في الشيابِ الفاخِرَةِ . ما تقدِّموا لأنفُسِكم من خيرٍ تجدُوه عند اللّهِ .

৩। নীচের শূন্যস্থানে উপযুক্ত جواب الشرط উল্লেখ করো।

مهما يَصدُقْ الكَذوبُ ..... به الناس .

متى تَسْقِ الأرضَ ..... زَرعًا ناضِرا .

من يَتَجَنَّبْ الرَّذائِلَ ..... عزيزًا مكرَّمًا .

أيـان تشـتَعِلْ نارُ الحربِ ..... الـنـاسَ .

حيثما تُوجَدْ كلمة حكمة ..... ها العـاقـلُ .

أينما تهـرَبوا أيُّها المجـرِمون ..... كم الشُّـــرطَةُ

أين يَسْـكُنْ الفَاجِـرُ ..... الفجـور .

أنّى يُكْـرِمْ الفَاسِـقَ ..... المجتمع

أيَّ يومٍ تُسَـافِر فيه ..... معـكما

كيفما تَقْضِ الشبابَ ..... الشـيخوخة كذلك

৪। নীচের বাক্যগুলোতে উপযুক্ত فعل الشرط যোগ করো।

إذما .... أخاك في المَصَائِبِ ينصرك في مصيبتِك . مـن .... كثيرًا تُفْسِـدْ مِعدَتَـه . أنّى .... المرأُ في المأكَلِ و المَـشْـرَبِ يَتَمَتَّعْ بالصِّـحَّةِ . مهما .... النظافةُ يَزْدَدْ لك كَرَاهِيَةَ الـناسِ . مـا .... ه أيام الرَّخَاء تَنتَفِعْ به في زمنِ الشـدَّةِ .

প্রশ্নমালা

১। إن এই حرف الشرط কি অর্থ প্রকাশ করে? এবং কি আমল করে?

২। إن এর ব্যবহারের নিয়ম কি?

৩। إن এই حرف الشرط কখন الشرط ও جواب الشرط কে জযম দান করে এবং কখন জযম দান থেকে বিরত থাকে?

৪। إن أكرمتني أكرمتك এখানে حرف الشرط কেন পরবর্তী فعل দুটিকে جزم দিল না?

৫। কোন কোন ইসম إن الشرطية এর অনুরূপ অর্থ প্রকাশ করে এবং অনুরূপ আমল করে?

৬। إن الشرطية এর অনুরূপ আমলকারী اسم গুলোকে কি বলে?

৭। الأسماء الشرطية কাকে বলে?

৮। الأسماء الشرطية কি কি?

৯। الأسماء الشرطية গুলো কখন الشرط ও جواب الشرط এর فعل দুটিকে জযম দিবে এবং কখন জযম দান থেকে বিরত থাকবে?

১০। متى ناديتني أجبتك আলোচ্য উদাহরণে متى কেন পরবর্তী فعل দুটিকে জযম দান থেকে বিরত থাকলো?

১১। প্রতিটি اسم الشرط এর নিজস্ব অর্থ বল?

১২। متى . أيان . أين এই ইসমগুলোর মূল অর্থ কি?

১৩। أين تذهب يا راشد এখানে أين ইসমটি তার মূল অর্থ (مكان) এর পাশাপাশি অন্য কি অর্থ প্রকাশ করেছে?

১৪। أين تذهب أذهب معك এখানে أين ইসমটি তার মূল অর্থের সাথে অন্য কি অর্থ প্রকাশ করেছে?

১৫। উপরের প্রথম উদাহরণে أين ইসমটি জযম দেয়নি কিন্তু দ্বিতীয় উদাহরণে জযম দিয়েছে। কেন?

১৬। متى يسافر أخوك এখানে متى ইসমটি তার মূল অর্থ (زمان) এর পাশাপাশি অন্য কি অর্থ প্রকাশ করছে?

১৭। متى يسافر أخوك أسافر معه এখানে متى ইসমটি তার মূল অর্থের সাথে নতুন কি অর্থ প্রকাশ করছে?

১৮। উপরের প্রথম উদাহরণে متى কেন جزم দিল না? এবং দ্বিতীয় উদাহরণে কেন جزم দিল?

১৯। أسماء الظروف কখন جازم এবং কখন جازم নয় বল?

২০। الأسماء الشرطية এর جزاء এর শুরুতে কখন ف ব্যবহার করা জরুরী?

২১। جزاء যদি, أمر، نهي، دعاء বা جملة اسمية হয় তাহলে তার শুরুতে ف ব্যবহার করা জরুরী, এটা কি শুধু إن الشرطية এর বেলায় না إن الشرطية ও الاسماء الشرطية সকলের বেলায়?

২২। الأسماء الشرطية এর جزاء গুলোর শুরুতে জরুরীভাবে ف ব্যবহার করার উদাহরণ দাও?

الدرس الثالث والعشرون

أسماء الأفعال

الف) هَيْهَاتَ نَجَاةُ الْمُشْرِكِين .

سَرْعَانَ ما اسْتَجَابَ الرجلُ لِدَعْوَةِ الحَقِّ .

ب) وَي لِشَابٍّ لا يَعْمَلُ. واهًا لِحَيَاةٍ كنتُ أَعِيشُها في الريف .

ج) دُوْنَكَ الكتابَ . صَهْ عَمَّا يَشِيْنُكَ .

د) تَرَاكِ هَذَا العَمَلَ الشَّنيعَ . نَزالِ فِيْ المَيْدَانِ .

আলোচনা

উপরের সকল উদাহরণে রেখাযুক্ত শব্দ গুলো ফেয়েলের অর্থ প্রকাশ করছে। আশা ক সেটা তোমরা বুঝতে পারছ। কিন্তু শব্দগুলো ওজন ও কাঠামোর দিক থেকে ফেয়েল নয় এ ফেয়েলের কোন আলামতও এগুলো গ্রহণ করে না। সূতরাং ওজন ও কাঠামোর দিক থেকে শব্দগুলো اسم আবার অর্থের দিক থেকে فعل তাই এগুলোকে أسماء الأفعال বলে।

প্রথম ভাগের أسماء الأفعال গুলো লক্ষ কর, প্রতিটি اسم الفعل কোন না কোন فعل ماض এর অর্থ প্রকাশ করছে। যেমন هيهات এই اسم الفعل টি بعد ও افترق এর অর্থ প্রকাশ করছে।

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ভাগের أسماء الأفعال গুলো فعل مضارع এর অর্থ প্রকাশ করছে আর তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগের اسم الفعل গুলো فعل الأمر এর অর্থ প্রকাশ করছে। তাহলে বুঝা গেল যে, أسماء الأفعال গুলো হয় فعل ماض কিংবা فعل مضارع কিংবা فعل الأمر এর অর্থ প্রকাশ করে থাকে।

চতুর্থ ভাগের أسماء الأفعال গুলো লক্ষ করলে সহজেই তোমরা বুঝতে পারবে যে, সেগুলো যথাক্রমে ترك . نزل থেকে তৈরী করা হয়েছে। আর এগুলো افعال ثلاثية متصرفة تامة এধরনের যে কোন فعل থেকে اسم الفعل তৈরী করা যেতে পারে।

أسماء الأفعال গুলো কি আমল করে? এসো এবার সে সম্পর্কে আলোচনা করি।

প্রথম ভাগের প্রথম উদাহরণে هيهات এই اسم الفعل টি পরবর্তী ইসমকে فاعل রূপে رفع দান করেছে। এই اسم الفعل টি لازم হওয়ার কারণে তার কোন مفعول به হওয়ার অবকাশ নেই। কেননা এটা بعد এর সমার্থক।

তৃতীয় ভাগের صه শব্দটি فعل الأمر এর অর্থ প্রকাশ করে। এটা اسكت এর সমার্থক। অর্থাৎ এই اسم الفعل টি لازم (متعدى নয়।) তাই কোন মাফউল বিহীকে নছব দেয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। বরং أنت যমীর فاعل হয়ে বাধ্যতামূলক ভাবে তাতে উহ্য রয়েছে।

পক্ষান্তরে دونك الكتاب বাক্যে دونك এই اسم الفعل টি متعدي হওয়ার কারণে الكتاب কে مفعول به রূপে نصب দিয়েছে।

তাহলে আমরা বলতে পারি যে, أسماء الأفعال গুলো لازم হলে শুধু فاعل কে রফা দেয়। পক্ষান্তরে متعدي হলে مفعول بهকে নছব দান করে। তবে فاعل যমীর হলে মাবনী হওয়ার কারণে তাতে রফা প্রযুক্ত হয় না।

মুলকথা

اسم الفعل এমন কলেমা যা ওজন বা কাঠামোর দিক থেকে ইসম হলেও ফেয়েলের অর্থ দান করে।

কালের দিক থেকে أسماء الأفعال মোট তিন প্রকার। ماض এর অর্থ প্রকাশক مضارع এর অর্থ প্রকাশক এবং أمر এর অর্থ প্রকাশক।

প্রতিটি تام متصرف ثلاثى فعل থেকে فعال এর ওজনে أمر এর অর্থ দানকারী اسم الفعل তৈরী করা হয়।

اسم الفعل যদি لازم হয় তাহলে শুধু فاعل কে রফা দান করবে পক্ষান্তরে متعدي হলে مفعول به কে نصب দান করবে।

নীচে বিভিন্ন اسم الفعل এর একটি তালিকা অর্থ সহ দেয়া হল।

سُرعان	اسرع
شَتَّانَ	بَعُدَ

قَدْ - قَطْ	يَكْفِي
وَا - وَيْ	أَتَلَهَّفُ أو أَتَعَجَّبُ
إِلَيكَ	تَبَاعَدْ
بَلْهَ	دَعْ
امامك	تَقَدَّمْ
آمِينْ	إِسْتَجِبْ
حَيَّ	أقبِلْ
هَيَّا	أَسْرِعْ
هَلُمَّ	تَعَالَ
عِنْدَكَ لَدَيكَ هَاكَ	خُذْ
مَهْ	أُكْفُفْ
مَكَانَك	أُثْبُتْ

প্রশ্নমালা

১। اسم الفعل কাকে বলে?

২। فعل এর কোন জিনিসটি اسم الفعل এর মাঝে নেই?

৩। اسم الفعل এর মাঝে কি فعل এর ওজন বা কাঠামো বিদ্যমান আছে?

৪। اسم الفعل কি فعل এর কোন আলামত গ্রহণ করে?

৫। اسم الفعل কে اسم الفعل কেন বলে?

৬। কালের দিক থেকে اسم الفعل কত প্রকার?

৭। فعل ماض এর অর্থ দানকারী কয়েকটি أسماء الأفعال বল।

৮। فعل مضارع এর অর্থ দানকারী কয়েকটি أسماء الأفعال বল।

৯। فعل الامر এর অর্থ দানকারী কয়েকটি أسماء الأفعال বল।

১০। যে সকল কালিমা শুধু اسم الفعل রূপেই গঠিত সেগুলো উল্লেখ কর।

১১। যে সকল কালিমা اسم الفعل রূপে ব্যবহৃত হয় আবার جار ও مجرور কিংবা مضاف ও مضاف اليه হয়ে ظرف রূপেও ব্যবহৃত হয় সেগুলো উল্লেখ কর।

১২। اسم الفعل কি আমল করে?

১৩। اسم الفعل এর আমল কি কি?

১৪। اسم الفعل টি لازم হলে কি আমল করে আর متعدي হলে কি আমল করে?

১৫। اسم الفعل পরবর্তী اسم কে رفع দেয় কি হিসাবে এবং نصب দেয় কি হিসাবে?

১৬। اسم الفعل এর فاعل যদি ضمير হয় তখন আমরা তার إعراب সম্পর্কে কি বলব?

১৭। ইসমুল ফেয়েল হিসাবে اليك এর কি অর্থ এবং جار ও مجرور হিসাবে এর কি অর্থ?

১৮। (ক) سرعان . مه . هيهات . بله (খ) أمامك . إليك . دونك এ দু' প্রকার أسماء الأفعال এর মাঝে পার্থক্য কি?

الدرس الرابع والعشرون

اسم الفاعل

(الف) أ ضَارِبٌ زيدٌ عمرواً (الآنَ ، غدًا) ؟

أ شَاكرٌ أنتَ نعمةَ ربِّك ؟

أ مُطعِمٌ البخيلُ أحدًا أبدًا.

أ ذَاهِبٌ أنت غدًا إلى المدينةِ راكبًا.

(ب) يا ناسيًا رَبَّه تَذكَّرِ الموتَ .

يا طالعًا جبلا ، كُنْ على حَذَرٍ .

أ مُكْرِمًا اللُّؤماءَ ارْتَقِبْ منهم السُّوءَ

يا شاربًا الماءَ قائمًا ، لا تُخالِفْ السنةَ .

(ج) ما مُطعِمٌ البخيلُ أحداً أبدًا .

ما مُكرِمٌ خالدُ عمرًوا غدًا ضيفًا .

ما مُقاتِلٌ المشركِين الا الشجعاءُ .

(د) أدعُ رجلًا شاكرًا إحسانَك .

سيأتي يومٌ ناسٍ الوالدُ ولدَه و الصاحبُ صاحبَه.

لا تُجالِس رَجلا عَاصِيًا رَبَّه .

(ه) أ تَعْصِى رَبَّك ناسيا مَوْتَك ؟

تَطلُعُ الشَّمسُ مُبَشِّرَةً العَالَمَ بِفَجْرٍ جَدِيدٍ .

جَاء راشدُ راكبا أخوه فَرسًا .

(و) أنا شاكرُ إحسانَك إلَيَّ .

المسلمُ عابدُ ربَّه مستعينٌ به .

البخيلُ جامعٌ المالَ لِغيرِه .

(ز) جاءَ الضاربُ راشدًا (غداً أو الآن أو أمس)

أنا القاتلُ أخاك (غدا أو الآن أو أمس)

(ح) أنا ضاربُ زيدٍ (ضاربٌ زيدًا)

أ شاربَ الماءِ (شاربًا الماءَ) قائما

لا تُخالِفُ السنّةَ .

আলোচনা

اسم الفاعل কাকে বলে সে পরিচয় আশা করি আগেই তুমি পেয়ে গেছো। এখানে আমরা নতুন একটি বিষয় তোমার সামনে তুলে ধরছি। প্রথম ভাগের প্রথম উদাহরণটি লক্ষ কর, বাক্যটির অর্থ হচ্ছে–

যায়েদ কি (এখন/আগামীকাল) আমরকে মারবে? এখানে زيد হচ্ছে فاعل এবং عمرو হচ্ছে مفعول به আর الآن অথবা غدا হচ্ছে مفعول فيه বলাবাহুল্য যে, এই اسم الفاعل টিই উপরোক্ত فاعل কে رفع এবং مفعول به কে نصب এবং مفعول فيه কে نصب দিয়েছে। এখানে ضارب এর পরিবর্তে يضرب ফেয়েলটি থাকলে সেটাও একই عمل করবে, তাই না? সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, اسم الفاعل তার ফেয়েলের অনুরূপ আমল করে। অর্থাৎ فعل যেমন لازم হলে فاعل কে رفع দেয় এবং متعدى হলে مفعول به কে نصب দেয় তদ্রূপ اسم الفاعل ও لازم হলে فاعل কে رفع দিবে এবং متعدى হলে مفعول به কে نصب দিবে। পক্ষান্তরে সমস্ত ফেয়েল যেমন تميز . حال . مفعول فيه . مفعول مطلق ইত্যাদি কে نصب দেয় তেমনি সমস্ত اسم الفاعل উপরোক্ত ছয়টি ইসম কে নছব দিবে।

তবে একটি বিষয় লক্ষ কর, প্রথম ভাগের প্রতিটি اسم الفاعل এর শুরুতে

حرف النداء এর শুরুতে اسم الفاعل রয়েছে এবং দ্বিতীয় ভাগের প্রতিটি همزة الاستفهام রয়েছে। তদ্রূপ তৃতীয় ভাগের প্রতিটি اسم الفاعل এর শুরুতে حرف النفي রয়েছে এবং চতুর্থ ভাগের اسم الفاعل গুলোর শুরুতে রয়েছে একটি موصوف এবং اسم الفاعل টি হয়েছে উক্ত موصوف এর صفة। তদ্রূপ পঞ্চম ভাগের اسم الفاعل গুলোর শুরুতে রয়েছে একটি করে ذوالحال আর اسم الفاعل গুলো হয়েছে উক্ত ذوالحال এর الحال আর ষষ্ঠভাগের اسم الفاعل গুলোর শুরুতে রয়েছে একটি করে مبتدأআর اسم الفاعل গুলো হয়েছে উক্ত مبتدأএর خبر ।

তাহলে আমরা বলতে পারি যে, اسم الفاعل তার ফেয়েলের অনুরূপ عمل করার জন্য শর্ত এই যে, তার শুরুতে همزة الاستفهام বা حرف النفي বা حرف النداء বা موصوف বা ذوالحال বা مبتدأ এই ছয় কালিমার যে কোন একটি কালিমা অবশ্যই থাকবে।

প্রথম ভাগের প্রথম উদাহরণটি লক্ষ কর, এখানে اسم الفاعل টি বর্তমান বা ভবিষ্যত-কালের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে الآن বা غداশব্দটি সে কথাই প্রমাণ করছে। أمسশব্দটিকে ইচ্ছাকৃত ভাবেই এখানে বাদ দেয়া হয়েছে। কেননা ضارب কে এখানে ماض এর অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। তদ্রূপ প্রথম ভাগ থেকে ষষ্ঠ ভাগ পর্যন্ত সকল اسم الفاعل কেই এখানে حال বা استقبالএর অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ماض এর অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, اسم الفاعل তার ফেয়েলের অনুরূপ عمل করার জন্য শর্ত এই যে, তা বর্তমান বা ভবিষ্যতকালের অর্থে ব্যবহৃত হবে। ماض বা অতীত -কালের অর্থে ব্যবহৃত হবে না। সুতরাং راشد حاصد زرعه غدا / الآن বলা যাবে কিন্তু راشد حاصد زرعه أمسবলা শুদ্ধ হবে না।

কিন্তু সপ্তম ভাগের উদাহরণ দুটি লক্ষ কর, এখানে اسم الفاعل কে حال. استقبال ও ماض এই তিনকালের অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। الآن، غدا ও الأمس শব্দ তিনটি সে কথাই প্রমাণ করে। তা ছাড়া اسم الفاعل গুলোর শুরুতে পূর্বোক্ত ছয়টি কালেমার কোনটিই নেই। তা সত্ত্বেও اسم الفاعل গুলো যথারীতি عمل করেছে। অর্থাৎ مفعول به ও مفعول فيه কে نصب দিয়েছে। তাহলে বুঝা গেল যে, এখানে اسم الفاعل এর আমলের জন্য কালের কোন শর্ত নেই অথচ পূর্ববর্তী اسم الفاعل গুলোর ক্ষেত্রে তা

ছিল। এই পার্থক্যের কারণ কি? একটি মাত্র কারণ এই দেখা যায় যে, পূর্ববর্তী اسم الفاعل গুলো ال যুক্ত ছিল না। কিন্তু আলোচ্য ভাগের اسم الفاعل গুলো ال যুক্ত। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, اسم الفاعل এর শুরুতে ال যুক্ত হলে তা নিঃশর্তভাবে আমল করে।

এবার অষ্টম ভাগের اسم الفاعل গুলোর দিকে লক্ষ কর, সহজেই তুমি বুঝতে পারবে যে, اسم الفاعل তার مفعول به কে যেমন نصب দেয় তেমনি তাকে مفعول به এর দিকে إضافة ও করা যায়। তখন مفعول به টি مضاف إليه রূপে মাজরূর হবে। তবে মনে রেখো اسم الفاعل যদি ماض এর অর্থ দান করে তখন কিন্তু এই إضافة বাধ্যতা -মূলক। যেমন-

أنا ضارب راشدا غدا (ضارب راشد) উপরোক্ত إضافة ঐচ্ছিক।
কিন্তু أنا ضارب راشد امس এই إضافة বাধ্যতামূলক।

মূলকথা

اسم الفاعل তার فعل এর অনুরূপ আমল করে

اسم الفاعل (ال) যুক্ত হলে সর্বাবস্থায় নিঃশর্তভাবে আমল করে।

اسم الفاعل (ال) যুক্ত না হলে তার আমলের দুটি শর্ত

১। استقبال বা حال এর অর্থ দেয়া।

২। শুরুতে همزة الاستفهام বা حرف النفي বা حرف النداء বা موصوف বা ذو الحال বা مبتدأ থাকা।

اسم الفاعل কে তার مفعول به এর দিকে إضافة করা যায়, তবে اسم الفاعل টি ماضي এর অর্থ দান করলে এই إضافة বাধ্যতামূলক।

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলোতে প্রতিটি اسم الفاعل এর عمل বর্ণনা করো এবং সেগুলোর শর্তগত অবস্থা আলোচনা কর?

ما مُطيعُ الجاهلُ نُصْحَ الطَّبِيبِ . العاقلُ تاركُ صُحبَةَ الأشـرارِ . الكاتِمُ سِرَّ إخوانِه مَحبوبٌ . الفلاحُ حارثٌ ثَوْرُه الأرضَ . هَل ناجحُ في الحياةِ من يَكْسَلُ وَ لا يَنْشَطُ لِلعَمَلِ . قَامَ المعلمُ شَارِحًا دَرْسَه شَرْحًا مفيدًا . يَا تَارِكا أبنَاؤُه الصلوٰةَ ، مُرْهُمْ بالصلوةِ.

২। নীচের বাক্যগুলোতে اسم الفاعل - এরপরে একটি مفعول به যোগ করো।

لا أحبُّ الخائِنِينَ .....

أ مُضيعٌ أنتَ .....

الشجاعُ حاملٌ .....

ما نَاسٍ أخوكَ .....

قام الخطيبُ حامِداً .....

انتَصَرَ الضاربون ..... المشركين.ياعاصيًا ..... و ناسيا

.... اِرْجِعْ إلىٰ رَبِّك قَبْلَ أن يأتيَك الأجَلُ .

৩। নীচের শূন্যস্থান গুলোতে বাম পাশের শব্দকে حال রূপে ব্যবহার করো এবং اسم الفاعل এর আমল ব্যাখ্যা করো।

أبو راشدٍ نَاجِحٌ ... (معلم)

القادِمُ ... فَرَسَه أخوك (راكب)

أ ناصرٌ هؤلاءِ أخاهُم ... أو ... (ظالم، مظلوم)

يا دَاخلًا الغرفَةَ .... البابَ لا تَدْخُلْ الغرفةَ بلا إذْنٍ من صَاحِبِها . (دافع)

৪। নীচের শূন্যস্থান গুলোতে বাম পাশের মাছদারকে مفعول له রূপে ব্যবহার করো এবং اسم الفاعل এর عمل ব্যাখ্যা করো।

ما قاعِدٌ أصدقاؤُنا عن الحربِ .... (جبن)

هُم ضاربونَ أولادَهم .... (تأديب)

رأيتُ الأطفالَ باكِين .... (جوع)

يا محيِيًا ليلَه ... في الأجرِ و الثوابِ أَبْشِرْ (طمع)

৫। নীচের শূন্যস্থানে বাম পাশের মাছদারকে مفعول مطلق রূপে ব্যবহার কর এবং اسم الفاعل এর عمل ব্যাখ্যাকরো।

لا يَخِيبُ الطالبُ .... (طلب صادق)

أنا ضاربٌ إياكَ .... ، (ضربة)

و هو ضاربٌ إياكَ .... (ضربتين)

و هم ضاربون إياكَ ...... (ضربات)

৬। নীচের শূন্যস্থানে বাম পাশের جر ও مجرور-কে ব্যবহার করো ও অর্থ বলো।

دخلتُ على المعلمِ مُسَلِّمًا .... (عليه)

المشرِكُ ... لا يدخلُ الجنةَ أَبَدًا (بريه)

ما مرسِلٌ رَبُّنا أحَدًا .... إلا بلسانهم (إلى قومه)

৭। একটি বাক্য বল, যেখানে اسم الفاعل তার فاعل কে رفع এবং مفعول به কে نصب দিবে এবং اسم الفاعل টি তার পূর্বে موصوف থাকার কারণে আমল করবে।

৮। একটি বাক্য বল, যেখানে اسم الفاعل তার مفعول به কে নছব দিবে এবং اسم الفاعل এর পূর্বে ذوالحال থাকার কারণে عمل করবে।

৯। একটি বাক্য বল যেখানে اسم الفاعل তার مفعول مطلق কে نصب দিবে এবং اسم الفاعل টি ال যুক্ত হওয়ার কারণে عمل করবে।

প্রশ্নমালা

১। اسم الفاعل কাকে বলে?

২। الثلاثي المجرد থেকে اسم الفاعل কোন ওজন ও মাপে তৈরী হয়?

৩। الثلاثي المجرد ছাড়া অন্যান্য باب এর اسم الفاعل গুলোর ওজন কি কি বল?

৪। اسم الفاعل কি আমল করে?

৫। اسم الفاعل তার ফেয়েল এর অনুরূপ আমল করে, কথাটার কি অর্থ?

৬। أضاربٌ أخو راشدٍ خالدًا غدًا এখানে ضارب কি কি আমল করেছে?

৭। উপরোক্ত উদাহরণে ضارب এর পরিবর্তে يضرب বসালে فعل টি কি আমল করবে?

৮। اسم الفاعل তার فعل এর অনুরূপ عمل করে, কথাটার প্রমাণ কি?

৯। اسم الفاعل কখন শর্তহীন ভাবে তার فعل এর অনুরূপ عمل করে?

১০। ال যুক্ত اسم الفاعل এর বৈশিষ্ট্য কি?

১১। কোন اسم الفاعل শর্তাধীনে আমল করে?

১২। ال মুক্ত اسم الفاعل এর আমলের জন্য প্রথম শর্ত কি?

১৩। ال যুক্ত اسم الفاعل অতীতবাচক হলে আমল করতে পারে কি?

১৪। ال মুক্ত اسم الفاعل এর আমল করার জন্য দ্বিতীয় শর্তটি কি?

১৫। ال মুক্ত اسم الفاعل আমল করার জন্য তার পূর্বে যে ছয়টি বিষয়ের কোন একটি থাকা জরুরী সেগুলো কি?

১৬। اسم الفاعل এর مفعول به এর দ্বিতীয় ব্যবহার কি?

১৭। مفعول به এর দিকে اسم الفاعل এর إضافة কখন ঐচ্ছিক আর কখন বাধ্যতামূলক?

১৮। أنا ضاربُ راشدٍ الآن এখানে اسم الفاعل এর إضافة ঐচ্ছিক না বাধ্যতামূলক?

১৯। أنا ضاربُ راشدٍ أمس এখানে اسم الفاعل এর إضافة ঐচ্ছিক না বাধ্যতামূলক?

الدرس الخامس والعشرون

اسم المفعول

(الف) أ مَضروبٌ أخو راشدٍ غداً ؟

أ مشكورٌ سَعْيُنا عندَ ربِّنا ؟

أ مُطعَمُ الفقيرُ يَومَ الجُمُعَةِ القادمِ ؟

(ب) يا مَغْصوبًا حَقُّهُ غَصْبًا عَلَانِيًا، سَيَعُودُ إليكَ حَقُّك

يا مَظلومًا ظُلْمًا عَظيمًا لا تَكُنْ ظالِمًا غَيرَكَ ،

(ج) ما مُعطىً المحتاجُ كُلَّ ما يَحْتَاجُ ،

ما مُكرَمٌ هذا الرجُلُ خوفًا بل حُبًّا

(د) هُوَ رَجُلٌ مَضرُوبٌ أولادُه تاديبًا ،

ماتَ الفقيرُ مَحرُومًا السَّعادَةَ

يُكرَمُ الفقرآءُ مطعَمينَ طعامًا لذيذًا

المقتولُ أخوه غدًا/الآن/ امسِ مَحْزونٌ ،

আলোচনা

اسم المفعول কাকে বলে এবং ثلاثي مجرد ও অন্যান্য أبواب থেকে اسم المفعول কোন ওজনে গঠিত হয় সে কথা আশা করি তোমাদের জানা হয়েছে। এখানে আমরা اسم المفعول এর عمل সম্পর্কে আলোচনা করব। প্রথম ভাগের প্রথম উদাহরণটি লক্ষ কর, أ مضروب أخو راشد غدا বাক্যটির অর্থ হল রাশেদের ভাইকে আগামীকাল মারা হবে। এখানে أخو راشد হচ্ছে نائب الفاعل আর غدا হচ্ছে المفعول فيه বলাবাহুল্য যে, مضروب এই اسم المفعول ই أخو راشد কে نائب الفاعل রূপে رفع এবং

يضرب غدا কে المفعول فيه রূপে نصب দিয়েছে। এখানে مضروب এর পরিবর্তে থাকলে সেও একই আমল করতো, তাই না? তাহলে আমরা বলতে পারি যে, اسم المفعول তার فعل مجهول এর অনুরূপ আমল করে। অর্থাৎ فعل مجهول যেমন مفعول به কে نائب الفاعل রূপে رفع দান করে এবং ছয় প্রকার اسم কে نصب দান করে, তদ্রূপ اسم المفعول ও مفعول به কে نائب الفاعل রূপে رفع দিবে এবং ছয় প্রকার اسم কে نصب দিবে।

নীচের বাক্যটি দেখ

أُعْطِيَ الفقيرُ ثوبًا এখানে فعل টি متعدى إلي المفعولين হয়েছে এবং প্রথম مفعول به কে نائب الفاعل রূপে رفع দিয়েছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় مفعول به কে নিজ অবস্থায় রেখে نصب দিয়েছে। তদ্রূপ فعل مجهول এর পরিবর্তে اسم المفعول অর্থাৎ معطى ব্যবহার করলে সেও একই আমল করবে। যথা- أمعطى الفقير ثوبا

তাহলে আমরা বলতে পারি যে, فعل مجهول যেমন দুটি مفعول به এর ক্ষেত্রে প্রথমটিকে رفع এবং দ্বিতীয়টিকে نصب দেয় তদ্রূপ اسم المفعول ও প্রথম مفعول به কে رفع এবং দ্বিতীয় مفعول به কে نصب দেয়।

পাঠের শুরুতে প্রদত্ত উদাহরণগুলো লক্ষ করলেই তুমি বুঝতে পারবে যে, اسم المفعول যদি ال যুক্ত হয় তাহলে তা নিঃশর্ত ভাবেই আমল করে। পক্ষান্তরে ال মুক্ত اسم المفعول গুলো اسم الفاعل এর ক্ষেত্রে উল্লেখিত শর্তের সাথে আমল করে। আশাকরি এখানে সেইগুলোর পুনঃ আলোচনা করার প্রয়োজন নেই।

মূলকথা

اسم المفعول তার فعل مجهول এর অনুরূপ আমল করে অর্থাৎ একটি مفعول به কে نائب الفاعل রূপে رفع দান করে। পক্ষান্তরে দুটি مفعول به হলে প্রথমটিকে نائب الفاعل রূপে رفع এবং দ্বিতীয়টিকে নিজ অবস্থায় نصب দান করে।

ال যুক্ত اسم المفعول নিঃশর্তভাবে আমল করে।

ال মুক্ত اسم المفعول দুটি শর্তে فعل مجهول এর অনুরূপ আমল করবে। اسم المفعول টি حال বা استقبال এর অর্থ দানকারী হবে এবং তার পূর্বে ছয় প্রকার كلمة এর যে কোন একটি থাকতে হবে।

اسم المفعول কে نائب الفاعل এর দিকে إضافة করা যায়, তখন نائب الفاعل টি مضاف إليه হওয়ার সুবাদে مجرور হবে। যেমন الورعُ محمودُ العواقِبِ . زيدٌ مضروبُ العبدِ

মূলরূপ ছিল এরূপ الورع محمود عواقبه . زيد مضروب عبده

অনুশীলনী

১। নীচের اسم المفعول গুলোর عمل ব্যাখ্যা করো এবং প্রতিটি اسم المفعول এর শর্তগত অবস্থা আলোচনা করো।

هذا عَمَلٌ معرُوفَةٌ قيمتُه دائما . الشجرةُ مَقْطُوعٌ غُصنُها . رأيتُ رجلًا مَفْقودًا مالُه في الشَّارِعِ . وجدتُ الرَّجلَ مُكرَمًا عِلْمًا و خُلُقًا ، المظلومُ مُسْتَجابٌ دُعَاؤُه . يا مَغصُوبًا حَقُّه ظُلْمًا ، تَظَلَّمْ إلى الحَاكِمِ . المفقودُ مالُه حزينٌ. ما مُهَذَّبٌ ولدُ هذا الرجلِ تهذيبًا دِيْنِيًّا . المحرومُ علمًا أشقى مِنَ المحرومِ مالًا . البابُ مُغلقٌ إغلاقًا مُحْكمًا .

২। নীচের বাক্যগুলোতে اسم المفعول এর পরে শূন্যস্থানে একটি করে نائب الفاعل যোগ করো।

ما مُرسَلٌ .... إلى المدرسةِ . أُدْعُ رجلًا مضروبًا .... غدًا . اللبَّانُ يذهبُ إلى السُّوقِ مَمْزُوجًا .... بالماءِ .

৩। নীচের শূন্যস্থানগুলোতে বাম পাশের শব্দকে حال রূপে ব্যবহার করো।

المضروبُ ... يَدَاهُ مظلومٌ (مشدود)

ادعُ رجلًا مَقْطوعةً يدُه .... (سارق)

أ مُطْعَمٌ هذا الرجلُ .... (جائع)

ما محرومٌ أحدٌ ... رَبَّه (سائل)

৪। নীচের শূন্যস্থানে বাম পাশের শব্দগুলোকে مفعول له রূপে ব্যবহার করো এবং اسم المفعول এর عمل ব্যাখ্যা করো।

عَادَ المطرودُ .... لجُرْمِه (عقاب)

هذه قريةٌ مهلكٌ أهلُها .... بما عَمِلوا (جزاء)

أبُقِيَ هذا المجرمُ مَحبوسًا ... على أمْنِ المُجْتَمِعِ . (حرص)

৫। নীচের শূন্যস্থানে বাম পাশের শব্দগুলোকে مفعول مطلق রূপে ব্যবহার করো এবং اسم المفعول এর عمل ব্যাখ্যাকরো।

أ مُعَاقَبٌ هذا المجرمُ .... (عقاب شديد)

يا مَحْزونًا قلبُه .... إصبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا (حزن شديد)

ما مُغْلَقٌ بابُ هذه الغرفةِ .... (إغلاق محكم)

الرسولُ مُطاعٌ .... (إطاعة تامة)

৬। একটি বাক্য বল, যেখানে اسم المفعول তার نائب الفاعل কে رفع এবং দ্বিতীয় مفعول به কে نصب এবং مفعول فيه কে نصب দিয়েছে।

৭। একটি বাক্য বল, যেখানে اسم المفعول তার مفعول لأجله কে نصب দিয়েছে।

৮। একটি বাক্য বল, যেখানে اسم المفعول তার تميز কে نصب দিয়েছে।

প্রশ্নমালা

১। اسم المفعول কাকে বলে?

২। اسم المفعول কোন باب থেকে কি ওজনে তৈরী হয়?

৩। اسم المفعول কি আমল করে?

৪। اسم المفعول তার فعل مجهول এর অনুরূপ আমল করে, কথাটার কি অর্থ?

৫। أمطعم هذا الجائع الآن طعاما لذيذا এখানে مطعم এই اسم المفعول কি আমল করেছে?

৬। উপরোক্ত উদাহরণে مطعم এর পরিবর্তে يطعم ফেয়েল ব্যবহার করলে তা কি আমল করবে?

৭। اسم المفعول তার فعل مجهول এর অনুরূপ আমল করে কথাটার প্রমাণ কি?

৮। কোন اسم المفعول শর্তহীনভাবে তার فعل مجهول এর অনুরূপ আমল করে?

৯। কোন اسم المفعول শর্তাধীনে عمل করে?

১০। ال মুক্ত اسم المفعول কি কি শর্তে আমল করে?

১১। اسم المفعول এর نائب الفاعل এর দ্বিতীয় ব্যবহার কি রূপ?

১২। نائب الفاعل এর দিকে اسم المفعول এর ইযাফাত ঐচ্ছিক না বাধ্যতামূলক?

১৩। نائب الفاعل এর দিকে اسم المفعول এর ইযাফাত কখন ঐচ্ছিক এবং কখন বাধ্যতামূলক?

الدرس السادس والعشرون

عمل الصفة المشبهة

(الف) السلحفاةُ بَطِيءٌ سَيرُها . هذه الأنهارُ عَذبةٌ مِياهُها .
عندَه ثوبٌ جميلٌ لونُه .

(ب) ما جميلٌ محمودٌ وجهًا . هو صغيرٌ جسمًا كبيرٌ علمًا .
الكتابُ رخيصٌ ثمنًا عظيمٌ نفعًا .

(ج) الفيلُ ضَخْمُ الجثةِ . اشتريتُ الثوبَ رخيصَ الثمنِ .
رأيتُ زهرةً جميلةَ اللونِ .

(د) لقيتُ الرجلَ الكثيرَ علمُه . زُرْتُ المدينةَ القديمةَ مَبانيها .
لا تخرجْ في اليومِ الشديدِ حَرُّهُ .

(ه) سَافِرْ إلى البلدِ البعيدِ المَسَافةَ . إشْتَرِ هذا العقدَ
الرخيصَ الثمنَ . صليتُ في المسجدِ الفَسِيحِ السَّاحةَ

(و) أَوْقِدِ المصباحَ القويَّ النورَ . شَرَحَ المعلمُ المسئلةَ
الصعبةَ الفهمَ . لا ينفعُ الأدبُ القليلَ الحياءَ .

আলোচনা

الصفة المشبهة এর পরিচয় আগেই তুমি জেনেছো এবং একথাও জেনেছো যে, الصفة المشبهة সর্বদা فعل لازم থেকে তৈরী হয়। فعل متعدي থেকে তৈরী হয় না। এখানে আমরা الصفة المشبهة এর عمل সম্পর্কে শুধু আলোচনা করব।

প্রথম তিনটি ভাগের উদাহরণগুলো লক্ষ কর, রেখাযুক্ত শব্দগুলো হচ্ছে الصفات المشبهة এবং এগুলোর শুরুতে ال যুক্ত হয়নি। পক্ষান্তরে শেষ তিন ভাগের রেখাযুক্ত الصفات المشبهة গুলো ال যুক্ত।

তুমি নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছো যে, الصفة المشبهة এর পরের শব্দগুলো مرفوع কিংবা منصوب কিংবা مجرور হয়েছে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, الصفة المشبهة তার পরের শব্দকে رفع কিংবা نصب কিংবা جر দান করে।

প্রথম ভাগের উদাহরণগুলো লক্ষ করো, এখানে لون ও مياه البحر ، سيرها শব্দগুলো بطن ، عذبة ও جميل এই তিনটি الصفات المشبهات এর ফায়েল হয়েছে এবং সেই সুবাদে مرفوع হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগের প্রথম উদাহরণে محمود শব্দটি الصفة المشبهة এর ফায়েল হয়েছে এবং সেই সুবাদে مرفوع হয়েছে। কিন্তু وجها শব্দটি منصوب হলো কেন? উত্তর এই যে, وجها শব্দটি تمييز হওয়ার কারণে (অথবা شبيه بالمفعول) হওয়ার কারণে منصوب হয়েছে।

অপর দুইটি উদাহরণে الصفة المشبهة এর মাঝে বিদ্যমান هو বা هي যমীরটি فاعل হয়েছে। সুতরাং তাতে إعراب এর প্রশ্ন উঠে না। তবে পরের শব্দটি تمييز বা شبيه بالمفعول হওয়ার সুবাদে منصوب হয়েছে।

علما ، جسما ، ثمنا ، نفعا শব্দগুলো সম্পর্কেও একই কথা।

তৃতীয় ভাগে প্রতিটি الصفة المشبهة তার فاعل এর দিকে اضافة হয়েছে এবং সেই কারণে مجرور হয়েছে। অর্থাৎ اللون ، الثمن ، الجثة শব্দগুলো বাহ্যত مضاف إليه হলেও অর্থের দিক থেকে মূলতঃ পূর্ববর্তী الصفة এর فاعل হয়েছে। মূল عبارة ছিল এরূপ

الفيلُ ضَخْمَةٌ جُثَّتُه .

اشتريتُ ثوبًا رَخيصًا ثمنُه .

رأيتُ زهرةً جميلا لونُها .

চতুর্থ ভাগের الصفة المشبهة গুলো পরের শব্দগুলোকে فاعل রূপে رفع দিয়েছে।

পঞ্চম ভাগের উদাহরণ গুলো লক্ষ কর, এখানে الساحة ، الثمن ، المسافة শব্দগুলো منصوب হয়েছে। যেমন দ্বিতীয় ভাগের وجها ، جسما ইত্যাদি শব্দগুলো হয়েছে। তবে পার্থক্য এই যে, দ্বিতীয় ভাগের শব্দগুলো হচ্ছে نكرة তাই সেখানে تمييز বা شبيه بالمفعول এ দুদিক থেকে نصب এর কথা বলা যায়। কিন্তু পঞ্চম ভাগের শব্দগুলো معرفة হওয়ার

কারণে শুধু شبيه بالمفعول হিসাবে منصوب হতে পারে। تمييز হিসাবে منصوب হতে পারে না। কেননা تمييز সর্বদা نكرة হয়ে থাকে। معرفة হয় না।

তাহলে আমরা বলতে পারি যে, الصفة المشبهة (ال) মুক্ত ও ال যুক্ত উভয় অবস্থায় পরের শব্দকে رفع বা نصب বা جر দিয়ে থাকে। رفع এর সূত্র হল فاعل হওয়া نصب এর সূত্র হল تمييز বা شبيه بالمفعول হওয়া, যদি শব্দটি نكرة হয়।

পক্ষান্তরে معرفة হলে نصب এর সূত্র হবে শুধু شبيه بالمفعول হওয়া। আর جر এর সূত্র হল مضاف إليه হওয়া।

আরেকটি বিষয় লক্ষ কর, الصفة المشبهة যেহেতু অতীত বর্তমান বা ভবিষ্যত কোন সময় বোঝায় না সেহেতু তার আমলের জন্য বিশেষ কালের কোন শর্ত নেই। তবে তার পূর্বে ছয়টি কালিমার যে কোন একটি অবশ্যই থাকতে হবে। যেমন, প্রথম উদাহরণে بطئ এর পূর্বে مبتدأ রয়েছে এবং দ্বিতীয় উদাহরণে عذبة এর পূর্বে همزة الاستفهام রয়েছে এবং তৃতীয় উদাহরণে جميل এর পূর্বে موصوف রয়েছে ইত্যাদি?

মূলকথা

১। الصفة المشبهة সর্বদা فعل لازم থেকে বিভিন্ন ওজনে তৈরী হয়।

২। الصفة المشبهة এর معمول এর তিন অবস্থা।

(ক) فاعل রূপে مرفوع হওয়া।

(খ) معمول টি معرفة হলে شبيه بالمفعول রূপে منصوب হওয়া আর نكرة হলে شبيه بالمفعول বা تميز রূপে منصوب হওয়া।

(গ) مضاف إليه রূপে مجرور হওয়া।

৩। الصفة المشبهة এর আমলের জন্য কালের কোন শর্ত নেই। শুধু শর্ত হল তার পূর্বে ছয়টি কালিমার কোন একটি থাকা।

অনুশীলনী

১। নীচে প্রতিটি الصفة المشبهة এর আমল বর্ণনা কর?

الطاؤوسُ طائرٌ بديعُ الشَّكلِ ، جميلُ الصورةِ . أُحِبُّ كريمَ الطِّباعِ .

أمّا السَّيِّئُ أخلاقًا فإني أكرَهُه .

بلادُنا لطيفُ جَوُّها ، كريمٌ أهلُها شديدٌ حبُّهم لَهَا ، لا تدُومُ صداقَةُ الرَّذيلِ طِباعًا . التِّمساحُ يَسْكُنُ المواطِنَ الشديدةَ حَرارَتُها ، و هو سريعُ العدوِ قويُّ الأظفارِ و الأسنانِ ، الخُفَّاشُ حيوانٌ عجيب خَلْقًا، طويلٌ عُمرًا ،

২। নীচের الصفة المشبهة এর معمول গুলোকে فاعل হিসাবে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সহ رفع দান করো।

كان الرجلُ عظيمَ الشأنِ . هذا كتاب صغيرُ الحَجْمِ كثيرُ النفعِ . هو خطيبٌ قَوِيُّ الحُجَّةِ ، رأيتُ فَتَاةً قَبِيْحَةَ الْوَجْهِ طَيِّبَةَ الخُلُقِ .

৩। নীচের الصفة المشبهة এর معمول গুলোকে جر দান করো।

هذا العدُوُّ شديدٌ بأسًا . جلستُ في حديقةٍ بَهِيجٍ منظرُها . التفاحُ فاكهةٌ لذيذٌ طعمُها جميلٌ لونُها . القليلُ الكلامِ قَلِيلٌ نَدَمًا ، عاشرِ الكريمَ نَسَبُه ، و تَجَنَّبْ الرجلَ الخبيثَ النفسِ ،

৪। নীচের الصفة المشبهة এর معمول গুলোকে তমীয বা شبيه بالمفعول তে রূপান্তরিত কর?

كان هرونُ الرشيدُ فصيحَ البيانِ ، سليمَ الذَّوقِ ، كريمَ الخُلُقِ . قَطَفْتُ زهرةً طيبةَ الرائحةِ جميلةَ اللَّونِ ، المرأةُ السيئةُ الخُلُقِ تُخَرِّبُ الأسرةَ . هذه مَسْئَلَةٌ صعبٌ فهمُها .

৫। তিনটি বাক্য বল, প্রতিটিতে الصفة المشبهة এর معمول টি مرفوع হবে

৬। তিনটি বাক্য বল, الصفة المشبهة প্রতিটি বাক্যে معمول কে نصب দিবে। (একটি শুধু شبيه بالمفعول রূপে)

৭। الصفة المشبهة হবে ال যুক্ত অবস্থায়) এর معمول মাজরূর হবে (একটি الصفة হবে ال যুক্ত অবস্থায়)।

প্রশ্নমালা

১। الصفة المشبهة কাকে বলে?

২। اسم الفاعل ও الصفة المشبهة এর মাঝে গুণগত পার্থক্য কি কি?

৩। الصفة المشبهة এর عمل কি?

৪। الصفة المشبهة এর معمول কত প্রকার ও কি কি?

৫। ال যুক্ত ও ال মুক্ত উভয় অবস্থায় কি الصفة المشبهة আমল করতে পারে?

৬। الصفة المشبهة এর معمول কোন সূত্রে مرفوع বা منصوب বা مجرور হয়?

৭। معمول টি কখন দুটি সূত্রে منصوب হতে পারে?

৮। معمول টি ال যুক্ত হলে কোন সূত্রে منصوب হবে।

৯। الصفة المشبهة এর আমলের কি শর্ত?

১০। الصفة المشبهة কখন নিঃশর্ত ভাবে عمل করবে?

১১। اسم الفاعل ও اسم المفعول এর মত الصفة المشبهة এর আমলের ক্ষেত্রে বিশেষ কালের শর্ত নেই কেন?

১২। هو جميل اليوم / غدا / أمس বলা ঠিক নয় কেন?

১৩। কোন ধরনের فعل থেকে الصفة المشبهة তৈরী হয়?

الدرس السابع والعشرون

اسم التفضيل

الف) عائشةُ أجملُ من زينبَ
العلمُ أنفعُ من المالِ .
راشدٌ أذكى من ماجدٍ.
الرجالُ أعقلُ من النساءِ.

ب) الولدُ الأكبرُ ذكيٌّ .
البنتُ الكبرى جميلةٌ

ج) الكتابُ أفضلُ صديقٍ .
داكا أوسَعُ مدينةٍ في بلادِنا .
عائشةُ أفضلُ النساءِ (أو فُضلاهن).
مكةُ و المدينةُ أشرَفُ المُدُنِ (أو أَشْرَفا المدنِ
العلماءُ أفضلُ الناسِ (أو أفضلوهم).

আলোচনা

প্রথম উদাহরণের أجمل শব্দটি একথা বুঝায় যে, جمال বা সৌন্দর্য গুণটি আয়েশা ও যয়নব উভয়ের মাঝে বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ তারা উভয়ে সুন্দরী। তবে جمال বা সৌন্দর্য গুণটি আয়েশার মাঝে বেশী পরিমাণে আছে, আর যয়নবের মাঝে কম পরিমানে আছে। অর্থাৎ আয়েশা যয়নবের তুলনায় বেশী সুন্দরী। অবশিষ্ট তিনটি উদাহরণও একই ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, উপরের রেখাযুক্ত প্রতিটি শব্দ একথা বুঝায় যে, একটি গুণ দুটি বস্তুতে বিদ্যমান আছে। তবে একটিতে সেই গুণের মাত্রা বেশী আর অন্যটিতে কম। এধরনের শব্দকে اسم التفضيل বলে।

নিশ্চয় লক্ষ করেছো যে, উপরে প্রতিটি اسم التفضيل (أفعل) ওজনেএসেছে।

প্রথম উদাহরণটি আবার লক্ষ কর, جمال গুণটি عائشة এর মাঝে বেশী মাত্রায় আছে তাই عائشة হলো مفضل পক্ষান্তরে এই جمال গুণটি زينب এর মাঝে কম মাত্রায় আছে। সুতরাং زينب হচ্ছে مفضل عليه অর্থাৎ اسم التفضيل এর وصف বা গুণ যার মাঝে বেশী পরিমাণে আছে তাকে مفضل এবং যার মাঝে কম পরিমাণে আছে তাকে مفضل عليه বলে।

মূলকথা

১। যে ইসম একথা বুঝায় যে, একটি গুণ দুটি বস্তুতে বিদ্যমান, তবে একটিতে সেই গুণের পরিমাণ বেশী অন্যটিতে কম সেই اسم কে اسم التفضيل বলে।

আরো সহজ ভাষায়; গুণের ক্ষেত্রে তুলনা প্রকাশক اسم কে اسم التفضيل বলে।

২। اسم التفضيل এর وصف বা গুণ যার মাঝে বেশী পরিমাণে বিদ্যমান তাকে مفضل এবং যার মাঝে কম পরিমাণে বিদ্যমান তাকে مفضل عليه বলে।

আলোচনা

উপরে প্রথম ভাগের সবক'টি উদাহরণ লক্ষ কর, এখানে مفضل عليه টি من যোগে ব্যবহৃত হয়েছে। আর اسم التفضيل টি সর্বাবস্থায় مفرد مذكر হয়েছে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, مِـن অব্যয়যোগে اسم التفضيل সর্বাবস্থায় مفرد مذكر হবে।

এবার দ্বিতীয় ভাগের উদাহরণগুলো লক্ষ কর, এখানে اسم التفضيل গুলো ال অব্যয়যোগে পূর্ববর্তী مفضل এর صفة হয়েছে এবং তারপরে مفضل عليه এর উল্লেখ নেই। দেখ, এখানে اسم التفضيل গুলো লিংগ ও বচনের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী موصوف এর অনুগামী হয়েছে।

তাহলে আমরা বলতে পারি যে, ال অব্যয়যোগে اسم التفضيل লিংগ ও বচনের ক্ষেত্রে সর্বদা পূর্ববর্তী موصوف এর অনুগামী হবে।

তৃতীয় ভাগের উদাহরণ গুলো লক্ষ কর, এখানে প্রতিটি اسم التفضيل একটি نكرة এর দিকে مضاف হয়েছে। আর اسم التفضيل সর্বক্ষেত্রে مفرد مذكر হয়েছে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, مضاف إلى نكرة হলে اسم التفضيل সর্বদা مفرد مذكر হবে।

সবশেষে চতুর্থ ভাগের উদাহরণ গুলো লক্ষ কর, এখানে اسم التفضيل গুলো مضاف إلى معرفة হয়েছে। ফলে তা দুই ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

১। مفرد مذكر রূপে

২। লিংগ ও বচনের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী مفضل এর অনুগামী রূপে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, مضاف إلى معرفة অবস্থায় اسم التفضيل দু'ভাবে ব্যবহৃত হয় مفرد مذكر রূপে এবং লিংগ ও বচনের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী مفضل এর অনুগামী রূপে।

মূলকথা

اسم التفضيل এর ব্যবহারের চার অবস্থা।

১। من অব্যয়যোগে সর্বদা مفرد مذكر হবে।

২। ال অব্যয়যোগে পূর্ববর্তী مفضل এর অনুগামী হবে এবং مفضل عليه উহ্য থাকবে।

৩। مضاف إلى نكرة অবস্থায় مفرد مذكر হবে।

৪। مضاف إلى معرفة অবস্থায় مفرد مذكر হতে পারে, আবার مفضل এর অনুগামী হতে পারে।

অনুশীলনী

১। নীচের اسم التفضيل গুলো কোনটির ব্যবহারের কি রূপ, আলোচনা করো।

اليدُ العُليا خيرٌ من اليدِ السُّفلىٰ . أفضل الخِلال حِفْظُ اللسانِ . هٰؤلاءِ أشرفُ الناسِ نَسَبًا و اكرَمُهم خُلُقًا . أنتَ الأفضلُ عِلمًا و الأصدَقُ لِسانًا . كان أخي أذكىٰ تلميذٍ فى المدرسةِ .

২। নীচের বাক্যগুলোতে শূন্যস্থানে একটি করে اسم التفضيل ব্যবহার করো এবং কারণ ব্যাখ্যা করো।

العلماءُ .... من الأغنياءِ ، لأن المالَ يَفنى و العلمُ يَبقى .
النساءُ .... من الرجالِ . أختى .... من كلِّ فتاةٍ فى القريةِ . لقيتُ رجلًا .... من قارُونَ . أنا و أنت .... من هؤلاءِ .

৩। নীচের শূন্যস্থানে একটি করে اسم التفضيل ব্যবহার করো এবং কারণ ব্যাখ্যা করো।

إنك أنت الـ .... . أحبُ الأولادِ الـ .... خلقا ، الطالبةُ الـ ... تَفَوَّقَت في الامتحانِ ، الفَتَياتُ الـ .... متكبراتٌ .

৪। নীচের শূন্যস্থান গুলোতে একটি করে اسم التفضيل যোগ করো এবং কারণ ব্যাখ্যা করো।

محمدٌ صلى الله عليه وسلمَ ... الرسلِ كان زُعَماءُ مكةَ .... الناسِ لأنهم عَرفوا الحقَّ ثم أنكروه ، كانَ ابو جَهلٍ و اميةُ .... المشركين عَداوةً لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم .

৫। নীচের শূন্যস্থান গুলোতে একটি করে اسم التفضيل ব্যবহার করো এবং কারণ ব্যাখ্যা করো।

هذا التاجرُ .... رجل في القريةِ ، كانَتِ السيدةُ خديجةُ رضي الله عنها .... أمرأة في مكةَ . هؤلاء التلاميذُ .... تلميذ في المدرسةِ .

৬। নীচের বাক্যে مفضل কে একবচন থেকে দ্বিবচনে ও বহুবচনে এবং পুংলিংগ থেকে স্ত্রীলিংগে রূপান্তরিত করো এবং اسم التفضيل এর সম্ভাব্য রূপ কি হবে বল।

هذا الولدُ أكبرُ إخوته عقلًا و أصغرُهم سِنًّا .

৭। স্ত্রীলিংগ ও পুংলিংগের দ্বিবচন ও বহু বচনের ক্ষেত্রে নীচের বাক্যটি ব্যবহার করো।

من قنِع بما عنده فهو الأسعد حياة .

প্রশ্নমালা

১। اسم التفضيل কাকে বলে?

২। اسم التفضيل কি অর্থ বুঝায়?

৩। مفضل ও مفضل عليه কাকে বলে?

৪। اسم التفضيل এর ব্যবহারের কয় ছুরত?

৫। من অব্যয় যোগে اسم التفضيل এর লিংগ ও বচন কি হবে?

৬। مضاف إلى نكرة অবস্থায় اسم التفضيل এবং লিংগ ও বচন কি?

৭। কখন اسم التفضيل সর্বাবস্থায় مفرد مذكر হয়?

৮। কখন اسم التفضيل লিংগ ও বচনের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী موصوف এর অনুগামী হয়?

৯। مضاف إلى معرفة অবস্থায় اسم التفضيل এর লিংগ ও বচন কি হবে?

১০। ال অব্যয়যোগে اسم التفضيل এর লিংগ ও বচন কি হবে?

১১। اسم التفضيل এর একাধিক রূপ কখন হয়?

عمل اسم التفضيل

أنا أكبرُ منك سنًّا . هو أشجعُ الناسِ وقتَ الحربِ . انه أعلى منك عُلُوَّ السماءِ . هو أجْرَأُ من الليثِ مُقاتِلًا .

আলোচনা

উপরের উদাহরণ গুলো লক্ষ কর, سنا শব্দটি تمييز রূপে এবং وقت الحرب শব্দটি مفعول فيه রূপে এবং علو السماء শব্দটি مفعول مطلق রূপে এবং مقاتلا শব্দটি حال রূপে منصوب হয়েছে। অথচ نصب দানকারী কোন فعل নেই; আছে একটি করে اسم التفضيل। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, اسم التفضيل ই উপরোক্ত اسم গুলোকে نصب দিয়েছে। আবার লক্ষ কর, প্রতিটি اسم التفضيل এর فاعل হয়েছে তার মাঝে বিদ্যমান ضمير مستتر। কোন اسم ظاهر তার فاعل হয়নি। তাহলে একথাও আমরা বলতে পারি যে, اسم التفضيل সাধারণতঃ তার মাঝে বিদ্যমান ضمير مستتر কেই فاعل রূপে গ্রহণ করে। সুতরাং اسم ظاهر কে فاعل রূপে সাধারণতঃ رفع দান করে না।

অবশ্য শর্ত সাপেক্ষে اسم ظاهر কেও فاعل রূপে رفع দান করার উদাহরণ আছে। সে কথা বড় কিতাব পড়ার সময় তুমি জানতে পারবে।

মূলকথা

اسم التفضيل তার মাঝে বিদ্যমান ضمير مستتر কেই فاعل রূপে رفع করে থাকে, اسم ظاهر কে সাধারণতঃ فاعل রূপে رفع দান করে না।

বরং اسم ظاهر কে تمييز، مفعول فيه، حال، مفعول مطلق ইত্যাদি রূপে نصب দিয়ে থাকে।

الدرس الثامن والعشرون

إعمال المصدر

(الف) عجِبْتُ من ضربِك زيداً

تَمَّ حِفظُ راشدٍ القرآنَ .

مِنَ البِرِّ إطعامُ الجائعِ الطعامَ .

(ب) عجبتُ من ضربٍ زيداً .

تَمَّ حِفظٌ راشدٌ القرآنَ .

من البِرِّ إطعامٌ الجائعَ الطعامَ .

(ج) عجبتُ من الضربِ زيداً .

تَمَّ الحفظُ القرآن .

من البِرِّ الإطعامُ الجائعَ طعاماً .

আলোচনা

উপরের প্রতিটি উদাহরণে একটি করে মাছদার রয়েছে। একটু লক্ষ করলেই তুমি বুঝতে পারবে যে, উপরের প্রতিটি مصدر তার فعل এর অনুরূপ আমল করেছে। যেমন, প্রথম উদাহরণে ضرب মাছদারটি زيدا কে مفعوليه রূপে نصب দিয়েছে। তদ্রূপ দ্বিতীয় উদাহরণে حفظ মাছদারটি القرآن কে مفعوليه রূপে نصب দিয়েছে। এই মাছদার গুলোর পরিবর্তে فعل ব্যবহার করলে فعل গুলোও একই কাজ করতো। যেমন

ضربت زيدا . حفظ راشد القرآن . ইত্যাদি।

তাহলে আমরা বলতে পারি যে, মাছদার তার فعل এর অনুরূপ আমল করে থাকে। অর্থাৎ فاعل কে رفع এবং مفعول به কে نصب দেয়। যেমন تم حفظ راشد القرآن

রাশেদের কোরআন মুখস্থ করা সম্পূর্ণ হয়েছে। তদ্রূপ المفعول فيه কে نصب দান করে। যেমন

عجبت من ضربك اليوم راشداً

আজ রাশেদকে তোমার প্রহার করায় আশ্চর্য হয়েছি। তদ্রূপ حال কে نصب দান করে। যেমন شربك الماء قائما مكروه তোমার দাড়িয়ে পানি পান করাটা অপছন্দনীয়। তদ্রূপ مفعول له কে نصب দেয়। যেমন موت الفقير جوعا مؤلم ক্ষুধার কারণে দরিদ্র লোকের মৃত্যু বরণ করাটা দুঃখজনক। মোটকথা; فعل যে কয়টি আমল করে বলে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, মাছদারও সে কয়টি আমল করে থাকে।

এবার প্রতিটি ভাগের উদাহরণগুলো লক্ষ কর, প্রথম ভাগের মাছদারগুলো مضاف হয়েছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ভাগের মাছদার গুলো منون বা তানবীন যুক্ত হয়েছে। আর তৃতীয় ভাগের মাছদারগুলো হচ্ছে ال যুক্ত তবে এই তিন অবস্থাতেই মাছদার গুলো আমল করেছে।

এবার নীচের উদাহরণ গুলো লক্ষ কর,

سَرَّنِي إطعامُ راشدٍ الفقيرَ اليومَ

سَرَّنِي إطعامُ الفقيرِ راشدٌ اليومَ

سَرَّنِي إطعامُ اليومِ راشدٌ الفقيرَ

এখানে প্রথম উদাহরণে মাছদারটি فاعل এর দিকে مضاف হয়েছে। ফলে মাছদার فاعل কে جر দিয়েছে। তারপর যথাক্রমে مفعول به ও مفعول فيه কে نصب দিয়েছে। আর দ্বিতীয় উদাহরণে একই মাছদার مفعول به এর দিকে مضاف হয়েছে এবং তাকে جر দিয়েছে। তারপর فاعل কে رفع এবং مفعول فيه কে نصب দিয়েছে। আর তৃতীয় উদাহরণে فاعل বা مفعول به এর পরিবর্তে مفعول فيه এর দিকে مضاف হয়ে তাকে جر দিয়েছে এবং فاعل ও مفعول به কে যথাক্রমে رفع ও نصب দিয়েছে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, মাছদার فاعل এর দিকে مضاف হয়ে তাকে জর দেয় অতঃপর مفعول به কে نصب দেয়। তদ্রূপ مفعول به এর দিকে مضاف হয়ে তাকে জর দেয় অতঃপর فاعل ও مفعول فيه কে যথাক্রমে رفع ও نصب দেয়। তদ্রূপ مفعول فيه এর দিকে مضاف হয়ে তাকে جر দেয় অতঃপর فاعل কে رفع ও مفعول به কে نصب দেয়।

মূলকথা

১। مصدر তার فعل এর অনুরূপ আমল করে।

২। مضاف, منون ও معرف بال এই তিন অবস্থায় مصدر আমল করে থাকে। তবে مضاف রূপেই তার আমল বেশী হয়ে থাকে।

৩। مصدر কে فاعل এর দিকে কিংবা مفعول به এর দিকে কিংবা مفعول فيه এর দিকে إضافة করা হয়। তখন তা مضاف إليه রূপে مجرور হয়ে থাকে।

অনুশীলনী

১। নীচের مصدر গুলো কি কি আমল করেছে বল?

امتَنعَ العاصِي عن عِصْيَانِه خوفًا عِقَابَ الأميرِ . يَسُرُّنِي ذكرك اللّٰهَ دَائِمًا قائمًا وَ قَاعِدًا . قَدْ نَفَعَ وَلَدَك ضربُك إياهُ ضربًا شديدًا . عجبتُ من تَفَوُّقِك على أصدقائِك عِلْمًا وَ عَمَلا .
كنتُ في انتظارِ قدومِك و صديقِك .

২। নীচের কোন মাছদার فاعل এর দিকে এবং কোনটি مفعول به এর দিকে এবং কোনটি مفعول فيه এর দিকে مضاف হয়েছে বল?

تَحَسَّنَتْ حالُ المَرِيضِ بَعْدَ شُرْبِ الدواءِ - (بعد شُرْبِه الدَّواء)
(بَعدَ شُرْبِ الأمسِ الدواءَ)
سَاءَنِي ضربُ رَاشدٍ الخادمَ - (ضربُ الخادمِ راشدٌ)
(ضربُ الآنَ رَاشدٌ الخادمَ)
عجبتُ من تصديقِ هذه الأخبارِ اخُوك . يُؤلِمُني نَهْرُك السَّائِلَ .
يَجِبُ الاسْعافُ الجَرِيحَ اسعافًا فوريًّا ،

৩। নীচের আমলকারী মাছদার গুলো কোনটি কি অবস্থায় আছে বল?

صنعُكَ المعروفَ شَرفٌ لك ، هذا الطالِبُ قليلُ الإهمالِ وَاجِبَه.

يفرحُ الإنسانُ لِقربِ الصديقِ و بُعْدِ العدوِّ. أَسِفْتُ لِهَجْرِ الصديقِ صديقَه . عِصْيَانُ الجنودِ قُوَّادَهُم هُوَ سَبَبُ الهَزِيمَةِ

৪। নীচের ان যুক্ত فعل গুলোর স্থলে প্রকৃত مصدر ব্যবহার করো এবং সেগুলোকে আমল দাও?

أَعْجَبَنِي أن تُنْقِذَ الغَرِيْقَ ، أن يَنْصُرَ أحدُ المَظْلُوْمَ يُوجِبُ الجَنَّةَ . يُسْعِدُنِي أن يَبْدَأَ اليومَ ولدِى تَعَلُّمَ اللُّغَةِ العربيةِ ، لا أُحِبُّ أن يُسَاعِدَنِي أحدٌ ثم يَمُنَّ على .

৫। اكرام মাছদারকে فاعل এর দিকে مضاف অবস্থায় কোন বাক্যে ব্যবহার করো এবং مصدر টি দ্বারা مفعول به ،مفعول فيه ও حال কে نصب দান কর?

৬। فتح কে مفعول به এর দিকে إضافة করো এবং مصدر টি দ্বারা مفعول مطلق কে نصب দান করো।

৭। استشارة মাছদারকে مفعول فيه এর দিকে إضافة করো। অতঃপর তার দ্বারা فاعل কে رفع এবং مفعول به ও مفعول له কে نصب দান করো।

৮। تمسك মাছদারকে ال যুক্ত করো এবং তার দ্বারা একটি تمييز কে نصب দান কর?

প্রশ্নমালা

১। মাছদার কিসের মত আমল করে?

২। মাছদার তার ফেয়েলের মত আমল করে কথাটা উদাহরণ সহ বুঝিয়ে বল?

৩। سَاءَنِي عَدَمُ إِحْتِرَامِكَ المعلّمَ বাক্যটার অর্থ বল। অতঃপর عدم احترامك এর স্থলে ان যুক্ত فعل ব্যবহার করো।

৪। ساءني أن لا تحترم المعلم এবং ساءني عدم احترامك المعلم উভয় বাক্যে المعلم এর منصوب হওয়া কি প্রমাণ করে?

৫। فعل যা যা عمل করে মাছদারও তাই তাই আমল করে কথাটা উদাহরণ সহ বুঝিয়ে বল?

৬। مَاتَ الْفَقِيْرُ جَوْعًا مَوْتُ الْفَقِيْرِ جَوْعًا مُؤْلِمٌ. প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্যে جوعا কেন منصوب হলো এবং এর ناصب কে?

৭। مصدر এর তিনটি حالت কি কি?

৮। مصدر এর তিন হালতের কোনটি বহুল প্রচলিত?

৯। مصدر কে কোন কোন معمول এর দিকে إضافة করা হয়?

১০। مصدر কে যখন فاعل এর দিকে مضاف করা হয় তখন فاعل মারফু হয় না কেন?

১১। মাছদার فاعل এর দিকে مضاف হওয়া অবস্থায় مفعول به ও مفعول فيه এর কি إعراب হয়?

১২। মাছদার مفعول به এর দিকে إضافة হওয়া অবস্থায় فاعل ও مفعول فيه এর কি إعراب হয়, উদাহরণ সহ বল?

১৩। মাছদার مفعول فيه এর দিকে مضاف হওয়া অবস্থায় فاعل এবং مفعول به এর কি إعراب হয় উদাহরণ সহ বল?

الدرس التاسع والعشرون

الاسم التام

عِندَه رِطْلُ زيتًا . عندي ذِرَاعان ثوبًا . على الصَّحنِ مثلُه رُزًّا .

اشتريتُ ثلاثين قلمًا .

آলোচনা

ইতিপূর্বে, تمييز এর আলোচনা তুমি পড়েছো। تمييز এর পরিচয় ও তার বিভিন্ন প্রকার সম্পর্কেও জেনেছো। তবু এ আলোচনা শুরু করার আগে تمييز এর আলোচনাটুকু আরেকবার পড়ে নাও। তাহলে বর্তমান বিষয়টা বুঝতে বেশ সুবিধা হবে।

একথা তুমি জানো যে, التمييز من الجملة কে পূর্ববর্তী فعل টি نصب দান করে কিন্তু এটা কি বলতে পারো যে, অন্যান্য تمييز যেমন-

১। التمييز من العدد أو الوزن ইত্যাদিকে نصب কে দান করে? এখানে সে আলোচনাটাই তোমার সামনে তুলে ধরছি।

উপরের রেখাযুক্ত শব্দগুলো تمييز হয়েছে এবং সে কারণে منصوب হয়েছে। কে তাকে نصب দিলো? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, পূর্ববর্তী সংখ্যা বা পরিমাণবাচক শব্দগুলো تمييز কে نصب দিয়েছে। অর্থাৎ زيتا কে نصب দিয়েছে رطل শব্দটি এবং ثوبا কে نصب দিয়েছে ذراعان শব্দটি। رزا কে نصب দিয়েছে مثله শব্দটি আর قلما কে نصب দিয়েছে ثلاثين শব্দটি এবং এই শব্দগুলোকে اسم تام বলে।

আবার দেখ, رطل শব্দটির শেষে تنوين আছে, ذراعان শব্দটির শেষে তাছনিয়া এর نون আছে। مثله শব্দটি مضاف হয়েছে। ثلاثون এর শেষে نون الجمع এর অনুরূপ একটি نون আছে। এগুলো হচ্ছে اسم تام এর আলামত।

মূলকথা

الاسم التام পরবর্তী تمييز কে نصب দেয়।

مضاف হওয়া, جمع এর نون হওয়া কিংবা উক্ত نون এর সাদৃশ নূন হওয়া। اسم تام এর علامة হচ্ছে শেষে تنوين হওয়া, مثنى এর নূন হওয়া,

অনুশীলনী

নীচের প্রতিটি تمييز এর ناصب কোনটি এবং اسم تام এর কি علامة তাতে আছে বলো।

دفعتُ الجوعَ بقِطعةٍ خُبزًا . اشتريتُ هذه الحلِيةَ بوَزنِها ذهَبًا . أصدقائِي طيِّبون قلوبًا .

প্রশ্নমালা

১। তাময়ীয কাকে বলে?
২। تمييز কত প্রকার ও কি কি?
৩। التمييز من الجملة এর ناصب কে?
৪। অন্যান্য تمييز এর ناصب কে?
৫। التمييز من العدد এর ناصب কে?
৬। التمييز من الوزن এর ناصب কে?
৭। اسم تام কাকে বলে?
৮। اسم تام এর আলামত কি কি?

اسما الكناية عن العدد

(الف) كَمْ كتابا قرأتَ ؟

كَمْ دَقِيقةً انتظرتَني ؟

(ب) بكم درهمٍ (درهمًا) اشتريتَ الثوبَ .

عَلى كَمْ رجلٍ (رجلًا) قَبَضَ الشُّرْطِيُّ.

فِي كَم يومٍ (يومًا) قَطَعَ المسافرُ هذه المسافةَ .

(ج) كم كتاب درستَ .

كم ساعاتٍ أضعتَها.

كم رجلٍ عندكَ.

كَم مالٍ انفقتُ.

(د) غرستُ كذا شجرةً.

مَلَكْتُ كذا و كذا دِرهمًا .؟

আলোচনা

كم ও كذا শব্দদু'টি সংখ্যাবাচক, তবে عشر .ثلاث ইত্যাদি শব্দগুলো যেমন নির্দিষ্ট সংখ্যা প্রকাশ করে كم ও كذا শব্দদু'টি তেমন নয়। এ শব্দদু'টি অনির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝায়।

যাই হোক, كم ও كذا শব্দদু'টি কিন্তু অস্পষ্ট। অর্থাৎ এর দ্বারা তুমি কোন বস্তু বা বিষয় বুঝাতে চাও তা পরিষ্কার হয় না। তাই كم ও كذا এর পরে একটি تمييز আনতে হয়; যা كم ও كذا এর উদ্দেশ্য পরিষ্কার করে দেয়।

প্রথম উদাহরণটি দেখ, كم দ্বারা তুমি কোন বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করতে চাও তা كتابا শব্দটি দ্বারা পরিষ্কার হয়েছে। তদ্রূপ دقيقة শব্দটি দ্বারা পরিষ্কার হয়েছে যে, তুমি সময় সম্পর্কে প্রশ্ন করতে চাও। সুতরাং শব্দদু'টি تمييز

তুমি নিশ্চয় লক্ষ করেছো যে, كم শব্দটি প্রশ্নবাচক হয়েছে আর তার تمييز টি منصوب হয়েছে। পক্ষান্তরে তৃতীয় উদাহরণে كم এর পূর্বে حرف جر এসেছে। ফলে পরবর্তী تمييز টি منصوب ও مجرور উভয় প্রকারে ব্যবহৃত হয়েছে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে,

كم الاستفهامية (প্রশ্নবাচক كم) তার পরবর্তী تمييز কে نصب দেয়। তবে كم এর পূর্বে حرف جر হলে تمييز টি كم দ্বারা منصوب হতে পারে আবার حرف جر দ্বারা مجرور হতে পারে।

এবার তৃতীয় ভাগের উদাহরণগুলো লক্ষ কর,

এখানে كم দ্বারা প্রশ্ন করা হয়নি। বরং শ্রোতাকে বিভিন্ন বিষয়ে খবর দেয়া হয়েছে, যেমন প্রথম উদাহরণে শ্রোতাকে খবর দেয়া হয়েছে যে, আমি অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি। দ্বিতীয় উদাহরণে বলা হয়েছে যে, তুমি বহু সময় নষ্ট করেছো। অন্যান্য উদাহরণগুলো সম্পর্কেও একই কথা।

এক্ষেত্রে كم কে বলা হয় كم الخبرية (বা খবরবাচক كم ; তুমি নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছো যে, كم الخبرية এর প্রতিটি تمييز মাজরূর হয়েছে [১]

মূলকথা

كم ও كذا হচ্ছে অনির্দিষ্ট সংখ্যাবাচক শব্দ।

كم শব্দটি দু' প্রকার استفهامية ও خبرية

كم الاستفهامية তার তামীযকে নছব দান করে। তবে তার পূর্বে حرف الجر থাকলে তামীযটি মাজরূর ও মানছূব দুটোই হতে পারে।

كم الخبرية তার তামীযকে জর দান করে।

كذا শব্দটি প্রশ্নের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না। শুধু খবর এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং তামীযকে নছব দান করে।

১। অবশ্য কখনো কখনো كم الخبرية এর তামীজের পূর্বে অতিরিক্ত একটি من যুক্ত হয়। তবে তা বিশেষ কোন অর্থ দেয় না।

الدرس الثلاثون

النعت

(الف) هذه زهرةٌ جميلةٌ . (ب) جاءَ رَجُلان عالِمان .

قرأتُ كتابا مفيدًا . قرأتُ كتابينِ مفيدين .

كتبتُ بقلم مكسورٍ جلستُ في صُحْبَةِ رِجالٍ صَالِحِين .

(ج) تَفَتَّحتِ الوردةُ الجميلةُ .

قَطَفْتُ الوردةَ الجميلةَ .

نظرتُ إلى الوردةِ الجميلةِ .

আলোচনা

প্রতিটি উদাহরণে রেখাযুক্ত শব্দটি তার পূর্ববর্তী শব্দের গুণ প্রকাশ করছে। যেমন, جميلة শব্দটি তার পূর্ববর্তী زهرة এর গুণ প্রকাশ করছে। مفيدا শব্দটি তার পূর্ববর্তী كتابا এর গুণ প্রকাশ করছে। তদ্রূপ مكسور শব্দটি তার পূর্ববর্তী قلم এর গুণ প্রকাশ করছে। এভাবে রেখাযুক্ত প্রতিটি শব্দ তার পূর্ববর্তী শব্দের একটা গুণ প্রকাশ করছে। نحو এর পরিভাষায় এ শব্দগুলোকে نعت বলে আর পূর্ববর্তী শব্দটিকে منعوت বলে।

আরেকটা বিষয় তুমি নিশ্চয় লক্ষ করেছো যে, إعراب এর ক্ষেত্রে প্রতিটি نعت পূর্ববর্তী منعوت কে অনুসরণ করেছে। অর্থাৎ منعوت এর إعراب ই গ্রহণ করেছে। যেমন الجميلة শব্দটি পূর্ববর্তী منعوت কে অনুসরণ করে যথাক্রমে رفع، نصب ও جر গ্রহণ করেছে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, প্রতিটি نعت পূর্ববর্তী منعوت এর إعراب গ্রহণ করে থাকে। অর্থাৎ منعوت মারফূ হলে نعت ও মারফূ হবে এবং منعوت মানছূব হলে نعت ও মানছূব হবে। তদ্রূপ منعوت মাজরূর হলে نعت ও মাজরূর হবে।

আবার দেখ, প্রথম ছয়টি উদাহরণে منعوت গুলো نكرة হয়েছে বলে نعت গুলোও نكرة হয়েছে এবং শেষ তিনটি উদাহরণে منعوت গুলো معرفة হয়েছে বলে نعت গুলোও معرفة

হয়েছে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, تعريف ও تنكير এর ক্ষেত্রে نعت সর্বদা منعوت এর অনুরূপ হয়। অর্থাৎ منعوت মারেফা হলে نعت ও মারেফা এবং منعوت নাকেরা হলে نعت ও নাকেরা হয়।

উপরের উদাহরণ গুলো আবার লক্ষ করো, দেখতে পাবে, منعوت গুলো যেখানে مذكر হয়েছে সেখানে نعت গুলোও مذكر হয়েছে। আবার منعوت গুলো যেখানে مؤنث হয়েছে نعت গুলোও সেখানে مؤنث হয়েছে। তাহলে বুঝা গেল যে, تأنيث ও تذكير এর ক্ষেত্রেও نعت সর্বদা منعوت এর অনুরূপ হবে। অর্থাৎ منعوت মুযাক্কার হলে نعت ও মুযাক্কার এবং منعوت মুআন্নাছ হলে نعت ও মুআন্নাছ হবে।

দ্বিতীয় ভাগের উদাহরণে مفيد শব্দটি مفرد বা واحد কেন? كتاب শব্দটি مفرد হওয়ার কারণেই مفيد শব্দটি مفرد হয়েছে; তাইনা! তদ্রূপ علمان ও مفيدين শব্দদুটি مثنى হয়েছে কেন? পূর্ববর্তী رجلان ও كتابين শব্দ দু'টি مثنى হওয়ার কারণেই পরবর্তী শব্দগুলো مثنى হয়েছে; তাইনা? صالحين শব্দটি جمع হয়েছে কেন? একই কারণ, অর্থাৎ পূর্ববর্তী رجال শব্দটি جمع হয়েছে বলেই صالحين শব্দটি جمع হয়েছে। তাহলে বুঝা গেলো, বচনের ক্ষেত্রেও نعت শব্দটা منعوت এর অনুগামী হয়। অর্থাৎ منعوت মুফরাদ বা مثنى বা جمع হলে نعت ও مفرد বা مثنى বা جمع হবে।

মূলকথা

১। যে لفظ তার পূর্ববর্তী اسم এর গুণ প্রকাশ করে তাকে نعت বলে। পূর্ববর্তী اسم টিকে منعوت বলে।

২। এই চারটি ক্ষেত্রে نعت সর্বদা منعوت এর অনুগামী হয়। যথাঃ

১। إعراب ২। تذكير ও تأنيث ৩। تعريف ও تنكير ৪। إفراد تثنية ও جمع

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলোতে نعت ও منعوت চিহ্নিত কর এবং চারটি বিষয়ে منعوت ও نعت এর অভিন্নতা আলোচনা করো।

عدوٌ عاقل خير من صديق جاهلٍ . المؤمن القويُّ أحبُّ

إلى اللهِ من المؤمنِ الضعيفِ . إن اللهَ يحبُّ عبادَه المخلصينَ . دَعا المعلمُ التلاميذَ الجُدُدَ إلى غرفتِه . عَائشةُ الذكيةُ تفوَّقَتْ في الامتحانِ . انتظرتُ لك مدةً طويلةً . الفيلُ له أذُنان طويلتان . كان أبو بكرٍ الصديقُ أرْحَمَ الناسِ .

২। শূন্যস্থানে উপযুক্ত نعت যোগ করো।

اِخْتَر لك رَفيقًا .... . كونوا مؤمنين .... . أكلتُ السمكتَين .... . أُدعُ راشدًا .... أعطِني كتابَيكَ .... . لعبت البنات .... في الحديقةِ .

৩। শূন্যস্থানে উপযুক্ত منعوت যোগ করো।

يحب الناسُ .... العادلَ . هم .... أمناءُ . .... الصدوق الأمين مع الصديقين . كتبت في .... بيضاء بـ .... اسود .

প্রশ্নমালা

১। نعت কাকে বলে?

২। نعت কার গুণ প্রকাশ করে?

৩। نعت যার গুণ প্রকাশ করে তাকে কি বলে?

৪। منعوت কাকে বলে?

৫। কোন শব্দটি منعوت এর গুণ প্রকাশ করে?

৬। منعوت মুযাক্কার হলে نعت কি হবে?

৭। تذكير ও تأنيث এর ক্ষেত্রে نعت ও منعوت অভিন্ন হবে, কথাটার অর্থ কি?

৮। تعريف ও تنكير এর ক্ষেত্রে نعت ও منعوت অভিন্ন হবে; উদাহরণের সাহায্যে দেখাও।

৯। منعوت ও نعت এর إعراب অভিন্ন হবে কথাটা বুঝিয়ে বল।

১০। كتب ... এখানে نعت ও منعوت এর إعراب অভিন্ন হয়েছে কি?

১১। উভয়ের إعراب অভিন্ন হয়ে علامة الإعراب ভিন্ন হতে পারে কি?

১২। কয়টি ক্ষেত্রে نعت ও منعوت এর অভিন্নতা জরুরী?

১৩। قرأت قصةً عجيبةٌ এখানে কি ত্রুটি দেখা দিয়েছে?

১৪। قطفت وردتين جميلين এখানে কোন ক্ষেত্রে نعت ও منعوت অভিন্ন হয়নি?

১৫। تصدقت على زيد فقير এখানে রেখাযুক্ত অংশটি অশুদ্ধ কেন?

النعت الحقيقي و السببي

(الف) ماتَ رجلٌ عالمٌ . (ب) مات رجلٌ عالمٌ ولدُهُ .

زرتُ الحديقةَ الجميلةَ . زرتُ الحديقةَ الجميلةَ أشجارُها.

كتبتُ بالقلمِ الثمينِ . كتبتُ بالقلمِ الثمينِ مدادُهُ .

আলোচনা

ইতিপূর্বের আলোচনা থেকে তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ যে, প্রথম ভাগের রেখাযুক্ত শব্দগুলো نعت হয়েছে। কেননা প্রতিটি শব্দ তার পূর্ববর্তী শব্দের গুণ প্রকাশ করছে। সুতরাং عالم، الجميلة ও الثمين এই তিনটি শব্দ হচ্ছে نعت আর رجل، الحديقة ও القلم এই তিনটি শব্দ হচ্ছে منعوت এবং نعت ও منعوت এর মাঝে যে চারটি ক্ষেত্রে অভিন্নতা থাকার কথা ছিল তাও এখানে আছে।

প্রথম ভাগে যে শব্দগুলোকে আমরা نعت বলে এসেছি দ্বিতীয় ভাগেও কিন্তু সে শব্দগুলোকেই نعت বলা হয়। কিন্তু তুমি একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে যে, প্রথম ভাগের نعت এবং দ্বিতীয় ভাগের نعت গুলোর মাঝে পরিষ্কার পার্থক্য রয়েছে। যেমন, ধরো- عالم শব্দটি প্রথম ভাগে আসলেই পূর্ববর্তী رجل এর نعت কেননা প্রকৃতপক্ষে লোকটিই হচ্ছে علم গুণের অধিকারী। তাই এ نعت কে النعت الحقيقي বলা হয়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ভাগে عالم শব্দটি তার পূর্ববর্তী رجل এর نعت নয় বরং তার পরবর্তী ولد এর نعت কেননা প্রকৃত পক্ষে লোকটি علم গুণের অধিকারী নয় বরং তার ছেলেই হচ্ছে علم গুণের অধিকারী। তবে যেহেতু

ছেলের সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে সেহেতু ছেলের গুণকে আমরা লোকটির গুণ হিসাবেও ধরতে পারি। তবে এটা তার حقيقي গুণ নয়। একারণেই দ্বিতীয় ভাগের نعت গুলোকে النعت السببي বলা হয়।

মূলকথা

نعت দু' প্রকার ১। النعت الحقيقي ২। النعت السببي

১। যে نعت স্বয়ং منعوت এর গুণ প্রকাশ করে তাকে النعت الحقيقي বলে।

২। যে نعت পূর্ববর্তী منعوت এর সাথে সম্পর্কিত ইসমের গুণ প্রকাশ করে তাকে النعت السببي বলে।

مطابقة النعت للمنعوت

(الف) هذه زهرةٌ جميلةٌ . قرأت كتابا قيّما . هذا منزلٌ ضيقٌ . جلستُ بجانبِ الولدِ النظيفِ .

(ب) هذه زهرةٌ جميلٌ لونُها . قرأتُ كتابًا قيمةً مواده . هذا منزل ضيق فناؤه . جلست بجانبِ الولدِ النظيفَةِ ملابسُه .

(ج) اشتريتُ زهرتَين جميلتَين . سلمتُ على الرجلَين الكريمَين . هذان منزلَان ضيّقان .

(د) اشتريتُ زهرتَين جميلًا لونُهما . سلمتُ على الرجلَين الكريمِ خُلُقُهما . هذان منزِلان ضيّقٌ فناؤهما.

(ه) هؤلاء بناتٌ عاقلاتٌ . أُدْعُ رِجَالا كِرامًا

(و) هؤلاء بناتٌ عاقلةٌ أمهاتُهُنَّ . هؤلاء بناتٌ عاقلٌ آباؤهُنَّ

أدع رجالا كريما آباؤهم . ادع رجالا كريمة امهاتهم .

আলোচনা

প্রথম ভাগের প্রতিটি উদাহরণে শেষ শব্দটি نعت حقيقي হয়েছে। কেননা প্রতিটি শব্দ স্বয়ং متبوع এর গুণ প্রকাশ করছে। কিন্তু দ্বিতীয় ভাগে এ শব্দগুলোই نعت سببي হয়েছে। কেননা শব্দগুলো متبوع এর গুণ প্রকাশ করেনি বরং متبوع এর সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি বা বস্তুর গুণ প্রকাশ করছে। আশা করি একথাগুলো তুমি বেশ ভাল ভাবেই বুঝতে পেরেছো।

আগেই আমরা আলোচনা করে এসেছি যে, نعت حقيقي মোট চারটি ক্ষেত্রে متبوع এর অনুরূপ হয়। এখানে প্রতিটি نعت حقيقي কে তুমি চারটি ক্ষেত্রে متبوع এর অনুরূপ দেখতে পাবে।

প্রথম উদাহরণটি ধর, متبوع টি যথাক্রমে مرفوع، مفرد، نكرة ও مؤنث হয়েছে। نعت টিও যথাক্রমে مرفوع، مفرد، نكرة ও مؤنث হয়েছে। অন্যান্য উদাহরণ গুলো সম্পর্কেও একই কথা।

কিন্তু نعت سببي গুলো লক্ষ কর, এখানে প্রতিটি نعت কে متبوع এর إعراب এর ক্ষেত্রে এবং تعريف، تنكير এর ক্ষেত্রেই শুধু متبوع এর অনুগামী দেখতে পাবে। প্রথম উদাহরণে متبوع অর্থাৎ زهرة শব্দটি مرفوع ও نكرة হয়েছে তাই نعت অর্থাৎ جميلٌ শব্দটিও مرفوع ও نكرة হয়েছে। চতুর্থ উদাহরণে متبوع টি مجرور ও معرفة হয়েছে এবং نعتও مجرور ও معرفة হয়েছে। তাহলে বুঝা গেলো যে, نعت سببي গুলো إعراب ও تنكير- تعريف، শুধু এ দু'টি ক্ষেত্রে متبوع এর অনুগামী হয়।

প্রতিটি نعت আরেকবার লক্ষ কর। দেখবে, প্রতিটি نعت মুফরাদ হয়েছে। অর্থাৎ متبوع এর বচন যাই হোক نعت গুলো এক বচনই হয়েছে। আবার দেখ, প্রতিটি نعت তাযকীর ও তানীছের ক্ষেত্রে পরবর্তী শব্দটির অনুগমন করেছে। কেননা পরবর্তী শব্দটি মূলতঃ فاعل হয়েছে। আর نعت টি হয়েছে شبه الفعل আর একথাতো আগেই তুমি জেনে এসেছো যে, فاعل মুআন্নাছ হলে ফেয়েল مؤنث হয় এবং فاعل মুযাক্কার হলে ফেয়েল مذكر হয়। তদ্রূপ ফায়েল اسم ظاهر হলে فعل সর্বদা مفرد হয়।

মূলকথা

১। النعت الحقيقي চারটি ক্ষেত্রে متبوع এর অনুগামী হয়।

২। النعت السببي ইরাব ও تعريف، تنكير এ দু'টি ক্ষেত্রেই শুধু متبوع এর অনুগামী হয়।

৩। النعت السببي সর্বদা مفرد হয় এবং تذكير ও تأنيث এর ক্ষেত্রে পরবর্তী শব্দের অনুগামী হয়।

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলোতে النعت الحقيقي ও النعت السببي চিহ্নিত করো।

داكا مدينةٌ عظيمةٌ ، فيها كثيرٌ من الميادين الواسعةِ و الحدائق الغَنَّاءِ . إذا طُفْتَ في أنحائِها وجدتَ قصورًا شامِخًا بنيانُها و مساجدَ عاليةً قِبابُها و مَناطِقَ مُزْدَحِمَةً شَوارِعُها ، و مَتاجِرُ كَثِيْرَةٌ سِلَعُها ، و يَتَمَتَّعُ أهلُ المدينةِ بِهَوائِها المعتَدِلِ الجميلِ .

২। নীচের النعوت السببية গুলোকে النعوت الحقيقية তে রূপান্তরিত করো।

لَا تَخْرج في يومٍ مُمْطِرَةٍ سَمَاؤُه . المناطِقُ المُعْتَدِلُ جَوُّهَا خَيْرٌ من الأمَاكِنِ البارِدةِ . البُرْتُقالُ فاكهةٌ لذيذ طَعْمُها . الفَتَياتُ النظيفةُ ثِيابُهن محبوبات من الجميعِ ، يَثِقُ الناسُ بالتُّجَّارِ الصادقِ كَلَامُهم .

৩। নীচের النعوت الحقيقية গুলোকে النعوت السببية তে রূপান্তরিত করো।

هذه أزهارٌ جميلةٌ ، عَطِّرُوا أجْسَادَكُمْ بالعُطُورِ الطيبةِ . النهرُ الجارِي يَذْهَبُ بالنجَاسَةِ . في بِلادِنا غابَاتٌ كَثِيْفَةٌ . هذا مِصْبَاحٌ سَاطِعٌ . اِجْلِسْ في حُجْرَةٍ مُفْتَّحةٍ . شَاهَدنا قطارًا سريعًا . سمعتُ خطبةً مؤثِّرةً .

৪। ছয়টা বাক্য তৈরী কর, প্রতিটিতে একটি النعت الحقيقي থাকবে। আর منعوت কোনটিতে مرفوع বা منصوب বা مجرور কোনটিতে نكرة বা معرفة কোনটিতে مؤنث বা مذكر এবং কোনটিতে مفرد বা مثنى বা جمع হবে।

৫। তিনটি বাক্য তৈরী কর প্রতিটিতে একটি করে النعت السببي থাকবে এবং منعوت বচন ও লিংগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হবে।

প্রশ্নমালা

১। نعت কাকে বলে?

২। نعت কয় প্রকার ও কি কি?

৩। النعت الحقيقي কাকে বলে?

৪। النعت السببي কাকে বলে?

৫। যে লফয المتبوع বা متعلق المتبوع এর গুণ প্রকাশ করে তাকে কি বলে?

৬। যে نعت স্বয়ং متبوع এর গুণ প্রকাশ করে তাকে কি বলে?

৭। النعت السببي কি স্বয়ং متبوع এর গুণ প্রকাশ করে?

৮। النعت السببي মূলতঃ কার গুণ প্রকাশ করে?

৯। النعت السببي কে পূর্ববর্তী متبوع এর نعت কেন বলা হয়। অথচ তা তো পরবর্তী ইসমের গুণ প্রকাশ করে?

১০। النعت الحقيقي ও النعت السببي কার গুণ প্রকাশ করে?

১১। النعت الحقيقي ও النعت السببي কয়টি ক্ষেত্রে متبوع এর অনুরূপ হবে?

১২। যে চারটি বিষয়ে النعت الحقيقي সর্বদা متبوع এর অনুরূপ হবে সেগুলো কি?

১৩। যে দু'টি বিষয়ে النعت السببي সর্বদা متبوع এর অনুরূপ হবে তা কি?

১৪। কোন ক্ষেত্রে النعت السببي পরবর্তী ইসমের অনুগামী হয়?

১৫। تذكير ও تأنيث এর ক্ষেত্রে النعت السببي কার অনুগামী হয়?

১৬। إعراب এর ক্ষেত্রে النعت السببي কার অনুগামী হয়?

১৭। কোন কোন ক্ষেত্রে نعت এর উভয় প্রকার متبوع এর অনুগামী হয়।

১৮। কোন ক্ষেত্রে النعت السببي কখনো متبوع এর অনুগামী হয় না?

১৯। কোন কোন ক্ষেত্রে النعت السببي কখনো পরবর্তী اسم এর অনুগামী হয় না?

২০। النعت السببي এর সাথে পরবর্তী اسم টির মূলতঃ কি সম্পর্ক?

২১। النعت السببي সর্বদা مفرد হবে কেন?

২২। تذكير ও تأنيث এর ক্ষেত্রে النعت السببي পরবর্তী اسم এর অনুগামী হবে কেন?

الدرس الحادي والثلاثون

البــدل

(الف) قُتِلَ الرئيسُ ضياءُ الرحمنِ

سأل المعلمُ التلميذَ بشيرًا .

قامَ خَطِيْبُ الجمعةِ عليٌّ

جاءَ صديقُك راشدٌ .

(ب) أكلتُ السمكةَ رأسَها .

مَضَى الليلُ نصفُه .

مَسْحُ الرأسِ رُبْعِه فَرْضٌ .

أعجَبَنى الطاوُوسُ رِيْشُها .

(ج) البلبلُ صوتُه عَذْبٌ

زُرْتُ خالِدًا بَيْتَهُ .

عَجِبْتُ مِنَ الرَّجُلِ ذَكَائِه .

سُرِقَ رَاشِدٌ ثوبُه .

আলোচনা

প্রথম ভাগে প্রতি উদাহরণের শেষ দু'টি শব্দ লক্ষ কর, উভয় শব্দের সাথে একটি করে বিষয় সম্পৃক্ত হয়েছে। প্রথম উদাহরণে قتل ফেয়েলটি الرئيس এর সাথে যেমন সম্পৃক্ত বা منسوب হয়েছে তেমনি ضيا الرحمن এর সাথেও منسوب হয়েছে। তাই আমরা قتل الرئيس যেমন বলতে পারি তেমনি قتل ضياء الرحمن বলতে পারি। তাতে অর্থের কোন পরিবর্তন ঘটে না। দ্বিতীয় ভাগের প্রথম উদাহরণের اكلت ফেয়েলটি السمكة এর সাথে যেমন مفعول به রূপে সম্পৃক্ত হয়েছে। তেমনি رأسها এর সাথেও مفعول به রূপে সম্পৃক্ত হয়েছে। কেননা আমরা أكلت السمكة যেমন বলতে পারি তেমনি أكلت رأسها ও বলতে পারি। তাতে ব্যাকরণগত কোন অসুবিধা হয় না।

তৃতীয় ভাগের তৃতীয় উদাহরণে من অব্যয়টি الرجل এর সাথে যেমন সম্পৃক্ত তেমনি ذكاؤه এর সাথেও সম্পৃক্ত। তাই عجبت من الرجل এবং عجبت من ذكائه দু'টোই বলা যায়।

তাতে ব্যাকরণগত কোন অসুবিধা নেই। অন্যান্য উদাহরণ গুলো সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়।

মোটকথা, উপরের প্রতিটি উদাহরণে শেষ দু'টি শব্দের উভয়ের সাথে একটি বিষয় বা হুকুম যুক্ত হয়েছে। তবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, প্রথম শব্দটি কিন্তু মূল উদ্দেশ্য নয়; বরং প্রথম উদাহরণে قتل ضياء الرحمن বলাই হচ্ছে متكلم এর মূল উদ্দেশ্য। তবে প্রথম শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে প্রসংগক্রমে অর্থাৎ দ্বিতীয় শব্দটির জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে।

তাছাড়া বাক্যটিকে অধিক সুদৃঢ় করাও উদ্দেশ্য। কেননা قتل ضياء الرحمن এটি একটি মাত্র বাক্য। আর قتل الرئيس ضياء الرحمن দু'টি বাক্যের সমতুল্য।

কেননা বাক্যটিকে আমরা এভাবে বলতে পারি قتل الرئيس এবং قتل ضياء الرحمن তদ্রূপ مضى الليل نصفه কে আমরা مضى الليل এবং مضى نصف الليل বলতে পারি।

মোটকথা; আলোচ্য উদাহরণ গুলোতে শেষ দু'টি শব্দের প্রথমটি মূল উদ্দেশ্য নয়, দ্বিতীয় শব্দটিই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। প্রথম শব্দটিকে শুধু প্রসংগক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া বাক্যটিকে সুদৃঢ় করাও একটি লক্ষ্য। এখানে দ্বিতীয় শব্দটিকে বলা হয় بدل এবং প্রথম শব্দটিকে বলা হয় مبدل منه। লক্ষ করে দেখ, بدل সর্বদা مبدل منه এর إعراب গ্রহণ করছে।

তাহলে আমরা বলতে পারি যে, একই সাথে দু'টি শব্দের দিকে حكم এর নিছবত হলে এবং দ্বিতীয়টি লক্ষ্য ও প্রথমটি উপলক্ষ হলে দ্বিতীয়টিকে بدل এবং প্রথমটিকে مبدل منه বলে।

প্রথম ভাগের উদাহরণ গুলো লক্ষ কর। এখানে بدل ও مبدل منه দ্বারা একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝানো হয়েছে। যেমন الرئيس ও ضياء الرحمن দ্বারা একই ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। তদ্রূপ التلميذ ও بشيراً দ্বারা একই ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। بدل ও مبدل منه এরকম অভিন্ন হলে সেই بدل কে بدل الكل বলে।

দ্বিতীয় ভাগের উদাহরণ গুলো লক্ষ করো। এখানে بدل গুলো مبدل منه এর অংশ বুঝাচ্ছে। অর্থাৎ এখানে مبدل منه হচ্ছে كل আর بدل হচ্ছে جزء এধরনের بدل কে بدل البعض من الكل বলে

এবার তৃতীয় ভাগের উদাহরণ গুলো লক্ষ কর। এখানে بدل ও مبدل منه গুলো অভিন্ন নয়। আবার بدل গুলো مبدل منه এর অংশও নয় বরং প্রতিটি بدل মুবদাল মিনহুর সাথে সম্পর্কিত মাত্র। যেমন ثوبه রাশেদের অংশ নয় বরং রাশেদের সাথে সম্পর্কিত মাত্র। তদ্রূপ صوته বুলবুলির

অংশ বা جزء নয় বরং বুলবুলির সাথে সম্পর্কিত মাত্র। এধরনের بدل কে بدل الاشتمال বলে।

নীচের বাক্যগুলো দেখ

مضى الليلُ نصفُه . مضى نصفُ الليلِ .

مَسحُ الرأسِ رُبعُه فَرْضٌ . مَسحُ رُبْعِ الرأسِ فَرْضٌ .

أكلتُ السمكةَ رأسَها . أكلتُ رأسَ السَّمكةِ .

البلبلُ صوتُه عذبٌ . صوتُ البلبلِ عذبٌ .

سُرِقَ رَاشِدُ ثوبُه . سُرِقَ ثوبُ راشدٍ .

ডান পাশের রেখা যুক্ত শব্দগুলো দেখ, نصفه ، رأسها ، ربعه এ শব্দগুলো بدل البعض হয়েছে। আর ثوبه ، صوته এ শব্দগুলো بدل الاشتمال হয়েছে।

বাম পাশে প্রতিটি بدل ও مبدل منه এর মাঝে ইযাফত হয়েছে এবং অর্থও অভিন্ন রয়েছে। তাহলে বুঝা গেল যে, প্রতিটি بدل البعض ও بدل الاشتمال মূলতঃ مضاف ও مضاف إليه ছিল।

মূলকথা

একই সাথে দু'টি শব্দের দিকে কোন حكم বা বিষয় منسوب হলে এবং দ্বিতীয়টি লক্ষ্য ও প্রথমটি উপলক্ষ হলে দ্বিতীয়টিকে بدل এবং প্রথমটিকে مبدل منه বলে।

بدل তিন প্রকার بدل الكل ، بدل البعض ، بدل الاشتمال

بدل الكل মানে بدل ও مبدل منه অভিন্ন হওয়া।

بدل البعض মানে بدل টি مبدل منه এর جزء হওয়া।

بدل الاشتمال মানে بدل টি مبدل منه এর সাথে শুধু সম্পর্কিত হওয়া।

بدل البعض ও بدل الاشتمال মূলতঃ مضاف ও مضاف إليه ছিল।

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলোতে بدل ও مبدل منه চিহ্নিত করো এবং بدل এর প্রকার নির্ধারণ করো।

قَرَأَ عَمِّي حسنُ هذا الكتابَ أكثَرَه . كان الشيخُ حافظجى حضور سراجَ الأمةِ . يُعجِبُنى حَاتِمُ الطَّائِيُّ كَرَمُه . يُرٰى المَسْجِدُ مَنَارَتُه من بعيدٍ . عَجِبْتُ من القارِئِ حُسْنِ تِلَاوَتِه. اهدنَا الصراطَ المستَقِيمَ ، صِرَاطَ الذينَ أنعَمْتَ عليهم . ألَا بُعْدًا لِعَادٍ قَومِ هُودٍ. خُذْها وَ لَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيْرَتَها الأولٰى .

২। শূন্যস্থানে উপযুক্ত بدل ব্যবহার করো এবং بدل এর প্রকার নির্ধারণ করো।

احترقَتِ الدارُ	آمنتُ باللّٰهِ ....
بعتُ الشجرةَ	تَعَلَّمْتُ اللُّغَةَ العَربيةَ ....
نَفَعنا الواعظُ	تَلَألَأَتِ السماءُ ....
أعجبنا البَحْرُ	قَطَعتُ المَسَافةَ ...مشيا على قدمي
قال أميرُ المؤمنينَ	يُؤلِمنى الصَّيفُ ....

৩। শূন্যস্থানে উপযুক্ত مبدل منه বসাও এবং بدل এর প্রকার নির্ধারণ কর।

تَسَاقَطَتْ .... أوراقها . إنكَسَرَ .... زجاجه . أعجبني .... جماله . .... داكا أكبر مدينة في بنغلاديش . يَجِبُ أن يثق بـ .... أمانته . فَزِعْتُ من .... فيضانه . لا أهَابُ .... سلاحه . أعجَبَتْنا .... اَبْنِيَتها و شَوَارِعها . سرني .... صفاؤه .

৪। নীচের بدل البعض ও بدل الاشتمال গুলো مضاف রূপে ব্যবহার করো।

سَقَطَتِ البِنَايَةُ سَقفُها . يُعجبنى المرأُ صِدْقُه . شَاهَدتُ البحرَ أمواجَه . تَمَتَّعْتُ بالبستانِ أزْهَارِهِ . سَرَّنِى الخَادِمُ أمانتُه . غَمَرَ القمرُ نورُه الدُّنيا .

৫। مضاف গুলোকে بدل البعض বা بدل الاشتمال এ রূপান্তরিত করো।

أُحِبُّ غِنَاءَ الطُّيُورِ وَبَهْجَةَ الحَدِيْقَةِ . هذا الرَّجُلُ الصَّالِحُ يُحْيِي أكثرَ الليلِ في صلوةٍ و دعاءٍ و بُكاءٍ . هَبَطَتِ الطائرةُ على أرضِ المطارِ .

৬। তিনটি বাক্য বল, প্রতিটিতে بدل الكل যথাক্রমে مرفوع، منصوب ও مجرور হবে।

৭। তিনটি বাক্য বল, প্রতিটিতে بدل البعض যথাক্রমে مرفوع، منصوب ও مجرور হবে।

৮। তিনটি বাক্য বল, প্রতিটিতে بدل الاشتمال যথাক্রমে مرفوع، منصوب ও مجرور হবে।

প্রশ্নমালা

১। দু'টি শব্দের কোনটিকে بدل ও কোনটিকে مبدل منه বলে?

২। بدل ও مبدل منه এ দু'টির কোনটি লক্ষ এবং কোনটি উপলক্ষ হয়?

৩। مات عمك بلال এখানে موت এর নসবত বা সম্পর্ক শুধু عمك এর সাথে করা হয়েছে না عمك ও بلال উভয় শব্দের সাথে?

৪। উপরোক্ত উদাহরণে কোন শব্দটি متكلم এর লক্ষ্য?

৫। যদি عمك শব্দটি متكلم এর মূল লক্ষ্য হত্তো তাহলে বাক্যটা কিরূপ হতো?

৬। عمك শব্দটিকে এখানে কি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে?

৭। بدل টি যদি মূল লক্ষ্য হয় তাহলে مبدل منه কে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য কি?

৮। بدل কি إعراب গ্রহণ করে থাকে?

৯। إعراب এর ক্ষেত্রে بدل কার অনুগামী?

১০। مبدل منه মারফূ হলে بدل এর إعراب কি হবে?

১১। مبدل منه মাজরূর হলে بدل এর إعراب কি হবে?

১২। بدل الكل কাকে বলে?

১৩। بدل ও مبدل منه অভিন্ন হয় কোন بدل এর ক্ষেত্রে?

১৪। بدل টি مبدل منه এর جزء বা অংশ হয় কোন بدل এর ক্ষেত্রে?

১৫। بدل الاشتمال কাকে বলে?

১৬। بدل البعض কাকে বলে?

১৮। بدل টি مبدل منه এর সাথে শুধু সম্পর্কিত হয় কোন بدل এর ক্ষেত্রে?

১৯। أخاف الليل ظلامه এখানে ظلامه শব্দটি بدل البعض নয় কেন?

২০। ذهب الليل ثلثه এখানে ثلثه শব্দটি بدل الاشتمال নয় কেন?

২১। بدل কত প্রকার ও কি কি?

২২। কোন بدل কে مضاف اليه রূপে পরিবর্তন করা যায়?

২৩। بدل البعض ও بدل الاشتمال এর মূল تركيب কি ছিল?

الدرس الثاني والثلاثون

التوكيد

(الف) حادَثَني الأميرُ نفسُه / عينُه .

قابَلْتُ الوزيرَ نفسَه / عينَه .

سلمتُ على الوزيرِ نفسِه / عينِه .

(ب) احترقَتْ الدارُ كلُّها / جميعُها .

قرأتُ الكتابَ كلَّه / جميعَه .

فرغتُ من الأعمالِ كلِّها / جميعِها .

حضرَ التلاميذُ كُلُّهم / جميعُهم .

(ج) حضرَ الأخوانِ كِلَاهما .

قرأتُ الكِتابَيَن كِلَيهما .

سلمتُ على الرجلين كِلَيهما .

(د) دعوتُ راشدًا راشداً .

حَضَرَ راشدُ راشدُ .

حَضَرَ حضر راشدً.

لا لا أخونُ العَهْدَ .

أنتَ الكاذبُ ، أنتَ الكاذبُ .

আলোচনা

প্রথম ভাগের প্রথম উদাহরণটি লক্ষ কর, শেষ শব্দটি হচ্ছে نفسه । তুমি যদি বলতে যে, আমীর আমার সাথে কথা বলেছেন, তাহলে শ্রোতার মনে ধারণা হতে পারতো যে, হয়ত আমীরের

কোন প্রতিনিধি তোমার সাথে কথা বলেছে আর সেটাকেই তুমি অতিরঞ্জিত করে আমীরের নামে চালিয়ে দিয়েছ। কিন্তু তুমি যখন نفسه যোগ করে حادثني الأمير نفسه বললে তখন পূর্ববর্তী শব্দটির অবস্থান সুদৃঢ় হয়ে গেল এবং শব্দটির দিকে محادثة এর যে নিসবত রয়েছে সে সম্পর্কে শ্রোতার মনে ভুল ধারণা করার কোন অবকাশ থাকলো না। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, نفس শব্দটি তার متبوع অর্থাৎ পূর্ববর্তী শব্দটিকে সংশ্লিষ্ট নিসবতের ক্ষেত্রে সুদৃঢ় করে এবং শ্রোতার মন থেকে ভুল ধারণা দূর করে। একারণেই نفس কে مؤكد বা توكيد বলে। আর متبوع বা পূর্ববর্তী শব্দটিকে مؤكَّد বলে।

বলাবাহুল্য যে عين শব্দটিও نفس এর মত একই কাজ করে।

দ্বিতীয় ভাগের প্রথম উদাহরণটি লক্ষ কর, তুমি যদি বল যে, বাড়ীটি পুড়ে গেছে, তাহলে শ্রোতা এমন ভাবতে পারে যে, হয়ত তুমি অতিরঞ্জিত করে বলেছ। আসলে গোটা বাড়ীটা জ্বলেনি; সামান্য অংশ জ্বলেছে মাত্র। কিন্তু যদি তুমি كلها যোগ করে احترقت الدار كلها বলো, তাহলে সামগ্রিকতার দিক থেকে الدار শব্দটি সুদৃঢ় হয়ে যাবে এবং শ্রোতার মনে ভুল ধারণার কোন অবকাশ থাকবে না। বরং সে এব্যাপারে নিশ্চিত হবে যে, সমগ্র বাড়ীটাই পুড়েছে। আংশিক পুড়েনি। তদ্রূপ حضر التلاميذ বললে, শ্রোতা ধারণা করতে পারে যে, হয়ত ছাত্রদের সমগ্র দলটা আসেনি। বরং ছাত্রদের একাংশ এসেছে। কিন্তু كلهم যোগ করে حضر التلاميذ كلهم বললে সামগ্রিকতার দিক থেকে التلاميذ শব্দটি সুদৃঢ় হয়ে যাবে। ফলে শ্রোতার মনে ভুল ধারণার কোন অবকাশ থাকবে না। বরং সে এব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যাবে যে, ছাত্রদের সমগ্র দলটাই এসেছে। একাংশ আসেনি।

মোটকথা كل শব্দটি পূর্ববর্তী শব্দকে সুদৃঢ় করে। অর্থাৎ শব্দটি থেকে আংশিকতার সম্ভাবনা দূর করে সামগ্রিকতার অর্থ নিশ্চিত করে। একারণেই كل শব্দটিকে مؤكِّد বা توكيد বলে আর পূর্ববর্তী متبوع কে مؤكَّد বলে। অবশ্য كل এর সাথে أجمعون শব্দটিও যোগ করা হয়। যেমন سجد الملائكة كلهم أجمعون এর উদ্দেশ্য অধিক মাত্রায় তাকীদ করা। বলাবাহুল্য যে, كل এর ন্যায় أجمع শব্দটিও একই কাজ করে। সুতরাং এ শব্দটিকেও توكيد বলা হয়।

তৃতীয় ভাগের উদাহরণ গুলো দেখ, তুমি যদি বল যে, দুই ভাই এসেছে, তাহলে শ্রোতা এমনও ভাবতে পারে যে হয়ত দু'ভাইয়ের একজন এসেছে। ভুলবশতঃ তুমি দু'ভাইয়ের আসার কথা বলেছো। কিন্তু كلاهما যোগ করে যদি তুমি حضر الأخوان كلاهما বল তাহলে শ্রোতার

পক্ষে এমন ধারণা করার অবকাশ থাকবে না। বরং এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত হবে যে, তুমি উভয়ের আগমনের কথাই বলতে চাচ্ছো; একজনের আগমনের কথা নয়। অর্থাৎ كل ও جميع এর মত এ শব্দটিও পূর্ববর্তী শব্দটি থেকে আংশিকতার সম্ভাবনা দূর করে এবং সামগ্রিকতার অর্থ নিশ্চিত করে। حضرت الأختان كلتاهما সম্পর্কেও একই কথা। সুতরাং এই শব্দ দু'টিকেও توكيد বলা হবে।

মোটকথা نفس ، عين ، كل ، جميع ، كلا ، كلتا এ ছ'টি শব্দ পূর্ববর্তী শব্দকে নিসবতের ক্ষেত্রে কিংবা সামগ্রিকতার ক্ষেত্রে توكيد বা সুদৃঢ় করার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং এ তাকীদকে التوكيد المعنوي বলে।

এবার চতুর্থ ভাগের উদাহরণ গুলো লক্ষ কর। এখানে বিভিন্ন শব্দকে পুনরুক্ত করা হয়েছে। কেন এমন করা হয়? متكلم যখন ধারণা করে যে, শ্রোতা তার বাক্যের বিশেষ কোন অংশ সম্পর্কে অথবা পুরো বাক্যটা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করছে তখন সেই অংশটাতে বিশেষ জোর বা তাকীদ প্রদানের উদ্দেশ্যে তাকে পুনরুক্ত করে থাকে। একারণেই পুনরুক্ত শব্দটাকে توكيد এবং পূর্ববর্তী শব্দটাকে مؤكَّد বলে এবং এধরনের توكيد কে التوكيد اللفظي বলে।

এবার সবক'টি উদাহরণ আবার লক্ষ কর। দেখবে ইরাবের ক্ষেত্রে প্রতিটি توكيد পূর্ববর্তী مؤكَّد কে অনুসরণ করছে। এজন্য দ্বিতীয় শব্দটি হচ্ছে تابع আর প্রথম শব্দটি হচ্ছে متبوع

মূলকথা

১। যে تابع পূর্ববর্তী متبوع সম্পর্কে শ্রোতার ভুল ধারণা দূর করে এবং তার উদ্দিষ্ট অর্থকে সুদৃঢ় করে তাকে توكيد বলে।

২। توكيد দু প্রকার ১। التوكيد المعنوي ২। التوكيد اللفظي

نفس ، عين ، كل ، جميع ، كلا ، كلتا এ ছ'টি শব্দ দ্বারা التوكيد المعنوي করা হয়। প্রতিটি শব্দের সাথে مؤكَّد এর অনুরূপ ضمير যুক্ত হওয়া আবশ্যক।

৩। اسم ،فعل ،حرف বা جملة কে পুনরুক্ত করার মাধ্যমে التوكيداللفظي করা হয়।

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলোতে توكيد ও مؤكد চিহ্নিত করো এবং توكيد لفظي কে توكيدمعنوى থেকে পৃথক করো।

كتبتُ بهذا القلم نَفسِه . عَادَ الجيشُ كلُّه و القائدُ نفسُه بعد أن قَهَرَ الأعداءَ جميعَهم . المُلْكُ كُلُّه لِلّٰهِ . اَطِعْ والدَيك كِلَيهِمَا. حافظوا على الصلَوَاتِ ، حَافِظُوا عَلى الصَّلَوَات . لَنْ لن أنسى هذا الفضلَ منكَ يا صديقِي . ظهرَ الهلالُ الهلالُ . مات مات القائدُ العظيمُ . نصرتُ المظلومَ المظلومَ . ركبتُ الزورقَ مع صديقي كِلَيهِما .

২। শূন্যস্থানে উপযুক্ত توكيد معنوي যোগ করো।

أبوكَ و أخوكَ .... يَعْطِفان عَلَيك ، اِحْفَظْ عَيْنَيك .... من الشمسِ ، المؤمنون .... إخوةٌ . بهذه الكلماتِ .... خَاطَبَني صديقي ، أمطَرَتِ السماءُ اليومَ ....

৩। নীচের শূন্যস্থানে উপযুক্ত مؤكد যোগ করো।

.... أنفُسُهم لا يحبّونَه . .... كلُّها نظيفة . أحْسِن إلىٰ .... كِلَيهما . إنطَفَأتُ .... كلُّها . ... الأ إن الكذبَ يُهلِكُ . .... لن أُفشِيَ سِرَّ الصديقِ . .... الصدقَ يا فَتىٰ !

৪। নীচের শব্দগুলোকে একটি করে বাক্যে مؤكد রূপে ব্যবহার করো।

الحاكم . المسافرون ، الشجرتان ، العلماء ، الراشي و المرتشي ، الدجاجة و بيضتها .

৫। তিনটি বাক্য তৈরী করো; প্রতিটিতে একটি করে দ্বিবচন كلا বা كلتا দ্বারা موكد হবে এবং তিনটি موكد তিন প্রকার إعراب ধারণ করবে।

৬। نفس ও عين এর শব্দরূপ পরিবর্তন করে বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহার করো।

৭। كلهم . كلهن . كله . كلها শব্দগুলো একটি করে বাক্য ব্যবহার করো।

৮। لا ينجح الكسلان বাক্যটিকে হরফ, ফেয়েল, ইসম ও জুমলার ক্ষেত্রে توكيد لفظي এর উদাহরণ রূপে পেশ করো।

প্রশ্নমালা

১। توكيد কাকে বলে?

২। توكيد কি কাজ করে? বা توكيد এর উদ্দেশ্য কি?

৩। توكيد কত প্রকার ও কি কি?

৪। توكيد معنوي এর শব্দগুলো কি কি?

৫। توكيد لفظي কিভাবে হয়?

৬। دعاني المدير বললে শ্রোতার মনে কি ধারণা আসতে পারে?

৭। مدير-এর অধস্তন নয় বরং স্বয়ং مدير আমাকে ডেকেছেন এ বক্তব্যকে সুদৃঢ় করার উপায় কি?

৮। دعاني المدير এর পরিবর্তে دعاني المدير نفسه বললে কি কাজ হবে?

৯। توكيد কে تابع বলা হয় কেন?

১০। إعراب এর ক্ষেত্রে توكيد কার অনুগমন করে?

১১। توكيد এর পূর্ববর্তী শব্দটিকে (অর্থাৎ مؤكّد) কে متبوع বলে কেন?

১২। مؤكد যদি منصوب হয় তাহলে توكيد এর কি إعراب হবে?

১৩। توكيد লফজীর ক্ষেত্রে جملة এর কোন অংশটিকে পুনরুক্ত করতে হবে?

১৪। نصر خالد المظلوم বাক্যটি বলার পর শ্রোতা ধারণা করলো যে, খালেদ মাজলুমকে সাহায্য করেনি, হয়ত সাহায্য করার ইচ্ছা করেছে মাত্র। তখন আমার কি করণীয়।

১৫। উক্ত বাক্যের শ্রোতা ধারণা করলো যে, মজলুমকে খালেদ সাহায্য করেনি, বরং তার ভাই বা অন্য কেউ করেছে। তখন কি করণীয়?

১৬। উক্তবাক্যের শ্রোতা সন্দেহ প্রকাশ করলো যে, খালেদ হয়ত মজলুমকে সাহায্য করেনি বরং জালেমকে সাহায্য করেছে, তখন কি করণীয়?

১৭। উক্ত বাক্যের শ্রোতা বাক্যটির বিশেষ কোন অংশ সম্পর্কে নয় বরং গোটা বাক্যটা সম্পর্কেই সন্দেহ প্রকাশ করল, তখন কি করণীয়?

الدرس الثالث والثلاثون

عطف البيان

و إلى عَادٍ أخاهُم هودًا . و يُسقى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ . يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ . قال عَبْدُ اللّٰهِ بنُ عُمَرَ . أقْسَمَ باللّٰهِ ابو حَفْصٍ عُمَرَ .

আলোচনা

উপরের উদাহরণ গুলো দেখ, প্রতিটি বাক্যের শেষ শব্দটি হল جامد । কোনটি معرفة কোনটি আবার نكرة। দেখ, প্রতিটি শব্দের পূর্বেই অনুরূপ একটি نكرة বা معرفة শব্দ আছে। যেমন, هود শব্দটি معرفة তার পূর্বে اخاه এই معرفة শব্দটি রয়েছে, صديد একটি نكرة তার পূর্বে ماء এই نكرة শব্দটিরয়েছে।

লক্ষ করে দেখ, প্রতিটি উদাহরণের শেষ শব্দটি যদি উল্লেখ না করা হতো তাহলে পূর্ববর্তী শব্দটিতে কিছুটা অস্পষ্টতা থেকে যেতো এবং উদ্দেশ্য ও মর্ম পরিষ্কার হত না। যেমন, শুধু أخاهم বলার দ্বারা কাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে তা পরিষ্কার হয়নি। কিন্তু هود বলার পর পরিষ্কার হয়ে গেল যে, عاد এর ভাই বলে هود কে বুঝানো হয়েছে। তদ্রূপ ماء দ্বারা বুঝা যায়নি যে কোন ধরনের পানি পান করানো হবে। صديد বলাতে তা পরিষ্কার হয়েছে। যেহেতু দ্বিতীয় শব্দটি দ্বারা প্রথম শব্দটির উদ্দেশ্য পরিষ্কার ও স্পষ্ট হয় সেহেতু তাকে عطف البيان বলে। সুতরাং هودا শব্দটি أخاهم এর عطف البيان এবং صديد শব্দটি ماء এর عطف البيان । অন্যান্য উদাহরণ গুলো সম্পর্কেও একই কথা।

আরেকটি বিষয় লক্ষ কর, প্রতিটি عطف البيان ই কিন্তু بدل الكل হতে পারে। এটা অবশ্য متكلم এর উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে যে, কোনটি عطف البيان হবে আর কোনটি বদল হবে। অর্থাৎ متكلم যদি দ্বিতীয় শব্দটিকে মূললক্ষ আর প্রথমটিকে উপলক্ষ রূপে গ্রহণ করে তাহলে দ্বিতীয় শব্দটি প্রথমটির بدل হবে। পক্ষান্তরে উভয় শব্দই যদি متكلم এর লক্ষ হয় এবং দ্বিতীয়টি দ্বারা প্রথমটিকে স্পষ্ট করা শুধু উদ্দেশ্য হয় তাহলে দ্বিতীয় শব্দটি প্রথম শব্দটির

عطف البيان হবে। মোটকথা, তারকীবের দিক থেকে প্রতিটি عطف البيان কেই বদল বলা যেতে পারে। এখন কোনটিকে بدل বলা হবে আর কোনটিকে عطف البيان বলা হবে তা متكلم এর মনোভাবের উপর নির্ভর করে।

মূলকথা

১। যে تابع পূর্ববর্তী শব্দের অস্পষ্টতা ও অপরিচয় দূর করে তাকে عطف البيان বলে।

২। إعراب এর ক্ষেত্রে عطف البيان পূর্ববর্তী শব্দকে অনুসরণ করে। তাই عطف البيان কে تابع এবং পূর্ববর্তী শব্দটিকে متبوع বলে।

৩। তারকীবের দিক থেকে প্রতিটি عطف البيان ই بدل الكل হতে পারে।

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলোতে عطف البيان চিহ্নিত করো।

هُوَ اللَّيثُ الأسدُ . نَتَّبِعُ مذهبَ النعمانِ أبي حنيفةَ . شاهَدْتُ في الماءِ مَركَبًا بَاخِرَةً .

২। তুমি নিজের থেকে তিনটি عطف البيان পেশ করো।

প্রশ্নমালা

১। عطف البيان কাকে বলে?

২। عطف البيان এর উদ্দেশ্য কি?

৩। عطف البيان ও তার পূর্ববর্তী শব্দের মাঝে কোন ক্ষেত্রে অভিন্নতা আবশ্যক?

৪। عطف البيان টি معرفة হলে পূর্ববর্তী শব্দটি কি রূপ হবে?

৫। عطف البيان কে تابع কেন বলা হয়?

৬। إعراب এর ক্ষেত্রে عطف البيان কার অনুসরণ করে?

৭। عطف البيان ও بدل এর মাঝে পার্থক্য কি?

৮। بدل এর ক্ষেত্রে উভয়টি লক্ষ্য না একটি লক্ষ্য এবং অন্যটি উপলক্ষ?

৯। عطف البيان এর ক্ষেত্রে উভয়টি লক্ষ্য না একটি লক্ষ্য এবং অন্যটি উপলক্ষ?

১০। بدل এও عطف البيان চিহ্নিত করার উপায় কি?

الدرس الرابع والثلاثون

العطف

(الف) جَاءَ راشدٌ و خالدٌ . (ب) تُرْعِدُ السماءُ و تُبْرِقُ.

دعوتُ راشدًا و خالدًا . نَخَافُ من أنْ تُرعِدَ السماءُ و تُبرقَ.

سلمتُ على راشدٍ و خالدٍ . إن تُرعدْ السماءُ و تبرِقْ فَلَنْ نَخرُجَ.

আলোচনা

উপরের উদাহরণ গুলো লক্ষ কর, প্রতিটি উদাহরণে দু'টি শব্দের মাঝে واو রয়েছে। واو অব্যয়টি একথা বুঝায় যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী শব্দ দু'টি একই حكم ও বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

যেমন, প্রথম উদাহরণে واو থেকে বুঝা গেল যে, রাশেদ ও খালেদ উভয়ে এসেছে। অর্থাৎ উভয় শব্দটি مجئ এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তদ্রূপ দ্বিতীয় মিছালে واو থেকে বুঝা গেল যে, রাশেদ ও খালেদ উভয়কে তুমি ডেকেছো, অর্থাৎ دعوة হুকুমটি উভয় শব্দকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। তদ্রূপ তৃতীয় উদাহরণে واو থেকে বুঝা গেল যে,রাশেদ ও খালেদ উভয় শব্দটি على এর مدخول হয়েছে।

উপরোক্ত উদাহরণগুলো আবার লক্ষ কর। দেখবে, প্রথম তিনটিতে واو এর পূর্বাপর শব্দ দু'টি হচ্ছে اسم পক্ষান্তরে শেষ তিনটি উদাহরণে واو এর পূর্বাপর শব্দ দু'টি হচ্ছে فعل

واو কে حرف العطف বলা হয়। واو এর পরবর্তী শব্দটিকে معطوف বলা হয় এবং পূর্ববর্তী শব্দটিকে معطوف عليه বলা হয়।

একটা বিষয় নিশ্চয় তুমি লক্ষ করেছো যে, উপরের প্রতিটি উদাহরণে معطوف গুলো معطوف عليه এর إعـراب গ্রহণ করেছে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, إعراب এর ক্ষেত্রে معطوف সর্বদা معطوف عليه এর تابع বা অনুগামী হয়।

واو ছাড়া আরো কিছু حرف العطف রয়েছে। সেগুলোর অর্থও আলাদা। পরবর্তীতে আমরা حرف العطف গুলোর অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করব।

মূলকথা

১। عطف বা معطوف ঐ تابع কে বলে যা নিম্নোক্ত কোন একটি حرف এর পরে অবস্থান করে।

২। حرف العطف দশটি। যথা -

الواو . الفاء . ثم . أو . أم . لا . بل . لكن . حتى . إما

معانى حروف العطف

إنقَضَى شعبانُ و رَمَضانُ.	دخل المُدَرِّسُ فسلم عَلَيه التلاميذُ.
انقَضَى رمضانُ و شعبانُ.	تَولَّى الخِلَافةَ أبو بكرٍ فعُمَرُ.
صلى الإمامُ و المأمومُ.	شَرِبَ ماجدُ لبنا باردًا فمَرِضَ.

ماتَ الرشيدُ ثم المامونُ.

يَنْقَضِي الصيفُ ثم يَعودُ.

انقضى شعبانُ ثم شَوَّالُ.

প্রথম ভাগের প্রতিটি উদাহরণে واو ব্যবহৃত হয়েছে। দেখ, এখানে معطوف ও معطوف عليه এর সময়গত তারতম্য লক্ষ করা হয়নি। প্রথম মিছালে معطوف টি সময়ের দিক থেকে معطوف عليه এর পশ্চাদবর্তী। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় উদাহরণে معطوف টি সময়ের দিক থেকে معطوف عليه এর অগ্রবর্তী। আর তৃতীয় উদাহরণে معطوف ও معطوف عليه সময়ের দিক থেকে সমকালীন। তাহলে বুঝা গেল যে, واو কখনই معطوف ও معطوف عليه এর মাঝে ترتيب বা সময় বিন্যাস বুঝায় না। শুধু একথা বুঝায় যে, معطوف ও معطوف عليه উভয়ে একই حكم এর অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় ভাগের উদাহরণ গুলোতে فاء ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে প্রতিটি উদাহরণেই তুমি দেখতে পাবে যে, معطوف সময়ের দিক থেকে সর্বদা معطوف عليه এর পশ্চাদবর্তী। অর্থাৎ معطوف এর সময় পরে এবং معطوف عليه এর সময় আগে। তবে উভয়ের মাঝে সময়ের কোন ফাঁক নেই। অর্থাৎ معطوف এর সময়টি معطوف عليه এর সময়ের একেবারে সংলগ্ন। সুতরাং প্রথম মিছালে فاء দ্বারা বুঝা যাবে যে, শিক্ষক প্রবেশ করার সংলগ্ন পরেই ছাত্ররা তাকে ছালাম দিয়েছে। দ্বিতীয় উদাহরণে فاء দ্বারা বুঝা যায় যে, আবু বকর (রাঃ) এর পরেই ওমর(রাঃ) খেলাফত গ্রহণ করেছেন। মাঝে অন্য কারো খেলাফত নেই। সুতরাং تولى الخلافة أبو بكر فعثمان বলা যাবে না। কেননা এখানে معطوف এর সময় معطوف عليه এর সংলগ্ন পরে নয়। বরং উভয়ের মাঝে সময়ের ফাঁক আছে।

এবার তৃতীয় ভাগের উদাহরণ গুলো দেখ। এখানে حرف العطف হিসাবে ثم ব্যবহৃত হয়েছে। এখানেও معطوف ও معطوف عليه গুলোর মাঝে তুমি সময়ের তারতীব বা অগ্র-পশ্চাত দেখতে পাবে। অর্থাৎ প্রতিটি معطوف সময়ের দিক থেকে معطوف عليه এর পরবর্তী; তবে উভয়ের মাঝে সময়ের ফারাক আছে। অর্থাৎ معطوف টি معطوف عليه এর সংলগ্ন পরে নয়। বরং উভয়ের মাঝে সময়ের কিছু ব্যবধান আছে। যেমন মামুন রশিদের সংলগ্ন পরে মারা যাননি বরং উভয়ের মাঝে সময়ের ব্যবধান আছে। কেননা রশিদের পরে আমীন এবং আমীনের পরে মামুন মারা গেছেন। তদ্রূপ আবু বকরের (রাঃ) সংলগ্ন পরে হযরত উছমান (রাঃ) খেলাফত গ্রহণ করেননি।

মূলকথা

واو، فاء، ثم এই তিনটি أحرف العطف একথা বুঝায় যে, معطوف ও معطوف عليه একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। তবে واو উভয়ের মাঝে সময়ের ব্যবধান বুঝায় না। আর فاء উভয়ের মাঝে সময়ের অবিলম্বিত ব্যবধান বুঝায় আর ثم উভয়ের মাঝে সময়ের বিলম্বিত ব্যবধান বুঝায়।

(الف) خُذْ هٰذا أو ذاك. (ب) أ ماجداً دَعوتَ أم عَلِيًّا ؟

قَدِمَ ماجدٌ أو شاهدٌ. أ تاجرٌ أنت أم فلاحٌ ؟

(ج) أكلتُ الرُّزَّ لا الخُبزَ . (د) إشتَرَيتُ دَواةً بل قَلَمًا .

أخذتُ الكتابَ من ماجدٍ لا خالدٍ أُدعُ أخاكَ بل صديقَك .

(ه) ما جَاءَ راشدٌ لكن أخوه . (و) فَرَّ الجنودُ حتّى القائدُ .

لَم اَشْرَبْ لَبَنًا لكن عَسَلًا . قَدِمَ الحُجَّاجُ حتى المُشَاةُ

আলোচনা

প্রথম ভাগের উদাহরণ দু'টি দেখ,

أو একটি حرف العطف । এখানে معطوف عليه ও معطوف এর মাঝে এ অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম বাক্যটির অর্থ হচ্ছে: দু'টির যে কোন একটি গ্রহণের এখতিয়ার তোমার আছে। আর দ্বিতীয় বাক্যে অনিশ্চয়তা প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ দু'জনের যে কোন একজন এসেছে। কিন্তু সে কে? মাজেদ না শাহেদ, তা নিশ্চয়তার সাথে বলা যাচ্ছে না। যে কোন উদাহরণেই أو এর এ দুটি অর্থই তুমি দেখতে পাবে। তাহলে বলা যায় যে, أو অব্যয়টি এখতিয়ার কিংবা অনিশ্চয়তা প্রকাশ করে।

দ্বিতীয় ভাগের উদাহরণ গুলো লক্ষ কর। এখানে أم অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম উদাহরণে দেখা যাচ্ছে, متكلم জানে যে,মাজেদ অথবা আলী দুজনের যে কোন একজনকেই শুধু তুমি ডেকেছো। কিন্তু সে কে তা জানা নেই। متكلم সেটাই তোমার কাছে জানতে চাচ্ছে। তাহলে বুঝা গেল যে, أم অব্যয়টি দ্বারা معطوف عليه ও معطوف এর একটিকে নির্ধারণ করা চাওয়া হয়।

তৃতীয় ভাগে لا অব্যয়টি একথা বুঝায় যে, معطوف টি পূর্ববর্তী হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়।

চতুর্থ ভাগের প্রথম উদাহরণে প্রথমে দোয়াত কেনার কথা বলা হয়েছে। পরে بل যোগ করে দোয়াতের পরিবর্তে কলম কেনার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ بل অব্যয় যোগে حكم কে معطوف عليه থেকে সরিয়ে معطوف এর সাথে যুক্ত করা হয়।

পঞ্চম ভাগের উদাহরণগুলো লক্ষ কর। প্রথম বাক্যটির অর্থ হল, রাশেদ আসেনি তবে তার ভাই এসেছে। অর্থাৎ لكن দ্বারা معطوف এর জন্য معطوف عليه এর বিপরীত حكم সাব্যস্ত করা হয়েছে।

শেষ ভাগের উদাহরণ গুলো লক্ষ কর। প্রথম বাক্যের অর্থ হল, সৈন্যরা পালিয়ে গেছে, এমনকি সেনাপতিও (পালিয়েছেন) অর্থাৎ সেনাপতির পালানোর সম্ভাবনা কম ছিল কিন্তু তিনিও পালিয়েছেন। দ্বিতীয় বাক্যটির অর্থ হলো হাজীরা এসেগেছে, এমন কি পায়দল হাজীরাও (এসে গেছেন) অর্থাৎ পায়দল হাজীদের এসে পৌছার সম্ভাবনা কম ছিল কিন্তু তারাও এসে গেছেন। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, حتى অব্যয়টি একথা বুঝায় যে, معطوف টি حكم এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকা সত্ত্বেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্য গুলোতে حرف العطف এর পরিবর্তনের কারণে বাক্যের অর্থের কি পরিবর্তন ঘটল বর্ণনা করো।

بَاعَ الفلاحُ الشعيرَ و القَمْحَ . باعَ الفلاحُ الشعيرَ فالقمحَ .
باع الفلاحُ الشعيرَ ثم القُمحَ . باع الفلاحُ الشعيرَ أو القمحَ .
أ شعيرا باع الفلاح أم قمحًا باع الفلاح الشعير لا القمح .
باع الفلاح الشعيرَ بل القمحَ . ما باع الفلاحُ الشعيرَ لكن القمحَ.
ما باع الفلاحُ الشعيرَ حتى القمحَ .

২। معطوف عليه ও معطوف গুলোর মাঝে উপযুক্ত حرف العطف ব্যবহার করো ও অর্থ ব্যাখ্যা করো।

أ تفاحًا أكلت ... عِنَبًا . هَزَزْنا الشجرةَ .... سَقَطَ ثَمَرُها. بَذَرَ الحَبَّ .... حَصَدَ . ما قرأ الكتابَ كلَّه .... بعضَه . أَكَلَ الفاكهةَ .... قَشَرَها . كُلْ الفاكهةَ الناضِجَةَ .... الفَجَّةَ . أَ أنتَ فعلتَ هذا ... الخادمُ . خَسِرَ التاجرُ كلَّ شيء ..... شرفه .

প্রশ্নমালা

১। عطف কাকে বলে?

২। معطوف কাকে বলে?

৩। حرف العطف কয়টি ও কি কি?

৪। إعراب এর ক্ষেত্রে معطوف কার অনুসরণ করে?

৫। معطوف কখন مرفوع এবং منصوب হবে?

৬। معطوف عليه মাজরূর হলে معطوف টি কি হবে?

৭। معطوف কে تابع বলা হয় কেন?

৮। واو অব্যয়টি কি অর্থ বুঝায়?

৯। جاء خالد وصديقه বাক্যটি দ্বারা কতটুকু কথা বুঝা যায়?

১০। উভয়ে একসাথে এসেছে না আগে পরে এসেছে কিংবা কে আগে আর কে পরে এসেছে তা কি উপরোক্ত বাক্য থেকে বুঝতে পারো?

১১। جاء خالد فصديقه এ বাক্যের আলোকে বল দেখি কে আগে আর কে পরে এসেছে?

১২। খালেদের বন্ধু কত পরে এসেছে?

১৩। খালেদের বন্ধু খালেদের কিছুক্ষণ পরে এসেছে এ কথা বুঝাতে হলে কি বলতে হবে?

১৪। একজন বলল, اكلت السمك। কিন্তু আসলে সে খেয়েছে মাংস। ভুলে মাছের কথা বলে ফেলেছে;তাহলে এখন তাকে কি বলতে হবে?

১৫। بل অব্যয়টি কি কাজ করে?

১৬। حكم কে معطوف عليه থেকে সরিয়ে معطوف এর সাথে যুক্ত করতে হলে কোন حرف العطف ব্যবহার করতে হবে?

১৭। তুমি বললে وقع خالد في بئر তখন শ্রোতা ধারণা করল যে, তাহলে নিশ্চয় খালেদ মারা গেছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে মারা যায়নি। এ ভুল ধারণা দূর করবে কি বলে?

১৮। لكن অব্যয়টি কি অর্থ প্রকাশ করে?

১৯। أم কি অর্থ বুঝায়?

২০। معطوف ও معطوف عليه একই حكم এর অর্ন্তভুক্ত একথা কোন কোন حرف العطف বুঝায়?

২১। معطوف টি حكم এর অন্তর্ভুক্ত নয় একথা কোন حرف العطف বুঝায়?

الممنوع من الصرف

(الف) سألتْ المعلمةُ عائشةَ سؤالاً ، و أجابت عائشةُ جوابًا شافِيًا ، فَأَثْنَتْ المعلمةُ على عائشةَ .

(ب) وَ إذ قَالَ إبرَاهيمُ رَبِّ أرِنِي كَيفَ تُحْيِي الموتى.وَ إذ ابْتَلى إبـرَاهِيمَ رَبُّه بِكَلِمٰتٍ فَأَتَمَّهنَّ . قلنَا يا نارُ كوني بَـردًا و سلامًا على إبراهيمَ .

(ج) حَضَرموتُ مدينةٌ عظيمةٌ ، زُرْتُ حَضرَموتَ قبلَ أيامٍ . سَافَرَ صديقِي إلى حَضَرموتَ .

(د) رَمَضَانُ شهرٌ مُبارَكٌ . قضيتُ رمضانَ في صومٍ و قيامٍ . أُنزِلَ القرآنُ في رَمَضانَ .

(ه) دَعا المعلمُ تلميذَه أحْمَدَ . فدخل عليه أحمدُ و سلم، قال المعلم لِأَحْمَدَ : خُذْ هذا الكتابَ و طالِعْه مُطالَعةً جيدةً .

(و) إشتَهَرَ بِعَدْلِه عُمَرُ ، و اشتَهَرَ بعِلمِه و وَرَعِه ابنُ عُمرَ . عبدٌ مجوسِيٌّ قَتَلَ عُمَرَ .

আলোচনা

উপরের রেখাযুক্ত শব্দগুলো দেখ, علم এর যে পরিচয় ইতিপূর্বে তুমি জেনে এসেছে তা আলোচ্য প্রতিটি শব্দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সুতরাং এ শব্দগুলো নাম বা علم আলোচ্য علم গুলো লক্ষ করলে তুমি দুটি বিষয় দেখতে পাবে। প্রথমতঃ প্রতিটি علم তানবীনমুক্ত দ্বিতীয়তঃ স্বাভাবিক নিয়মে اسم এর إعراب রফা হয় ضمة দ্বারা। نصب হয় فتحة দ্বারা আর জর হয় كسرة দ্বারা। কিন্তু এখানে রফা ও নছব স্বাভাবিক নিয়মে হলেও জর হয়েছে كسرة এর

পরিবর্তে فتحة দ্বারা। কিন্তু এই ব্যতিক্রমের কারণ কি?

উপরোক্ত علم গুলো যথাক্রমে লক্ষ করলে দেখতে পাবে যে, প্রথমটি مؤنث হয়েছে। দ্বিতীয়টি أعجمي বা অনারবী হয়েছে। অর্থাৎ শব্দটি আরবী ভাষায় ব্যবহৃত হলেও মূলতঃ আরবী নয় বরং আনারবী ভাষার শব্দ। তৃতীয়টি মূলতঃ দুটি শব্দের মিশ্রণে নতুন একটি শব্দের রূপ লাভ করেছে। এধরনের مركب কে مركب مزجى বলা হয়। চতুর্থটির শেষে الف ও نون রয়েছে যা শব্দের মূল হরফের অর্থাৎ مادة এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

পঞ্চমটি ওজন ও কাঠামোর দিক থেকে فعل এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা أفعل ওজনে مضارع এর واحد،متكلم এর فعل গঠিত হয়। পক্ষান্তরে عمر শব্দটি তিন হরফ বিশিষ্ট (ثلاثي) পুরুষ নাম এবং প্রথম হরফটি مضموم ও দ্বিতীয় হরফটি مفتوح হয়েছে।

তাহলে আমরা বলতে পারি যে, علم যখন مؤنث হয় বা أعجمي হয় বা مركب مزجي হয় বা অতিরিক্ত الف،نون বিশিষ্ট হয় বা কোন فعل এর وزن বিশিষ্ট হয় বা فُعَل ওজনের علم مذكر হয় তাহলে তা ممنوع من الصرف হয়ে যায়। অর্থাৎ তাতে তানবীন নিষিদ্ধ হয় এবং كسرة এর পরিবর্তে فتحة দ্বারা مجرور হয়।

ممنوع من الصرف কে غيرمنصرف ও বলা হয়।

الصفة الممنوعة من الصرف

(الف) أنتَ كسلانُ . (ب) أنتَ أجملُ منه

لا أحبُّ كسلانَ . كنت أجملَ منه .

لا يُرْجىٰ لِكسلانَ مُستقبلُهُ . لستُ بأجملَ منك .

(ج) وَقفَ طلّابُ ثُلاثُ / مَثلَثُ .

جاءَ الأولادُ ثُلاثَ / مَثلَث .

نظرتُ إلى أولادٍ ثلاثَ / مَثلَثَ

আলোচনা

উপরের রেখাযুক্ত শব্দগুলো দেখ, প্রতিটি শব্দ একটি গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু বুঝায়। ثلاث মানে তিন জন করে বিভক্ত দল। তাই এধরনের শব্দকে اسم الصفة বলে।

আলোচ্য اسم الصفة গুলোতেও দেখা যাচ্ছে تنوين নেই। আবার স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীতে জর হয়েছে فتحة দ্বারা কিন্তু এই ব্যতিক্রমের কারণ কি?

লক্ষ করলে তোমরা দেখতে পাবে যে, প্রথম اسم الصفة টি فعلان ওজনে হয়েছে। আর দ্বিতীয় اسم الصفة টি أفعلএর ওজনে হয়েছে। পক্ষান্তরে ثلاث ও مثلث শব্দ দুটি فعال ও مفعل ওজনের সংখ্যা ও গুণবাচক শব্দ।

عشار/معشر، خماس/مخمس، رباع/مربع ইত্যাদি শব্দগুলো একই ধরনের।

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, اسم الصفة যদি فعلان ওজনে বা أفعل ওজনে হয় কিংবা فُعَالَ ও مَفْعَلُ ওজনে সংখ্যাবাচক শব্দ হয় তাহলে غيرمنصرف হবে।

(الف) شَاهَدتُ مَدارِسَ .

في المدينةِ مَدارِسُ .

يَتَعَلَّمُ الأولادُ في مَدارِسَ .

(ب) هذه عَصافِيرُ .

صِدْتُ عَصَافِيرَ .

لَعِبَ الولدُ بِعَصَافيرَ .

(ج) جاءَ أصدقاءُ .

دَعوتُ أصدقاءَ

سلمتُ على أصدقاءَ .

(د) مَاتَ فقراءُ .

أطْعَمْتُ فقراءَ

ليسوا بِفقراءَ

(ه) هذه وردة حَمْرَاءُ .

قَطفتُ وردةً حمراءَ .

هذه الطفلَةُ كوردةٍ حَمْرَاءَ .

আলোচনা

১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগের শেষ শব্দগুলো جمع বা বহুবচন আর তাতে বিদ্যমান الف কে

الف الجمع বলে। লক্ষ করে দেখ, مدارس শব্দটিতে الف الجمع এর পরে দুটি حرف রয়েছে। আর عصافير শব্দটিতে الف الجمع এর পরে তিনটি حرف রয়েছে।

الف الجمع এর পরে দুই বা তিনটি حرف থাকলে তাকে منتهى الجمع বা চূড়ান্ত বহু বচন বলে। منتهى الجمع গুলোর শেষে দেখা যাচ্ছে, তানবীন নেই এবং স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীতে তাতে جر হয়েছে كسرة এর পরিবর্তে فتحة দ্বারা। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, প্রতিটি منتهى الجمع সর্বদা غيرمنصرف রূপে ব্যবহৃত হবে।

حمراء শব্দটি লক্ষ কর, এটিও غيرمنصرف হয়েছে। কিন্তু কেন? দেখা যাচ্ছে যে, শব্দটি الف ممدودة দ্বারা مؤنث হয়েছে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, الف التانيث যুক্ত শব্দগুলো বাধ্যতামূলক ভাবে غيرمنصرف হয়ে থাকে।

এবার নীচের বাক্যগুলো লক্ষ কর;

في الحدائقِ أشجارٌ و أزهارٌ   في حدائقِ المدينةِ أشجارٌ و أزهارٌ

تَصدَّق الغَنِيُّ على فقرآءِ القريةِ   سلمت على الأصدقاءِ

يَقِلُّ عَدَدُ الطلابِ في مدارسِ القريةِ

রেখাযুক্ত শব্দগুলো غيرمنصرف। আশা করি তা তুমি বুঝতে পারছ। কিন্তু দেখ; غير منصرف –এর নিয়ম হিসাবে শব্দগুলোতে جر হওয়ার কথা ছিল ফাতহা দ্বারা। কিন্তু এখানে সাধারণ নিয়মের كسرة দ্বারাই জর হয়েছে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, غيرمنصرف যদি মুযাফ হয় বা তার শুরুতে ال যুক্ত হয় তবে তা সাধারণ নিয়ম হিসাবে তা كسرة দ্বারাই মাজরূর হয়।

মূলকথা

১। যে ইসমের শেষে تنوين হয় না এবং كسرة এর পরিবর্তে فتحة দ্বারা جر দেওয়া হয় সেই ইসমকে غير منصرف বলে।

১। علم গায়রে মুনছারিফ হবে যদি তা (ক) مؤنث হয় (খ) أعجمي হয় (গ) مركب مزجي হয় (ঘ) অতিরক্তি الف ও نون যুক্ত হয় (ঙ) فعل এর ওজন বিশিষ্ট হয় (চ) فُعَلُ এর ওজনে علم মুযাক্কার হয়।

২। اسم الصفة যদি فعلان বা أفعل ওজনে হয় বা فُعَالُ ও مَفْعَلُ ওজনে সংখ্যাবাচক শব্দ হয় তাহলে সেগুলো غيرمنصرف হবে।

৩। منتهى الجمع গুলো غيرمنصرف হবে।

الف الجمع এরপরে দুই বা তিনটি হরফ অতিরিক্ত হলে সেই جمع কে منتهى الجمع বলে।

৪। الف التانيث যুক্ত مؤنث শব্দগুলো غيرمنصرف হবে।

৫। غيرمنصرف কখনো مضاف বা ال যুক্ত হলে স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী كسرة দ্বারা مجرور হয়।

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলোতে غيرمنصرف চিহ্নিত করো এবং কারণ ব্যাখ্যা কর।

لا تُجَادِلْ و أنتَ غضبانُ و لا تأكُلْ و أنتَ شَبْعَانُ . كان طلحةُ صَحابِيًّا جَلِيلًا . اشتَهَرَ معاويةُ بنُ ابي سفيانَ بِالحِلْمِ . يَزِيْدُ قَاتَلَ الحسينَ رضي اللّٰهُ عنه . السماءُ زَرْقَاءُ. دخل العُمّالُ المَصنَعَ رُبَاعَ وَ مَخْمَسَ . زُحَلُ اسمُ كوكَبٍ . لَنْدَنُ مدينةٌ عظيمةٌ .

২। নীচের রেখাযুক্ত শব্দগুলোতে جر এর علامة কি হবে এবং কেন বল?

يَطيرُ الطيرُ في السماءِ الزرقاءِ . مَاتَ الرجلُ في رمضانِ هذه السنةِ . سلمتُ علي أحمدِكم .

৩। কোন শব্দটি غيرمنصرف এবং কোনটি غيرمنصرف নয় কারণ সহ বলো।

شعبان ، نمرود ، شيرشاه ، بعلبك ، بستان ، يثرب ، أجمل مضر ، غرف ، عريان ، حقائب ، بخلاء ، جبان ، رضوان، قراطيس .

৪। বিভিন্ন প্রকারের পাঁচটি غيرمنصرف আলমকে পাঁচটি বাক্যে ব্যবহার কর। (প্রতিটি علم একবার مرفوع একবার منصوب এবং একবার مجرور হবে।

৫। বিভিন্ন প্রকার তিনটি اسم الصفة কে তিনটি করে বাক্যে ব্যবহার কর। (প্রতিটি اسم الصفة একবার مرفوع একবার منصوب এবং একবার مجرور হবে।)

৬। পাঁচটি منتهى الجمع কে তিনটি করে বাক্যে ব্যবহার করো (প্রতিটি منتهى الجمع একবার مرفوع একবার منصوب এবং একবার مجرور হবে।)

৭। الف التانيث যুক্ত তিনটি مؤنث শব্দকে তিনটি করে বাক্যে ব্যবহার কর। প্রতিটি শব্দ একবার مرفوع একবার منصوب এবং একবার مجرور হবে।)

প্রশ্নমালা

১। غيرمنصرف কাকে বলে এবং غيرمنصرف এর অপর নাম কি?

২। ممنوع من الصرف কাকে বলে এবং অপর নাম কি?

৩। غيرمنصرف এর কয়টি বৈশিষ্ট্য ও কি কি?

৪। غيرمنصرف এর শেষে কখনো কি كسرة দ্বারা জর হতে পারে?

৫। غيرمنصرف এর শেষে কখনো কি تنوين হতে পারে?

৬। علم কি কি কারণে غيرمنصرف হয়?

৭। مركب مزجي কাকে বলে?

৮। سيبويه একটি علم এটি غيرمنصرف হয় কি কারণে?

৯। اسم الصفة কি কি কারণে غيرمنصرف হয়?

১০। منتهى الجمع কাকে বলে?

১১। মোট কয়টি সংখ্যাবাচক শব্দ غيرمنصرف হয়?

১২। اسم الصفة কাকে বলে?

১৩। الف التانيث যুক্ত শব্দ কখন غيرمنصرف হয়?

১৪। الف التانيث যুক্ত مؤنث এর غيرمنصرف হওয়ার জন্য কোন শর্ত আছে কি?

الدرس الخامس والثلاثون

الإستثناء

جَاءَ القومُ إلا عَليًّا .

قرأتُ الكتابَ إلا صَفحَتَين .

أكلتُ السمكةَ غيرَ رأسِها .

لَم يَحضُرْ الأصدقاءُ عَدَا/ خَلا/ حاشَا عَليًّا

আলোচনা

প্রথম উদাহরণটি লক্ষ কর, বাক্যটির অর্থ হল, আলী ছাড়া গোটা কওম এসেছে। এখানে مجيء বা আগমনকে قوم এর জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে কিন্তু إلا এর মাধ্যমে مجيء কেআলী থেকে নফী বা নাকচ করা হয়েছে।

তদ্রূপ দ্বিতীয় উদাহরণে প্রথমে قراءة বা পঠনকে كتاب এর জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। তারপর إلا এর মাধ্যমে দুটি পৃষ্ঠা থেকে قراءة বা পঠনকে نفي করা হয়েছে। অর্থাৎ দুটি পৃষ্ঠা ছাড়া গোটা বই পড়েছি।

তৃতীয় উদাহরণেও একই বিষয়। অর্থাৎ প্রথমে মাছ সম্পর্কে أكل বা খাওয়া সাব্যস্ত করা হয়েছে। তারপর غير যোগে মাথা থেকে أكل বা খাওয়াকে নফী করা হয়েছে।

চতুর্থ উদাহরণে الأصدقاء এর জন্য عدم حضور বা উপস্থিত না হওয়া সাব্যস্ত করা হয়েছে। তারপর إلا এর পরিবর্তে عدا، خلا ইত্যাদি যোগে على থেকে عدم حضور বা অনুপস্থিতিকে নফী করা হয়েছে। ফলে বাক্যটির অর্থ দাড়াল, বন্ধুরা উপস্থিত হয়নি তবে আলী উপস্থিত হয়েছে।

মোটকথা, আলোচ্য উদাহরণ গুলোতে একটি لفظ এর উপর একটি হুকুম বা বিষয় আরোপ করা হয়েছে। তারপর উক্ত লফযের কিছু অংশকে সেই হুকুম থেকে استثناء করা হয়েছে। অর্থাৎ বাদ দেয়া হয়েছে এবং একাজে إلا বা তার সমার্থক কোন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

إلا ও তার সমার্থক শব্দগুলোকে أدوات الاستثناء বলে এবং পরবর্তী لفظ কে مستثنى

ও পূর্ববর্তী لفظ কে مستثنى منه বলে। সুতরাং প্রথম উদাহরণে إلا হচ্ছে أداة الاستثناء এবং على হচ্ছে مستثنى এবং القوم হচ্ছে مستثنى منه ।

মূলকথা

الاستثناء মানে একটি লফযের উপর আরোপিত হুকুম থেকে লফযের কিছু অংশকে বাদদেয়া।

الاستثناء এর প্রধান অব্যয় হচ্ছে إلا তবে এর সমার্থক কিছু শব্দও রয়েছে। যথা- غير، عدا، خلا، حاشا ইত্যাদি। এগুলোকে أدوات الاستثناء বলে।

أدوات الاستثناء এর পরবর্তী শব্দকে مستثنى এবং এর পূর্ববর্তী শব্দকে مستثنى منه বলে।

إعراب المستثنى بإلا

(الف) أكلتُ السمكةَ إلَّا رأسَها .

حَضَرَ التلاميذُ إلا واحدًا .

أثْمَرَتْ الأشجارُ إلا شجرةً .

(ب) لا توجَدُ الفواكِهُ إلا العِنبَ . (العنبُ)

لانَسْمع الأصدقاءَ إلا عليًّا (عليٌّ)

هل سلمتُ على القادمين إلا الأولَ (الأولُ)

(ج) لا ينفعك بعدَ موتِك إلَّا عَمَلُك

لم يَحْضُرْ إلا عليٌّ .

إن أُريدُ إلا الإصلاحَ .

لم ينتَشِرْ الإسلامُ إلا بالأخلاقِ .

আলোচনা

প্রথম ভাগের উদাহরণগুলো লক্ষ কর, প্রতিটি বাক্য تام বা পূর্ণাংগ হয়েছে। অর্থাৎ তাতে مستثنى منه বিদ্যমান রয়েছে এবং প্রতিটি مستثنى কে إلا যোগে الاستثناء করাহয়েছে। তাছাড়া প্রতিটি বাক্যই হাঁবাচক (নাবাচক, আদেশবাচক, বা প্রশ্নবাচক নয়)।এবার مستثنى কে লক্ষ কর, প্রতিটি উদাহরণে مستثنى মানছুব হয়েছে।

তাহলে আমরা বলতে পারি যে, হাঁবাচক পূনাংগ বাক্যে المستثنى بإلا সর্বদা منصوب হবে।

দ্বিতীয় ভাগের উদাহরণ গুলো লক্ষ কর। এখানে প্রতিটি বাক্য تام বা পূর্ণাংগ হলেও হাঁবাচক হয়নি বরং কোনটি নাবাচক, কোনটি নিষেধবাচক, আবার কোনটি প্রশ্নবাচক হয়েছে। এবার مستثنى এর إعراب লক্ষ কর। مستثنى টি منصوب হয়েছে কিংবা مستثنى منه এর تابع রূপে তার إعراب গ্রহণ করেছে। যেমন প্রথম উদাহরণে العنبَ শব্দটি منصوب হয়েছে। আবার مستثنى منه (فواكه) এর تابع হিসাবে তার إعراب অর্থাৎ رفع গ্রহণ করেছে।

দ্বিতীয় উদাহরণে عليا শব্দটি স্বাভাবিক নিয়মেও منصوب হয়েছে। আবার পূর্ববর্তী مستثنى منه (الأصدقاء) এর تابع হিসাবেও মানছুব হয়েছে। কেননা الأصدقاء শব্দটি مفعول به হয়েছে।

তৃতীয় বাক্য الأول শব্দটি منصوب হয়েছে। আবার পূর্ববর্তী مستثنى منه (القادمين) এর تابع হিসাবে مجرور হয়েছে।

তাহলে আমরা বলতে পারি যে, নাবাচক পূর্ণাংগ বাক্যে المستثنى بإلا মানছুব হতে পারে আবার পূর্ববর্তী مستثنى منه এর تابع রূপে তার إعراب ও গ্রহণ করতে পারে।

এবার তৃতীয় ভাগের বাক্যগুলো লক্ষ কর, কোন বাক্যই হাঁবাচক নয় এবং تام বা পূর্ণাংগও নয়। অর্থাৎ তাতে مستثنى منه বিদ্যমান নেই। কেননা বাক্যগুলোর মূল রূপ ছিল।

لا ينفعك بعد موتك شيء إلا العمل .

لم يحضر أحد إلا علي .

এবার مستثنى এর إعراب লক্ষ কর। দেখবে, প্রতিটি মুসতাছনা إلا এর পূর্ববর্তী عامل এর معمول হিসাবে إعراب গ্রহণ করেছে। প্রথম উদাহরণে مستثنى টি لا ينفعك

এর فاعل রূপে مرفوع হয়েছে। দ্বিতীয় উদাহরণে مستثنى টি لم يحضر এর فاعل রূপে مرفوع হয়েছে। তৃতীয় উদাহরণে مستثنى টি أريد এর مفعول به রূপে منصوب হয়েছে। আর শেষ উদাহরণে مستثنى টি ب এর مجرور হয়েছে। তাহলে বুঝা গেল, অপূর্ণাংগ ও নেতিবাচক বাক্যে المستثنى بإلا পূর্ববর্তী عامل এর معمول রূপে إعراب গ্রহণ করে।

মূলকথা

المستثنى بإلا এর إعراب এর তিন অবস্থা-

كلام টি تام موجب হলে المستثنى بإلا সর্বদা منصوب হবে।

كلام টি تام غير موجب হলে المستثنى بإلا সর্বদা منصوب হবে কিংবা بدل البعض হিসাবে المستثنى منه এর إعراب গ্রহণ করবে।

كلام টি غير تام غير موجب হলে المستثنى بإلا পূর্ববর্তী عامل এর إعراب গ্রহণ করবে।

المستثنى بغير و سوى

(الف) حَضَرَ التلاميذُ غيرَ واحِدٍ .

أكلتُ السَّمَكَةَ غيرَ رأسِهَا .

أثْمَرتِ الأشجارُ غيرَ شَجَرةٍ .

(ب) لا توجَدُ الفواكهُ غيرُ العنبِ . (غيرَ العنب)

ما دعوتُ الأصدقاءَ غيرَ عليٍّ (غيرِ عليٍّ)

ما سُلِّمَ على القادمين غيرِ سعيدٍ (غيرِ سعيد)

(ج) لا يَنفعُك بعدَ موتِكَ غيرُ عَمَلِك

لم يحضُرْ غيرُ عليٍّ .

لا أريدُ غيرَ إصلاحٍ .

غيرএর পরবর্তী اسم গুলো লক্ষ কর। তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছো যে, এগুলো مستثنى হয়েছে। তবে পার্থক্য এই যে, اداةالاستثناء হিসাবে إلا এর পরিবর্তে غير শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

এবার প্রতিটি مستثنى এর إعراب লক্ষ কর। দেখবে সেগুলো, غير এর مضاف إليه রূপে مجرور হয়েছে।

এবার খোদ غير শব্দটির إعراب লক্ষ কর, তার আগে প্রতিটি উদাহরণে غير এর পরিবর্তে إلا অব্যয়টি ব্যবহার করে দেখ مستثنى কি إعراب গ্রহণ করে।

প্রথম ভাগের উদাহরণ গুলোতে إلا অব্যয় ব্যবহৃত হলে مستثنى গুলো منصوب হবে। কেননা كلام টি تام ও موجب দেখ, غير শব্দটিও সেই إعراب ই গ্রহণ করেছে।

দ্বিতীয় ভাগের উদাহরণগুলোতে إلا অব্যয়টি ব্যবহৃত হলে مستثنى গুলো منصوب হবে কিংবা بدل البعض রূপে مستثنى منه এর إعراب গ্রহণ করবে। লক্ষ কর, غير শব্দটি সেই إعراب ই গ্রহণ করেছে।

তৃতীয় ভাগের উদাহরণগুলোতে إلا অব্যয়টি ব্যবহৃত হলে مستثنى গুলো পূর্ববর্তী عامل অনুযায়ী إعراب গ্রহণ করবে। লক্ষ করে দেখ, غير শব্দটি সেই إعراب ই গ্রহণ করেছে। غير অব্যয়টি إلا এর স্থলবর্তী হয়ে المستثنى بإلا এর إعراب গ্রহণ করেছে আর مستثنى গুলোকে مضاف إليه রূপে জর দিয়েছে।

غير এর স্থলে سوى শব্দটি ব্যবহৃত হলেও একই অবস্থা হবে অর্থাৎ অর্থের দিক থেকে এবং إعراب এর দিক থেকে سوى ও غير অভিন্ন। তবে سوى শব্দটি المقصور হওয়ার কারণে إعراب এর চিহ্ন তাতে অনুক্ত থাকবে।

মূলকথা

غير ও سوى শব্দদু'টি أدوات الاستثناء এর অন্তর্ভুক্ত। এ অব্যয় দুটি المستثنى بإلا এর إعراب গ্রহণ করে এবং مستثنى কে مضاف إليه রূপে জর দান করে।

المستثنى بخلا و عدا و حاشا

(الف) زُرْتُ مساجِدَ المدينةِ خَلَا واحدًا / واحدٍ

أثْمَرتْ الأشجارُ خلا شَجَرةً / شجرةٍ

حَضَرَ التلاميذُ خلا راشدًا / راشدٍ.

(ب) زُرتُ مساجدَ المدينةِ ما خلا واحدًا .

أثمر الأشجارُ ما خلا شجرةً .

حضر التلاميذُ ما خَلا تلميذًا .

আলোচনা

خلا শব্দটি أدوات الاستثناء এর অন্তর্ভুক্ত একথা তোমরা আগেই জেনেছো। সুতরাং خلا এর পরবর্তী শব্দটি مستثنى

প্রথম ভাগের উদাহরণ গুলোতে خلا এর পরবর্তী প্রতিটি শব্দের এর إعراب লক্ষ কর। হয় তা منصوب হয়েছে, নয় مجرور হয়েছে। منصوب হলো কিভাবে বলতে পারো? হাঁ! خلا কে فعل ধরা হয়েছে। ফলে পরবর্তী مستثنى টি তার مفعول به রূপে منصوب হয়েছে। আর مجرور হলো কিভাবে? خلا কে حرف الجر ধরা হয়েছে। সুতরাং পরবর্তী مستثنى টি حرف الجر দ্বারা مجرور হয়েছে। মোটকথা, خلا কে فعل ধরলে مستثنى টি منصوب হবে আর خلا কে حرف الجر ধরলে مستثنى মাজরূর হবে।

এবার দ্বিতীয় ভাগের উদাহরণ গুলো লক্ষ কর, এখানে কিন্তু مستثنى গুলো শুধু منصوب হয়েছে। মাজরূর হয়নি। কেননা خلا এর শুরুতে ما যোগ হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল যে, خلا কে এখানে فعل রূপেই গ্রহণ করা হয়েছে। حرف الجر রূপে নয়। তাই পরবর্তী مستثنى টি শুধু مفعول به রূপে منصوب হবে।

خلا সম্পর্কে যা বলা হল حاشا ও عدا সম্পর্কেও একই কথা। তবে حاشا এর পূর্বে ما যুক্ত হয় না।

মূলকথা

خلا، عدا، حاشا এ তিনটি অব্যয় فعل হিসাবে পরবর্তী مستثنى কে مفعول به রূপে نصب দেয়। আর حرف الجر হিসাবে مستثنى কে جر দান করে।

خلا ও عدا এর পূর্বে ما যুক্ত হয়ে থাকে। তখন শুধু فعل হিসাবে مستثنى কে مفعول به রূপে نصب দেয়।

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্য গুলোতে مستثنى ও مستثنى منه ও أدوات الاستثناء নির্ধারণ করো।

مَضى الشهرُ إلا يومَينِ . ما عادَ المريضَ إلا الطبيبُ . لا يَردُ الكوثرَ غيرُ من يتبعُ السنةَ . نَظَّفتُ الغُرفَ ما عدَا واحدةً . لا يَفِرُّ من الجهادِ إلا الجبانُ . لم يُساعِدْني أحدُ من الأصدقاءِ إلا خالدُ .

২। নীচের বাক্যগুলোতে المستثنى بإلا এর إعراب ব্যাখ্যা করো।

غَرِقَ رُكّابُ السفينةِ إلا رَاكِبًا . لا يُطْعِمُ الطعامَ إلا الكرامُ لا يَسْعَدُ الإنسانُ إلا بالعِلْمِ و العَمَلِ . لا يَثِقُ الناسُ بأحدٍ إلا الصَّدوقِ . لم يَفُزْ التلاميذُ إلا الأذْكِياءُ

৩। উপরের বাক্যগুলোতে إلا এর স্থলে غير ব্যবহার করো।

৪। নীচের শূন্যস্থানে উপযুক্ত المستثنى بإلا যোগ করো এবং যে সকল ক্ষেত্রে দুটি إعراب সম্ভব সেগুলো চিহ্নিত করো।

لا يعرفُ ذَا الفضلِ إلا ..... . ما سَقى الإسلامَ بدماءِ الصدرِ أحدُ إلاَّ ..... . قَبضَتْ الشُّرْطَةُ على المجرمين إلا ......

৫। নীচের শূন্যস্থান গুলোতে مستثنى ব্যবহার করো ও পড়।

هذه الكتبُ نافعةٌ خلا .... . إحْترَقَ أثاثُ المنزلِ مَا عَدَا ..... أجابَ التلاميذُ إجَابةً صحيحةً حاشا ..... . صَاحبَ هؤلاءِ الأولادُ عَدَا ..... . طُفْتُ شوارِعَ المدينةِ ما خلا .... .

৬। নীচের كلام موجب কে غير موجب এর রূপান্তরিত করো এবং مستثنى এর إعراب ব্যাখ্যা করো।

هَبَّتْ عاصفةٌ فَتَهَدَّمَتْ البيوتُ إلا بيتًا . فَرَّ الجنودُ إلا القائدَ

প্রশ্নমালা

১। استثناء কাকে বলে?

২। مستثنى কাকে বলে?

৩। مستثنى منه কাকে বলে?

৪। ইসতিছনা-এর প্রধান অব্যয় কোনটি?

৫। إلا এর সমর্থক অব্যয়গুলো কি?

৬। دعوت القوم إلا ماجدا এখানে প্রথমে কোন লফযের জন্য কি সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে إلا দ্বারা কি করা হয়েছে?

৭। এখানে قوم লফযের উপর কি হুকুম আরোপ করা হয়েছে এবং ঐ আরোপিত হুকুম থেকে লফযের কোন অংশকে বাদ দেয়া হয়েছে?

৮। أدوات الاستثناء কি কি?

৯। المستثنى بإلا এর ইরাব কত প্রকার ও কি কি?

১০। বাক্যটি تام হওয়ার অর্থ কি?

১১। বাক্যটি موجب হওয়ার অর্থ কি?

১২। প্রশ্নবাচক বা আদেশবাচক বাক্য কি موجب ?

১৩। نجح التلاميذ إلا تلميذا এখানে বাক্যটি تام না غير تام ?

১৪। এখানে কি مستثني منه উল্লেখিত হয়েছে? হলে তা কোনটি?

১৫। উপরোক্ত বাক্যে مستثنى এর إعراب নছব হল কেন?

১৬। مستثنى কখন দুটি إعراب গ্রহণ করতে পারে এবং দু'টি إعراب গ্রহণের সূত্র কি কি?

১৭। مستثنى কখন بدل البعض হিসাবে مستثنى منه এর إعراب গ্রহণ করতে পারে?

১৮। ما رسب التلاميذ في هذا الامتحان إلا خالد এখানে مستثنى কি إعراب গ্রহণ করেছে এবং কেন?

১৯। كلام যদি غير تام ও غير موجب হয় তবে مستثنى কি إعراب গ্রহণ করবে?

২০। مستثنى কখন مستثنى منه এর إعراب গ্রহণ করে?

২১। কোন কোন অবস্থায় مستثنى মাজরূর হতে পারে?

২২। غير শব্দটি কি إعراب গ্রহণ করবে?

২৩। لا يحبني غير راشد এখানে غير কেন ও কি إعراب গ্রহণ করেছে?

২৪। غير এর إعراب টি মূলতঃ কার إعراب ?

২৫। এমন কোন أدوات الاستثناء কি তুমি জান যা فعل রূপে আবার হরফ রূপে ব্যবহৃত হতে পারে।

২৬। خلا . عدا . حاشا এর তিনটি أدوات الاستثناء কখন কোন সূত্রে مستثنى কে কি إعراب দান করে?

২৭। এই তিনটির কোনটির শুরুতে ما যুক্ত হতে পারে?

২৮। এই তিনটির কোনটির শুরুতে ما যুক্ত হতে পারে না?

২৯। عدى . خلا এবং حاشا এর মাঝে কি পার্থক্য?

৩০। ইরাব দানের ক্ষেত্রে خلا ও ماخلا এর মাঝে কি পার্থক্য?